পরিনত বয়সের মনোদৈহিক উপন্যাস

ভারতী এস. প্রধান

ভ্যালেন্টাইন লাভার

ভাষান্তর ■ আবু আযহার

পরিণত বয়সের মনোদৌহিক উপন্যাস

ভারতী এস. প্রধান প্রণীত

ভ্যালেন্টাইন লাভার

ভাষান্তর : আবু আযহার

শব্দগুচ্ছ ❐ ঢাকা

ভ্যালেন্টাইন লাভার
ভারতী এস. প্রধান
ভাষান্তর: আবু আযহার

প্রকাশক
শব্দগুচ্ছ: ঢাকা
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

©
প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০০৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৬

প্রচ্ছদ
মোবারক হোসেন লিটন

বর্ণবিন্যাস
নন্দিতা কম্প্রিন্ট
৩১/৩২, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রেস
৫৭ ঋষিকেশ দাশ রোড, ঢাকা–১১০০

SUVOM

মূল্যঃ ২০০ টাকা

ISBN: 984-8578-13-1

একমাত্র পরিবেশক
ঐশী পাবলিকেশন্স, ৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০, ফোন : ৭১৬৬৬৬২

ভ্যালেন্টাইন লাভার কল্পনাশ্রয়ী হলেও অসম্ভব ভাল একটি রোমান্টিক উপন্যাস। এর লেখিকা ভারতী এস. প্রধান ভারতের মিডিয়া জগতে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এবং সে দেশের সবার পরিচিত একজন নামকরা ব্যক্তিত্ব। তিনি মুম্বাইয়ের সিডেনহ্যাম কলেজের ছাত্রী থাকার সময়ই সাংবাদিকতায় নিজের বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখতে সক্ষম হন।

দীর্ঘ কুড়ি বছরের চিত্র সাংবাদিকতার জীবন তাঁর। এরমধ্যে *স্টার অ্যান্ড স্টাইল, মুভি, লেহরেঁ সিনে ট্যাব* এবং *শোটাইম* প্রভৃতি বহুল প্রচারিত ম্যাগাজিনসমূহের সম্পাদনার পাশাপাশি *মিড-ডে, ঈভ'স্ উইকলি, সানডে, ইভনিং নিউজ* এবং *ফ্রী প্রেস বুলেটিন*-এর মত পত্রিকায় অত্যন্ত সফল কলাম লিখে নন্দিত হয়েছেন।

বিশেষ করে চলচ্চিত্র এবং চিত্র জগতের তারকাদের সম্পর্কে তীক্ষ্ণ ভাষার সমালোচনা ও বিশ্লেষণমূলক কলাম *লেহরেঁ* তাঁকে যেমন জনপ্রিয় করেছে, তেমনি টেলিভিশনের পর্দায় নিয়মিত উপস্থিতি দেশে এবং বিদেশে পরিচিত মুখে পরিণত করেছে।

ভ্যালেন্টাইন লাভার ভারতী এস. প্রধানের প্রথম উপন্যাস হলেও এটায় তিনি ভারতীয় সেলিব্রিটিদের একেবারে অন্দরমহলের খুঁটিনাটি সম্পর্কে তাঁর অর্জিত অগাধ জ্ঞান কাজে লাগিয়েছেন।

ভারতী এস. প্রধান বর্তমানে দুটি পত্রিকা, *আইল্যান্ড* এবং *দি এশিয়ান এজ গ্রুপ অফ পাবলিকেশন্স*-এ কলাম লেখা ছাড়াও একটি স্যাটেলাইট টিভির নতুন ধারাবাহিক "*বিউটি পারলার*"- এর স্ক্রিপ্ট লিখছেন। মুম্বাইতে থাকেন তিনি, চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট স্বামী সঞ্জয় এবং একমাত্র পুত্রসন্তান সিদ্ধেশকে নিয়ে। SUVOM

এক

মমম! ৭৪ কেজি ওজনের ব্যায়ামপুষ্ট দেহটা ওর দৃঢ়, সুউন্নত দুই স্তনের উপত্যকায় নেতিয়ে পড়ে আছে। একটু একটু করে দম ফিরে আসছে তার। জঘন্য! দুই ঊরুসন্ধির গভীরে একটা চাপা ব্যথার অনুভূতি। কল্পনায় নিজের দুই স্তনের সর্বত্র নীল ও লাল রঙের ছোপ ছোপ দাগ দেখতে পেলো সুস্মিতা। এক হাতে স্তনের বোঁটা ছুঁয়ে দেখল–জায়গামত আছে তো? আছে! অতন্দ্র প্রহরীর মতো খাড়া হয়ে আছে।

স্বপ্নালু ভঙ্গিতে চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সুস্মিতা। ওর মৃদু নড়াচড়ায় সচকিত হলো যুবক, অলস ভঙ্গিতে মাথা তুলে মৃদু হাসল। তার মুখ এগিয়ে নিয়ে এলো, জিভ দিয়ে ওর ঠোঁট ফাঁক করে মুখের মধ্যে ভরে দিল। নিজের মুখ দিয়ে সুস্মিতার পুরো মুখ ঢেকে ফেলল, মৃদু মৃদু কামড় দিয়ে আবার ওকে জাগিয়ে তুলতে শুরু করল। চোখ মুদে ফেলল সুস্মিতা, নিজেকে তার হাতে পুরোপুরি সঁপে দিল।

এক হাতে ওর ডান স্তন মুঠো করে ধরল সে, আবেশে সুস্মিতার পিঠ বাঁকা গয়ে গেল। ঠোঁট মুক্ত করে দিয়ে অন্য হাতটা ঘাড়ের নিচ দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে এনে ওর দ্বিতীয় স্তন মুঠো করে ধরল। উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল সুস্মিতা, যুবকের মুখ স্তনের উদ্ধত বোঁটার উপর টেনে নিয়ে এল। বাঁধনহারা হয়ে গেল সে–খেলা করতে লাগল ও দু'টো নিয়ে। অসহ্য আবেগে চিৎকার করে ওঠার অবস্থা হলো সুস্মিতার।

উত্তেজনার শিখরে না পৌঁছানো পর্যন্ত খেলা চালিয়ে গেল লোকটা, তারপর দ্বিতীয়বারের মতো প্রবেশ করল ওর অভ্যন্তরে। ব্যথা আর প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে চিৎকার করে উঠল সুস্মিতা, বহুবার অনুশীলন করা অর্কেস্ট্রার মতো তার দেহের ছন্দের সাথে সমানতালে নিজেকেও দোলাতে লাগল। লোকটা ওকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, ক্রমে ওর গভীর থেকে আরও গভীরে ঢুকে যাচ্ছে। এক সময় গুঙিয়ে উঠল সে।

বিড়বিড় করে বলল, 'আই লাভ ইউ, মিসেস জয় কুমার রেড্ডি! আই লাভ ইউ!'

ঝড়ের মতো নিঃশ্বাস নিচ্ছে লোকটা। সুস্মিতা তাকে দু'হাতে সবলে জড়িয়ে ধরে আছে। শ্বাস-প্রঃশ্বাস ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। চোখ বুজে নিজের উপরে এলিয়ে থাকা দেহটার শীতল পরশ অনুভব করল সুস্মিতা। লোকটা জঘন্য! আবার ভাবল।

কে এই আগন্তুক যে তার দেহটাকে এত সুন্দরভাবে জাগিয়ে তুলল? সে কে, যার হাতে নিজের দেহ-মন তুলে দিল সুস্মিতা? তা-ও লন্ডনের রাস্তায়, রেঞ্জ-রোভারের ব্যাক সীটে? সে কে, যে গেট ভেঙে তার দেহের সবচেয়ে গভীরতম প্রদেশে ঢুকে পড়ল, যেখানে আর কোন পুরুষ এ পর্যন্ত প্রবেশাধিকার পায়নি?

দুই

চড়া ডেসিবেলের চিৎকারটা কানে যেতে ঘুরে তাকাল ও। রুমের আরেক মাথায় চোখ ধাঁধানো রূপসী পাম্মিকে দেখতে পেল। যে কখনও কোন পার্টি মিস্ করে না, খুব শীঘ্রি যার জীবনে দ্বিতীয় বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটতে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠেই দু'হাতে অত্যন্ত সুদর্শন, সুবেশী এক যুবকের গলা জড়িয়ে ধরল পাম্মি, যুবক ঝুঁকে তার দু'গালে চুমো খেলো।

'বেচারা জয়! পাম্মি ওকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে!' ব্যাবস্ সর্বশেষ নিউজ বুলেটিনের মতো প্রচার করল। জবাবে তার স্বামী শিব অবজ্ঞার সুরে বলল, 'বেচারা? ও তো মনে হচ্ছে ভালই মজা পাচ্ছে।'

'জয় কে?' সুসু আগ্রহের সুরে জানতে চাইল। 'আগে তোমাদের কোন পার্টিতে তো দেখিনি লোকটাকে!' দূর থেকে পলকের জন্য যুবকের অভিজাত নাক ও সদা কৌতূহলোদ্দীপক চোখ দুটো দেখতে পেয়েছে ও, তার ব্যাপারে এখন জানতে চায়। রুমে উপস্থিত আর সবাইকে চেনে সুসু, তাদের ব্যাপারে সবকিছু জানে। কেবল এই যুবকটি ওর অচেনা।

'জয় আমাদের পুরনো বন্ধু,' ব্যাবস্ বলল। 'অন্ধ্র প্রদেশের কোথাও লাক্সারী রিসোর্ট আর হোটেল তৈরি করার ব্যাপারে শিবের সাথে কথা বলতে এসেছিল। যেমন অসম্ভব ধনী লোক, তেমনি উপযুক্ত।'

'ব্যস্?' সুসুর কণ্ঠে বিরক্তির আভাস। 'মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স থাকলেই যে কেউ উপযুক্ত হয়ে যায়?'

'হোল্ড ইট!' ব্যাবস্ বাধা দিল। 'জয় আসলেই ভালো মানুষ, বিনয়ী। টাকা-পয়সা আছে বলে কখনও গর্ব করে বেড়ায় না।'

'সত্যি,' স্ত্রীকে সমর্থন জানাল শিব। ব্যাপারটা বিস্ময়কর, কারণ শিব কোন ব্যাপারে কাউকে পুরো মার্কস দিয়েছে, এমনটা বলতে গেলে কখনও ঘটে না। 'অনেক পয়সাওয়ালা রেড্ডির সাথে ডীল করেছি আমি। তাদের প্রত্যেকে লুচ্চা স্বভাবের, টাকা আছে বলে গর্বে মাটিতে পা পড়ে না। এমনিতে ভাল মানুষ, কিন্তু কোন মেয়েকে দখল করতে পারলে

সবার কাছে গল্প করে বেড়ায়। কিন্তু জয় এ ক্ষেত্রে একেবারে আলাদা। এ নিয়ে ও কারও সাথে গল্প করে বেড়িয়েছে বলে কখনও শুনিনি আমি। শুধু আমি নই, কেউ শোনেনি। মেয়েরা সারাক্ষণ পতঙ্গের মত ছেঁকে থাকে জয়কে। কিন্তু ত নিয়ে ও কখনও গল্প করে বেড়ায় না।'

'আহ্, কি কিউট নাম্বার!' ঘোষণা করল সুসু, শিবকে ফ্লোরে টেনে নিয়ে গেল নাচবে বলে। জয় ছিল ফ্লোরের আরেক মাথায়, পাম্মির আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে দম নেয়ার জন্য মুখ তুলতেই আবার চোখাচোখি হলো ওদের দু'জনের। সুসু হাসল তার উদ্দেশে, পরক্ষণে দৃষ্টি সরিয়ে পার্টির আর সবার দিকে নজর দিল।

পার্টি হিট, খুশি মনে ভাবল সুসু। প্রত্যেকে ব্যস্ত–পান করছে, গল্প করছে নয়তো নাচছে। নাচ শেষ হতে শিবের সাথে নিজেদের ছোট্ট দলে ফিরে গিয়ে দেখল জয়ও যোগ দিয়েছে তাতে, ব্যাবসের কোন এক রসিকতায় হাসছে। সুসু দলে যোগ দিতে ওর দিকে ফিরল ব্যাবস্।

'আমি জয়কে জিজ্ঞেস করছিলাম ও রমীলা ভাটের আর কোন পার্টিতে গিয়েছিল কি না। রমীলা ভাট আরেক অসম্ভব ধনী লোকের বউ। স্বামী একটা টিভি চ্যানেলের মালিক। দিল্লির বড় বড় পলিটিশিয়ানদের সাথে হট লাইন আছে তার। রমীলা মনে করে ও বুঝি লন্ডনের এক নম্বর পার্টিদাতা। অথচ ওর পার্টি হয় নব্য ধনীদের পার্টির মতো, সবকিছু লেজে গোবরে করে ফেলে ও।'

ব্যাবস্ বলে চলেছে, 'একবার কি হয়েছে জানো? পণ্ডিত রবি শঙ্করের সম্মানে দেয়া এক পার্টিতে স্বয়ং পণ্ডিতজীকেই অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল ওরা। কিভাবে? ওরা তাঁর বসার জায়গা করেছিল গান্ধী আর বচ্চন পরিবারসহ অন্যসব সেলিব্রিটির সাথে এক জায়গায়। আর সবাইকে বসিয়েছিল নিচের তলায়। এক সময় বাধ্য হয়ে পণ্ডিতজী নিজে নিচতলায় গিয়ে তাদের সাথে দেখা করে বলেছেন, জীবনে কখনও এমন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি তাঁকে। পার্টিতে আমন্ত্রিত সবাই সমান, তাঁদের জন্যে আলাদা আলাদা ব্যবস্থা কেন?'

জয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল ব্যাবস্। 'ওকেও নিচে বসানো হয়েছিল, পরে অবশ্য উপরতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। তার আগের দিন রমীলা তার ছোট বোনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে ৫০০ জনের ছোট এক পার্টি থ্রো করে। জাকির হুসেন আমাদের হাউস গেস্ট ছিল সে সময়ে। রমীলা আব্দার করেছিল তাকেও নিয়ে যেতে। আমি কথাটা বলতে

জবাবে জাকির হুসেন কি বলেছিল জানো? বলেছিল, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার! আমি ওর পার্টিতে গিয়ে মরার ইচ্ছা নেই।'

'হ্যাঁ,' শিব ঠাট্টার সুরে বলল। 'তুমি তো তখন জাকির হুসেনের দলের মেয়ে গায়িকা ছিলে।'

'কিন্তু আমি জানতাম তুমি পণ্ডিতজীর ফ্যান,' জয় বলল। 'গায়িকা কবে হলে?'

ব্যাবস্ আর দশজন এশিয়ানের মত ভারতীয়, জীবন লন্ডনের মাটিতে কেটেছে। এখানকার ভারতীয়দের সমস্ত পার্টিতে যোগ দেয় সে, ভারতীয় সাংস্কৃতিক জগত সম্পর্কে সমস্ত খোঁজ-খবর রাখে। আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে জয় ও সুস্মিতা হার্ডিকার ওরফে সুসুকে পরিচয় করিয়ে দিল সে। ততক্ষণে বেশিরভাগ অতিথিই বিদায় নিয়েছে।

জয় সদ্য পরিচিত সুস্মিতার হাতের গ্লাস খালি দেখে বলল, 'তোমার জন্য কোন ড্রিঙ্ক আনতে পারি?'

'শুধু কোক, প্লিজ,' সুসু বলল।

দু'জনের জন্য দু'টো কোলা নিয়ে ফিরে এল জয়, তখনই মিউজিকের সুর বদলে গিয়ে ধীর লয়ের পোস্ট-মিডনাইট 'ইউ গটা লিক ইট' বাজতে শুরু করল। জয় এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার কিউট নাম্বার বাজতে শুরু করেছে। নাচবে আমার সাথে?'

সুসু মৃদু হাসল। বুঝতে পারল ওর তখনকার মন্তব্য শুনে ফেলেছিল জয়। নাচতে এসে টের পেল লোকটা কত লম্বা। ছয় ইঞ্চির চেয়ে আধ ইঞ্চি খাটো। লাইট গ্রে জিনস্ পরে আছে সে, গায়ে দিয়েছে গাঢ় নীল রঙের আরমানি জ্যাকেট। তার নিচে গায়ে দিয়েছে কালো টি-শার্ট। জ্যাকেটের উপর থেকেও সুসু টের পেল ভেতরের দেহটা অ্যাথলেটদের মত ব্যায়ামপুষ্ট। ড্রেসটা অভিজাত চেহারার সাথে ভালই মানিয়েছে। জয় এক হাতে আলতো করে কোমর বেড় দিয়ে ধরে ফ্লোরের দিকে নিয়ে চলল ওকে। ব্যাপারটা খুব উপভোগ করল সুসু। ভাল লাগল।

'তাহলে, আমি কি টেস্টে পাস করেছি?' নাচ শেষ হতে চেয়ারে বসে বলল জয়। সুসু হাসল, 'আমি দুঃখিত, তোমার দিকে তাকাতে গিয়ে ধরা পড়ে যাব বুঝতে পারিনি।'

জয় হেসে মাথা নাড়ল। 'ধরা পড়োনি। আসলে আমি যা করছিলাম, তুমিও তাই করছিলে,' সৎ স্বীকারোক্তি করল ও। 'তুমি খুব ঝলমলে, উজ্জ্বল একটা মেয়ে, তা জানো?'

নীরবে হাসল সুসু। ঘুর তাকাতে ব্যাবস্ ও তার স্বামী শিবকে পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ধীর লয়ে নাচতে দেখল। 'ওরা চমৎকার এক জুটি, না? ব্যাবস্ আর শিব?'

ভুরু কুঁচকে উঠল জয়ের। 'ব্যাবস্! সে কে?'

'ব্যাবস্ হচ্ছে ভাবীর সংক্ষিপ্ত,' সুসু বলল। 'আমার ভাইকে বিয়ে করার পর থেকে ওকে আমি ব্যাবস্ বলে ডাকি।'

'তাই বলো। চমৎকার নাম। এখন থেকে আমিও তাই ডাকব।'

'তোমার সঙ্গিনী কোথায় গেল,' সুসু বলল, 'পাম্মি?'

'বাড়ি গেছে, স্বামীর কাছে,' জয় শুকনো গলায় বলল।

প্রসঙ্গটা তোলা ঠিক হয়নি ভেবে তৎক্ষণাৎ কায়দা করে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিল সুসু, শিব আর ব্যাবসের সঙ্গে জয়ের পরিচয় কি করে হলো জানতে চাইল। এইভাবে এক কথা দু'কথায় আলোচনায় মেতে উঠল ওরা। জয় সুসুকে তার হোটেল আর বীচ রিসোর্ট ব্যবসা সম্পর্কে বলল, সুসু ওয়েস্টমিনিস্টারে তার সদ্য শেষ করে আসা ম্যাস কমিউনিকেশন কোর্স সম্পর্কে বলল।

কথা বলতে বলতে আকাশের দিকে তাকাতে অসংখ্য তারা দেখতে পেল ও, সারা আকাশজুড়ে ঝলমল করছে। নিজেদের দশম বিবাহবার্ষিকী পালনের জন্য কাচের ছাদওয়ালা মুম্বাই ব্রাসেরির কনজার্ভেটরী ভাড়া নিয়ে ভালই করেছে শিব ও ব্যাবস্। ওপরে খোলা আকাশ ও ভেতরের উষ্ণ পরিবেশ, দু'টোই উপভোগ করা যাচ্ছে। এরকম এক অনুষ্ঠানের সময় নিজ পরিবারের সঙ্গে লন্ডনে থাকতে পেরে গর্ব হলো সুসুর।

'জয়, তুমি লন্ডনেই থাকো?'

'না,' মাথা নাড়ল যুবক। 'হায়দ্রাবাদে। এক সপ্তাহের জন্য জরুরি কাজে এসেছিলাম। কাজ শেষ হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে চলে যাব।'

'কি কাজ করো সেখানে?' প্রশ্ন করেই আবার বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও! তোমাকে বলতে হবে না, আমাকে আন্দাজ করতে দাও। শুধু ব্যাবসের বন্ধু হলে তোমার মিউজিশিয়ান হওয়ার চান্স ছিলো। কিন্তু যেহেতু তুমি আমার ভাইয়েরও বন্ধু, সেহেতু নিশ্চয়ই কোন বিরক্তিকর ব্যবসায়ী!'

'বিরক্তিকর শব্দটা একদম যথার্থ বলেছ।'

শিব ও ব্যাবস্‌কে নাচ থামিয়ে অপেক্ষমাণ অতিথিদের দিকে যেতে দেখে ওরার এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে। শিব ঠাট্টা করে বলল, 'কি ব্যাপার, কারও মধ্যে বাড়ি যাওয়ার লক্ষণ দেখছি না যে?'

ব্যাবস্‌ তার শাশুড়ি নোরমা হার্ডিকারের দিকে ফিরে বলল, 'মাম্মি, ইন্ডিয়া ফিরে যাওয়ার আগে জয়ের কান্ট্রি হাউসটা অবশ্যই দেখে যেয়ো। বাড়িটা সত্যি খুব সুন্দর!'

শিব ও সুসুর গল্পবাজ বড়বোন সুচিত্রা বলে উঠল, 'তাই নাকি? কোথায় সেটা?' তার স্বামীকে সারা বছর ট্যুরে থাকতে হয় বলে যথারীতি আজকের পারিবারিক পার্টিতেও অনুপস্থিত সে।

জয় তৎক্ষণাৎ নিমন্ত্রণ করে বসল। 'হার্টফোর্ডশায়ারে। কাল রোববার। তোমরা সবাই আমার বাড়িতেই লাঞ্চ করতে চলে এসো!'

'লাঞ্চ খাব কি করে!' শিব দ্রুত বাধা দিল। 'কাল দুপুরের আগে তো ঘুমই ভাঙবে না আমার।'

'লাঞ্চ না হোক, লেট লাঞ্চই সই,' জয় নাছোড়বান্দার মতো বলল। 'আবহাওয়া ভাল থাকলে সন্ধ্যায় বারবিকিউ পার্টির আয়োজনও করা হবে। আমি কয়েকজন বন্ধু নিয়ে আজ রাতেই চলে যাচ্ছি সেখানে। সোমবার সকাল পর্যন্ত থাকব। এর মধ্যে যখন খুশি আসতে পারো তোমরা।'

এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল সে। সুসুর ওপর নজরটা একটু বেশি সময় স্থায়ী হলো। আর সবার মত জানার অপেক্ষায় আছে যুবতী। ওর ধারণা এবারের উইকএন্ড ভাল কাটবে। কিন্তু আসলে কতটা ভাল এবং ঘটনাবহুল হবে সেটা ও কল্পনাও করতে পারেনি।

তিন

টানা ঘুমের পর ঠিক সকাল সাতটায় ঘুম ভাঙল সুস্মিতার। ক্ষণে ক্ষণে ব্লাশ করছে। রাত কেটেছে মিটিমিটি হাসি, আরমানি জ্যাকেট ও অভিজ্ঞ প্রেমিকের মতো একজোড়া চোখের পিট্‌পিটে চাউনি দেখে।

পনেরো মিনিট ব্যায়াম করে দেহের ম্যাজমেজে ভাবটা কাটিয়ে নিল ও। ট্র্যাক স্যুট পরে চুল পনিটেইল করে বাঁধল। চোখেমুখে পানি ছিটিয়ে লেবুর রস মেশানো এক গ্লাস হালকা গরম পানি খেয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো ও। ভোরের খোলা হাওয়ায় রোজ পঁয়তাল্লিশ মিনিট দ্রুত হাঁটে ও। সূর্যের প্রথম আলোর ছটা আর ঠাণ্ডা বাতাসে কিছুক্ষণ হাঁটলে অলসতা কেটে যায়, চেহারার রং ফিরে আসে।

সুসু, হার্ডিকার পরিবারের ফিটনেস ম্যানিয়াক, বাইরে থেকে ফিরতেই শিবের সাত বছর বয়সী দুই যমজ মেয়ে, লায়লা ও মিতালী এসে হানা দিল ওর রুমে। দুটোই ভীষণ দুষ্টু, পদে পদে সমস্যা বাধায়। প্রাণশক্তির যেমন অভাব নেই ওদের, তেমনি আগ্রহ আর কৌতূহলেরও অভাব নেই। নইলে দু' বোনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। একজন যদি ইডলি হয়, অন্যজন শিক কাবাব। লায়লা দেখতে হয়েছে মা ব্যাবসের মতো। ওর পেটে কোন কথা থাকে না। কিন্তু মিতালী এ ক্ষেত্রেও বোনের ঠিক উল্টো–ওর পেট থেকে কোন কথা বেরই হয় না।

সুস্মিতা জেগে আছে দেখে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল মেয়ে দু'টো। কে কার আগে ওর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাই নিয়ে ঠেলাঠেলি শুরু করে দিল, দু'জনই একসঙ্গে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। আসল উদ্দেশ্য ওর সঙ্গে সুইমিং পুলে গোসল করতে যাবে। মেয়ে দু'টোকে জড়িয়ে ধরে আদর করে দিল সুস্মিতা।

'আগে মাম্মির ঘুম ভাঙতে দাও,' ওদেরকে আশস্ত করার জন্য বলল। 'মাম্মি যদি আপত্তি না জানায়, তাহলে তোমাদেরকে সুইমিং পুল থেকে গোসল করিয়ে আনব।'

চটপটে স্বভাবের মেয়ে দু'টোকে খুব ভাল লাগে ওর। আগের দিন স্কুল থেকে ফিরেই লায়লা খুশি খুশি গলায় পরিবারের সবার সামনে ঘোষণা করল, 'ফ্রেডি আজ আমাদের ক্লাসের সব মেয়েকে "স্লগিং" করেছে।'

'স্লগিং? তুমি জানো কথাটার অর্থ কি?' মনে মনে আঁতকে উঠে জানতে চেয়েছে ওদের মা, ব্যাবস্।

'হ্যাঁ,' সবজান্তার মত শ্রাগ করেছে ও। 'চুমো খাওয়া আর কি!' ওর বলার ভঙ্গি দেখে সবাই মুখ টিপে হাসলেও সাত বছর বয়সী এক মেয়েকে এ নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন না করে ব্যাপারটা সেখানেই শেষ করে দিয়েছে। মিতালীও একই ক্লাসে পড়ে, সে-ও কাছেই ছিল। কিন্তু ফ্রেডির সেয়ানা হয়ে ওঠা প্রসঙ্গে ও একটা কথাও বলেনি।

চার বছর বয়সের সময় একবার বেফাঁস একটা মন্তব্য করেছিল মিতালী। কাবার্ড খুলে কিছু বের করার সময় মায়ের স্যানিটারি প্যাড দেখে বাড়ি ভর্তি লোকজনের সামনে "মাম্মির প্যাম্পার!", "মাম্মির প্যাম্পার!" বলে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছিল। মুখ চেপে ধরে ওকে ঠেকাতে সেদিন গলদঘর্ম হতে হয়েছিল ব্যাবস্।

নিজের মা, ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের মিসেস নোরমা হার্ডিকারকে ডাইনিং রুমে ঢুকতে দেখল ও। সব সময় ফিটফাট থাকার অভ্যাস তার। সবাই তাকে 'মম' বলে ডাকে। গল্পের বইয়ে উল্লেখ করা আদর্শ মায়ের মত মা নোরমা–ভারতে জন্মগ্রহনকারী ইংরেজ। ব্রিটিশ রাজের মৃত্যুর পরও অনেক বছর পর্যন্ত ভারতে ছিল তাদের পরিবার।

সে সময়ে নোরমা ড্যানিয়েলসের পরিচয় হয় সুস্মিতার বাবা ড. প্রশান্ত হার্ডিকারের সঙ্গে। পরিচয় থেকে পরিণয়। প্রশান্ত হার্ডিকার বেঁচে নেই, আট বছর আগে ক্যান্সারে মারা গেছে। দেশে সায়েন্টিফিক ব্রেইন হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি ছিল তার। শিশুসুলভ হাসিখুশি মানুষ ছিল। নোরমা হার্ডিকার জন্মগতভাবে ইংরেজ হলেও মনেপ্রাণে ভারতীয়। চাকরি জীবনের শেষদিকের কয়েক বছর মুম্বাইয়ের সিডেনহ্যাম কলেজের ইংরেজির প্রফেসর ছিল সে।

ক'দিন হলো লন্ডনে এসেছে পরিবারের আর সবার সঙ্গে ছুটি কাটাতে। লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ছেলের ইচ্ছা ছিল মা অবসর নিয়ে তার পরিবারের সঙ্গে থাকুক, কিন্তু নোরমা এক কথায় তা নাকচ করে দিয়েছে। কারণ কারও বোঝা হয়ে থাকার ইচ্ছা নেই তার।

মুম্বাইয়ের লিটল গিবস্ রোডে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে একা থাকে। মম এখন সব সময় শাড়ি পরে থাকে। কিন্তু তার ছোটবেলার যত ছবি আছে, সব চল্লিশের দশকের ফ্রক পরা। দেখলে সুসুর খুব হাসি পায়। একটু পর শিব ও ব্যাবস্ এসে যোগ দিল ডাইনিং টেবিলে। ওদের দুই মেয়ে তখন সশব্দে সিরিয়াল খাওয়ায় ব্যস্ত।

লায়লা গলা চড়িয়ে রবিবারের বোনাস কেক ও মধুর দাবি জানাচ্ছে। জবাবে 'মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে কথা বলতে হয় না,' বলে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করছে ব্যাবস্। শিব মেয়েদের দাবি কেন মেটানো হচ্ছে না জানতে চাইলে ব্যাবস্ তার পেট দেখিয়ে বলল, 'তোমার মতো ওদের পেটও মোটা হয়ে যাবে বলে।'

সুযোগটা নিল মম। 'শিব, ও ঠিকই বলেছে। শরীরের ব্যাপারে তোমার আরো যত্নবান হওয়া উচিত।'

শিব তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঢুকল বড় বোন সুচিত্রা। 'আমার সঙ্গে রিচার্ডকে রিসিভ করতে কে এয়ারপোর্টে আসতে পারো? আমার স্বামী প্রবর এইমাত্র ফোন করে জানাল সে দুপুরের পর আসছে।'

তার ঘোষণায় আনন্দের হল্লা বয়ে গেল রুমের মধ্যে। মেডিসিনের নামকরা ডাক্তার রিচার্ড মায়েস পরিবারের সবার প্রিয়জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় চাকরি করে, প্রায় সারা বছর লেকচার আর সেমিনারে অংশ নিতে দুনিয়াময় চক্কর দিয়ে বেড়ায়। বর্তমানে এইডস-এর ওপর বিশেষ এক গবেষণায় ব্যস্ত তার স্বামী। সুচিত্রার মতে গবেষণা সফল হলে মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার নাকি সুনিশ্চিত।

মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার সময় সুচিত্রা ও রিচার্ডের পরিচয়। তারপর বিয়ে। তাদের একমাত্র ছেলে সাই জন (মা-বাবা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ায় এই নাম রাখা হয়েছে ওর) বাবার লাইন ধরেছে। বর্তমানে মাদ্রাজের এক হসপিটালে ট্রেনিঙে আছে।

আগে থেকে বাড়ির সবাই প্রস্তুত ছিল, রিচার্ড পৌঁছতেই দুই গাড়ি বোঝাই হয়ে হার্টফোর্ডশায়ারে জয়ের কান্ট্রি হাউসের উদ্দেশে একসঙ্গে যাত্রা করল। তাদের সঙ্গে সারলা নামে সুসুর এক কাজিনও আছে। সুসুর সঙ্গে উইকএন্ড কাটাতে এসেছে। বন্ধুরা তাকে স্যালি ডাকে। দুই গাড়িতে উপচে পড়া দলটা যখন যাত্রা করল, লরেল অ্যান্ড হার্ডি ছবির প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, হাসিখুশি কোন পরিবারের মত লাগল তাদেরকে।

চার

ফেব্রুয়ারি মাসের তুলনায় আজকের বাতাস সুসুর বেশ ধারাল লাগল স্ট্রেইট ট্রাউজার পরেছে ও। গায়ে দিয়েছে নরম কাপড়ের খাটো হাতার পিঙ্ক ও সাদা রঙের শার্ট। শার্ট ট্রাউজারের ভেতরে গোঁজা। জ্যাকেটের বোতাম লাগায়নি ও, খোলা রেখেছে। নজর কাড়া চকচকে চুল বেঁধে রেখেছে স্কার্ফ দিয়ে। এই বেশে ২৩ বছরের যুবতী নয়, অনেক কম বয়সী, প্রায় কিশোরীর মতো লাগছে ওকে। মৃদু বাতাসে কপালের ওপর কয়েক গোছা চুল উড়ছে, সুতীর শার্ট বুকের ওপর এঁটে বসায় ওর দৃঢ় স্তনজোড়া ফুলে আছে। যেন মুক্তি চাইছে কাপড়ের জেলখানা থেকে।

জয় তার ভলভো এস্টেটে চড়ে আসা অতিথিদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে লাগল। ওদিকে তার বন্ধুদের একজন, ইন্দার সিং, সুসুকে লক্ষ করে চাপা শিস বাজাল। 'ওয়াও, লুকিট দ্যাট!' দুই গাড়ি বোঝাই অতিথিদের নামতে দেখল সে কিছু সময়, পাশে তাকিয়ে বন্ধু লায়নেলকে বীয়ার ভর্তি মগের রীমের ওপর দিয়ে লোভীর দৃষ্টিতে সুসুর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে চাপা গলায় সতর্ক করে দিল, 'বাস্টর্ড, ওই মেয়ে আমার।'

কয়েক পা এগিয়ে শিবকে উদ্দেশ করে নিজের পরিচয় ঘোষণা করল সে, 'হাই, আমি ইন্দার। আর ও হচ্ছে লায়নেল। আমরা ত্রিরত্ন জয়ের বাড়িতে উইকএন্ড কাটাতে এসেছি।'

শিবও একে একে পরিবারের সবার পরিচয় জানাল ইন্দারকে। সুসুর পরিচয় জানাবার সময় তাকে বাধা দিয়ে ইন্দার বলে উঠল, 'ওকে কে না চেনে? গত রোববার ওকে টেলিভিশনে দেখেছি আমরা!'

'বাহ্,' সুসুর দিকে ফিরে হাসল শিব। 'তুমি তো দেখছি এরমধ্যেই সেলিব্রিটি হয়ে উঠেছ।'

ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল গোটা দল। স্যালি, শিব ও তার দুই মেয়ে পরনের কাপড়চোপড় খুলে সাঁতারের পোশাক পরে জয়ের ইনডোর

পুলের উষ্ণ পানিতে নামার প্রস্তুতি নিল। সুচিত্রা আর রিচার্ড ঠিক করল সবার আগে জয়ের সুন্দর বাড়িটা ও ফুলের বাগান ঘুরেফিরে দেখবে। অন্যদিকে নোরমা, ব্যাবস্ আর সুসু হাত-মুখ ধুয়ে লম্বা গ্লাসে জিন আর টনিক নিয়ে পুলের কাছে এসে দাঁড়াল।

সামনে তাকাতেই নগ্ন বুকের জয়কে ডাইভিং বোর্ড থেকে পুলে ডাইভ দিতে দেখে থমকে গেল সুসু। লায়লা-মিতালীর তীক্ষ্ণ চিৎকার এবং বড়দের গল্প-গুজব ক্রমে একটা দৃশ্যের আড়ালে পড়ে যেতে লাগল–খালি গায়ের জয়ের ডাইভিং। লোকটা এই মুহূর্তে যেভাবে ওর মন দখল করে আছে, আর কোন পুরুষ কখনই তেমন পারেনি। এতদিন পুরুষরা ওর কাছে সব সময় "পেশাক ছাড়া দেখতে বিরক্তিকর" ছিল। কিন্তু জয়ের রোমশ নগ্ন বুকের বেলায় ব্যাপারটা অন্যরকম মনে হলো ওর।

সুসুকে পুলের কিনারায় দেখে পানিতে নামতে বলল জয়, কিন্তু ও 'কাপড় বদলাতে ইচ্ছে করছে না' বলে আপত্তি জানাল। জয় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিষয়টার ইতি ঘটাতে চাইলেও ইন্দার হাল ছাড়ল না। 'কামন, ইয়ার, জয়েন দ্য ফান।'

আবারও মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল সুসু, মা ও ব্যাবসের কাছে গিয়ে বসল। 'কি ব্যাপার, যাচ্ছ না কেন?' ব্যাবস্ বলল। সুসু জবাব দিল, 'এতজন অচেনা পুরুষ মানুষের সামনে সুইম স্যুট পরে মার্চ করতে ইচ্ছে করছে না আমার।'

ও আস্তে বললেও কথাগুলো জয়ের কানে গেল। পুল থেকে উঠে এসে ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে গা ডলতে লাগল সে। নিজের উপস্থিতি জানান দিতে জিজ্ঞেস করল লাঞ্চ লাগাতে বলবে কি না। পিছনে তাকাতে লোকটাকে সরাসরি ওর দিকে চেয়ে থাকতে দেখল সুসু। ভেজা চুলগুলো আবেদনময় লাগছে, মনে হচ্ছে এইমাত্র মাথায় জেল মেখে এসেছে। অকারণ শিহরণ বয়ে গেল ওর দেহে, দলের কয়েকজন 'আমরা ক্ষুধার্ত!' বলে নীরবতা ভঙ্গ করতে কৃতজ্ঞ হলো ও।

পুলের কিনারায় রাজকীয় লাঞ্চ সার্ভ করা হলো। কয়েক পদের সালাদ, ফুটন্ত স্পিনাজ ও চীজ স্যুপ, ওভেন থেকে সদ্য বের করা রসুনের টোস্ট, কচি ভেড়ার স্যুপ ও দুধের সরের মতো সসে ভাজা মাশরুম ইত্যাদির বিশাল আয়োজন করেছে জয়। সুসু সালাদ আর স্যুপ নিয়ে বসল। ইন্দার ওর পাশে এসে বসল। চড়া গলায় জানতে চাইল

সুসু সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ না নিয়ে টিভি প্রোগ্রাম কেন করতে গেল। 'তুমি মিস করেছ। যদি প্রতিযোগিতায় নাম লেখাতে, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি তোমার মিতা এই ধাক্কায় অনেক পিছনে পড়ে যেতো,' খোলামেলা মন্তব্য করল সে।

সুসু মাথা নেড়ে বলল, 'আমার তা মনে হয় না। আমি মাত্র ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। 'সুস্মিতা সেনের পাশে আমাকে বামুন মনে হবে। তাছাড়া ওর বয়সও কম, মাত্র ১৯। সেই তুলনায় আমি তো বুড়ি।'

'তোমাকে দেখে সেরকম মনে হয় না,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল ইন্দার। 'সবসময় নিজেকে তুচ্ছ করার কোন কারণ নেই।'

মেয়ের সৌন্দর্য আর তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির কথা ভেবে গর্ব ফুটল নোরমা হার্ডিকারের গলায়। সে বলল, 'কিন্তু তোমার টিভি প্রোগ্রাম যারা দেখেছে, তাদের কেউ কিন্তু বলেনি তুমি সেদিনই প্রথমবারের মত টিভি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছিলে।'

সুসু হাসল মায়ের দিকে ফিরে। বলল, 'আমি তোমার মেয়ে বলে তুমি এ কথা বলছ, মা। যা-ই হোক, টিভি ক্যামেরার সামনে ওটাই আমার প্রথম এবং শেষ উপস্থিতি।'

'আমারও মনে হয়েছে তোমার অনুষ্ঠানটা চমৎকার হয়েছে,' গম্ভীর কণ্ঠে ইন্দার বলল। 'বাই দ্য ওয়ে, আমি কিন্তু তোমার মা নই। লোকটার কথার ধরন দেখে হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই।

'কিসের প্রোগ্রামের কথা বলছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করল রিচার্ড। শহরের বাইরে থাকায় যথারীতি প্রোগ্রামটা মিস করেছে সে। কাজেই সবাই তাকে একযোগে জানাতে লাগল–ম্যাস কমিউনিকেশন কোর্স শেষ করার পর টিভি থেকে সুসুকে বিষয়টার ওপর সপ্তাহে একটা করে অনুষ্ঠান পরিচালনা করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল।

ব্যাবসের গলায় প্রচণ্ড আক্ষেপ ফুটল। অভিযোগ জানাল সে, 'আর দেখো, ও কি না এমন একটা প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে ইন্ডিয়ায় ফিরে যাচ্ছে লিটারেচারে এম. এ. করতে।'

আসল কথা ব্যাবস্ তার এই সুন্দরী ননদিনীটিকে খুব পছন্দ করে এবং যে জন্যেই হোক, মনে মনে চায় ও আর দেশে ফিরে না গিয়ে যেন লন্ডনেই থেকে যায়। আলোচনার বিষয়বস্তু ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য কাজিন স্যালির দিকে তাকাল সুসু। 'স্যালি, তুমি চুপ করে আছ কেন? তোমার ডাক্তারের কথা ভাবছ নাকি?'

সবাই তাকাল নীরব স্যালির দিকে। স্যালি তাকাল রিচার্ডের দিকে। তাদের কলেজের ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ছোটখাট একটা বক্তৃতা সেরে নিয়ে বলল, 'আমার জন্যে একে ছাড়া আর ভাল কাউকে খুঁজে পেয়েছিলে না তোমরা? এ আঙুলে ব্যথা পেলেও একটা লাইনই উচ্চারণ করে–কাপড় খুলে শুয়ে পড়ো। ছি, লোকটা দেখতেও তেমন ভাল নয়।'

'ওয়াও!' ইন্দার তৎক্ষণাৎ বলল। 'এরকম একটা কাজ পেলে আমি খুশি মনে করতাম। সাদা কোট পরলে আমাকে লাগবেও দারুণ।' যুবকের হালকা রসিকতায় আরেকবার হাসল সবাই।

হাসি থামতে স্যালি বলল, 'সুসু, তোমার মনে আছে প্রথমবার এই ডাক্তারকে আমরা "চাইনীজ শো-রুমে" ন্যুড কমেডি দেখার সময় প্রথম সারিতে বসা দেখেছি? আমি ভাবছিলাম ও বুঝি মেয়েগুলোকে প্রণয় কটাক্ষ হানছে। ডাক্তার নিশ্চয়ই ভাবছিল কলেজ ক্যাম্পাসে আছে সে!'

'তোমার কেমন লেগেছে সেই কমেডি?' এতক্ষণে ভাষা খুঁজে পেয়ে সুস্মিতাকে প্রশ্ন করল লায়নেল। তার দিকে ঘুরে তাকাল সুস, মৃদু হেসে বলল, 'ভাল লেগেছে। মেয়েগুলোর ফিগারও চমৎকার। বিশেষ করে ম্যাডাম অব দ্যা বোরডেল্লোর নামভূমিকায় অভিনয়কারী মেয়েটিকে। প্রতি দশ মিনিট পর পর তার একটা করে ন্যুড সীন ছিল। কথা বলার সময় মেয়েটার বারবার চোখ পিট্‌পিট্ করা আর অঙ্গভঙ্গী দেখে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গিয়েছিল সবার।'

'জয়, তুমিও নিশ্চয়ই এ ধরনের কিছু দেখেছ?' শিব বলল, 'হাজার হোক, তুমিই এখানকার রসপণ্ডিত।'

জয় মৃদু হাসল। 'আমার প্রিয় শো মলিন রুজের টপ্‌লেস। ওরা পুরোপুরি পেশাদার, মেয়েগুলোরও কোন তুলনা হয় না।'

'ঠিক কথা,' রিচার্ড বলে উঠল সবাইকে বিস্মিত করে। 'সুচিত্রার সাথে পরিচয় হওয়ার আগে ওখানকার মেয়েগুলোকে আমার খুব ভাল লাগত!' বক্তব্য শেষ করে স্ত্রীর দিকে তাকাল সে।

'ভণ্ড কোথাকার!' সুচিত্রা বলল। 'তুমি ওদের শো কখন দেখতে গিয়েছিলে?'

'রিচাড ভণ্ড না,' হেসে উঠল শিব। 'এখানে আসল ভণ্ড হচ্ছে সুসু। একবার অ্যাডাল্ট শো দেখতে চেয়েছিল বলে ওকে পাঁচ মিনিটের পীপ শো দেখাতে স্লট মেশিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পনেরো সেকেন্ড দেখার পর সেই যে চোখ বুজল, আর খুললই না!'

'ভণ্ড না!' প্রতিবাদ জানাল সুসু। 'শাওয়ারের নিচে দুই ন্যাংটো মেয়ের গোসল করা দেখতে কার ভাল লাগে?'

'আমার ভাল লাগে!' ইন্দার তৎক্ষণাৎ বলল।

একটু পর টেবিল ছেড়ে সবাই উঠে পড়ল। নোরমা, শিব, ব্যাবস্ ও তাদের দুই মেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে বলে গেস্টরুমে চলে গেল। লায়নেল ঘোষণা করল সে লেজারে "ফরেস্ট গাম্প" দেখবে, বাকিরা একমত হয়ে জয়ের বিলাসবহুল হলরুমে জড় হলো। ছবি দেখায় সুসুর তেমন আগ্রহ নেই, তবু স্পেশাল ইফেক্ট-এর জন্য ছবিটা সারাবিশ্বে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে বলে কৌতূহলী হয়ে সে-ও যোগ দিল।

কিছুক্ষণ ভালই উপভোগ করল সুসু, প্রেসিডেন্টকে গাম্পের নিতম্ব দেখানোর দৃশ্যে আর সবার সঙ্গে সে-ও প্রাণ খুলে হাসল, কিন্তু তারপরই সব গোলমাল হয়ে গেল জয়ের জন্য। ফ্লোর লেভেল সোফায় বুকে কুশন জড়িয়ে ধরে আয়েশ করে শুয়ে ছিল সে, সুসুর খুব কাছে।

এত কাছে যে বাহুতে জয়ের বাহুর সংক্ষিপ্ত ছোঁয়ায় চমকে উঠে চোখ তুলে তাকাল ও। তারপর আর জমল না, হায়দ্রাবাদের রক্তমাংসের দলাটার কাছে করুণভাবে হেরে গেল টম হ্যাঙ্কস্। পর্দার দৃশ্য ঝাপসা হয়ে উঠল, সুসুর চোখের সামনে ভাসতে লাগল একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে শুয়ে থাকা মানুষটার চেহারা। সদ্য শাওয়ার সেরে জিনস্ ও সাদা শার্ট পরে এসেছে সে, আস্তিন গুটিয়ে রাখায় দৃঢ় পেশীবহুল বাহু বেরিয়ে আছে।

ওদিকে সুসুও নিজের অজান্তেই কোন অদৃশ্য সঙ্কেত পাঠাচ্ছিল হয়তো, কারণ জয় একটু পরপর হাসিমুখে ওর দিকে তাকাচ্ছে আর সুসু প্রতিবারই লজ্জায় লাল হয়ে চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

'কেউ গ্রাম দেখতে যেতে চাও?' হঠাৎ বলল জয়। 'রাতের বারবিকিউ পার্টির জন্য কিছু তাজা শাক-সব্জি আনতে যাচ্ছি আমি।'

হাত-পা নাড়ার সুযোগ পেয়ে লাফিয়ে উঠল সুসু। রিচার্ড ও সুচিত্রাও এক পায়ে খাড়া। জয়ের শক্তিশালী রেঞ্জ রোভারে যাত্রা করল ওরা, জয় ড্রাইভ করছে। চালকের পাশের সীটে বসা সুসু থেকে থেকে দৈহিক আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল তার প্রতি। গ্রামের সবকিছু সম্পর্কে ছোটখাট বক্তৃতা দিতে দিতে চলল জয়। স্থানীয় মার্কেটে পৌঁছতে দেখা গেল এখানকার সবার কাছে জয় খুব ভালভাবেই পরিচিত।

চামড়া কোঁচকানো এক বৃদ্ধা ওকে দেখে দাঁতহীন মাড়ি বের করে হেসে বলল, 'জয়, মাই চাইল্ড!'

'আমার আন্টি, গ্রেস,' জয় তাকে অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে বুড়ি দুষ্টুমির হাসি দিয়ে ওর কানে কানে কিছু বলল, তারপর সবাইকে শুনয়ে বলল, 'গড ব্লেস ইউ!' হেসে বুড়ির পিঠ চাপড়ে দিল ও। কৃকির লিস্ট অনুযায়ী সালাদের জন্য তাজা শাক-সব্জি, ভিনেগার এবং ডিম ইত্যাদি কিনল জয়। ফেরার পথে গাড়ি ঘুরিয়ে ওদেরকে কাছের শ্বাসরুদ্ধকর সুন্দর একটা সৈকত দেখাতে নিয়ে এল।

ঝকঝকে পরিষ্কার নীল পানির ছোট্ট সরোবর, তলা পর্যন্ত দেখা যায়। অসমান, উঁচুনিচু তীর ধরে এগোবার সময় সুসুর দিকে এক হাত বাড়িয়ে দিল জয়। সুসু ধরল সেটা। ওর ছোট্ট, নরম হাত নিজের বিশাল থাবার মধ্যে নিয়ে আলতো করে চাপ দিল জয়, সঙ্গে সঙ্গে ওর সারা দেহে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল যেন।

হাত ধরাধরি করে এগোল ওরা। খানিকটা গিয়ে থেমে চারদিকে তাকাল সুসু, স্কার্ফ খুলে ফেলল। বাতাস খেলা করতে লাগল ওর চুল নিয়ে। 'কি সুন্দর! তাই না, জয়?'

জয়ের মুখে মৃদু হাসি ফুটল। আবেগতাড়িত গলায় বলল, 'তুমি আরও সুন্দর, সুসু!'

চট্ করে আরেক দিকে তাকাল ও। টের পাচ্ছে দু' গাল গরম, রাঙা হয়ে উঠতে শুরু করেছে। কথাটা আর কেউ শুনে ফেলেনি বুঝতে পেরে স্বস্তির চাপা নিঃশ্বাস ছাড়ল।

তারপর জয়, রিচার্ড আর সুচিত্রা সারা পথ কি নিয়ে আলোচনা করল, একটা কথাও ওর কানে ঢুকল না। সবকিছু স্বপ্নের মত মনে হতে লাগল। জীপের স্টিয়ারিং হুইল ধরে থাকা মানুষটা ওর সারা মন জুড়ে বসে থাকল। তার দুই হাতের ওপর দৃষ্টি সেঁটে থাকল সুসুর। নিজেকে ওই দুই বাহুর কঠিন বেষ্টনীর মধ্যে বিলিয়ে দেয়ার অদম্য ইচ্ছা জাগল।

রিচার্ড বলল, 'তোমার বাড়িতে সবজি আর গোলাপের একটা চমৎকার বাগান দেখলাম। ওটার দেখাশুনা করে কে?'

'আন্টি গ্রেস,' জয় উত্তর দিল। 'সে আর তার ছেলে।'

সুচিত্রা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আন্টি তখন তোমার কানে কানে কি বলছিল, জয়?'

সুসুর দিকে চোরাচোখে চেয়ে হাসল সে। 'ওহ্, জানতে চাইছিল এই সুন্দরী মেয়েটি আমার বিশেষ কেউ হয় কি না।' সুসুর নাকমুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল, আরেকদিকে ফিরে চুপ করে বসে থাকল ও। কিন্তু পরে

বারবিকিউ পার্টিতে যোগ দেয়ার জন্য সাজতে বসে বুঝল জয় ওর মনটাকে কি সাঙ্ঘাতিকভাবে দখল করে ফেলেছে। ওকে চিন্তিত দেখে ব্যাবস্ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, 'জয়কে তোমার তোমার কেমন লাগে, সুসু?'

'কেন? ভালোই লাগে!'

'আকর্ষণীয় মনে হয়?' সরাসরি জানতে চাইল।

একটু ভেবে বলল ও, 'তা হয়,' মাথা ঝাঁকাল। 'বেশ মজার মানুষ, কিন্তু বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে না বা নিজের মতামত, ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে না। ব্যাপারটা ভালো লাগে আমার। কাল রাতে একট কোক দিতে বলেছিলাম, কোকই এনে দিয়েছে। আমাকে মাতাল বানাবার জন্যে আর কিছু গেলাবার চেষ্টা করেনি লোকটা। বন্ধুত্বপূর্ণ, কিন্তু বেশি ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করে না, জয়ের এই ব্যাপারগুলো ভালো লাগে। উল্টো স্বভাবের লোকদেরকে দেখতে পারি না আমি।'

ব্যাবস্ কিছু ভাবল। 'আমি জানি না তোমাকে আমার বলা ঠিক হচ্ছে কি না। কিন্তু জয় শিবকে বলেছে তোমাকে ও বিয়ে করতে চায়।'

'কি? পাগল নাকি?' বিস্মিত হলো ও, চুল আঁচড়ানোর ব্রাশ শূন্যে থেমে গেছে। 'এখনও পরস্পরকে ঠিকমতো চেনা-জানার সুযোগই তো পাইনি আমরা!'

'আমরা ওকে সে কথা বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু জয় নাছোড়বান্দা। ও বলেছে, ও আমাদেরকে অনেকদিন থেকে চেনে, তাতেই চলবে। আর বেশি কিছু জানার প্রয়োজন নেই,' বিড়বিড় করে বলল ব্যাবস্। 'সমস্যা হলো, চার বছর আগে অ্যামস্টার্ডামে এক প্লেন ক্র্যাশে ওর বাবা-মা মারা যাওয়ার পর থেকেই জয় আমাদেরকে বলে আসছে ওর জন্যে মেয়ে দেখতে। কিন্তু আমি বা শিব এ পর্যন্ত যতো মেয়ে পছন্দ করেছি, তার একটাকেও জয়ের ভালো লাগেনি। তুমিই প্রথম, যাকে সরাসরি ও নিজেই পছন্দ করল।'

'ও, তুমি তাহলে বলে ফেলেছ?' রুমে এসে ঢুকল শিব। 'ভালোই করেছ। ওর জানা উচিত।'

বিয়ের এরকম আকস্মিক প্রস্তাবের ধাক্কা সামলে নিয়ে সুসু খোলামেলা বলল, 'জয়কে আমার ভালো লাগে ঠিকই। কিন্তু বিয়ের জন্য সেটুকুই যথেষ্ট নয়। তাছাড়া ওর ব্যাপারে আমি বলতে গেলে প্রায় কিছুই জানি না। কেমন লোক ও?'

'আমাদের মতামতের ওপর তোমার নির্ভর করার দরকার নেই,' শিব বলল। 'হুট্ করে রাজি হয়ে যাওয়ারও কোন দরকার নেই। তবে আমরা যদ্দূর জানি, জয় খুব ভালো ছেলে। তোমার মনে আছে, শেষবার আমরা ইন্ডিয়া গিয়ে হায়দ্রাবাদে এক বন্ধুর সাথে এক সপ্তাহ কাটিয়ে আসতে গিয়েছিলাম? এই সেই বন্ধু। আমরা দেখেছি ওদের এলাকার মানুষজন জয় বলতে অজ্ঞান। প্রচুর জমিজমার মালিক ও। তাছাড়া বড় বড় অনেকগুলো ব্যবসাও আছে। স্টাফরা দেবতার মতো সম্মান করে জয়কে। আমার সাথে জয়ের যে ব্যবসায়ীক ডীল ছিল, তাতে লোকটাকে চতুর, কিন্তু সৎ মনে হয়েছে। সত্যি বলছি, তোমার জন্য এর চেয়ে উপযুক্ত, ভালো পাত্রের কথা ভাবতে পারছি না আমি।'

'জয়কে আমার খুব নিঃসঙ্গ মনে হয়েছে,' ব্যাবস্ বলল। 'বাপ-মা নেই, এক ভাই আছে। আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করে সে দেশেই সেট্‌ল্ করেছে সে, ছুটি পেলেও ইন্ডিয়ায় যায় না। জয় ঠিক তার উল্টো স্বভাবের। হার্ভার্ডে বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ওপর পড়াশুনা করেছে। ব্রিটেন বা আমেরিকা ওর ভালো লাগে ঠিকই, কিন্তু দেশ বলতে জয় একমাত্র হায়দ্রাবাদকেই বোঝে।'

'কিন্তু ওর জীবনে পাম্মি আর শিলার মতো মেয়েদের অবস্থান কোথায়?' সুসু জানতে চাইল।

'এ ব্যাপারে কোন গ্যারান্টি দিতে পারছি না,' সরাসরি স্বীকার করল শিব। 'তবে জয় আমাকে বলেছে, ওরা তার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত ফিলার হিসেবে থাকবে। কিন্তু সেসব তোমাকে জেনে নিতে হবে, যদি তুমি ওর প্রস্তাবে আগ্রহী হও।'

আগ্রহী? নিজেকে সুসুর দৈহিকভাবে কখনও এতটা জীবন্ত মনে হয়নি যতটা জয় ওর পাশে থাকলে হয়। পার্টিতে মুখ বুজে বসে থাকল ও। উপস্থিত সবাই গল্প-গুজব, হাসহাসি করছে, অথচ সুসু বলতে গেলে নীরব। এক-দুই কথায় কাজ সারছে। জয় এক সময় গিটারে সবার প্রিয় বিটল্‌সের একটা সুর বাজাতে শুরু করল।

আর সবার সঙ্গে তাল রেখে সুসুও গুণ্ গুণ্ করে গেয়ে উঠল, "ইয়েস্টারডে, লাভ ওয়াজ সাচ্ অ্যান ইজি গেম টু প্লে " কিন্তু যখন খেয়াল হলো অন্যরা সবাই গান থামিয়ে ওর গান শুনছে, তখন লজ্জায় লাল হয়ে থেমে গেল। মা বা ভাবীর অনুরোধ, কিছুতেই কিছু হলো না। স্যালি বলল, 'ওহ্, তোমরা যদি সুসুর গাওয়া "ক্যাহ্‌না কেয়া হ্যায় "

গানটা শুনতে! ও এতো সুন্দর করে গায়, কি বলব! একবার গাও না, সুসু!'

মা নোরমা হার্ডিকার বলল, 'ফ্যামিলিতে একমাত্র সুসুই ওর বাবার মতো গানের গলা পেয়েছে। আর কেউ গাইতে পারে না।' কিন্তু কোন স্তুতিতেই কাজ হলো না। ওকে মুখ খোলানই গেল না।

একটু পর লেকসাইডের নিরিবিলি এক কোনায় শুরু হলো বারবিকিউ পার্টির মূল পর্ব। সবাইকে মৃদু মিউজিক ও সন্ধের ঠাণ্ডা বাতাসে বারবিকিউ আস্বাদন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তে দেখে সুসুকে নিয়ে নিরিবিলিতে সরে এল জয়। 'কি হয়েছে তোমার?'

'জয়, ব্যাবস্ আর শিব তোমার প্রস্তাবের ব্যাপারে বলেছে আমাকে।'

'তো?'

'আমার মনে হয় তুমি একটা পাগল,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল সুসু। 'আমরা পরস্পরকে খুব অল্পই চিনি।'

'তাহলে এসো, এবার বেশি করে চিনে নেয়া যাক,' জয় নাচের ভঙ্গিতে ওকে দু'হাতে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল। সুসুর খেয়াল করল খাওয়া ছেড়ে একটু দূরে অন্যরাও নাচছে। 'ওরা আর কি বলেছে আমার ব্যাপারে?' ওর চোখে চোখ রেখে বলল জয়।

'মুখে মুখে তোমার বায়ো-ডাটা জানিয়েছে আমাকে। মনে হয় তাতে ওরা সন্তুষ্ট।'

'গুড! তার মানে ফ্যামিলির গ্রীন সিগন্যাল পাওয়া গেছে,' জয় হাসল খুশি খুশি গলায়।

'অসম্ভব কথা বোলো না, জয়। তুমি আমার সম্পর্কে কি জানো? আমি একটা ডাইনীও তো হতে পারি।'

'দারুণ বলেছ, কিন্তু কথাটা মিথ্যে। কারণ আমি তোমাকে দেখেছি, তোমার কথা শুনেছি, তোমাকে অনুভব করেছি এবং বুঝেছি এরকম একজনকেই আমি চাই। এখন তুমি আমাকে ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বলো অথবা ছয় মাস, আমি তাতেই রাজি। আমার সিদ্ধান্ত পাল্টাবে না। কিন্তু বেশি দিন অপেক্ষা করিয়ে রেখো না, প্লিজ,' অনুনয় করল সে, আরও কাছে টেনে নিল ওকে।

ব্লাশ করল সুসু। তার কাঁধের ওপর দিয়ে তারাভরা আকাশ দেখতে পেল। ভাবতে লাগল দ্বিতীয় রাতের মধ্যেই সম্পূর্ণ অচেনা এক পুরুষ ওর কত আকর্ষণীয় সঙ্গী হয়ে উঠল।

'জয়, আমি এখনও বিয়ের ব্যাপারে কিছু চিন্তা করিনি।'

'তাহলে এক্ষুণি চিন্তা করো,' সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিল ও।

'আমি আসলে বিয়ের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত নই,' দুই সুন্দর ভুরুর মাঝে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফুটিয়ে বলল সুসু। 'আমাকে বিয়ে করলে তুমি হতাশ হবে, রান্নাবান্না কিছুই জানি না আমি।'

'আই ডোন্ট বিলিভ দিস্!' মাথা পিছনে সরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল সে। 'আমি একটা বউ চাইছি, ইউ স্টুপিড লিটল গার্ল! হোটেলের জন্যে রাঁধুনী না!' ব্যাপারটা হাসির মনে হতে সুসুও হাসতে শুরু করল।

'কালকের দিনটা আমার সাথে কাটাবে তুমি, একা?' হঠাৎ প্রশ্ন করল জয়। 'পরিবারসহ না, প্লিজ!'

'কাল ভ্যালেন্টাইন ডে,' সুসু মৃদু গলায় বলল, পরমুহূর্তে টের পেল ওর কোমর জড়িয়ে ধরে থাকা জয়ের হাতের বেষ্টনী আরও দৃঢ় হয়ে কাছে টেনে নিল ওকে। 'শিবকে আমি কথা দিয়েছি, কাল সকালের দিকে ওর হয়ে ব্যাবসের জন্যে কিছু একটা গিফট্ কিনতে যাব। তারপর ব্যাবসের সাথে শিবের জন্যে কিছু কিনতে যেতে হবে, দুপুরের পর। তাছাড়া মার জন্যেও কিছু একটা কিনতে হবে। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে প্রত্যেক বছর ভ্যালেন্টাইন ডে-তে মাকে কিছু না কিছু গিফট্ করি আমরা সবাই।

'সে তো খুব ভালো কথা,' জয় বলল। 'কিন্তু আমার কি হবে তাহলে? আর তোমাকেই বা সবার জন্যে গিফট্ কিনতে যেতে হবে কেন?'

'কারণ এখানে সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। একমাত্র আমিই আছি যার কোন কাজ নেই, তাই।'

'ওসব আর চলবে না,' প্রতিজ্ঞার সুরে বলল জয়। 'সবাইকে জানিয়ে দাও আজ থেকে তোমার জীবনের প্রতিটা দিনও বুকড্ হয়ে গেছে। অন্যদের ফুট-ফরমাশ খাটার মতো সময় তোমার নেই।' চেহারা বিকৃত করে তাকাল সে। 'দাঁড়াও, দিনে শপিং করবে ঠিক আছে। কিন্তু সন্ধ্যার পর? সন্ধ্যার পর কি করার প্ল্যান আছে?'

'তেমন কোন প্ল্যান নেই,' মাথা নাড়ল সুসু। 'মনে হয় সবার সাথে স্যাভয়ে বল ডান্সে যেতে হবে।'

'ফাইন। আমার সাথে যাবে তুমি।'

সুসু মাথা নাড়ল। 'সম্ভব না। ইন্দার তোমার আগে আমন্ত্রণ করেছে।'

'না,' আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলল জয়, 'ও ব্যাটার সাথে কোথাও যাচ্ছ না তুমি। টিভিতে তোমার অনুষ্ঠান দেখার পর থেকেই ও তোমাকে দখল করার ব্যাপারে অতিরিক্ত আগ্রহী হয়ে পড়েছে। দাঁড়াও, পরেরবার ব্যাপারটা ওকে ভালো করে বুঝিয়ে দেব আমি।'

ভেতরের ব্যাপার ওকে খুলে জানাল জয়। সেটা এরকম: জয়, ইন্দার, লায়নেল, নিক আর হ্যারি একসঙ্গে সুসুর টিভি অনুষ্ঠান দেখেছে এবং গতকাল ব্যাবস্ ও শিবের দশম বিবাহ বার্ষিকীতে যোগ দিতে যাওয়ার আগে থেকেই জয় ওর প্রতি ঝুঁকে ছিল। সেদিন সকালে সুসুকে নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে আলোচনাও হয়েছে। একজন বলেছে: 'ও শিবের বোন, ইয়ার। লন্ডনের দু'পেয়েদের মধ্যে এ মুহূর্তে সবচে' গরম জিনিস।'

'শিবের কোন ছোট বোন আছে জানতাম না,' জয় বলছিল। ওর গলায় আগ্রহের সুর টের পেয়ে বন্ধুরা তখনই ওকে সতর্ক করল। 'ওই মেয়ের কাছ থেকে দূরে থেকো, জয়। বড়রা বেশি আদর দিয়ে ওকে নষ্ট করে ফেলেছে। গতমাসে এক পার্টিতে সুসুর সাথে আমাদের হ্যারির পরিচয় হয়। বেচারা ওকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানাতে মেয়েটা কি করেছে জানো? শিবের দিকে ফিরে বলে বসল, শিব, হ্যারি জানতে চাইছে কাল আমরা ওর সাথে ডিনারে যেতে পারব কি না।

'আর কি! পরদিন ওদের পুরো গুষ্টিকে ডিনার করিয়ে আক্কেল সেলামী দিতে হয়েছে হ্যারিকে!'

এই তথ্যটা অবশ্য সুসুর কাছে চেপে গেল জয়। বলল, 'কাল সকাল সাড়ে দশটার দিকে তোমাকে তুলে নেব আমি। দু'জন একসাথে যাব তোমার গিফট্ কিনতে।'

'তুমি যাবে শপিং করতে?' সুসু হাসল। 'ভালো লাগবে না তোমার।'

'দেখাই যাক না,' বলে ওকে আরও কাছে টেনে নিল জয়। 'ইশ্! এখানকার সবাই যদি পাঁচ মিনিটের জন্যে অদৃশ্য হয়ে যেতো!'

সুসু নীরবে হাসল। জয়ের কাঁধে মাথা রাখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে ওর, মন চাইছে ওর বাহুবন্ধনে নিজেকে এলিয়ে দিতে।

যদি জানত পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওর জীবনে কতবড় পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে, তাহলে হয়তো অন্য কিছু করত সুস্মিতা।

পাঁচ

পরদিন জয়ের ঘুম ভাঙল বেশ ভোরে। ঝলমলে লাগছিল তাকে। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে দেখে সুসু পোলো গলার কাশমীর জ্যাকেট ও টাইট ডেনিম প্যান্ট পরে দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিল। জয়ও তাই পরেছে দেখে ব্যাবস্ হাসল। পাশাপাশি দু'জনকে দেখতে ভালই লাগছে।

'ঘুম ভাল হয়েছে তো?' নিজের বিএমডব্লিউ স্পোর্টস কারের ড্রাইভিং সীটে বসে সুসুকে প্রশ্ন করল জয়। ও বসেছে তার পাশের সীটে।

'না,' সরস জবাব দিল সুসু। 'সারারাত এক পাগলের স্বপ্ন দেখেছি। যে পরিচয়ের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একটা মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে।'

'মেয়েটা কি উত্তর দিল, "হ্যাঁ"?' তৎক্ষণাৎ জানতে চাইল সে।

'জানি না। তার আগেই ঘুম ভেঙে গেল।'

জয় হাসল, ওর গালে মৃদু ঘুসি মেরে গাড়ি স্টার্ট দিল। বন্ড স্ট্রীটে কিছুক্ষণ উইন্ডো শপিং করে পৃথিবী বিখ্যাত অলংকার বিক্রেতা কার্টারে ঢুকল ওরা। দশ মিনিট আংটি ও গলার হার দেখার পর একজোড়া ডায়মন্ডের কানের দুল পছন্দ হলো সুসুর। ওর মনের কথা টের পেয়ে সেলস গার্ল হেসে বলল, 'এটায় তোমাকে খুব ভাল মানাবে।' ওর পাশে জয়কে দেখে মেয়েটি তাকে সুসুর প্রেমিক ধরে নিয়েছে, ভেবেছে প্রেমিকার জন্য ভ্যালেন্টাইন গিফট্ পছন্দ করতে এসেছে সে।

ব্লাশ করল সুসু। 'না, না,' দ্রুত বলল। 'এটা আমার জন্যে নয়।'

ব্যাবসের জন্য শেষ পর্যন্ত তিন হাজার পাউন্ডে ওই সেটটাই কিনল সুসু। দাম শোধ করল এক সপ্তাহ আগে শিব ওকে আনলিমিটেড প্লাটিনাম কার্ড প্রেজেন্ট করেছিল, তার মাধ্যমে। লন্ডন প্রবাসী শীর্ষ বিশজন এশিয়ান ধনীর মধ্যে একজন শিব। নামকরা ফিনান্সিয়াল কনসালটেন্ট–বলতে গেলে শহরের প্রায় সবার পরিচিত।

অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র শিব হার্ডিকারের স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে মুম্বাইতে। তারপর হোয়ার্টনে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট। ২৩ বছর বয়সে ইকনোমিকস্-এ গ্র্যাজুয়েশন করার সময় ব্রিটেনে জন্মগ্রহণকারী এশিয়ান ব্যাবসের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। দু'বছর পর, ২৫ বছর বয়সে ম্যানেজমেন্ট শেষ করে তাকে বিয়ে করে শিব। বাবার মতই অত্যন্ত মেধাবী ছিল, তাই পেশায় ঢোকার অল্পদিনের মধ্যেই ভাল নাম করে ফেলল। তারপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি, উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে আজ অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে শিব।

ব্যাবস্ স্বামীর ঠিক উল্টো স্বভাবের–মন চাইলে কাজ করে, নইলে করে না। শিবের মত অঙ্কের মাথা না থাকলেও খুবই শিল্পীমনা। চমৎকার ড্রেস ডিজাইন করতে পারে ব্যাবস্। চেষ্টা করলে হাউস ডেকোরেশনেও ভাল নাম করতে পারত, কিন্তু ওসব নিয়ে মাথাই ঘামায় না। বিয়ের পর প্রথম কয়েক বছর শিব যখন উন্নতির সিঁড়ে বেয়ে উঠছে; কিছুদিন পর পর বাসা বদলাচ্ছে–দু' রুমের বাসা থেকে তিন-চার রুমের এবং তারচেয়েও বড় লাক্সারি অ্যাপার্টমেন্টে উঠছে, তখন ব্যাবসের সে গুণ দেখা গেছে। তাদের ক্যাডোগন স্ট্রীটের, নাইটসব্রিজের ল্যান্ডলর্ড আজও সে কথা স্বীকার করে।

কিন্তু নিজের ক্যারিয়ারের ব্যাপারে ব্যাবসের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। নির্বিকার। ইচ্ছা হলে কাজ করে না হলে করে না। সে বরং হার্ডিকার পরিবারকে সব সময় এক সুতোয় বেঁধে রাখার চিন্তায় থাকে।

এক ভাই ছাড়া কেউ নেই ব্যাবসের। জার্মানির স্টুটগার্টে থাকে, চাকরি করে ডেইমলার বেঞ্জে। জার্মান বউ নিয়ে সেখানেই থাকে সে। ভাইয়ের অভাব সব সময় অনুভব করে ব্যাবস্, তেমনি হার্ডিকার পরিবারের জন্যও তার চিন্তা কম নয়। শাশুড়ি নোরমা হার্ডিকারের মধ্যে ছোটবেলায় মরে যাওয়া তার মাকে খুঁজে পেয়েছে সে।

স্বামীর চেয়ে চার বছরের ছোট ব্যাবসের সঙ্গে সুসুর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দীর্ঘদিন ধরে আপন বোনের মত বেড়ে উঠেছে ওরা। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবারের যে কারও, এমনকি বড় বোন সুচিত্রার চেয়েও ব্যাবসের ওপর বেশি নির্ভর করে সুসু।

গত বছর ব্যবসা ভাল হওয়ায় পরিবারের মেয়েদের প্রত্যেককে কিছু না কিছু প্রেজেন্ট করেছে শিব। বোনকে দিয়েছে প্লাটিনাম কার্ড। বলে দিয়েছে, ওই কার্ডের মাধ্যমে নিজের জন্য এটা-সেটা কিনতে পাঁচ হাজার

পাউন্ড পর্যন্ত খরচ করতে পারবে সুসু। প্রিয় ভাবীর জন্য সেখান থেকে পুরো তিন হাজার পাউন্ড খরচ করে পরিবারের অন্যদের জন্য কিছু কিনবে বলে জয়কে নিয়ে আরমানিতে চলল সুসু। পথে একটা বুটিক উইন্ডোর সামনে দাঁড়িয়ে ফারের পোশাক দেখল। ফ্যাশন হিসেবে আসল ফার নতুন করে আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠেতে শুরু করেছে, উইন্ডোতে তার কিছু নমুনা সাজিয়ে রাখা হয়েছে অভিনেত্রী সোফিয়া লোরেনের মডেলসহ–আধুনিক মেয়েদেরকে আসল ফার কিনতে উৎসাহিত করছে সে।

'সোফিয়া লোরেনকে আমি যদি কখনও সামনাসামনি পাই, বুড়ির ঘাড় মটকে দেব।' ওর মুখভঙ্গী দেখে হেসে উঠল জয়। 'আমাদের মধ্যে তুমি আরেকজন মেনকা গান্ধী, তাই না? তুমিও নিরামিষভোজী?' সুসু মাথা দোলাল। 'হ্যাঁ। আমি নতুন করে জন্ম নেয়া নিরামিষভোজী। বাবাও তাই ছিলেন। বাবার জন্যে আমাদের বাড়িটা ছিল ভেজিটারিয়ান হাউস। আমি ফ্যাশন করার জন্যে মাঝেমাঝে বার্গার, স্টিক এসব খেতাম। কিন্তু "বিউটি উইদাউট ক্রুয়েলটি" ছবিটা দেখার পর থেকে আবার নিরামিষভোজী হয়ে গেছি। এখন জীবন্ত কিছু খাওয়ার কথা ভাবতেই পারি না।' জয় সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে দেখে হেসে তাকে আশ্বস্ত করল সুসু। 'যে যার খুশিমতো খাই আমরা। ফ্যামিলিতে একমাত্র আমিই নিরামিষভোজী। আর সবাই মাংসভোজী।'

আরমানিতে এসে নিজের জন্য কিছু কিনবে ঠিক করল জয়। দু'টো জ্যাকেট পছন্দ হলো, একটা গভীর পকেটের ট্যান ব্লেজার, অন্যটা কালো জ্যাকেট। কোনটা কিনবে বুঝতে না পেরে সুসুর সাহায্য চাইতে কালো জ্যাকেটটা দেখাল সুসু। কোটটা পরে দেখার জন্য ড্রেসিং রুমের দিকে এগোল জয়, সুসু এই ফাঁকে ম্যানেজারকে ইশারায় ডেকে নিচু গলায় কিছু বলল। ম্যানেজার এক সেলসম্যানকে অন্য ব্লেজারটা প্যাক করে মি. জয় কুমার রেড্ডির নামে ডরচেষ্টার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলল।

জয় ড্রেসিংরুম থেকে বের হওয়ার আগে একটা কাগজে সুসু দ্রুত লিখল: ফর এ স্ট্রেঞ্জার হু'জ টার্নড্ লন্ডন ইনটু এ বিউটিফুল এক্সপেরিয়েন্স ফর মি। লাভ, সুস্মিতা।

কাগজটা প্যাকেটে ভরে দেয়ার জন্য ম্যানেজারের হাতে তুলে দিল ও। দামটাও জয়ের অজান্তে শোধ করল। দোকান থেকে বেরিয়ে আসার সময় হোটেলে পৌঁছে জিনিসটা পেয়ে জয় কতখানি অবাক হবে চিন্তা

করে রোমাঞ্চিত হলো সুসু। কিন্তু জয় জিতে গেল শেষ পর্যন্ত। সুসুকে একটা বারে লাঞ্চ করতে নিয়ে এল জয়। ভেতরে বেশ ভিড়। এক কোনায় বসল ওরা। জয় পকেট থেকে ছোট একটা পার্সেল বের করল, ওটায় লেখা: ফর মাই স্পেশাল গার্ল। হাসিমুখে সুসুর দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিতে ও তৎক্ষণাৎ প্রাতবাদ জানাল, 'জয়, এ তোমার উচিত হয়নি।' জয় পাত্তা দিল না। 'বক্সটা খোলো। আমি চাই ওটা তুমি হাতে পরবে।'

কিছু সময় দ্বিধা করে আংটিটা বের করে পরল সুসু। জিনিসটা কার্টারের এবং খুব দামী বুঝতে পেরে ব্লাশ করল। 'খুব সুন্দর হয়েছে, জয়। থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু আমি এখনও মনে করি এটা কেনা তোমার '

হঠাৎ ঝুঁকে নিজের ঠোঁট দিয়ে সুসুর ঠোঁট চেপে ধরে চুমো দিল জয়, ওর প্রতিবাদ থামিয়ে দিল। 'গড, তোমাকে দেখার পর থেকে এই কাজটা করার জন্যে অস্থির হয়ে ছিলাম,' খুশি খুশি গলায় বলল।

'তুমি আস্ত একটা অসভ্য,' মাথা নত করে ফিসফিস করে বলল সুসু। লজ্জায় ব্লাশ করছে ভীষণভাবে। 'চোখ নেই? সবাই যে আমাদের দেখছে, খেয়াল নেই?'

'মিথ্যেবাদী!' নির্লজ্জের মত হাসল যুবক। 'ভালো করে তাকিয়ে দেখো, ওরা সবাই আমাদের মত একই কাজে ব্যস্ত,' বলে আরেকটা চুমো দিয়ে স্পেশাল লাল ওয়াইনের অর্ডার দিল। দরুচিনি আর লবঙ্গের তৈরি ওয়াইন এবং জয়ের ঘনিষ্ঠ উপস্থিতি প্রগলভ করে তুলল সুসুকে। যা কখনও করেনি, তাই করতে লাগল ও। নিজের ক্যারিয়ার সম্পর্কে বলতে লাগল জয়কে।

'পড়াশুনা আপাতত শেষ করেছ জেনে খুশি হলাম,' জয় বলল। 'ইন্ডিয়া যেতে চাও জেনে আরও ভাল লাগছে। আমরা দু'জন হায়দ্রাবাদ গিয়ে থাকতে পারব। ইচ্ছে করলে ওখানে নতুন করে পড়াশুনা আরম্ভ করতে পারবে তুমি।'

সুসু তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল মা একা একা থাকে বলে তাকে সঙ্গ দিতে ইন্ডিয়ায় যেতে চাইছে ও, আর কোন কারণে নয়। কিন্তু জয় ওর সমস্ত প্রতিবাদ হাসিমুখে নাকচ করে দিল।

বাবা প্রশান্ত ও মা নোরমার অদ্ভুত মিশ্রণ হয়ে জন্মেছে সুস্মিতা। মায়ের মত কড়া ইংরেজি প্রেমিক। ইংরেজিতে চিরকাল সর্বোচ্চ মার্কস পেয়ে এসেছে ও, তা-ও একেবারেই অনায়াসে। অন্যদিকে শিব ও

সুচিত্রার মত বাবার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-বুদ্ধির ছিটেফোঁটা না পেলেও তার ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকের প্রতি যে অসাধারণ টান ছিল, তা পেয়েছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করে এসেছে ছোটবেলা থেকে। কথায় কথায় ব্যাপারটা প্রকাশ পেতে জয় খুশি দেখে মাথা নাড়ল সুসু।

'আমি গাইতে পারি না। আমাকে বড়জোর বাথরুম গায়িকা বলতে পারো তুমি, তার বেশি না। আসলে আমি মিউজিক প্রেমিক। বিটোভেনের মিউজিক হোক বা ভিমসেন যোশীরই হোক, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনতে পারি। কিন্তু গাইতে পারি না।'

'ঠিক আছে,' শ্রাগ করে বলল জয়। 'আমার জন্যে রোজ বাথটাবে বসেই গাইবে তুমি।'

অসম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল সুসু, ভেবে পেল না এই অত্যুৎসাহী মানুষটিকে কিভাবে সামাল দেবে। যদিও মনের জোর ছিল না তেমন, কারণ ওয়াইন ততক্ষণে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

'রোজ রোজ এক "ভেজির" সাথে বাথটাবে বসে গান শুনতে বোরিং লাগবে না তোমার?' সুসু প্রশ্ন করল।

'আমার মা-ও তাই ছিল,' মাথা নাড়ল জয়। মূড বদলে গেছে তার। 'পুরোপুরি এক "ভেজি" ছিল আমার মা। আবার প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এক মানুষও ছিল।'

'আর তোমার বাবা? কেমন ছিল তিনি?'

'বাবা? ঠিক উল্টো স্বভাবের মানুষ ছিল। খুব মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন বাবা, কথা বলতেন অল্প। আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা কখনও খাটো করে দেখেননি তিনি। বাবার চেয়ে বরং বন্ধু ছিলেন বেশি তিনি। বিস্ময়কররকম অগ্রসর চিন্তার মানুষ ছিলেন। প্লেন দুর্ঘটনার পর ওঁদের মৃতদেহ সনাক্ত করার সময় মাকে চিনতে একটুও সমস্যা হয়নি আমার, জানো? মনে হচ্ছিল মা যেন ঘুমিয়ে আছেন। অবশ্য বাবার বেলায় সমস্যা হয়েছে। হাতের আংটি দেখে তাঁকে চিনে নিতে হয়েছিল।'

'আমি দুঃখিত, জয়,' নরম গলায় বলল সুসু। 'ওঁদের সাথে পরিচয় থাকলে দারুণ হতো। তোমার বাবা-মা ঠিক আমার বাবা-মার মতো। দু'জন দুই জগতের বাসিন্দা। অথচ একজন [illegible] ছাড়া অন্যজনের দু'দণ্ডও চলত না।' একটু বিরতি দিয়ে আবার বলল, 'দুই ধরনের মানুষ আমি সহ্য করতে পারি না। প্রথম হচ্ছে যাদের মধ্যে "বসি স্পাউস সিনড্রোম" আছে, তাদেরকে। বসের স্ত্রী বা স্বামী, সেই দাবীতে যারা কোম্পানীর

কর্মচারীদেরকে মাত্রাতিরিক্ত খাটায়, তাদেরকে। আরেক ধরনের হলো যারা ভোঁতা বুদ্ধির গা ছাড়া পদের মানুষ, অন্যের পেশা সম্পর্কে মোটেই আগ্রহী নয় বলে ভান করে, তাদেরকে। যতদিন টাকা-পয়সা, ডায়মন্ড আসতে থাকে, ততদিন এরা কোন প্রশ্ন তোলে না।'

'ওকে, লেডি, বোঝা হয়ে গেছে আমার,' হাসল জয়। 'আমি কখনই তোমার ঘাড়ের ওপর নিংশ্বাস নেব না।' ওর হাতে হাত বোলাতে বোলাতে চাপা কণ্ঠে বলল, 'কি নরমে তোমার হাত।'

'জয়, প্লীজ! থামো!'

'থামব, আস্তে আস্তে,' বলল সে। 'আমার ব্যাপারে তোমার কিছু জানতে ইচ্ছে করে না?'

'শুধু একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে, জয়,' তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল সুস্মিতা। প্রশ্নটা দীর্ঘ সময় ধরে ঘুরঘুর করছিল ওর মনের মধ্যে, বের হওয়ার সুযোগ পাচ্ছিল না।

'কি, বলো?'

'তোমার জীবনে শিলা, পাম্মি আর মেরীদের অবস্থান কোথায়? এখানকার সবাই দেখছি তোমার মেয়েবন্ধুদের ব্যাপারে সবকিছু জানে!'

জয়ের চেহারা আচমকা কঠিন হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রায় ধমক মেরে উঠল, 'থামো! আমি কত মেয়ের সাথে শুয়েছি তাদের নাম-ঠিকানা জানতে চাইছ নাকি?'

এমন অপ্রত্যাশিত দুর্ব্যবহারে হঠাৎ করে সুসুর দু'চোখ পানিতে ভরে উঠল, ঝাপ্‌সা হয়ে গেল সবকিছু। রেস্টুরেন্ট থেকে ছুটে বেরিয়ে এল মেয়েটা, কোনদিকে যাচ্ছে না জেনে অন্ধের মত দৌড় দিল। আচমকা বহির্জাগতিক শত্রুতে পরিণত হওয়া জয়ের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জয় ছুটে এসে ধরে ফেলল ওকে।

'তুমি আসলে কি চাও, আমার সম্পর্কে কে কি বলল তাই শুনে বাকি জীবন কাটাতে চাও?' বলল সে।

নিজেকে ওর মুঠো থেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিল সুসু, রাগে ফুঁসে উঠল। 'কারও কথায় আমার কিছু আসে-যায় না, তাই প্রশ্নটার উত্তর আমি তোমার মুখ থেকেই জানতে চেয়েছিলাম, মি. জয় কুমার রেড্ডি। অথচ তুমি এমন আচরণ করলে যেন জানতে চেয়ে আমি বিরাট কোন অপরাধ করে ফেলেছি।'

ওকে কিছুটা শান্ত হতে দেখে জয় বলল, 'আমার অতীত সম্পর্কে কি জানতে চাও তুমি?'

'কিছুই না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল সুস্মিতা। 'আমি শুধু জানতে চাই বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সাথে তোমার অতীত কতখানি সম্পর্কযুক্ত। এটুকু জানার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে!

'ঠিক আছে, তুমি জিতেছ,' ওর ভেজা চোখের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল জয়। এক হাতে ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে কাছের একটা দোকানের জানালার দিকে এগোল যাতে কাচের গায়ে নিজেদের প্রতিফলন দেখা যায়। 'ওই আহাম্মকটাকে দেখতে পাচ্ছ, পোলো-নেকড্ সোয়েটার গায়ে দেয়া?' জানালার কাচে নিজেকে দেখিয়ে বলল সে।

মাথা দোলাল সুসু, মুখে হাসি ফুটল ধীরে ধীরে। 'প্রথম ডেটের দিনেই গাধাটা তার মেয়ে বন্ধুকে কাঁদিয়েছে,' জয় হাসল। 'সরি, সুইটহার্ট। আসলে কারও কাছে জবাবদিহি করতে ভাল লাগে না আমার।'

'জবাবদিহি? আমিতো কেবল নিশ্চয়তা চেয়েছি।'

নিজের ছেলেমানুষের মত আচরণের কথা ভেবে লজ্জা লাগল জয়ের। বলল, 'তুমি কি জানতে চাও বলো।'

'কিছু না, বাদ দাও ওসব।'

'তুমি জানতে জাও না ঠিক আছে। আমি বলছি, শোনো। ড্রাগস্ আর পশুর সাথে যৌনাচার বাদে সেক্সের ব্যাপারে এমন কোন বদ কাজ নেই যা আমি করিনি। কিন্তু আমার একটা প্রতিজ্ঞাও ছিল, যাকে বিয়ে করব, তার কাছে আজীবন বিশ্বস্ত থাকব। তার সাথে কখনও প্রতারণা করব না। সে প্রতিজ্ঞা এখনও অটল আছে আমার। জানো, তোমাকে দেখার পর থেকে আমি একজন সাধুর জীবন যাপন করছি?'

একটু পর সুসুর দিকে ফিরে হাসল জয়। ওর একটা হাত বগলদাবা করে বলল, 'ফ্রেন্ডস এগেইন?'

মাথা দোলাল সুস্মিতা। কাচের প্রতিবিম্বের ওপর চোখ রেখে জয় নিজেকে শাসাল, 'ওয়াচ্ ইট, বাস্টার! এবার কঠিন পাল্লায় পড়েছ।'

ছয়

'ওই জ্যাকেটে তোমাকে দারুণ হ্যান্ডসাম লাগছে, জয়,' ব্যাবস্ ঠাট্টার সুরে বলল। 'তোমার বান্ধবীদের কারও দেয়া ভ্যালেন্টাইন গিফট্ হবে নিশ্চয়ই? কার, বলো তো!'

'অবশ্যই বিশেষ একজনের,' চোখ টিপল সে। ব্যাবসের গলার ডায়মন্ড ও এমারেল্ড সেটিঙের ওপর চোখ পড়তে চাপা সুরে শিস্ বাজাল। 'সেটটায় তোমাকে চমৎকার মানিয়েছে, ব্যাবস্!' যেন ভেতরের খবর কিছু জানে না, এমনভাবে বলল, 'কে এত সুন্দর একটা সেট পছন্দ করল তোমার জন্যে?'

'কে আবার, শিব!' ও বলল। 'ও এত বছরে এবারই প্রথম একটা কিছু দিল যা আমি পরতে পারছি।'

জয় শিবের দিকে ফিরল। দেখল আসল কথাটা ও ফাঁস করে দিতে পারে, এই ভয়ে কটমট করে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে সে। সুসুর কছে চলে এল জয়। ওর কানের দুলজোড়ার গঠন ও রঙের প্রশংসা করে বলল, 'রংটা তোমার জন্যে একদম উপযুক্ত হয়েছে। তোমার চোখের মণির রং আরও কালো লাগে এটা পরলে।'

সুসু কোনমতে হাসি চেপে মৃদু গলায় বলল, 'আজ আমরা সবাই জোকার সেজেছি দেখছি!'

'শ্যাম্পেন?' বলে নিজের নিয়ে আসা ক্রুগের বোতল খুলে ওয়েটারের ভুমিকায় অবতীর্ণ হলো জয়, ঘুরে ঘুরে সবার হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলে দিতে লাগল।

উপস্থিত প্রত্যেকে জয়ের সঙ্গে আপন পরিবারের সদস্যের মত আচরণ করতে লাগল, এমনকি মিসেস হর্ডিকারকে আর সবার মত জয়ও "মম" বলে ডাকতে কাউকে বিস্মিত হতে দেখা গেল না। 'সবাই এরইমধ্যে তোমার সাথে কেমন ভাগ্নপতি ভগ্নিপতি আচরণ করছে দেখে অস্বস্তি লাগছে না?'

'অস্বস্তি?'এক ভুরু উঁচু করে ওকে দেখল জয়। 'একটা ভোট বিপক্ষে পড়তে যাচ্ছে মনে হলো যেন? দাঁড়াও, মাঝরাতের আগেই তোমার ফ্লোরক্রস নিশ্চিত করতে হবে।'

শ্যাম্পেনের আসর ঘণ্টাখানেক চলল, তারপর স্যাভয় হোটেলের পূর্ব নির্ধারিত বল-এ আলাদাভাবে যোগ দিতে চলল জয় ও সুসু। অন্যরা পরে যাবে। সুসুকে জয়ের রেঞ্জ রোভার পর্যন্ত এগিয়ে দেয়ার সময় ব্যাবস্ চাপা গলায় বলল, 'টেক কেয়ার, সুসু। আশাকরি সময়টা যেন ভাল কাটে তোমাদের।'

গাড়ি ছেড়ে সিডি প্লেয়ার অন করে দিল জয়, সুস্মিতার দিকে ফিরে হাসল। 'আমার প্রিয়তমার জন্য কি নিয়ে এসেছি দেখো।'

সিডিতে একের পর এক ম্যাডোনার প্রেমের গান বাজতে শুরু করেছে শুনে খুশি হয়ে উঠল সুস্মিতা। সবক'টা ওর পছন্দের গান–নাথিং গনা চেঞ্জ মাই লাভ ফর ইউ, আই অ্যাম ক্রেজি ফর ইউ, লাভ ইজ অল অ্যারাউন্ড, ফোর ওয়েডিংস অ্যান্ড ওয়ান ফিউনেরাল ইত্যাদি।

'ওহ্, জয়! সত্যি তোমার তুলনা হয় না। এতসব কখন জোগাড় করলে তুমি?'

'পছন্দের মানুষের জন্য এ আবার কোন ব্যাপার নাকি?'

'কি ব্যাপার, আজ নিজেকে নিয়ে খুব খুশি খুশি লাগছে যেন তোমাকে?' সুসু বলল।

'লাগা উচিত,' জয় হাসল। 'আমার পছন্দের মেয়েটির পরিচয় জানার পর আজ ওদের সবক'টার চেহারা যা হয়েছিল না, দেখলে তোমারও খুশি লাগত! লায়নেল, ইন্দার আর হ্যারি তো একটু হলে ঘুসোঘুসিই বাধিয়ে দিয়েছিল আমার সাথে, জানো? আজকের রাতটা আমার জায়গায় থাকতে পারার বিনিময়ে ওদের কাছে যা চাইতাম, ওরা তাতেই রাজি হতো!'

'কি যা-তা বলছ!' সুস্মিতা বিব্রত চেহারায় হাসল। 'এমনভাবে বলছ যেন আমি কুস্তি করে জিতে নেয়ার মতো কিছু!' হঠাৎ খেয়াল হলো ওরা স্যাভয় হোটেলের ধারেকাছে কোথাও নেই, আর কোথাও এসে পড়েছে। অবাক হলো সুস্মিতা। 'এ কোথায় নিয়ে এলে, জয়? আমরা স্যাভয় বল-এ যাচ্ছি না?'

'আপাতত না ডার্লিং। এখনই ওই গাদাগাদির মধ্যে যেতে চাই না।' দুষ্টুমির হাসি ফুটল তার মুখে। 'অবশ্য চিন্তার কিছু নেই। তোমাকে

নিয়ে অভিসারে যাওয়ার জন্য হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে ব্যাবসের অনুমতি নিয়ে এসেছি আমি।'

'কিসের অনুমতি?' অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল সুস্মিতা।

'বল-এ না যাওয়ার। আর সবার সাথে পরে কফি শপে যোগাযোগ করব আমরা, তুমি আমাকে বিয়ের প্রস্তাবে "হ্যাঁ" বলার পর। কিন্তু আগে চলো কিছু সময় এক পাব থেকে আরেক পাবে ঘুরে বেড়ানো যাক। কোন আপত্তি নেই তো?'

'না,' হাসল ও। 'এই জন্যেই তুমি বল-এর উপযুক্ত কাপড়চোপড় পরে আসোনি! কিন্তু পাবে ঘুরে বেড়ানোর ক্ষেত্রে আমার ড্রেসিং একটু বাড়াবাড়িরকম হয়ে গেছে না?'

'দাঁড়াও, দেখে বলি!' ক্রাউন অ্যান্ড গূজ-এর বাইরে রাস্তার পাশে জীপ দাঁড় করিয়ে ফেলল জয়। রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। এক সাইডে লম্বা চেরাওয়ালা প্রিন্টেড কমলা ও ইলেক্ট্রিক ব্লু রঙের ক্রেপ ডি চিন স্কার্ট পরেছে সুসু, সঙ্গে সাদা ব্লাউজ। সেটার গলা বড় করে কাটা বলে বুকের খাঁজ-ভাঁজ অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। তার সঙ্গে লম্বা একটা দোপাট্টা গলায় দড়ির মত পেঁচিয়ে পরেছে ও, কানে দিয়েছে জয়ের উপহার দেয়া চোখ ঝলসানো নীল রঙের ইয়াররিং।

সব মিলিয়ে এত অপূর্ব লাগছে, জয়ের মনে হলো ও যেন মেয়েটির রূপের সাগরে অসহায়ের মত তলিয়ে যাচ্ছে। পেটে কয়েক চুমুক শ্যাম্পেন পড়ায় এবং ড্রাইভের সময় বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে ওর চেহারা রেডিয়ামের মত জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছে। মুখটা দু'হাতে তুলে ধরল জয়, গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। রাস্তার মৃদু আলো লেগে চকচক করছে কালো দু'চোখ, স্টুডিও পোর্ট্রেইটের পিছনের আবছা আলোর মত লাগছে সুস্মিতাকে। জীবনে অনেক মেয়ে ঘেঁটেছে জয়। কিন্তু আর কোন মেয়ের এত মোলায়েম, শিশুর মত মসৃণ, গোলাপী গাল-ঠোঁট দেখেনি। ওর পাতলা, নরম ঠোঁটে হাল্‌কা করে চুমো খেল সে।

আবেশে সুসুর চোখ বুজে এল। ভাবল, এমন মধুর মুহূর্ত যেন কখনও শেষ না হয়। কিন্তু খানিক পর মুখ সরিয়ে নিল জয়, ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই পকেট একটা সুন্দর চেইন বের করল। ইয়াররিঙের ম্যাচিং চেইন। 'এট পরে নাও, ডার্লিং।'

'না, জয়,' বাধা দেয়ার চেষ্টা করল সুসু। 'এর মধ্যেই অনেক দিয়ে ফেলেছ তুমি। আর কিছু নিতে পারব না।'

'চুপ করো!' চাপা ধমক লাগাল জয়। 'এটা পরে নাও। হোটেলে তোমার পার্সেল পেয়ে আমি তো আপত্তি জানাইনি! জানিয়েছি, বলো?' আবার দুষ্টুমির হাসি ফুটল জয়ের মুখে। মাথা দোলাল, 'প্যাকেটটা খোলার সময় ওদের যা চেহারা হয়েছিল না, ওফ্! আমি তো জানতাম না তোমার পাঠানো, তাই সবার সামনেই প্যাকেটটা খুলে ফেলেছিলাম। ভেতরের জিনিস দেখে লায়নেল হিংসায় জ্বলেপুড়ে একাকার। অন্যদেরও জবান আটকে গিয়েছিল।'

'তুমি বাড়িয়ে কথা বলো,' ব্লাশ করল ও। 'লায়নেল সব সময় কেন তোমার পিছনে লেগে থাকবে?'

'এই দেখো, রাস্কেলটা তাহলে তোমাকেও বোকা বানিয়েছে, কেমন?' জয় বলল। 'তুমি জনো না, ও হচ্ছে শিকারী ঈগলের মত, মেয়ে শিকারী পুরুষ। কোন মেয়ের সাথে একবার পরিচয় হলেই হলো, তাকে বিছানায় না নেয়া পর্যন্ত ব্যাটা শান্তি পায় না। এই স্বভাবের জন্য ওকে আমরা "লম্পট লায়নেল" বলে ডাকি। এক মেয়ে রুগীর সঙ্গে কুকর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল ব্যাটা। সেদিনই ওর বউ ওকে ছেড়ে চলে গেছে। ইন্দার অতটা খারাপ না, কিন্তু তোমার দিকে সত্যি সত্যি ঝুঁকে পড়েছিল। ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি আগেই জায়গমত পৌঁছতে পেরেছি!'

'ওরে অসভ্য!' খিলখিল করে হেসে উঠল সুসু। 'এই জন্য আমাকে তুমি ওর সাথে ভালমত পরিচিত হতে দাওনি।'

'বাদ দাও। সেরাটাকেই যখন পেয়ে গেছ তখন অন্যদের দিকে তাকানোর দরকার কি তোমার? চলো, আগে গলা ভিজিয়ে নিই। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

ক্রাউন অ্যান্ড গূজ-এ ঢুকল ওরা, কিন্তু ভেতরে গিজগিজে ভিড়। তার মধ্যে লায়নেল ও কাজিন স্যালিকে ডেটিং করতে দেখে ভারি অবাক হলো সুসু। আরও অনেক পরিচিত রয়েছে সেখানে, সবাই খুশি ওদের দু'জনকে দেখে। তাদের সঙ্গে কোনমতে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে সুসুকে নিয়ে বেরিয়ে এল জয়। 'সন্ধেটা মাটি হওয়ার আগেই পালাই চলো।'

অ্যানাবেল'স-এ ঢুকে সোজা ডান্স ফ্লোরে চলে এল জয়। 'এসো, আগে মাতাল হয়ে নিই। তারপর তোমাকে দেখাব তোমাকে পেয়ে আমি কত খুশি হয়েছি।' ওকে বুকের সঙ্গে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে মৃদু গলায় আবার বলল, 'আহ্, এতক্ষণে!'

সুস্মিতারও ভাল লাগল। এর চেয়ে মোহনীয় ভ্যালেন্টাইন সন্ধ্যা আর হতে পারে না। জয়ের হার্টবিট শুনতে পাচ্ছে, ওর আফটার শেভের সুবাস পাচ্ছে। ম্‌ম্‌ম্‌! একেই বুঝি স্বর্গীয় সুখ বলে।

'তুমি আমাকে ভালবাসো, সুস?' ওর চুলের মধ্যে মুখ গুঁজে জানতে চাইল জয়। ও কেবল মাথা দোলাল।

জয় একটু পর আবার বলল, 'কি, জবাব দিলে না?' তবু সুস্মিতা কথা বলছে না দেখে সোজা হলো। কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, 'মনে মনে আর কারও কথা ভাবছ নাকি?'

'তেমন কেউ থাকলে কি আজকের মত এক দিনে তোমার সাথে আউটিঙে আসতাম?'

'তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কেন!'

'কিসের প্রশ্ন?' অবাক হলো সুসু।

চোখ কোঁচকাল জয়। 'তার মানে?'

'মানে হলো আমাকে তুমি কোন প্রশ্নই তো করোনি, তাহলে কিসের উত্তর আশা করছ?'

হতাশা প্রকাশের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জয়। ওর চোখে চোখ রেখে বলল, 'তাহলে গত দু'দিন ধরে তোমার সাথে কি নিয়ে কথা বকবক করলাম আমি?'

'তা জানি,' সুসু বলল। 'আমার ফ্যামিলির সবাইকে সে ব্যাপারে বলেছ তুমি, কেবল আমাকে ছাড়া।'

'সে কি!' বেকুবের মত চেহারা করে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিল জয়। 'তুমি বলতে চাইছ এই বনমানুষটা এখন পর্যন্ত তোমাকে প্রস্তাবই দেয়নি?' মাথা নাড়ল সুসু–দেয়নি।

এ-কান ও-কান বিস্তৃত হাসল জয়, ওকে বুকের সঙ্গে সবলে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আই লাভ ইউ, সুস। তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ?'

ঝলমলে হাসিতে ভরে উঠল ওর চোখমুখ। চাপা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, জয়। আমি রাজি আছি। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, আমি আমার পরিবারের সবার ছোট, লাই পাওয়া হাবাগোবা গোছের একটা মেয়ে। আমি আমার ...'

'মিসেস জয় কুমার রেড্ডি,' হাসল সে। 'লাই কাকে বলে, আজ থেকে টের পাবে তুমি।'

'মিসেস জয় কুমার রেড্ডি?' সুস্মিতা পুনরাবৃত্তি করল। 'শুনতে কিন্তু চমৎকার লাগছে, জয়!'

ওকে বুকের সঙ্গে পিষে ফেলার জোগাড় করল জয়, ওর চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে খেলা করতে লাগল। সুসু টের পেল ওর দু' গাল ক্রমে লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এক হাতে সুসুর থুতনি উঁচু করে ধরে ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল জয়, খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করছে। আঙুল বোলাচ্ছে ওর ঠোঁটের কিনারায়।

কিছুক্ষণ ওর নিচের ঠোঁট মুখে পুরে চুষল জয়, তারপর ওর সারা মুখে চুমো দিতে লাগল। চোখেমুখে জয়ের কাঁপা কাঁপা, গরম নিঃশ্বাস ক্রমে জাগিয়ে তুলতে শুরু করল সুসুকে। ওর মুখের মধ্যে জিভ ভরে দিল জয়, তারপর গোটা মুখ। কলেজ জীবনের কোন আনাড়ী সহপাঠী নয়, সত্যিকারের এক অভিজ্ঞ পুরুষ জীবনে এই প্রথম চুমু খাচ্ছে ওকে, কাজেই সুসুও সাড়া দেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করল। অনাবিল এক আনন্দে পাগল হওয়ার দশা হলো ওর।

জয়ের হাত দুঃসাহসী হয়ে উঠতে লাগল, সুসুর ড্রেসের বড় গলার ফাঁক গলে ঢুকে গেল ভেতরে। সুসুর উদ্ধত স্তন ও কামনায় দৃঢ় হয়ে ওঠা একজোড়া বোঁটার ছোঁয়া পেয়ে গুঙিয়ে উঠল ও। 'ও মাই গড, সুস। তুমি এত সুন্দর!' ওকে একটা কর্নার সীটে বসিয়ে ক্ষুধার্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল জয়। ওর মুখে ঘাড়ে চুমো খেতে খেতে এক হাতে ওর স্তনের বোঁটায় মৃদু চাপ দিল, অন্য হাত ভরে দিল ওর স্কার্টের মধ্যে। টের পেল দুই উরুর মাঝখানটা ভিজে উঠেছে। 'গাড়িতে চলো!'

হাত ধরাধরি করে এগোল দু'জন। সুসুর মনে হলো ও কোন স্বপ্নের ঘোরে ভাসছে যেন। দ্রুত রিজেন্টস পার্কের কাছে পৌঁছে জীপ পার্ক করল জয়। সঙ্গে সঙ্গে সুসুকে অবাক করে দিয়ে সিডি প্লেয়ারে বেজে উঠল ওর প্রিয় "ক্যাহনা কেয়া হ্যায়

'তোমার প্রিয় "বম্বে" নাম্বার,' বলে হাসল জয়। একটা ডায়মন্ডের আংটি সুসুর অনামিকায় পরিয়ে দেয়ার ফাঁকে আবার বলল, 'এটা আমার বধূর জন্য।'

আংটি পরানো শেষ হতে ওকে দু'হাতে তুলে নিয়ে এসে পিছনের ফুটবোর্ডে শুইয়ে দিল জয়। ওর চোখে-ঠোঁটে চুমো খেতে লাগল ব্যাগ্র হয়ে। "ক্যাহনা কেয়া হ্যায়," সিডিতে বাজছে তখন, "ইয়ে নায়ি এক আনজানসে জো মিলে " সুসু চিত হয়ে শুয়ে আবছাভাবে সাদা রঙের

কয়েকটা উঁচু বিল্ডিং দেখতে পেল, প্রহরীর মত অনড় দাঁড়িয়ে নীরবে ওদের ভালবাসা অবলোকন করছে।

ব্যাস্ত হাতে সুসুর ব্লাউজ খুলল জয়, পলকহীন চোখে ওর দুধসাদা, উদ্ধত স্তনজোড়ার দিকে তাকিয়ে থাকল। 'সুস, মাই লাভ,' গুঙিয়ে উঠে ওর গোলাপী বোঁটায় চুমো দিল। সুসুও হাত বাড়িয়ে জয়ের কোট ও শার্ট খুলে ফেলল যাতে ওর রোমশ বুকে মুখ ডলতে পারে।

"আরমান নায়ে অ্যায়সে দিল মে খিলে," গেয়ে চলেছে গায়িকা, "জিনকো কাভি ম্যায় না জানুঁ ...

দুই ঊরুর মাঝখানে জয়ের ঠোঁট ও জিভের ছোঁয়া পেয়ে শিউরে উঠল সুসু, ওর মনে হলো নতুন এক জগতে ভেসে চলেছে। কিছুক্ষণ পর আনন্দে চাপা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ও, পিঠ বাঁকা হয়ে গেল।

"কেয়া নাম লুঁ, ক্যায়সে উনহে ম্যায় পুকারুঁ গাইছে গায়িকা। এদিকে জয় ওকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে একের পর এক চুমো দিয়ে চলল, একই সঙ্গে ঢুকে পড়ল ওর ভেতরে। আরেকবার চেঁচিয়ে উঠে জয়কে সজোরে আঁকড়ে ধরল সুসু, ওর তীক্ষ্ণ নখ গেঁথে গেল জয়ের পিঠের মাংসে। গড, ব্যথা এত আনন্দের হয় কি করে? ভাবল ও।

শেষ মুহূর্তে ক্লান্তি আর প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে গলার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আরেকবার চিৎকার করে উঠল সুসু। জয়ও নেতিয়ে পড়ল ওর বুকের ওপর। একটু পর আবার তৎপর হয়ে উঠল জয়, সুসুও বিনা বাধায় ওকে গ্রহন করল। ঝড় শান্ত হলে জয় বারবার বলতে লাগল, 'আই লাভ ইউ, মিসেস জয় কুমার রেড্ডি। আই লাভ ইউ।'

বেশ কিছু সময় পর উঠে বসে ওকে ড্রেস পরতে সাহায্য করল জয়। কাপড় পরা শেষ হতে সুসুর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল ও। জানতে চাইল, 'এই প্রথমবার, ডার্লিং?'

মাথা দোলাল সুসু, জয়ের বুকে মুখ লুকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করে দিল। 'ঠিক আছে, ডার্লিং, ঠিক আছে,' ওর মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে নিশ্চয়তা দেয়ার সুরে বারবার স্বান্ত্বনা দিতে লাগল, 'আমি বুঝতে পেরেছি, সুস। আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এ নিয়ে তোমার ঘাবড়বার কোন কারণ নেই, ডার্লিং। আমি তো তোমার স্বামীর মতই। খুব শীঘ্রি বিয়ে করব আমরা, আই প্রমিজ।'

সুসু শান্ত হতে দু'হাতে ওর মুখ তুলে ধরল জয়। 'তুমি খুব সুন্দর, ডার্লিং। এবার হাসো দেখি!' ওর স্বান্ত্বনায় নিশ্চিত হয়ে হাসল সুসু।

'জয়, মনে হয় ব্যাকসীটের অবস্থা খারাপ করে ফেলেছি।'

'সেসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি দেখব।'

'আমার চেহারাও বোধহয় নষ্ট হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি, দেখি তো!' কয়েক সেকেন্ড কাছ থেকে ওকে দেখল জয়। তারপর চাপা হেসে বলল, 'কোথায়! আমি তো আমার সামনে লণ্ডনের সেরা সুন্দরীটিকে দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য, টিস্যু পেপার দিয়ে মুখটা মুছে চুলগুলো একটু ঠিকঠাক করে নিলে আরও ভাল দেখাত, নো ডাউট। ঠিক আছে, মেরামত করে নাও চেহারা।'

'ইউ পারফেক্ট হরর!' হাতব্যাগ থেকে ছোট একটা পকেট আয়না বের করে নিজেকে দেখল ও। মেক-আপ থেবড়ে চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে দেখে চোখ কোঁচকাল, ব্যস্তহাতে সেসব মেরামতের কাজে হাত লাগাল। জয় সাহায্য করল ওকে। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিয়ে প্রশ্ন করল, 'এখন একটু ভাল লাগছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু টায়ার্ড লাগছে।'

সতর্কতার সঙ্গে একটা বাঁক ঘুরে ওর দিকে ফিরল জয়। 'দুপুরের সেই সামান্য সালাদের পর সারাদিনে আর কিছু খেয়েছিলে তুমি?' চোখ কুঁচকে প্রশ্ন করল।

মাথা নাড়ল সুসু। 'আমার খিদে লাগেনি।'

'খিদে লাগেনি? ইউ স্টুপিড লিটল গার্ল!' রেগে উঠল জয়। 'সারাদিন এইভাবে না খেয়ে থাকলে তো কোলাপস্ করবে তুমি!' নিজের হোটেলের দিকে জীপ ঘুরিয়ে দিল জয়। 'আগে আমার হোটেলে চলো আগে। অন্যদের সামনে যাওয়ার আগে তোমাকে ঠিকমত মেরামত করতে হবে।'

হোটেলে ঢোকার আগে আরেকবার সুসুকে বুকে টেনে নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চুমো খেল ও। 'মিসেস জয় কুমার রেড্ডি, তোমার স্বামী তোমার জন্যে এখনই পাগল হয়ে উঠেছে।'

জয়ের কাঁধে মাথা রাখল সুসু, ঘন ঘন ব্লাশ করছে। হোটেলে ঢুকে পড়ল ওরা, জয় আলতো করে সুসুর কোমর জড়িয়ে ধরে রেখেছে। কনশিয়ার্যের ডেস্কের সামনে প্রথমবার থামল ওরা, দ্বিতীয়বার থামল ডেস্ক থেকে সুইটের চাবি নেয়ার জন্য। সঙ্গীর প্রতি তাদের সবার মনোভাব দেখেই সুসু বুঝল, মিস্টার জয় কুমার রেড্ডিকে এই হোটেলের একজন মূল্যবান কাস্টমার এবং প্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়।

'রিল্যাক্স, ডার্লিং! চোখ বন্ধ করে শুধু আমার কথা চিন্তা করো,' সুইটে পা রেখে জয় বলল। 'তুমি এই সোফায় বসো কিছুক্ষণ, আমি এই ফাঁকে গোসলটা সেরে আসি, কেমন?'

কোনমতে মাথা দুলিয়ে বড় একটা সোফায় গা এলিয়ে দিল সুসু, জয় বাথরুমে গিয়ে ঢোকার আগেই চোখ বুজল। কিছু সময়ের জন্য হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছিল ও, কারণ চোখ খুলতেই মাথার কাছে জয়কে বসে থাকতে দেখে বিস্মিত হলো–সদ্য গোসল করে এসেছে। কালো প্যান্ট ও নীল ব্লেজারে রীতিমত বিপজ্জনকরকম হ্যান্ডসাম লাগছে তাকে। নিজেকে জয়ের পাশে কতখানি বেমানান লাগছে বুঝতে পেরে লজ্জা লাগল সুসুর। উঠে পড়ল শোয়া থেকে।

'এটা ঠিক হলো না। আমারও গোসল করা দরকার।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোসল করল না সুসু। ঠাণ্ডা পানিতে ভাল করে মুখ ধুয়ে মেক-আপ নিল। আয়নায় নিজেকে ভালমত পরখ করে দেখার ইচ্ছাটা অনেক কষ্টে দমন করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। জয়কে এক ট্রে স্যান্ডউইচ ও কফি নিয়ে ওর অপেক্ষায় বসে থাকতে দেখল। সামনে টিভি খোলা, রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে একের পর এক চ্যানেল পাল্টাচ্ছে। সুসুকে নতুন রূপে দেখে মৃদু হাসল সে।

'এসো, শুরু করে দেয়া যাক্। তোমার জন্যে স্যান্ডউইচ আর কফি আনিয়েছি আমি, শুরু করো।'

রিমোট রেখে কফি ঢালল সে, হাত ধরে সুসুকে টেনে নিয়ে এসে কোলের ওপর বসাল। একটা স্যান্ডউইচ ওর মুখের সামনে নিয়ে নির্দেশের সুরে বলল, 'নাও, শুরু করো।'

কড়া কফির সাহায্যে ট্রে-র সবগুলো স্যান্ডউইচ ওকে নিজের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খেতে বাধ্য করল জয়। ওর ব্যাপারে জয়ের এই আন্তরিক খবরদারী ভাল লাগল।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' দু'হাতে শক্ত করে জয়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল ও। 'ইউ আর সো আন্ডারস্ট্যান্ডিং, জয়।'

ওর মাথাটা নিজের কাঁধে রেখে জয় বলল, 'খুব শিগগিরি আমাকে একগাদা বাচ্চা-কাচ্চা দিতে যাচ্ছ তুমি, তাই তো?'

'কি? আমাদের পরিচয় বলতে গেলে কেবল হলো, জয়,' সুসু প্রতিবাদের সুরে বলল। 'আগে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার মত সুযোগ তো দেবে আমাকে!'

'সুযোগ দিতে আমার কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু আমাদের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কোন একটা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত তোমার। নাকি আমি কিছু ব্যবহার করব?'

'না, না। তোমাকে কিছু ব্যবহার করতে হবে না,' সুসু ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল। 'সুচিত্রার সাথে কথা বলে আমিই কিছু একটা ব্যবস্থা করছি।'

'বেশ। কিন্তু বেশিদিন সময় দেয়া যাবে না কিন্তু। আমার বয়স কিছুদিনের মধ্যে ৩৩ হতে যাচ্ছে। আমি চাই না আমার ছেলে-মেয়েরা আমাকে ওদের দাদা ভেবে ভুল করুক।'

খিলখিল করে হাসল সুস্মিতা, মুখ ঘষল জয়ের বুকে। জয় জড়িয়ে ধরে রাখল ওকে। 'এখন কিছুটা ভাল লাগছে?' মাথা দোলাল সুসু। 'আর ব্যথা নেই তো?'

'সামান্য।'

'চিন্তা করবে না,' জয় অভয় দিল। 'ব্যথা করতে থাকলে বাসায় গিয়ে ওখানটায় হালকা গরম পানি ঢালবে, চমৎকার কাজ হবে তাতে। না হলে সকালে ডক্টর রেড্ডির চেম্বারে দেখা করবে, কেমন?' দুষ্টুমির হাসি ফুটল ওর চোখেমুখে। 'চলো, এবার কফি শপে যাওয়া যাক। সবাই আমাদের অপেক্ষায় আছে।'

এলিভেটরের বড় আয়নায় নিজেদেরকে দেখে দাঁত বের করে হাসল। 'বাবা! সুন্দর জুটিতো!'

সুস্মিতার পরিবারের অন্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য কফি শপে পৌঁছল ওরা। প্রত্যেকে আন্তরিক "হাই" করল ঝলমলে জুটিটিকে। মা এবং ব্যাবসের মাঝখানে বসে আংটিটা দেখাল সুসু। 'এই দেখো, জয় আমাকে কি উপহার দিয়েছে!' অনাবিল এক আনন্দে চকমক করছে ওর চোখমুখ। উত্তেজিত।

'কংগ্রাচুলেশনস্,' ব্যাবস্ ওর গালে মৃদু চুমো দিল।

'তাহলে উৎসবের দিনটা কবে হচ্ছে?' স্বভাবসুলভ বাস্তবরাদীর মত প্রশ্ন করল শিব।

'প্রসঙ্গটা তুললে দেখে খুশি হলাম,' জয় আশ্বস্ত কণ্ঠে বলল। 'ব্রাহ্মণ আজকে আসতে পারছে না, আগামিকাল হলে কমন হয়?' গলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলল।

'হোয়াট!' বিস্ময়ে, উত্তেজনায় একযোগে লাফিয়ে উঠল সবাই। সুচিত্রা বলল 'ঠাট্টা করছ না তো?'

'মোটেই না,' জয় মাথা নাড়ল। 'কেন? কাল হলে অসুবিধা কি এ বিয়েতে কারও যখন অমত নেই?'

'ম্যান, তুমি নিশ্চয়ই সিরিয়াস নও?' রিচার্ড প্রশ্ন করল।

'জীবনে এত সিরিয়াস আর কখনও হইনি আমি,' জয় উত্তর দিল। 'সে যাক, আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি সাউথহলের পুরোহিত কাল সন্ধ্যায় ফ্রী থাকবে। কামন, এদিকে তোমাদের পরিবারের প্রত্যেকে এখানে হাজির, ওদিকে আমার ভাই রাজও আটলান্টিকের ওপারে এক পায়ে খাড়া। লন্ডন আসার জন্যে রেডি। এদিকের জোগাড়যন্ত্র হয়ে গেছে খবর পেলেই আটলান্টিক পাড়ি দেবে। রাজ তো বিশ্বাসই করতে পারছে না আমি এতদিনে সত্যি সত্যি বিয়ে করতে রাজি হয়েছি।'

'গেছে আমার জেনিভা সেমিনার,' হতাশায় দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ে গুঙিয়ে উঠল রিচার্ড।

'জয়, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?' নোরমা হার্ডিকার বলল, জয়ের চাপাচাপির ফলে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে।

'দেখো, মম, আগামি সপ্তাহে আমাকে ইন্ডিয়ায় ফিরে যেতেই হবে,' জয় বলল। 'এবং এবার আমি একা ইন্ডিয়া যেতে চাই না। তোমার মেয়েকে দেখার পর তো অবশ্যই না।'

'হোল্ড ইট,' শিব বলল, তার মন হিসাবনিকাশে ব্যস্ত। 'বিয়ে-শাদী এত হুড়োহুড়ি করে হয় না। আগে এনগেজমেন্ট হোক, আমরা মেয়ে তুলে দেয়ার উপযুক্ত পার্টির ব্যবস্থা করি, তারপর না বিয়ে। আমাদেরকে ধুমধাম করার সুযোগ তো দেবে!'

জয় মাথা নাড়ল। 'না দেয়া যাবে না, কারণ আমার হাতে সময় নেই। তাছাড়া তোমাদের গোটা পরিবারই যখন এখানে উপস্থিত, তখন আর দেরি করার কোন কারণও দেখি না আমি। আর ধুমধাম করে,পার্টি দিয়ে হবেটা কি, শুনি?'

'এ ব্যাপারে আমিও জয়ের সাথে একমত,' সুসু হবু স্বামীর পক্ষ নিল। 'তোমরা পার্টির আয়োজন করতে চাও, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তার দরকার কি? ছোটখাট পারিবারিক পার্টিই তো যথেষ্ট!'

'ঠিক বলেছ তুমি,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল জয়। 'আর কোন আপত্তি?'

'যাব মিয়া-বিবি রাজি তো কেয়া কারেগা কাজি?' সুচিত্রা বলল নাটকীয় ভঙ্গিতে।

ব্যাবস্ অভিযোগের সুরে বলল, 'জয়, এসব পরিকল্পনা তুমি এখানে আসার আগেই করে রেখেছিলে, তাই না? এই জন্যে প্রথম থেকেই খুশি খুশি লাগছিল তোমাকে!'

'গিল্টি,' নির্দ্বিধায় স্বীকার করল জয়। 'ঠিক ধরেছ।'

'আমাদেরকে কিছু সময় দিতে পারতে,' শিব অভিযোগ করল।

'সে জন্যে আমি না, তুমি দায়ী!' জয় সমান ঝাঁঝের সঙ্গে বলল। 'এতদিন আমার কাছ থেকে বোনকে লুকিয়ে রেখেছিলে কেন? আরও চার বছর আগে ওর সাথে পরিচয় হলে বিয়ের আয়োজন করার জন্য অন্ত ত চারদিন সময় দিতে পারতাম আমি।'

সুচিত্রার নেতৃত্বে পরদিন কিভাবে কি করা হবে, তাই নিয়ে জরুরি আলোচনায় বসল সবাই–জয় ও সুসুকে বাদ দিয়ে অবশ্য। দূর থেকে জয়কে অনুরোধ করতে শোনা গেল, 'প্লিজ, বিয়ের পরের তিনটা দিন সম্পূর্ণ আমাদের। সোমবার রাতে ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে ওঠা পর্যন্ত, ওকে?'

'কাল তাহলে সত্যিই বিয়ে হচ্ছে?' রিচার্ড বলল অবিশ্বাসী কণ্ঠে। কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিল না, সবাই আলোচনায় ব্যস্ত। একটু পর জয় দল ছেড়ে উঠে পড়ল।

'যাই, আমার ভাইকে ফোন করি। নিউ ইয়র্ক-লন্ডন ফ্লাইট ওকে ফেলে যাত্রা করার আগে খবরটা জানিয়ে আসি।'

ফোনের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল জয়, এমন সময় দামী পোশাক-পরিচ্ছদ পরা একজোড়া ভারতীয় দম্পতি হাসিমুখে তার সামনে এসে দাঁড়াল। পুরুষটি নমস্কার করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি জয় কুমার না?'

জয়কে তেলেগু ভাষায় "নমস্কারাম" বলে তাদের সঙ্গে আলাপ শুরু করতে দেখে তাকিয়ে থাকল সুসু। দূর থেকে ওর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো হার্ভার্ড থেকে আচমকা হায়দ্রাবাদ চলে গেছে। ওর অল্প অল্প কানে এল, অচেনা লোকটা জয়কে বলছে, 'ওই ছবিতে আপনার অভিনয় খুব ভাল লেগেছে আমাদের। চমৎকার অভিনয় করেছেন আপনি।'

সোজা হয়ে বসল সুসু। ব্যাবস্‌কে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কি বলছে এসব? কি অভিনয় অভিনয় করছে?'

'তোমার হয়েছে কি বলো দেখি!' হতাশ দেখাল ব্যাবস্‌কে। 'তুমি জানো না জয় তেলেগু ছবির নামকরা নায়ক?'

'জয়! চিত্রনায়ক!!' চেঁচিয়ে উঠল সুস্মিতা। 'না, এ সত্যি হতে পারে না। প্লিজ, বলো এ সত্যি...'

বাসায় ফেরার সময়ও ভাঙা রেকর্ডের মত বারবার একই কথা বলে চলল সুস্মিতা। 'ভাবতেই পারছি না আমি সস্তা এক ক্যাসানোভা সেলিব্রিটিকে জয় করেছি! ফর গডস্ সেক, এ কি করলাম? না, কোন ব্লাডি ফিল্ম অ্যাক্টরকে বিয়ে করতে পারব না আমি।'

সাত

ব্যাবস্ সরাসরি বলল, 'জয়, গত রাতটা খুব বিপদের মধ্যে দিয়ে কেটেছে আমাদের। সুসু আমাদের সবাইকে অর্ধেক রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রেখে জেরা করেছে–তুমি যে অভিনেতা, সে কথা ওকে আমরা কেউ আগে জানাইনি কেন? সত্যি বলছি, আমারও কিন্তু ভারি অবাক লাগছে কথাটা ওর সামনে কেউ একবারও উচ্চারণ করেনি ভেবে। আমি ভেবেছি তোমরা একে অন্যের ব্যাপারে সবকিছু জানো।'

'আর আমারও অবাক লাগছে তোমরা কেউ খবরটা ওকে জানাওনি শুনে,' জয় বলল। ভীষণ বিব্রত শোনাল তার কণ্ঠ। যেন বিয়ের বেদী থেকে এইমাত্র নামিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে, তেমনি অসহায়। 'তুমি আর শিব ওকে আমার পূর্ণ বায়োডাটা জানিয়েছ শুনে আমি ধরেই নিয়েছিলাম সুসু আমার সবকিছু জানে

'ব্যাপারটা আসলে বড় দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা,' ব্যাবস্ বলল। 'তবে কথাটা কেউ ইচ্ছে করে ওর কাছে গোপন করেনি, সেটা সুসু বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তুমি অভিনয় করো শুনে সত্যি সত্যি বড় ধরনের একটা ঝাঁকি খেয়েছে।'

'অভিনেতা হওয়া কি অপরাধ?'

'ব্যাপারটাকে ওভাবে নিয়ো না, জয়,' ব্যাবস্ তার ননদিনীর পক্ষ নিয়ে বলল। তোমার হবু স্ত্রী তোমার ব্যাপারে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য জানেই না, ভাবতে কেমন যেন লাগে না? তুমি শিবের সাথে ব্যাবসা করো শুনে সুসু প্রথম থেকেই ভেবে আসছে তুমিও বুঝি ব্যবসায়ী। সিনেমার সাথে তোমার কোনরকম যোগাযোগ আছে সুসু ভাবতেই পারেনি। ওর কথা হচ্ছে, কথাটা আগে জানলে অভিনেতা বিয়ে করবে কি না সে সিদ্ধান্ত নিতে ওর সুবিধা হতো।'

'নিজেকে আমার লাথি মারতে ইচ্ছে করছে, ব্যাবস্,' জয় বলল। 'সুসু একবার বলেছিল সেলিব্রিটিদেরকে ও দু'চোখে দেখতে পারে না।

কিন্তু বিশ্বস করো তখন অথবা পরে ভুলেও একবার আমার মাথায় আসেনি আমার আসল পেশার কথাটা ও জানেই না। আমি ভেবেছি ...' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। 'সে যাক্, সুসু এখন কোথায়?'

টেলিফোন লাইনের ও প্রান্তের মানুষটার অসহায়ত্ব টের পেয়ে ব্যাবসের মন খারাপ হয়ে গেল। রাতটা তার নিশ্চয়ই নির্ঘুম কেটেছে। সারারাত বসে বসে ভেবেছে সুসু কাল রাতে হঠাৎ করে কফি শপ থেকে কেন বেরিয়ে গিয়েছিল!

'কথাটা তোমাকে বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে, জয়। কিন্তু এ বিয়েতে সুসুর মত নেই। ওর ইচ্ছে তোমার দেয়া আংটি আর অন্যসব গিফট্ আমরা তোমাকে ফেরত দিই। কিন্তু মম ওকে সরাসরি বলে দিয়েছে; কাজটা ওর নিজেকেই করতে হবে। কারও বিয়ের প্রস্তাব যদি নিজে থেকে গ্রহন করতে পারে সুসু, তাহলে সেটা প্রত্যাখ্যান করার কাজটাও সাবালকের মত ওকেই করতে হবে। এখন ব্যাপারটা তোমার ওপর নির্ভর করে তুমি কথাটা ওর মুখ থেকে শুনতে চাও কি না।'

'চাই!' জয় দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল। 'শুনতে চাই, দেখা করতে চাই এবং আমার কিছু কথা বলার আছে তা বলতে চাই।' এক ঘণ্টা পর দেখা হলো দু'জনের। কিন্তু সুসুর রাতজাগা, কান্নাভেজা চেহারা দেখেই জয় তার মনের দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলল।

'হাই!' জয়ের মৃদু গলার সম্ভাষণের জবাবটাও একইরকম এলো। সুস্মিতা উঠে বসতে অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে জীপ ছুটিয়ে দিয়ে জয়, 'বিশেষ কোথাও যেতে চাও, সুইটহার্ট? নাকি যে কোনদিকে শুধু ড্রাইভে যাব আমরা?'

জয়ের নরম গলা শুনে গাম্ভীর্য ভুলে রেগে উঠল সুস্মিতা। 'জয়, আমার জন্যে ব্যাপারটা কঠিন করে তুলো না তো! সব কথার আগের কথা, প্লিজ, তোমার আংটিটা ফেরত নিয়ে নাও।'

জয় বিনা ওজরে সেটা নিল। 'এখানেই সব শেষ তাহলে? আমাকে আর কিছুই বলার নেই তোমার? চিত্র অভিনেতা হওয়া কি কোন অপরাধ?'

'আমি তো সে কথা বলিনি!' ঝাঁঝিয়ে উঠিল সুসু। 'কারও পেশা নিয়ে মাথা ঘামানোর ইচ্ছে ছিল না আমার, কিন্তু এই ব্যাপারে আমাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা কি ঠিক হয়েছে? আমার কি কোন অধিকার নেই এ বিষয়ে যাচাই বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেয়ার? তোমার কেমন লাগত যদি

হঠাৎ করে জানতে পেতে আমি এক ডিভোর্সী মেয়ে এবং অন্য এক পুরুষের সাথে দিন কাটাচ্ছি?'

'সুইটহার্ট, আমি কি করে জানব তুমি আমার প্রফেশনের কথা জানতে না?' জয় প্রতিবাদের সুরে বলল।

'এমনকি আভাস পর্যন্ত দাওনি তুমি।'

'কি করা উচিত ছিল আমার?' শুকনো গলায় প্রশ্ন করল জয়। 'আজব ধরনের সব ড্রেস পরে তোমার সামনে ব্রেক ডান্স দিয়ে প্রমাণ করা যে আমি চলচ্চিত্র অভিনেতা? কিন্তু ক্যামেরার বাইরে তো আমরা এমন কাজ করি না, ডার্লিং। যাই হোক, আমি অভিনয় করলেই তোমার সিদ্ধান্ত বদলে যাবে, তা কেন?'

'তুমি বা তোমার পেশা কোন সমস্যা নয়, জয়, বোঝার চেষ্টা করো,' সুসু রেগে বলল। 'সমস্যা আমি নিজে। আমাকে কোন ফ্লিমস্টারের স্ত্রী বলে ভাবতে পারো তুমি? আমি ওরকম স্টারদের বউ কখনই হতে পারব না, কারণ সে ক্ষেত্রে আমি একদম বেমানান। আমি নিজের ড্রেসটা পর্যন্ত ডিজাইন করতে জানি না।'

আপনমনে মাথা দোলাল জয়। চেহারায় অবিশ্বাস। 'তুমি বোকা নাকি? কোন ড্রেস ডিজাইনার তো চাইনি আমি, আমার ড্রেস ডিজাইনার আছে!'

'সে না হয় হলো,' তৎক্ষণাৎ বলল সুসু। 'কিন্তু তোমার কোন ছবির প্রিমিয়ার অনুষ্ঠানে গা ভর্তি ডায়মন্ডের গহনা পরা অবস্থায় আমি হাজির হয়েছি, এমন দৃশ্য কল্পনা করতে পারো তুমি? আমাকে একজন স্টার ওয়াইফ হিসেবে কল্পনা করতে পারো?'

'স্টার ওয়াইফ, স্টার ওয়াইফ! অনেক হয়েছে,' রাগে প্রায় বিস্ফোরিত হলো জয়। 'কি বলছ তুমি এসব? কে চায় তা? আমি কেবল আমার বউ হতে বলেছি তোমাকে, যে তোমাকে চায়, তোমাকে ভালবাসে। এই সাধারণ বিষয়টা মাথার মধ্যে গেঁথে নিতে পারছ না তুমি?'

যেন শিডিউল অনুযায়ী, জয়ের চড়া গলা শুনেই কেঁদে ফেলল সুসু এবং ও কাছে এগিয়ে গিয়ে বুকে টেনে নিল জয়। 'তুমি আমাকে বারবার রাগিয়ে দাও কেন?' ওর নরম গলায় সুস্মিতার কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল, কাছে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল জয়। 'কাল রাতের ব্যাপারটা তোমার মনে কি কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি, সুইটহার্ট?'

'উত্তরটা তুমি ভাল করেই জানো, জয়। তাছাড়া তোমাকে ভোলাও আমার জন্যে ভীষণ কঠিন হবে, হয়তো কখনও ভুলতে পারবও না। তবু আমার মনে হয় এখনও আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়ার সময় আছে। আসলে আমি তোমার উপযুক্ত মেয়ে নই।'

'উপযুক্ত কি না জানার জন্যে ঝুঁকি নিতে চাই আমি।'

ভুল বুঝল সুসু, বলল, 'ব্যাপারটার এখানেই ইতি হোক। 'বিয়েকে আমি হালকাভাবে নিয়ে জুয়ো খেলতে রাজি নই, কারণ আমিও সে ধরনের ফ্যামিলি থেকে আসিনি। এক রাতের ভুলকে জীবনের চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দিতে চাই না। তাছাড়া আমি বুঝব কি করে কোনটা তোমার অভিনয় আর কোনটা অভিনয় না?'

'আমিও সেরকম ফ্যামিলি থেকে আসিনি,' সুসুকে জয় মনে করিয়ে দিল। 'আমি পেশাদার অভিনেতা হতে পারি, কিন্তু অভিনয়ের মাধ্যমে যে তোমাকে বোকা বানাতে যাব না, আমার ওপর সেটুকু বিশ্বাস তোমার থাকা উচিত। কাউকে অন্তর দিয়ে ভালবাসলে তার ওপর কিছু না কিছু আস্থা তোমাকে রাখতেই হবে, সুস।

'আর মেয়ে পটানোর ব্যাপারে এটুকু বলতে পারি, আমরা সারাক্ষণ কেবল ওই কাজই করি না। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে, কথাটা ঠিক। কিন্তু এটা যে কোন পেশাতেই হতে পারে। হয়ে থাকে। শিব রেড্ডিদের ব্যাপারে ভাল জানে, ওকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে আমি ছাড়া তাদের মধ্যে কোন অভিনেতা নেই। অথবা আমাদের ডাক্তার বন্ধু লায়নেলের কথাই ধরো, ও

'জয়,' সুসুর উদ্বিগ্ন মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটল, 'আমি এখনও ন্যাংটা অবস্থায় লায়নেল বউয়ের হাতে ধরা পড়েছে, কথাটা ভাবতেই পারছি না।'

'পারার কথাও নয়,' জয়ও স্বভাবসুলভ হাসির সঙ্গে বলল।

কি যেন ভাবনায় পড়ে গেল সুসু। কিছু সময় পর বলল, 'জয়, তুমি কি সবসময় দামী দামী ড্রেস পরে নায়িকার পিছন পিছন বনের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!' জয় বলল। 'শুধু তাই নাকি? আমি ভুরু শেপ করি, ঠোঁটে লিপস্টিকও লাগাই,' ওর বলার ঢং দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল সুসু। 'সুইটহার্ট, তুমি আমার পেশা জানতে পেরেছ বলে কি ধরেই নিয়েছ রাতের মধ্যে শিং গজিয়ে গেছে আমার?'

গম্ভীর চেহারায় ওর মাথার দু'পাশ টিপে দেখে নিয়ে হেসে ঘোষণা করল, 'না। গজায়নি।'

'সুসু,' জয়ও গম্ভীর হয়ে উঠল, 'এখনতো আমার ব্যাপারে সবকিছুই নতুন করে জানলে। তাই আবার নতুন করে জিজ্ঞেস করছি, তুমি তোমার প্রেমিক, অভিনেতা জয় কুমার রেড্ডিকে বিয়ে করতে রাজি আছ, যে তোমাকে সারাজীবন সুখী রাখতে এবং অব্যাহতভাবে লাই দিয়ে যেতে প্রস্তুত আছে?'

কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকল সুসু। এই পরিস্থিতি আর সহ্য করতে পারছে না। একটাই চিন্তা ওকে সারারাত জাগিয়ে রেখেছে, তা হলো এই মানুষটি তার জন্যে উপযুক্ত। অভিনেতা হলেও "ফিলমি" বলতে ঠিক যেমনটা বোঝায়, এ লোক সেরকম নয়। তারপরও অভিনেতার বউ হিসেবে নিজেকে ভাবতে কেমন যেন লাগল।

'আমি অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে পারি না, জয়,' বলল সুসু। 'কোনদিকে যাচ্ছি জানা থাকলে নিশ্চিন্তে এগোতে পারি আমি। আমি কেবল ডাক্তার, বিজ্ঞানী আর অর্থনীতিবিদ চিনি, তোমাদের জগতের কিছু চিনি না। এখন "হ্যাঁ" বলব, পরে সারাজীবন পস্তাব, তা আমি চাই না।'

'পস্তাতে হবে না,' নিশ্চয়তা দিয়ে বলল জয়। 'অন্তত এই একটা ব্যাপারে আমার ওপর আস্থা রেখে দেখো। মাথা থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর করে দাও। বিশ্বাস রাখো।'

'জয়, ইচ্ছে করছে "হ্যাঁ" বলে ফেলি।'

'তাহলে তাই বলে দাও।' সুসুকে মাথা দোলাতে দেখে আংটিটা আবার ওর আঙুলে পরিয়ে দিল জয়। 'আর কখনও হাত থেকে এটা খুলবে না তুমি, মিসেস জয় কুমার রেড্ডি। এখন চলো, সবাইকে তাড়াতাড়ি খবরটা জানানো দরকার। আজ রাতের বিয়েটা হবে কি না, জানার অপেক্ষায় আছে সবাই।'

জয়ের বুকে মাথা রাখল সুসু। 'তুমি ঠিক জানো তো কোন সমস্যা হবে না, জয়? আমি শুধু তোমার ভালবাসা চাই আর সুখী হতে চাই। আমাকে সবসময় ভালবাসবে তো?'

'নিশ্চয়ই, ডার্লিং,' জয় বলল বিড়বিড় করে। সুসুর ঠোঁটের ওপর ওর ঠোঁট চেপে বসল। দু'টো দেহ পরস্পরের সঙ্গে মিশে যেতেই অনেক না বলা কথা বলা হয়ে গেল যেন।

'জয়,' একটু পর চাপা কণ্ঠে সুসু বলল, 'আমি দুঃখিত। খুব বাজে আচরণ করে ফেলেছি আমি।'

'ইট'স্ অল রাইট, ডার্লিং। তোমার সেয়ানা হতে আরও কিছু সময় লাগবে আর কি!'

ওর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল সুসু। 'এই, আমি কাল রাতেই সেয়ানা হয়েছি, মনে নেই তোমার?'

'কি করে ভুলি?' হেসে উঠে ওর দিকে হাত বাড়াল সে। 'কাল রাতে তোমাকে যেতে না দেয়াই ভাল ছিল।' সুসুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ওর চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিল জয়। 'তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না কেন?'

'কি জানি! যদি আমার উপায় থাকত, এই মুহূর্তে পৃথিবীর ঘোরা বন্ধ করে দিতাম যাতে এভাবেই থাকতে পারতাম আজীবন।'

'তাহলে আমার কাছ থেকে পালাতে চাইছিলে কেন?'

'তোমার কাছ থেকে আঘাত পেতে পারি, এই ভয়ে। এখন পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই পারো আমাকে আঘাত দিতে। তুমি অভিনেতা জেনে আমি তো মরেই গিয়েছিলাম।'

'গড্! আমার ওপর একটুও বিশ্বাস ছিল না?'

জবাবে লজ্জিত ভঙ্গিতে জয়ের ঠোঁটে আলতো করে ঠোঁট ঘষল সুসু। 'আমি কখনও তোমাকে আঘাত দেব না, সুস। প্রতিজ্ঞা করছি, আমার পেশা কখনও আমাদের দু'জনের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।'

পরস্পরকে নিয়ে ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নে বিভোর ছিল ওরা, জানল না একদিন ধারণাটা কতবড় ভুল হয়ে দেখা দেবে কথাটা।

আট

সুইটে যাওয়ার পথে ডেস্ক থেকে তার নামে আসা কয়েকটা মেসেজ নিয়ে চোখ বোলাতে লাগল জয়। 'অ্যাই, তোমার না দুপুরের পর কি সব জরুরি কাজ আছে বলছিলে?' সুসু মনে করিয়ে দিল। জয় ওকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল।

'হ্যাঁ, কিন্তু তার এখনও কিছুটা দেরি আছে,' জয় আপনমনে বলল। 'সেখানে তিনটার দিকে যাব আমরা।'

'আমরা?' সুস্মিতা বলল বিস্মিত কণ্ঠে।

'হ্যাঁ, আমরা,' মেসেজ থেকে চোখ তুলে মাথা ঝাঁকাল সে। 'তুমি এখন থেকে আমার সাথে সাথে থাকবে।'

'সত্যি?' ভুরু তুলে বলল সুসু। 'কিন্তু আমার যে বাসায় গিয়ে কিছু জিনিসপত্র প্যাক করতে হবে!'

দাঁত বের করে হাসল জয়। 'ব্যাপারটা ভেবে দেখি। সিদ্ধান্ত পরে জানানো হবে।'

পরের দু'ঘণ্টা ফোন রিসিভ ও এখানে-সেখানে ফোন করেই কাটল জয়ের। এক সময় ধুতি-কুর্তা পরা বয়স্ক এক লোক রুমে এসে দাঁড়াতে চুলের মধ্যে হাত ভরে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। বলল, 'থ্যাঙ্ক গড। সুস, ইনি মি. শ্রীনিবাস রাও। আমাদের অফিসের অন্যতম খুঁটি। ইনি না থাকলে যে আমার কি হতো!'

ও হেসে লোকটাকে 'নমস্তে!' জানাতে সে অদ্ভুত টানের ইংরেজিতে কথা বলতে লাগল। বলল, 'ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ, আম্মা। জয়গুরু বিয়ে করতে যাচ্ছে শুনে আমি তো ভীষণ অবাক! ভাবছিলাম এতবড় ভাগ্যবতীটি কে হতে পারে যাকে আমাদের জয়গুরু পছন্দ করল? এখন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি একা না, জয়গুরুও একইরকম ভাগ্যবান। তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে খুব খুশি হলাম, আম্মা। তোমার জন্যে আমার অনেক আশীর্বাদ রইল।'

মানুষটার সরলতা মন ছুঁয়ে গেল সুসুর, তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল ও। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রমাণ হলো লোকটা জয়ের ডান হাত। ওর কাঁধ থেকে সবকিছুর দায়িত্ব দ্রুত নিজের কাঁধে তুলে নিয়েই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। টেলিফোন মনিটরিং, এখানে-সেখানে ফোন করা এবং প্রয়োজনে নোট নেয়াসহ সবই করতে লাগল। দেখা গেল জয়ের চাহিদা-পছন্দ ইত্যাদির ব্যাপারেও ভালই জ্ঞান রাখে লোকটা।

'খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আগে তোমরা খেয়ে নাও, তারপর অন্য কাজ,' বলে ওদের জন্য লাঞ্চের অর্ডার দিল সে, খাওয়ার সময় জয়ের সাথে তেলেগু ভাষায় একনাগাড়ে কথা বলে গেল, একই সঙ্গে কলমও চালাল–কে পুরোহিত নিয়ে আসবে এবং রাজ কখন হিথ্রো পৌঁছবে থেকে শুরু করে আর কোন কোন গেস্ট আসবে, কখন আসবে, ভিডিও ক্রু, ফটোগ্রাফার, মেনু, বিয়ের আংটি, রুম রিজার্ভেশন ইত্যাদি কোন কিছু নিয়ে আলোচনা করতে এবং নোট নিতে বাকি রাখল না মানুষটা।

'তোমাকে প্যাকিং নিয়ে ভাবতে হবে না, ডার্লিং,' এক চামচ স্যুপ গিলে সুসুর উদ্দেশে বলল জয়। 'ব্যাবস্, মম, সুচিত্রা তোমার জিনিসপত্র প্যাক করছে। সাথে দু'জন ভাড়া করা হ্যান্ডও আছে। অনুষ্ঠানের আগে-পরে তোমার যা যা লাগবে, সব নিয়ে আসছে ওরা।'

আয়োজন দেখেশুনে সুস্মিতার মনে হলো ওর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সামনে বসা এই দু'জন মিলেমিশে ওর বিয়ে এবং পরবর্তী জীবনের সমস্ত পরিকল্পনা আগেই সেরে ফেলেছে। সুসুর নিজের তেমন যেন কিছুই করার নেই। এমনকি ওকে এটাও জানানো হয়নি ওর বিয়ে কোথায় হবে বা বিয়েতে ও কি ধরনের পোশাক পরবে।

কিন্তু তা নিয়ে প্রশ্ন করারও সময় পাওয়া গেল না জয়ের ব্যস্ততার কারণে। শ্রীনিবাসের মুখে সমস্ত আয়োজনের খবর শুনে সন্তুষ্ট হয়ে সুসুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল জয়। শ্রীনিবাসও থাকল ওদের সঙ্গে, সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে বসল লোকটা। তার তেলেগু ভাষার টানা কথার সঙ্গে ইংরেজির ছিটেফোঁটা শুনে সুসু বুঝল কোন ছবির শুটিঙে যোগ দিতে জয়ের ফার্মহাউসে চলেছে ওরা। সামান্য কাজ। হয়ে গেলে আগামি তিনদিনের জন্য ছুটি কাটাতে পারবে ও।

সুসু সীটে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুঁজে গাড়ির গতি অনুভব করতে লাগল, জয় নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল। চোখ মেলে তাকে নরম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখল সুসু। মুখে মৃদু

হাসি ও পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার আভাস। আশ্চর্যের ব্যাপার, তাতেই খুশি মনে গা ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছা করল সুসুর। নিজের সমস্ত কিছুর ভার তার ওপর ছেড়ে দিতে পেরে বাঁচতে চাইল।

সুসুর জীবনের একটা উল্টাপাল্টা দিন হয়ে থাকল সেটা। ওদের বিয়েটা শেষ পর্যন্ত মওসুমের সেরা এলোমেলো বিয়েতে পরিণত হলো। যে ফার্মহউসকে সুসুর মাত্র একদিন আগেও সাপ্তাহিক ছুটি কাটানোর উপযুক্ত শান্ত, নিরিবিলি বাড়ি বলে মনে হয়েছিল, সেটাকেই এ মুহূর্তে কর্মচঞ্চল মৌমাছির চাকের মত লাগছে দেখে হতবাক হয়ে গেল ও।

জয়কে সুসুর হাত ধরে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেখে সামনে উপস্থিত একদল লাইটম্যান ও ক্যামেরা ক্রু-র হাঁক-ডাক থেমে গেল। অজান্তেই ওদের দিকে এগিয়ে এল তারা। একদল অপরিচিত লোকের সামনে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ল সুসু। 'এ হচ্ছে সুস্মিতা,' ইউনিটের সবার উদ্দেশে বলল জয়। 'সুসু, এরা আমার কোলিগ।'

তাদের সবার ক্রমাগত কংগ্রাচুলেশনস্ আর নমস্কারাম-এর জবাব দিতে দিতে জয়ের ওপরতলার রুমের দিকে চলল ও। এই প্রথম ওর একান্ত ব্যক্তিগত রুমে পা রাখল। ভেতরের সবকিছু দেখে অভিভূত হয়ে গেল সুসু। ভাবল, মানুষটা যেমন অভিজাত, তার রুমটাও তেমনি।

রুমের দেয়ালের রং লাইট গ্রে, কিছু কিছু জায়গায় সাটিনের ফিনিশিং। ইউনিট ও ফার্নিচার সব ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সিডারের। নীল রঙের কার্পেট এবং গাঢ় নীলের ওপর সাদা স্ট্রাইপের আপহোলস্টারি। সবকিছুর ওপর ভাল করে চোখ বোলাবার সময় পেল না সুসু, তার আগেই আধ ডজন লোক এসে ঢুকল ভেতরে। তাদের মধ্যে একজন আছে পরিচালকের সহকারী। যে দৃশ্যের শুটিং হবে, লোকটা সেটার ব্যাপারে জয়কে বিস্তারিত জানাতে লাগল।

অন্যদের মধ্যে একজন জানতে চাইল জয়ের কফি চাই কি না (উচ্চারণ করল "কাপি")। সবার শেষে আরেকজন ঢুকল। ইস্ত্রি করা একটা কালো প্যান্ট ও চকচকে কালো শার্ট হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছে লোকটা। সহকারী পরিচালক পাঁচ মিনিটের জন্য বেরিয়ে গেল, ফিরল একটা অ্যালবাম নিয়ে। 'কন্টিনিউইটি' এবং 'ক্লোজ-আপ' জাতীয় শব্দ উচ্চারিত হতে লাগল বারবার।

মেক-আপ ট্রে নিয়ে মেক-আপ ম্যান এল। জয়ের সারামুখে 'রক্ত' ঢালতে লাগল–কিছু জায়গায় জমাট বেধে গেছে, কিছু জায়গায় গড়াচ্ছে,

তাজা। এর মধ্যে ব্যস্ত ভঙ্গিতে অন্য এক লোক ভেতরে ঢুকল। বাদামী চামড়ার জ্যাকেট পরা, বুকের দিক খোলা বলে ভেতরের রোমশ বুকের অনেকখানি বেরিয়ে আছে। 'জয়, এসব কি! আমদেরকে আরও কিছু সময় দেয়া উচিত ছিল তোমার!'

'হাই, মহেশ,' নবাগতকে হাসিমুখে স্বাগত জানাল সে। 'এত শর্ট নোটিশে সবকিছুর আয়োজন করতে পেরেছ দেখে খুশি হলাম। কিন্তু আগে এসো আমার ফিয়াঁসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। সুস, এ আমার কোলিগ, মহেশ। আমাদের ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম সেরা অভিনেতা। ও জ্যাকি চ্যানের চাইতেও ভাল ফাইট করে।'

মহেশ সুসুর দিকে ফিরল। তারও সারামুখে 'রক্ত'। 'নমস্কারাম,' বলল সে। 'তুমিই তাহলে সেই কালপ্রিট, আই সী! এখন বুঝতে পারছি জয় তাড়াহুড়ো করে এতকিছু কেন করেছে। কংগ্রাচুলেশনস্। জয় আমাকে জ্যাকি চ্যান বলে ডাকে, কিন্তু আমি হিরো নই। ব্যাড গাই, সব ছবিতেই আমি ব্যাড গাই। অন্ধ্র প্রদেশে যত ছবি হয়, বর্তমানে তার সবগুলোর ভিলেন আমি, জানো? জয়ের ডামির কাজও আমি করে থাকি।'

সুসু মৃদু হাসল, জয় কুমার রেড্ডির নতুন এই ডাইমেনশনকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করছে। ওর নীরবতার সুযোগ নিয়ে মহেশ আবার মুখ খুলল, 'আসলে জয় হচ্ছে আমাদের তেলেগু ছবির জ্যাকি চ্যান। না, না! শুধু জ্যাকি চ্যান না। জ্যাকি চ্যান আর মাইকেল ডগলাস, একযোগে দু'জন।'

'মাইকের ডগলাস?' সুসু প্রতিধ্বনি তুলল। কয়েকবার চোখ পিট্ পিট্ করে তাকাল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি জানো না জয় "বেসিক ইন্সটিঙ্ক" ছবির তেলেগু ভার্শানে অভিনয় করেছে?' নিজের রসিকতায় নিজেই হা হা করে হেসে উঠল লোকটা।

'তাই নাকি?' সুসু বলল। 'তা সেটায় শ্যারন স্টোনের অভিনয় কে করেছে?'

জয় হেসে উঠে মহেশের দিকে ফিরে বলল, 'দেখো কি সর্বনাশ করেছ আমার! এইবার আমি গেছি!'

'আমার কথায় কিছু মনে করো না,' তাড়াতাড়ি বলল মহেশ। 'ওর লাভসীনের অভিনয় নিয়ে ঠাট্টা করে মাইকেল ডগলাসের সাথে ওকে

তুলনা করি আমি।' জয়ের পেশা সম্পর্কে আশ্বস্ত করতে গিয়ে ওকে বরং আরও বিভ্রান্ত করে তুলল সে।

মহেশ এমন এক লোক, সুসু ভাবল, যাকে এক মাইল দূর থেকে ওর ভাষায় 'ফিলমি' বলে চেনা যায়। লোকটার হাস্যকর উচ্চারণের ইংরেজি, যাত্রার ঢঙে জোর জোরে কথা বলা এবং বুক বের করে রাখা দেখে মনে মনে কুঁকড়ে গেল ও। বুঝতে অসুবিধা হলো না জয় কিসের জন্য মাঝেমাঝে লন্ডনে পালিয়ে চলে আসে।

এক ইংরেজ স্টান্ট কো-অর্ডিনেটর জয়কে এক পাশে ডেকে নিয়ে পাইকারী কিছু লাথি ও ঘুসির সঙ্গে দৃশ্যটা ভাল করে শিখিয়ে দিল। পুরোটা ফিলমবন্দি করতে এক ঘণ্টার মত লাগল। কঠিন কিছু ছিল না। দোতলার ব্যালকনি থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে মহেশকে গোটাকয়েক লাথি-ঘুসি মারতে হবে জয়কে। নিচের আঙিনায় পুরু করে পেতে রাখা ম্যাট্রেসের ওপর চমৎকার ভঙ্গিতে ডাইভ দিয়ে পড়ল সে, তারপরের কাজও ভালভাবেই ভাবে সারল।

কো-অর্ডিনেটর 'প্যাক-আপ ফর জয়' ঘোষণা করতে ও এক দৌড়ে সুসুকে নিয়ে গাড়িতে এসে উঠল। সবাইকে বিদায় জানিয়ে লন্ডন ফিরে চলল। চলন্ত গাড়িতে একজন মেক-আপ সহকারী সে দাগ মুছতে সাহায্য করল জয়কে। তার মধ্যেও ওকে শ্রীনিবাসের সঙ্গে দিনের আর সব কাজ নিয়ে আলোচনা করতে দেখে অবাক হলো সুসু। 'ভালই হলো মহেশ রাতের ফ্লাইটে এসে শূটিং একবারে শেষ করে রেখে গেল,' ওকে বলতে শুনল সুসু।

'তোমার সুবিধের জন্য ও সবই করবে, তুমি জানো,' মি. রাও বলল। 'কাল ফোন করে প্রথমবার যখন মহেশকে আসতে বললাম, এক কথায় ও "না" করে দিয়েছিল। পরে যেই কারণটা বললাম, অমনি রাজি। তবে ভাগ্য ভাল যে ওর কল শীট ফ্রী ছিল, নইলে শিডিউল দু'দিন এগিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হতো বলে মনে হয় না।'

ব্যাপারটা সুসুকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে গিয়ে জয় যা বলল তা এরকম: মহেশের সঙ্গে তার ফাইটের দৃশ্য ধারন করার শিডিউল ছিল আরও দু'দিন পরের, টানা চারদিন চলার কথা ছিল কাজটা। কিন্তু এদিকে জরুরি অবস্থা দেখা দেয়ায় মি. রাও জয়ের হয়ে মহেশকে অনুরোধ করে সেটা এগিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। তাই জয়ের কাজ আপাতত শেষ করা সম্ভব হয়েছে। তিনদিনের ছুটি পাওয়া গেছে।

বিয়ে এবং হানিমুনের কাজে ব্যয় করবে সময়টা। এটা জয়ের নতুন ছবি এবং বিশেষ করে এই ফাইটের দৃশ্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃশ্যে অভিনয় করার জন্যই জয়ের এবারের লন্ডন আসা। নতুন ধরনের ফাইট, পরিচালনা করেছে বিশেষ একদল টেশনিশিয়ান যারা আরনল্ড শোয়ার্জেনিগার ও ভ্যান ডেমের 'ট্রু লাইস', বা 'ব্লাড স্পোর্ট'-এর মত ছবির স্টান্ট দৃশ্য পরিচালনা করে।

'কল শীট' হচ্ছে অভিনেতাদের 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডাইরি'-এর সমার্থক সাউথ ইন্ডিয়ান শব্দ। জয় আরও জানাল, আজকের এই দৃশ্যের শুটিং তার ফার্মহাউসে হওয়ার কথা ছিল না। ছিল অন্যখানে। কিন্তু তার জীবনের গতি আচমকা ঘুরে যাওয়ায় পরিচালকের সঙ্গে কথা বলে দৃশ্যটা এখানেই ধারন করার ব্যবস্থা করিয়েছে সে।

'টায়ার্ড?' এক সময় জয় জানতে চাইল।

'না,' মাথা নাড়ল সুসু। 'আমি ভাবছি আমার মনোরঞ্জনের জন্য আর কি কি আয়োজন করা হয়েছে।'

জয় হাসিমুখে নিশ্চয়তা দিয়ে বলল, আগামি তিনদিন আর কোন ঝামেলা সহ্য করতে হবে না ওকে। 'আমি জানি আজ সারা দুপুর টানা-হ্যাঁচড়া না করে তোমাকে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দেয়া উচিত ছিল আমার,' সুসুকে কাছে টেনে নিয়ে মৃদু গলায় বলল ও। সম্ভবত ব্যাপারটা টের পেয়েই পিছনে তাকাল না জয়গুরু, সামনে তাকিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে লাগল সে। পিছনে ওর হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে খেলা করতে লাগল।

'কিন্তু তুমি সাথে থাকায় কাজে যে উৎসাহ পেয়েছি, একা থাকলে ততটা পেতাম না। সাথে থাকার জন্যে ধন্যবাদ, ডার্লিং।'

ওরা হোটেলে পৌঁছামাত্র বিয়ে নামের পাগলামী শুরু হয়ে গেল। হার্ডিকার পরিবারের নামে অতিরিক্ত রুম নেয়া হয়েছিল, সুসু পৌঁছামাত্র ওকে সেখানে নিয়ে গেল তারা। বাকি কয়েকজন জয়কে বর সাজানোর ও অন্যান্য আয়েজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রচুর সময় নিয়ে সাজানো হলো সুসুকে। এত জমকালোভাবে, আর কোন কনেকে সেভাবে কখনও সাজানো হয়েছে কি না সন্দেহ। কনের দেরি হচ্ছে দেখে অধৈর্য বর নিজেতো আছেই, তার বন্ধুরাও আধ ঘণ্টা পর পর এসে কনে সাজানোর রুমে উঁকি মারতে লাগল। 'কি ব্যাপার, এখনও হয়নি তোমাদের? ফর গডস্ সেক, এত বেশি মেক-আপ দিয়ো না, প্লিজ! বাই দ্য ওয়ে, ওকে

এত গহনা পরতেই হবে? এতকিছু হায়দ্রাবাদ কাস্টমসের হাত থেকে ছাড় করাবে কে, শুনি?'

তাদের ঘনঘন উঁকিঝুঁকি এবং খবরদারিতে শেষ পর্যন্ত মহাবিরক্ত হয়ে উঠল ব্যাবস্, সবাইকে রুম থেকে ঠেলে বের করে দিল। সুচিত্রা হেসে বলল, 'তোমরা আমাদের কাজে ডিসটার্ব করছ। না ডাকা পর্যন্ত আর ভেতরে আসবে না কেউ।'

দুই ঘণ্টা কর্মব্যস্ততার পর হঠাৎ করে পরিবেশ শান্ত হয়ে এল। সুসুকে বল রুমে নিয়ে আসা হলো। পুরোহিত সেখানে আগে থেকেই প্রস্তুত, তার সামনে আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। ব্যাবস্ ও সুচিত্রার সঙ্গে বিয়ের সাজে সজ্জিত সুসুকে ধীর পায়ে রুমে ঢুকতে দেখে ওর ওপর জয়ের নজর আটকে গেল। কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারল না।

আড়ষ্ট পায়ে পুতুলের মত হেঁটে এসে ওর পাশে বসল সুসু। ওস্তাদ ড্রেস ডিজাইনারের তৈরি জাফরান ও সোনালী রঙের ঘাঘরা-চোলি পরা এবং চমৎকার এমব্রয়ডারি করা লাল ও সোনালী রঙের দোপাট্টার ঘোমটার নিচে সাউথ ইন্ডিয়ান স্টাইলে বেনি করে বাঁধা হয়েছে চুল। মুখটা ঝলমল করছে কনের মেক-আপে। সব মিলিয়ে অপূর্ব লাগছে ওকে, অনেকটা ভরত নাট্যমের নর্তকীর মত।

একেক জনের একেক রকম পরামর্শের মধ্যে দিয়ে আর্য সমাজের রীতি অনুযায়ী বিয়ে সম্পন্ন হলো। সাউথ ইন্ডিয়ান কায়দায় অজগর সাপের মত মোটা মোটা মালা বদল এবং নোরমা ও রিচার্ডের হাজির করা আংটি বদল হলো, জয়ের অনুরোধে হায়দ্রাবাদ থেকে মহেশের নিয়ে আসা মঙ্গলসূত্র সুসুর গলায় পরিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে দেয়া হলো।

কিন্তু কনেকে বরের চুমো দেয়ার পর্ব আসতেই লজ্জায় লাল হয়ে মুখ লুকাবার চেষ্টা করল সুসু। এত লোকের সামনে ওই কাজ করতে রাজি নয়। তার মধ্যে ঘোমটার আড়াল থেকে জয়ের ওপর চোখ পড়তে দম আটকে এল সুসুর। মানুষটা কী ভীষণ হ্যান্ডসাম ভেবে মনে মনে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল। রুমে উপস্থিত পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হলো তাকে।

সিলকের সাধারণ কুর্তা-চুড়িদার পরা এবং কপালে যেমন-তেমনভাবে লাগানো লাল ও জাফরান রঙের টিক্কা লাগানো কোন মানুষ দেখতে এত সুন্দর হয় কি করে? ভাবল ও। জয়কে কখনও ভারতীয়

পোশাক পরা অবস্থায় দেখেনি, তাই অবাক লাগছে। একটু পর জোর করে চোখ ফিরিয়ে নিলেও চোরাচোখে আরেকবার তাকাবার লোভ সামলাতে পারল না ও। দেখল জয়ও তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

শ্যাম্পেনের পার্টি চলল অনেক রাত পর্যন্ত। একদিকে জয়, ইন্দার, লায়নেল, মহেশ, শ্রীনিবাস রাও ও আরও কয়েকজন, অন্যদিকে শিব, রিচার্ড ও অন্যরা। এক সময় সুসুকে বেশ ক্লান্ত মনে হতে নোরমা ও ব্যাবস্ পার্টির সমাপ্তি ঘোষণা করল।

ইন্দার গলা চড়িয়ে বলল, 'জয়কে কখনও বিরক্তিকর মনে হলে আমার কাছে চলে এসো। আমি অপেক্ষায় থাকব।'

জয়ের ছোট ভাই রাজ (স্বভাবে জয়ের একদম বিপরীত) নতুন ভাবীকে জড়িয়ে ধরে চাপা গলায় বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, সুসু। আমি ধরে নিয়েছিলাম জয় অবিবাহিতই থাকবে সারাজীবন।'

'তুমি বিয়েতে এসেছ বলে ধন্যবাদ, রাজ,' ও বলল। 'আমি জানি তুমি আসায় জয় খুব খুশি হয়েছে। আমিও হয়েছি।'

মা, ব্যাবস্, সুচিত্রা, রিচার্ড ও শিবসহ আপনজনদের সবাইকে একে একে জড়িয়ে ধরে বিদায় নিল সুসু। একটু পর বিলাসবহুল লিমোয় চড়ে ডরচেস্টার হোটেল ত্যাগ করল বর-বধূ। সুসুর মনে হলো রাস্তা ওদের জন্য ফুল আর শ্যাম্পেন দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে কোথাও কাঁটা আছে কি না কে দেখতে গেছে?

নয়

কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে জয়, একভাবে সুসুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তন্ময় হয়ে দেখছে ওকে। ব্যাপারটা লক্ষ করে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ও। তাড়াতাড়ি বালিশে মুখ ঢাকল।

'জয়! আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকবে না তো!' প্রতিবাদ জানাল সুসু। 'আমার লজ্জা লাগে।'

'কিন্তু আমি দেখতে চাই,' ও বলল। 'কারণ আগে কখনও তোমাকে ভাল করে দেখিনি।'

'মনে হচ্ছে আজই প্রথম দেখছ!'

'ঠিক তাই,' জয় মাথা নাড়ল। 'কাল তোমাকে আমি এত বেশি বেশি চাইছিলাম, যে কারণে তোমার দিকে ভাল করে তাকাইনি। কাল যদি না পেতাম তোমাকে, ঠিক পাগল হয়ে যেতাম।

'ঠিক। আমিও।'

ওর মনখোলা স্বীকারোক্তি শুনে জয় হাসল। 'এই জন্যে তোমাকে আমি বেশি ভালবাসি? অথচ অন্য মেয়েদের দেখো, ওদের বেশিরভাগই পুরুষমানুষের ছোঁয়া পেলে এমন একটা ভাব করে যেন পুরুষদের অনেক উপকার করছে ওরা।'

জয়কে ওর ওপর ঝুঁকতে দেখে চোখ বুজে ফেলল সুসু। ওর চোখের পাতায় মৃদু চুমো দিল জয়, তারপর ওর ঘন পাপড়িতে। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'ডার্লিং, তোমার চামড়া কি অদ্ভুত নরম।'

চোখ মেলে প্রিয়তমকে একভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল সুসু। ভালবাস, কামনা আরও কি কি যেন আছে সে দৃষ্টিতে। মুখ এগিয়ে এনে ওর ঠোঁটে চুমো দিল জয়, মুখের মধ্যে নিয়ে চুষে অল্পক্ষণের মধ্যে উত্তেজিত করে তুলল সুসুকে।

'জয়,' সুসু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। 'আজ তোমাকে কি মারাত্মক হ্যান্ডসাম লাগছে জানো?'

জয় হাসল। 'তার মানে হচ্ছে তুমিও আমার প্রেমে পড়তে শুরু করেছ একটু একটু।'

ওর কুর্তার বোতাম খুলে রোমশ বুকে হাত বোলাতে লাগল সুসু। এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগল। জায়গাটাকে অনেক নিরাপদ, অনেক উষ্ণ মনে হতে তার মধ্যে মুখ লুকাল। জয় তার ড্রেসের বোতাম খুলতে শুরু করেছে টের পেয়ে আবেশে চোখ বুজে মুখ উঁচু করে এগিয়ে দিল। লোকটার চুমো ভারি অদ্ভুত। প্রথমে নিচের ঠোঁট মুখে নিয়ে চুষতে শুরু করে, তারপর ওপরের ঠোঁট। সবশেষে পুরো মুখ, জিভ চুষে ওর সম্পূর্ণ বোধশক্তি অবশ করে ফেলে। ধীরে ধীরে ওকে পাগল করে তোলে লোকটা।

হঠাৎ ডোরবেল বেজে উঠতে বিরক্ত হয়ে উঠে বসল জয়। 'এই অসময়ে কে এল ঝামেলা বাধাতে? ইশ্, "নো ডিস্টার্ব" সাইনটা কেন যে জ্বেলে রাখলাম না!'

দরজা খুলতে এক বেল বয়কে দাঁড়ানো দেখল জয়। 'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, স্যার,' লোকটা বিনয়েন সঙ্গে বলল। 'কিন্তু আপনার ভাই মি. রাজ কুমার রেড্ডি এটা এখনই আপনার হাতে পৌঁছে দিতে বলে দিয়েছে আমাকে।'

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় করল জয়। জিনিসটা সুসুকে দেখানোর আগে মাথা নেড়ে হাসল। 'দেখো আমার ভাইয়ের কাণ্ড! বাজি ধরে বলতে পারি রাজ এই মুহূর্তে নিচের বারে বসে ড্রিঙ্ক করছে আর মিনিটে মিনিটে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠছে।'

রাজের পাঠানো বরফ দেয়া দামী শ্যাম্পেনের বোতলের পাশ থেকে এক টুকরো কাগজ তুলে নিল জয়। সুসু সেটার লেখাটা পড়ল: প্রিয় ভাই, ভাগ্যগুণে চমৎকার এক মেয়ে পেয়ে গেছ তুমি। আমার মত অবহেলা করে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনো না। প্রর্থনা করি তোমাদের বিবাহিত জীবন সুখের হোক। রাজ।

'আমাদের জন্যে রিজেন্ট হোটেলের এই হানিমুন স্যুইট কিন্তু রাজ ভাড়া করেছে, জানো? আমাদের বিয়ের উপহার হিসেবে,' জয় বলল। 'রুমের সাজগোজের সব কাজও ওর করা।'

'তোমরা দুই ভাই সত্যিই বিস্ময়কর,' সুসু বলল। 'ভেবে পাই না এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমরা এত কিছু সামাল দাও কি করে! কিন্তু,

জয়, রাজ নোটে এই কথাটা লিখেছে কেন? সর্বনাশ ডেকে এনো না কথাটার অর্থ কি? কি করেছে ও?'

'আর বোলো না! হেলাফেরা করে নিজের জীবনটা জগাখিচুড়ি বানিয়ে ফেলেছে। ও আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট, অথচ এর মধ্যেই দ্বিতীয় বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটাতে যাচ্ছে শুনেছি।'

শ্যাম্পেনের বোতল খুলল জয়। 'এসো, খানিকটা শ্যাম্পেন খাই। নইলে রাজ সত্যি সত্যি মনে কষ্ট পেতে পারে।'

'না, না। আমার ইচ্ছে করছে না,' মাথা নাড়ল সুসু। 'পার্টিতে সবার গ্লাসে একটা করে চুমুক দিতে গিয়ে কাজ হয়ে গেছে আমার।'

'কি যে বলো না!' ওর হাত ধরে বড় সিটিতে এনে বসাল জয়। টিভি অন করে দিয়ে ওর পাশে বসে বলল, 'লেডি, তুমি জানো না শ্যাম্পেন কিভাবে উপভোগ করতে হয়। আমি তোমাকে দেখাচ্ছি।'

ওর মুখের মধ্যে বড় এক ঢোক শ্যাম্পেন ঢেলে দিলল জয়, তারপর ওর মুখের মধ্যে মুখ ভরে দিয়ে সেটুকু আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে খেয়ে ফেলল। 'এইবার বুঝলে কিভাবে খেতে হয়, ডার্লিং!'

পুরো এক গ্লাস এইভাবে খেল সে। তারপর সুসুর বিয়ের চোলি খুলে ফেলল। ওর দুই সুন্দর, অনাবৃত স্তন ঠাণ্ডা শ্যাম্পেনে ভিজিয়ে পানীয়টুকু চুষে খেতে লাগল। একটু পর অস্থির হয়ে উঠল সুসু। বারবার বলতে লাগল, 'কি করছ তুমি, জয়? কি করছ তুমি?'

মানুষটা ওর মধ্যে ঢুকে পড়েছে বুঝতে পেরে গলা দিয়ে তীব্র শিৎকার বেরিয়ে এল।

দশ

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না,' জয় পিছন থেকে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সুসুকে। ওর নরম, মসৃণ গালে নিজের গিজগিজে দাড়ি গজানো গাল ডলতে লাগল, ঘাড়ে গলায় একের পর এক চুমু দিতে দিতে বলল, 'ঘুম থেকে জেগে তোমাকে পাশে দেখিনি কেন, ডার্লিং? এত তাড়াতাড়ি কেন উঠে এসেছ?'

বেসিনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে মুখ ধুচ্ছিল সুসু, বাধা পেয়ে জয়ের কাঁধে মাথা রেখে আয়নার মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে হাসল। ওর চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'গুড মর্নিং, স্লীপিহেড। খুব সকালে ঘুম ভাঙে আমার। অনেকদিনের অভ্যাস। আজও অনেক আগে উঠেছি এবং এরমধ্যে এক্সারসাইজও সেরে ফেলেছি।'

'কিন্তু আমাকে গরম রাখার জন্যে তোমার বিছানায় থাকা উচিত ছিল,' ঘুম ঘুম চোখে বলল জয়। আরও কিছু সময় ওকে জড়িয়ে ধরে রাখল ও, তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'সাঁতার কাটতে যাবে?'

রাজি হলো সুসু। কয়েক মিনিট পর মি. রেড্ডির ঘুম ঘুম অলসভাব কেটে গেল ডাইভিং বোর্ড থেকে পুলে কয়েকটা লাফ দিল সে। কাছ থেকে তার পেশীবহুল, রোমশ দেহ দেখে রোমাঞ্চিত হলো সুসু। বুকের খাঁচায় উন্মত্তের মত বাড়ি খেতে লাগল হৃৎপিণ্ড। অবশ্য জয়ের চোখে নিজেকে কেমন লাগছে, সে কথা ও একবারও ভাবেনি। সাদা ব্যাকলেস সুইম স্যুটে বিস্ময়কর সুন্দর লাগছে সুসুকে। নওমি ক্যাম্পবেলের মত দীর্ঘ পাওয়ালা রাক্তমাংসের দলাটাকে স্পর্শ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে নিজের ওপর যথেষ্ট মনের জোর খাটাতে হয়েছে।

পরের তিনদিন দুই ফিটনেস ম্যানিয়াকের জন্য ব্যপারটা একটা ধারায় পরিণত হলো। ভোরে ঘুম থেকে জেগে কিছুদূর পর্যন্ত দ্রুত হাঁটা এবং পুলে কয়েক চক্কর সাঁতার কাটার মধ্যে দিয়ে দিন শুরু হয়। তারপর জয় এক ঘণ্টা কাজ করে। নাস্তার পর্ব ওরা রুমেই সারে। প্রথম দিন

গোসল করার সময়ে শাওয়ারের নিচে সুসুকে গুণ গুণ করতে শুনে জয় ছুটে এল। 'এত সুন্দর গানের গলা থাকতে নিজেকে তুমি বাথরুম গায়িকা বলো!' এরপর গান না গাওয়া পর্যন্ত জয় ছাড়লই না ওকে।

'তোমার প্রিয় "ক্যাহনা কেয়া হ্যায়" গানটা কিন্তু হিন্দির চেয়ে তামিল ভাষাতেই শুনতে ভাল লাগে,' জয় বলল। 'ওই ভাষায় গানটা আরও মধুর শোনায়।'

'তুমি তামিল জানো?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল ও। 'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি তেলেগু ভাষায় কথা বলো।'

'তেলেগু আমার মাতৃভাষা। কিন্তু দক্ষিণের মোটামুটি সমস্ত ভাষাই কাজ চালাবার মত অল্প অল্প জানি আমি।'

'তুমি অন্য ভাষাতেও অভিনয় করো?' কৌতূহলী হয়ে উঠল সুসু।

'না,' জয় মাথা নাড়ল। 'আমি অভিনেতা হয়েছি হঠাৎ করে। তবে কাজটা নেশার মত, এ-ও ঠিক। এই জন্যেই আমাদের স্টুডিওকে সবদিক থেকে এশিয়ার অন্যতম সেরা স্টুডিও হিসেবে গড়ে তুলেছি আমি। প্রায় পনেরশো লোক কাজ করে ওটায়। আমাদের ইন-হাউসে কোন কিছুর অভাব নেই। আমাদের ওখানে যত ছবি হয়, তার সমস্ত প্রোডাকশন এবং পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজও ভেতরেই সম্পন্ন হয়। সারাদেশের ছবি নির্মাতারা আমাদের স্টুডিও ব্যবহার করে। আমরা নিজেরাও বছরে দু'টো ছবি তৈরি করি। একটা পুরোপুরি বিনোদনমূলক, যার মূল চরিত্রে আমি অভিনয় করি। অন্যটা নিরীক্ষামূলক ছবি। সেটায় কখনও অভিনয় করি, কখনও করি না। যেমন গত বছর একটা নিরীক্ষামূলক ছবি বানাই আমরা, যাতে কোন সংলাপ ছিল না, কিন্তু নাচ আর গান ছিল। সে ছবির প্রতিটা গান অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

'এ বছর নতুন আরেক ধরনের ছবি নির্মাণে হাত দিতে যাচ্ছি আমরা। যার পারচালক, অভিনেতা, কাহিনীকার থেকে শুরু করে প্রত্যেকে হবে আনকোরা নতুন। আমি সেটার অভিনয়ের বেলায় থাকছি না, কিন্তু প্রোডাকশন আমাদের নিজেদের বলে অন্যভাবে থাকছি। আমাদের কাছে ব্যক্তির চেয়ে ব্যবসা বড়।'

'তোমাদের হোটেল আর রিসোর্ট ব্যবসা?' সুসু প্রশ্ন করল।

'হোটেল হচ্ছে আমাদের স্টুডিওর এক্সটেনশন,' ব্যাখ্যা করল জয়। 'যারা আমাদের স্টুডিওতে কাজ করতে আসে, বহু মাইল দূরের বানজারা অথবা কৃষ্ণা ওবেরয় হোটেল ছাড়া তাদের থাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

আমাদের স্টুডিওর সঙ্গে অনেক অব্যবহৃত জমি ছিল, চিন্তা-ভাবনা করে সেখানে আমরা রেড্ডি অ্যাস্টোরিয়া নামে চমৎকার একটা ফাইভ স্টার হোটেল তৈরি করিয়ে নিয়েছি আমরা। যারা স্টুডিওতে কাজ করতে আসে, তারা দূরে থাকার ঝামেলায় না গিয়ে সেখানেই থাকে। অন্যরাও থাকে, কিন্তু ফিলমি লোকেরা সব সময় বুকিং দিয়ে রাখে বলে আর কারও তেমন একটা সুযোগ হয় না।

'তবে আমাদের বিশাখাপট্টমের রিসোর্ট ব্যবসা আবার অন্যরকম। ওটা স্টুডওকেন্দ্রিক নয়, বরং উল্টো। জায়গাটার মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা ভেবে টুরিস্টদের জন্যে আগেই রিসোর্ট তৈরি করা হয় সেখানে, পরে যখন প্রমাণ হলো ব্যবসা ভাল চলছে, তখন সেখানে আরেকটা লাক্সারী রিসোর্ট নির্মাণের কথা ভাবতে শুরু করি। তার সাথে যাবতীয় ফিলমি সুযোগ-সুবিধাও ওখানে টেনে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে শুরু করি। সেটাও ভালো চলবে আমাদের বিশ্বাস।'

'জয়, কাল কি ছবির শূটিং করলে তুমি?' জানতে চাইল ও। মানুষটা সম্পর্কে জানার কৌতূহলে পেয়ে বসেছে। 'সেটার কাহিনী কি নিয়ে?'

'নতুন ধরনের কিছু না। কাহিনীটা হচ্ছে, এক লোক তার স্ত্রীর ওপরে অতীতে যারা নানানভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করেছে, হাস্যোজ্জ্বল, ছটফটে স্বভাবের মেয়েটাকে ভীত-সন্ত্রস্ত, নার্ভাস এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, তাদের বিরুদ্ধে একের পর এক প্রতিশোধ নেয়। ছবিটার এক অংশ জুড়ে আছে মারপিট, অন্য অংশ জুড়ে রোমান্টিসিজম। অংশ দু'টো শেষের দিকে এক জায়গায় এসে মিলিত হয়, তারপর শুভসমাপ্তি,' শ্রাগ করল জয়।

'কাল যখন তুমি ব্যালকনি থেকে লাফ দিয়েছিলে, আমার জান ঠোঁটের ডগায় এসে পড়েছিল।'

জয় হাসল। 'সেসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না তোমাকে। লাফঝাঁপ করার সময় পড়ে যাতে হাড়গোড় না ভাঙে, সে জন্যে আগে থেকে নিচে পুরু করে ম্যাট্রেস পাতা থাকে। কালকেও ছিল। কাল আমার যে শট ছিল, সেটা আসলে বেশ জটিল ছিল। কিন্তু আমার বিয়ের দিন বলে ইউনিটের পরে বাতিল করে দেয়া হয়েছে সেটা। পরে এক সময় আমার প্রফেশনাল ডামি দিয়ে করানো হবে।

'একটা অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো? যখন মনে হয় শটটা সাধারণ, কোন বিপদ ঘটার চান্স নেই, ঠিক তখনই বিপদ ঘটে যায়। আমি

যতবার আহত হয়েছি, ততবারই তাই ঘটেছে। ধরো, ঘুসি মারার সময় টাইমের সামান্য হেরফের হয়ে গেল, ঘুসি পেটে না লেগে লাগল সোলার প্লেক্সাসে। একবার তো এক ফাইটার ভারসাম্য হারিয়ে তলোয়ারের কোপে আমার একটা আঙুল দু'ভাগই করে ফেলেছিল।'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল সুসু। 'কাল মহেশ তোমাকে মাইকেল ডগলাস বলে ডাকছিল কেন? তার মত কিছু করেছ নাকি?'

জয় বিব্রত চেহারায় হাসল। 'আরে না! আমি আসলে রোমান্টিক ছবিতে বেশি কাজ করি কি না, তাই বোধহয় ঠাট্টা করে বলছে। আমাদের ওখানে কাহিনীকাররাও তেমনি, আমাকে কেন্দ্র করেই ওই ধরনের প্রেমকাহিনী মার্কা গল্প তৈরি করে।'

'আমি অবশ্য তার মধ্যে অবাক হওয়ার মত কিছু দেখি না,' সুসু ঠাট্টা করে বলল। 'এরকম হতেই পারে।'

হঠাৎ করে নিজের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হওয়া মানুষটিকে গল্পে গল্পে আরও ভাল করে চিনে নেয়ার চেষ্টা করতে লাগল ও। তিনদিনের প্রতিদিন এভাবেই গল্প করে কাটাল দু'জন। টেলিভিশনের সামনে কুশনে শুয়ে খাওয়া-দাওয়া অথবা পান করার ফাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে ওরা, তবু যেন আশ মেটে না কারও।

একদিন সকালে জয় ঠাট্টাচ্ছলে সুসু এবং সুচিত্রার বয়সের পার্থক্যের প্রসঙ্গ তুলল। 'আমি আসলে হঠাৎ পৃথিবীতে এসেছি, ব্যাপারটাকে তুমি আফটারথট বলতে পারো।'

'কি সুন্দর আফটারথট,' ওর গোলাপী গালে আদর করে হাত বুলিয়ে দিল জয়।

'আমার মা-বাবা এক ছেলে আর এক মেয়ে নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু বারো বছর পর কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ আমি এসে পরিবারের সবাইকে চমকে দিলাম।'

'আমি জানি,' জয় বলল মৃদু কণ্ঠে। 'সে জন্যে আজও তোমার মম নিজেকে অপরাধী মনে করে।'

'অপরাধী? কেন বলো তো?'

'এতবছর পর তুমি আসায়।'

'তাতে অপরাধী ভাবার কি হলো?' চোখ কুঁচকে উঠল সুসুর।

'তোমার বাবা তোমাকে বেশিদিন কাছে পায়নি বলে,' জয় বলল। 'তুমি খুব ছোট থাকতে সে মারা যায়।'

'এত খবর তুমি জানলে কি করে?'

'তোমার মম বলেছে,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিল ও। 'সেদিন ফার্মহাউসে মম আমাকে ডেকে নিয়ে বলেছে। তার সাথে এ নিয়ে অনেকক্ষণ কথা হয়েছে সেদিন। মম তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব চিন্তিত ছিল।'

গল্প করা ছাড়া অন্যভাবেও সময় কাটাল ওরা। জয় সুসুকে তার আপন দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গভাবে পরিচয় করিয়ে দিল, যা আগে সুসুর কল্পনারও অতীত ছিল। তিন দিনের মধ্যে জয় কুমার রেড্ডি প্রমাণ করে দিল সে একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ প্রেমিক যে কোন বাঁধন মানে না। কেউ যদি ভেবে থাকে নববধূর সঙ্গে বাঁধাহীন প্রেম করার সুযোগের আশায় জয় তিন দিনের জন্যে সবকিছু থেকে সরে গিয়েছিল,তাহলে একটুও ভুল হবে না তার। এই ক'দিনে সুসুর সারাদেহ সম্পূর্ণভাবে ঘেঁটেছে সে, ওকে এমন এক জগৎ দেখিয়ে এনেছে, যে জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই ছিল না।

সুসুর কাছে শুধু ওর আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়, নিজেরগুলোকেও ভালমত পরিচিত করিয়ে দিয়েছে জয়। ওকে ছুঁয়ে দেখতে, অনুভব করতে এবং যখন খুশি বিনাদ্বিধায় ভালবাসতে শিখিয়েছে। স্বামীর এত ভালবাসা পেয়ে রীতিমত জ্বলজ্বল করতে লাগল সুসু। শেষ দিন জিজ্ঞেস করল ও, 'সুস, তুমি আমাকে জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতি গ্রহন করত দাওনি কেন?'

'কারণ আমি প্রতি মুহূর্তে তোমাকে অনুভব করতে চাই,' জয়ের বুকে মুখ লুকিয়ে সলজ্জ জবাব দিল ও। 'মাঝখানে কোন সিনথেটিক বা প্লাস্টিক চাই না।' জবাব শুনে তাজ্জব হয়ে গেল জয়।

একদিন সকালে ম্যাগাজিন ঘাঁটতে গিয়ে এক জায়গায় বিশেষ একটা খবর দেখে সুসুর হাত থেমে গেল। জয়ের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সেটায় টোকা মারল ও। 'থ্যাঙ্ক গড। ভাগ্য ভালো আমরা ধরা পড়িনি!'

ওর কাঁধে থুত্‌নি রেখে খবরটার হেডিং পড়ল জয়: সেক্স অন দ্য রোড। খবরের বিষয়বস্তু এরকম: এক নিগ্রো মেয়েকে নিয়ে সানসেট বুলেভারে নিজের গাড়িতে অভিনেতা হিউ গ্র্যান্ট কুকর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। সেটার সঙ্গে আরেক খবরে 'ইস্টএন্ডার' দের স্টার গিলিয়ান টাইলফোর্থের খবর আছে। গাড়িতে বসে বান্ধবীর থুতনিতে ঘুসি মারতে গিয়ে সে-ও পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

'ভাগ্য ভালো আমরা অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি!' সুসু বলল।

'ভ্যালেন্টাইন নাইটে ওরা সে ধরনের কিছু করে না,' জয় আশ্বস্ত করল। 'ওই রাতে ওরা নিজেরাও বেহাল থাকে।'

তবু সহজ হতে পারল না সুসু। বারবার মনে হতে লাগল, যদি ওদেরকে ধরে জনসাধারণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত খোলা জায়গায় নষ্টামী করার অভিযোগ আনা হতো? যদি পত্রিকায় সে খবর-ছবি ছাপা হতো? ওর চেহারা দেখে জয় হাসল। 'কামন, ডার্লিং। ওসব নিয়ে ভেবো না তো! ব্যাপারটাকে অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে ধরে নাও।'

তিন দিন পর নিজেদের ছোট্ট, নিরাপদ জগত ছেড়ে বাইরের জগতে পা রাখার জন্যে প্রস্তুত হলো ওরা। জয় বলল, 'তুমি সুখী তো, সুইটহার্ট?'

'খুব।'

'আর কোন দুশ্চিন্তা নেই?'

মাথা নাড়ল ও। 'না।'

জবাবটা বোকার মত হয়ে গেল। কারণ ভবিষ্যতের গর্ভে ওর জন্যে অনেক দুশ্চিন্তাই জমা হয়ে আছে যা সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই ছিল না।

এগারো

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সীটে আরও আরাম করে বসল জয়, ডানে-বাঁয়ে তাকাল। প্লেনের ভেতরটা আবছা অন্ধকার। যাত্রীরা বেশিরভাগই হয় ঘুমিয়ে পড়েছে নয়তো কানে ইয়ার প্লাগ লাগিয়ে সামনের ছোট্ট মনিটরের পর্দায় ছবি দেখছে। জয়ের মনে হলো ও একাই জেগে আছে। ভাবছে, বিয়ে করার জন্য এত ক্ষেপে উঠেছিল কেন সে?

কাঁধে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকা অবয়বটার দিকে তাকাল ও। কারণ সুস্মিতা হার্ডিকার নামের এই মেয়েটা হারিকেনের শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার ওপর এবং সে ঝড়ে ও হারিয়ে যেতে চেয়েছিল, তাই। কিছু জরুরি হিসাব মেলাতে বসল ও।

কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে থাকা সুসুর অদ্ভুত সুন্দর চেহারার দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকল। কী চেহারা! কী অপূর্ব সুন্দর দেহের গাঁথুনী! যে কোন পুরুষের ঘুম হারাম করার ক্ষমতা আছে সুসুর। সেরকম অন্তত এক ডজন পুরুষের নাম বলতে পারে জয়, যারা এই মুহূর্তে ওর পাশে বসতে পেলে নিজেদের ধন্য মনে করবে।

কিন্তু সুসুর মত সুন্দরী মেয়ের কি কোন অভাব ছিল তার জীবনে? কখনও না। এরকম অনেকে এসেছে-গেছে, কেউ কেউ হয়তো আরও কিছুদিন থাকত, কিন্তু লাভ নেই জেনে থাকেনি। চলে গেছে। সুসু সুন্দরী হতে পারে, কিন্তু ওর চেয়ে আরও অনেক সুন্দরীও ছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু এই মেয়ের মধ্যে এমন কি আছে যাকে ও দেখল, জয় করল এবং ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বিয়েই করে ফেলল?

ওর হঠাৎ মনে হলো রত্নটি এমনই এক জিনিস, যার আকর্ষণী শক্তি অবিশ্বাস্য। চেষ্টা করলেই এরকম জিনিস আছে বাড়িতে লুকিয়ে রাখা যায় না, জয়ের মনে হলো। ওর আকর্ষণী শক্তির কাছেই জয়ের হার হয়েছে, নইলে এরকম হওয়ার কথা নয়। হয়তো সেক্সি মিস হার্ডিকারের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের উষ্ণতা আছে যার আকর্ষণ মুণি-ঋষিরাও

অগ্রাহ্য করতে পারবে না। কেবল জয় কেন, তার বাপের আমলের কর্মচারী, বৃদ্ধ শ্রীনিবাসগুরুর মত মানুষ পর্যন্ত প্রথম দর্শনেই ওকে সাঙ্ঘাতিক পছন্দ করে ফেলেছে। আপনমনে হাসল জয়।

পরপর তিনদিন ওর সঙ্গে একান্তে কাটিয়ে জয়ের বিশ্বাস জন্মেছে, সুসুর ব্যাপারে ওর ধারণাই ঠিক। সুসু মানেই জয় কুমার রেড্ডির সন্তান-সন্ততির জন্মদাত্রী, সুসু মানেই তার শান্তির নীড়। এখন থেকে বুঝেশুনে পা ফেলো, বন্ধু, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ও। পাশে বসা মেয়েটা হাবাগোবা, অবলা নারী নয়। আত্মসম্মানবোধ, তেজ, ব্যক্তিত্ব, সবই আছে ওর। কাজেই বুঝেশুনে পা না ফেললে বিপদ।

জয় সুসুর মত নিজেও মহারাষ্ট্রের অন্যতম এক নামকরা পরিবারের সন্তান, কিন্তু ওর সেই পরিচয় যে সুসুর ওপর বিন্দুমাত্র প্রভাবও ফেলতে পারেনি, তা-ও জানে সে। তেমন দুর্ভাগ্য যদি কখনও আসে, একবারও পিছনে তাকাবে না সুসু। ওকে ছেড়ে জনমের মত চলে যাবে। তার আলামত ও এরমধ্যে একবার দেখিয়েও দিয়েছে জয়ের পেশার ব্যাপারটা জানতে পেরে।

মিস সুস্মিতা হার্ডিকার জানে না ওর ভেতরের কোন জিনিসটা জয়কে বেশি আকৃষ্ট করে। পেশা সম্পর্কে না জেনে মুহূর্তে ওকে ভালবেসে ফেলা এবং পরক্ষণেই তা জানতে পেরে ছিট্‌কে দূরে সরে যাওয়ার মত মনোবল সুসুর আছে, সেটাই ওকে তার এত ভাল লাগার আসল কারণ। অনেক মেয়ে তার এই পরিচয় জানতে পেরে কৃতার্থ হয়েছে। কিন্তু সুসুর কাছে সেসবের এক পয়সাও মূল্য নেই।

নিজেদের সংক্ষিপ্ত হানিমুন শেষ হওয়ার পর হোটেল ছাড়ার একটু পরের কথা ভাবল জয়। দূর থেকে শিবের বাড়ি চোখে পড়ামাত্র সুসুর চোখমুখ এমনভাবে আনন্দে ঝলমল করে উঠল, যেন কোন শিশু অনেকদিন পর তার বাড়ি চাক্ষুস করতে পেরেছে–যা দেখে বিস্ময় চেপে রাখতে পারেনি ও। যেন বহুদিন পর বাড়ির চেনাপথ খুঁজে পেয়েছে, এমন ভাব ফুটেছিল ওর চেহারায়।

তারপর পুরো হার্ডিকার পরিবারের সবাই যেভাবে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাতে লাগল, সেটাও ছিল দেখার মত। বাইরের কেউ দেখলে ভাবত না জানি কত মাস পর ওদের দেখা হলো। সত্যি, সুসু যতক্ষণ ছিল, ও বাড়িতে সবাই খুব হাসিখুশি ছিল। এয়ারপোর্টের উদ্দেশে যাত্রা করার সময় নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে জয়ের, মনে

হচ্ছিল সুসুকে বোধহয় পরিবারের সবার কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে সে। তবে সুসুর তরফ থেকে কোন সমস্যা হয়নি।

প্লেনে ওঠার এক ঘণ্টার মধ্যেই নিজেকে ফিরে পেয়েছে ও। সব কষ্ট ভুলে বরং নিজের নতুন বাড়িতে যাওয়ার আনন্দে উদ্বেল হয়ে একের পর এক প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে জয়কে। ধৈর্যের সঙ্গে ওর প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছে জয়, এবং তার ফাঁকে সুসুকে তার আপনজনদের মধ্যে থেকে তুলে আনার মাধ্যমে নিজের কাঁধে যে বিশাল দায়িত্বের বোঝা তুলে নিয়েছে, তা নিয়েও মাথা ঘামিয়েছে।

'কিছু লাগবে, মিস্টার রেড্ডি?'

মুখ ঘোরাতে আকর্ষণীয় চেহারার এক এয়ার হোস্টেসকে দেখল জয়, ওর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। মুখে অর্থপূর্ণ হাসি।

নীরবে মাথা নেড়ে "না" বোঝাল ও। মনে মনে বলল, তুমি তোমার আকর্ষণ হারিয়েছ, বাডি। এখন তোমাদেরকে আর দরকার নেই। অবশ্য আর দু'সপ্তাহ আগে হলে অন্য কথা ছিল, মুম্বাইতে স্বল্পকালীন যাত্রাবিরতির সময়টা ওর সঙ্গে কাটানোর যাবতীয় আয়োজন এতক্ষণে পাকা করে ফেলত জয়।

হোস্টেস চলে যেতে ঘুরে সুসুর মুখে চুমো দিল। আবেগ মাখা ফিসফিসে গলায় বলল, 'আই লাভ ইউ, সুইটহার্ট।'

জবাবে চোখ সামান্য মেলেই আবার বুজে ফেলল সুসু। মুখে মৃদু হাসির পরশ। এমন একটা সেক্সুয়াল পারমানবিক বোমা এত বছর কি করে সতী থাকল, কিছুতই ওর মাথায় আসছে না। মেয়েটার সেক্সুয়াল অ্যাডভেঞ্চারের প্রথম সঙ্গী হতে পেরে নিজেকে ধন্য ভাবছে জয়।

আরেকবার ওর ঠোঁটে চুমো দেয়ার লোভ সামলাতে পারল না ও। আবেশ মাখা গলায় বলল, 'আই লাভ ইউ, ডার্লিং!' পরক্ষণে বলল, 'ওই দেখো, আবার ঘুমিয়ে গেল! কতবার যে বললাম আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি!' ঠোঁট উল্টে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'কিন্তু ও একবারও বলল না। আমার সামনে একবারের জন্যও শব্দ তিনটা উচ্চারণ করল না ও।'

বারো

'ওহ্, দারুণ হ্যান্ডসাম তো!' জয়কে দেখে চোখমুখ ঘুরিয়ে মাথা ঝাঁকাল ছোটখাট লোকটা। 'আজকের রাতটার জন্যে ওকে ধার দিতে পারো আমাকে?'

সুসু শব্দ করে হেসে উঠল। 'জিত, তোমার স্বভাব আর বদলাবে না! আমার এলাকায় চোরাশিকার বন্ধ করো।'

সুসুর ছোটখাট ড্রেস ডিজাইনার বন্ধুটির দিকে প্রশ্রয়ের চোখে তাকিয়ে থাকল জয়। স্যুইটে ঢুকেই রীতিমত হই-চই বাধিয়ে দিয়েছে সে। রসিক মানুষ, তার নিতম্ব দুলিয়ে হাঁটা দেখে হাসি সামলানো কষ্ট। 'সুসু ডার্লিং, তুমি খুব অবাক করেছ আমাকে! আমাকে না জানিয়ে কোন্ সাহসে বিয়ে করলে তুমি? ফোনে জানালেও তো পারতে, তোমার জন্যে বিয়ের ড্রেস নিয়ে লন্ডনে হাজির হয়ে যেতে পরতাম আমি।'

'এসো, পরিচয় করিয়ে দেই তোমাদের। জয়, এ হচ্ছে আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং মুম্বাইয়ের সবচে' ক্রিয়েটিভ ড্রেস ডিজাইনার জিত। শহরের সবচে' বড় পাগলও বটে!'

জয় ও জিত পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাল। দেখা হওয়ার পর থেকে সুসু ও জিত যেভাবে নন্-স্টপ গল্প করে চলেছে, তাতে জয়ের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না অনেকদিন পর পরস্পরকে কাছে পেয়ে আনন্দ বাঁধ মানছে না তাদের। সুসুর চেহারা দেখেই বলে দেয়া যায় এতদিন মুম্বাইকে ভীষণ মিস করেছে ও।

'জয়, বছর তিনেক আগে জার্নালিজমের ওপর একটা শর্ট কোর্স করেছিলাম এখানে। সে সময় জিতের সাথে একটা ফ্যাশন সাপ্লিমেন্টেও কিছুদিন কাজ করেছিলাম,' সুসু বলল। 'তখন থেকে জিত আমার জন্যে দারুণ দারুণ ডিজাইনের সব ড্রেস তৈরি করে আসছে। এখন ও বিগ শট বনে গেছে, সারাদেশে নাম ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু এখনও আমার জন্যে সেরা ডিজাইনের ড্রেসটা তুলে রাখে জিত।'

'কারণ আছে, ডার্লিং। তুমি আমার ড্রেস পরা মানেই আমার ওয়াকিং মডেল বনে যাওয়া,' জিত বলল। 'এখন দেখো তোমার জন্যে কি নিয়ে এসেছি। জিনস্ পরে শ্বশুরের দেশে যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু তুমি তো আবার শাড়িও ঠিকমত পরতে জানো না, তাই তোমার জন্যে এই বিশেষ সালোয়ার-কামিজ বানিয়েছি আমি। এটা পরে শ্বশুরের ভিটায় পা রাখবে তুমি,' বলে বিশেষ এক ভঙ্গিমা করে ড্রেসটা বের করল জিত।

চকচকে নীল ও খাকি রঙের খাদি সিল্কের তৈরি ড্রেসটা। ওড়নাটাও যদিও একই রঙের, কিন্তু তার এখানে-ওখানে কিছু হিন্দি বর্ণমালার ছাপ মারা আছে হিন্দু ধর্মের প্রিয় কমলা রঙে–মনে হয় ভগবত গীতা থেকে নেয়া। বোতামের বদলে ব্যবহার করেছে রুদ্রাক্ষের গুটি। ফলে সাধারণ একটা ড্রেস অসাধারণ হয়ে উঠেছে।

'আর জয়ের মাথা ঘুরিয়ে দিতে চাইলে এই ভয়েলের ড্রেসটা আজ সন্ধ্যায় পরবে তুমি। অবশ্য যদি ওকে আমার হাতে তুলে না দাও,' এক চোখ টিপল সে। সাধারণ কাটের এক সেট র‍্যাপ স্কার্ট বের করল। লাল জার্সির তৈরি, বডি স্যুটও লাল। কোমরে পরার জন্য একটা হিপস্টার বেল্টও আছে সঙ্গে। গলাটা একটু বড় করে কাটা। দেখামাত্র ড্রেসটা পছন্দ হয়ে গেল সুসুর।

'নিচে একটা স্পোর্টস ব্রা পরে নিও,' আবার চোখ টিপল লোকটা। 'আর মনে রেখো, পরেরবার মুম্বাই আসার আগে অবশ্যই আমাকে খবর দিয়ে আসবে। তাহলে পুরো একটা ওয়্যারড্রোব ভরা ড্রেস নিয়ে আসব আমি। ওকে?' জয়ের দিকে ফিরল। 'সরি, ডার্লিং, পুরুষদের জন্যে ড্রেস বানাই না আমি। ওদের নিয়ে অন্য কিছু করি।'

লোকটা বেরিয়ে যেতে সুসুর কাঁধে হাত রেখে বলল জয়। 'এটাকে কোথায় পেয়েছিলে? চমৎকার মানুষ!'

সকালে এখানকার লীলা হোটেলে উঠেই পুরানো বন্ধু-বান্ধবীদেরকে একের পর এক ফোন করে মুম্বাই শহর গরম করে তুলেছে সুসু। কারও কারও সঙ্গে ওর আলাপের ধরন দেখে জয়ের বুঝতে অসুবিধা হয়নি তাদের অনেকেই সুসুর যথার্থ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অবশ্য সময় অল্প বলে এবারের মত ফোনালাপের মধ্যেমে কাজ সেরেছে ও, কারও সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে।

'আর পারছি না,' একের পর এক ফোন করতে গিয়ে আঙুল ব্যথা হয়ে যেতে জয়কে অভিযুক্ত করল ও। 'একদিনের মধ্যে কতজনের সাথে

যোগাযোগ করা সম্ভব?' একটু পর বলল, 'পারিবারিক বন্ধু আর আত্মীয়রা বাদ। ওসব মা এসে সামাল দেবে। কিন্তু ডক্টর রামা পণ্ডিতের সাথে যোগাযোগ না করে উপায় নেই। ডক্টর আন্টিকে ফোন করতেই হবে। ছোটবেলায় জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখে আসছি আমাদের পরিবারের সবচে' ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল এই পরিবারটি।'

কথা বলতে বলতে জুহুর একটা নম্বরে ফোন করল ও, তার একটু পর ওদেরকে অবাক করে দিয়ে "ডক্টর আন্টি" নিজেই সরাসরি লীলায় হাজির। 'তোমাদের যখন সময় নেই, তখন আমিই চলে এলাম,' বলল মহিলা। 'অন্তত জামাইকে তো দেখে যাই! নোরমা ফোনে তোমাদের বিয়ের খবর দিয়েছে আমাকে।'

'আঙ্কিত কেমন আছে,আন্টি?' সুসু জানতে চাইল। 'ও শুনেছে আমার বিয়ের খবর?'

'নিশ্চয়ই শুনেছে!' হাসল মহিলা। 'শোনামাত্র আঙ্কিত জানতে চেয়েছে জয় কি মডেলের বাইক চালায় যা দেখে তুমি ওকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছ!'

জয় অবাক হয়ে বলল, 'বাইক?'

'ও তোমার পছন্দের কথা জানে না?' রামা পণ্ডিত প্রশ্ন করল। জয়ের দিকে ফিরে বলল, 'জয়, মোটরবাইক ছাড়া এই মেয়ের মন কি করে জয় করলে তুমি? সুসু তো মোটরবাইকের পাগল! আমার ছেলে আঙ্কিত বলে ওর চাইতে ওর মেটারবাইক সুসুর বেশি পছন্দ।'

'আঙ্কিত আজকাল কি করছে, আন্টি? ওর লেটেস্ট বান্ধবী কে?' সুসু হাসল। 'ও এখনও মেয়েদের মন ভাঙে?'

'পরেরটা ভাঙে না নিজেরটা ভেঙেছে, আমি জানি না। কিন্তু কমলার ব্যাপারে ওকে সিরিয়াস মনে হচ্ছে। মেয়েটা এখনও আঙ্কিতের সাথে লেগে আছে। কিন্তু এবার আমাকে উঠতে হবে। তোমরা আমার বাড়িতে একটা দিন থেকে গেলে খুব খুশি হতাম। কিন্তু সময় যখন নেই, পরে হবে সেসব।' হাতব্যাগ থেকে ছোট একটা প্যাকেট বের করল মহিলা। এটা তোমার জন্য, মা, আমাদের সবার তরফ থেকে। তুমি তো জানো তোমার আঙ্কেল রোহিত কত কম কথার মানুষ। সে-ও খুশি হয়েছে তোমার বিয়ের কথা শুনে।' প্যাকেট থেকে তাকে একটা দামী কুন্দন সেট বের করতে দেখে প্রতিবাদ জানাল সুসু। 'এর কি দরকার ছিল, আন্টি? আমাদের জন্য আপনাদের আশীর্বাদই যথেষ্ট ছিল।'

'তুমি আমার মেয়ের মত, সুস,' মহিলা বলল। 'তোমার বিয়েতে আমার হাজির থাকা উচিত ছিল। তবে চিন্তা কোরো না, আমি খুব শীঘ্রি হায়দ্রাবাদ আসছি তার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে!'

তাকে বিদায় জানিয়ে সেটটা উল্টেপাল্টে দেখল সুসু। মাথা দুলিয়ে বলল, 'ইশ্! মানুষ কেন যে এত দামী জিনিস উপহার দেয়! ব্যাপারটা ভারি বিব্রতকর।'

'মহিলা নিশ্চয়ই তোমাকে খুব স্নেহ করে,' জয় বলল। 'বাই দ্য ওয়ে, মোটরবাইকের ব্যাপারে কি যেন বলছিল মহিলা?'

'আমি জানতাম প্রশ্নটা আসবে,' সুসু হেসে উঠল। 'মোটরবাইকওয়ালা যুবকদেরকে আমার ভালো লাগত। বিশেষ করে ভালো লাগত মেরিন ড্রাইভে পিলিয়ন রাইডিং।'

'তাই নাকি? তা আগে বললে না কেন? তাহলে তোমাকে জীপে না চড়িয়ে মোটরবাইকেই সারা লন্ডন ঘোরাতাম আমি।'

'তোমারও মোটরবাইক আছে?'

'অবশ্যই,' জোর দিয়ে বলল ও। 'তোমার বন্ধুদের সাথে পরিচিত হতে পেরে ভালোই হলো, তোমার সমস্ত গোপন খবর জানতে পারলাম।

হেসে উঠল সুসু। 'আমিও তোমারগুলো জানার অপেক্ষায় আছি।'

'দেশে চলো। জানবে। যা হোক, তোমার ডক্টর আন্টি, রোহিত আঙ্কেল, এরা তোমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে? আঙ্কিত কে, ডক্টর আন্টির ছেলে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ,' সুসু মাথা দোলাল। 'রোহিত আঙ্কেল আর তার স্ত্রী, ডক্টর আন্টি অনাত্মীয় হয়েও আমাদের পরিবারের সবচে' ঘনিষ্ঠ। আঙ্কেল একজন নামকরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর আন্টি গাইনোকোলজিস্ট। আমার বাবা মারা যাওয়ার পর মা আর এই আন্টি আপন বোনের মত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তিন ছেলেমেয়ে তাদের।

'বড় ছেলে আমেরিকার আটলান্টায় থাকে। বিয়ে করতে রাজি না, এক মেয়ের সাথে লিভ-ইন করে। ছোটজন নৈনিতালে থাকে। লেখাপড়া করছে। আর আঙ্কিত হচ্ছে তাদের দু' নম্বর। আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। কম্পিউটার জিনিয়াস। কোন ভার্সিটি থেকে পাস করেছে মনে নেই। ব্যবসায় নেমে অল্প দিনের মধ্যেই ভালো উন্নতি করেছে আঙ্কিত। দায়িত্ববান ছেলে।'

'হুঁম! ওর চাইতে ওর মেশিনটাকেই বেশি পছন্দ করতে তুমি?'

'হ্যাঁ,' মুখ টিপে হাসল সুসু। 'আঙ্কিত সব সময় আমাকে মোটরবাইকে করে বেড়াতে নিয়ে যেত। ও নাচও ভালোবাসত। এখানে এমন কোন ডিসকো নেই যেটায় আমি ওর সাথে যাইনি। আর. জি. চালু হওয়ার পর তো বলতে গেলে সেখানেই ছিলাম আমরা। পরে যখন আবার ওয়াইল্ড অর্কিড চালু হলো, সেটাই হয়ে উঠল আমাদের ঘরবাড়ি।'

'তুমি নাচ পছন্দ করো জানতাম না!'

হলিডে ইনের সাম্‌পানে লাঞ্চ করতে এল ওরা। 'শহরতলীর সেরা চাইনিজের দোকান এটা,' সুসু বলল। 'জানো, মুম্বাই আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে আমার। বন্ধুদের সবার সাথে দেখা করতে ইচ্ছা করছে।'

হোটেলে ফিরে কিছু সময় ঘুমিয়ে নেবে জয়, কিন্তু ঘুম এল না। সুসুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকল ও। উত্তেজিত হয়ে উঠছে। 'হোটেল রুম তৈরি করা হয় প্রেম করার জন্যে, ঘুমানোর জন্যে না,' বলল সে। 'সব ভালো হোটেলের উচিত টয়লেট্রিজের সাথে কনডম সাপ্লাই দেয়া।'

ক্লান্ত হয়ে এক সময় দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার একটু আগে ব্যাবসের টেলিফোনের শব্দে সুসুর ঘুম ভাঙল। প্রিয় ভাবীর গলা শুনে মুহূর্তে চোখে পানি এসে গেল। অন্য সবার সঙ্গে একে একে কথা বলল ও। যেন গতকাল নয়, কয়েক মাস আগে তাদের ছেড়ে এসেছে। একটু পর এল ওর পুরনো বন্ধু আঙ্কিত পণ্ডিতের ফোন।

'আঙ্কি!' উত্তেজিত হয়ে উঠল সুসু। 'অনেকদিন পর তোমার গলা শুনলাম। খুব ভালো লাগছে। সকালে আন্টির সাথে আমাকে দেখতে এলে না কেন?'

'হাই বেবি!' আঙ্কিত ঠাট্টা করল। 'তাহলে তুমি আমাকে ফেলে আরকেজনকে বিয়ে করে ফেলেছ?'

সুসু হেসে উঠল। 'কেন, তোমার কমলার কি হলো?'

'তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ওকে ফিলার হিসেবে ব্যবহার করব ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু মাঝখানে জয় কুমার রেড্ডি নামে এক ভিলেন এসে পড়ায় প্ল্যানে একটু পরিবর্তন ঘটাতে হলো। এখন ওকেই বিয়ে করে ফেলব ভাবছি।'

'সত্যি সত্যি তুমি বিয়ের কথা ভাবছ, আঙ্কি?' উত্তেজিত হয়ে তার সংক্ষিপ্ত নাম ধরে ডাকল ও। 'ওহ্, দারুণ হবে তাহলে!'

'হ্যাঁ, তা হবে,' খোঁচা মারল সে। 'কারণ আমি তোমার মত করব না, সবাইকে ইনভাইট করব।' গা জ্বালানো শব্দ করে হাসল আঙ্কিত পণ্ডিত। 'শোনো, একটা জোক বলছি। আজ রাতে অবশ্যই জয়ের ওপর ট্রাই করবে। ওকে? হিয়ার ইট ইজ।' তার অশ্লীল কৌতুক শুনে সশব্দে হেসে উঠল সুসু। 'তুমি আগের মতই আছ, আঙ্কি। একটুও বদলাওনি।'

আবেগে ওর চোখে পানি এসে গেল। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রিয় মুম্বাই, বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়তম মাসহ যা কিছু চেনা, যা কিছু প্রিয়, সব ছেড়ে বলতে গেলে প্রায় অচেনা এক আগন্তুকের সঙ্গে দূরে, অজানা-অচেনা কোথাও চলে যাওয়ার কথা ভাবতেই মনটা বিষণ্ন হয়ে উঠল, হাহাকার করে উঠল বুকের মধ্যে। চোখের পানির বেগ বেড়ে গেল। জয়ের ঘুম ভেঙেছে টের পেয়ে শাওয়ার করে জিতের নতুন ড্রেসটা পরল ও। নিজেকে হাসিখুশি প্রমাণ করতে চাইল, কিন্তু পুরো সফল হলো না। গলার কাছে কি যেন একটা আটকে থাকল।

'সুস, এখন কি করার ইচ্ছে আছে?' জয় বলল। 'বাইরে থেকে ডিনার খেয়ে আসা যাক। কি বলো?' মাথা নাড়ল ও, মুখ না তুলে জয়ের শার্টের বোতাম লাগাতে থাকল। 'নিচের নাইট ক্লাবে যাবে?' আবার মাথা নাড়ল ও। 'এদের ক্লাবে আমি আগেও এসেছি।'

ওর গলার স্বর শুনে অবাক হলো জয়। 'অ্যাই, কি হয়েছে তোমার?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল। 'কেউ কিছু বলেছে?'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল সুসু। ওর বুকে হেলান দিয়ে আবার কাঁদতে শুরু করল। জয় কি করার আছে বুঝতে না পেরে বোকার মত স্ত্রীকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। 'কি হয়েছে, সুস? মন খারাপ লাগছে?'

'না,' বলল সুসু।

জয় কাছে এসে দাঁড়াল। 'তাহলে?'

ওর কাঁধে মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল সুসু। অনেকক্ষণ কেঁদে বুক কিছুটা হালকা হতে বলল, 'কথাটা শুনে রাগ করবে না তো?'

'অবশ্যই না। কি কথা?'

'জয়, হায়দ্রাবাদে যাওয়ার কথা মনে হলেই কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে আমার,' অনেক দ্বিধার সাথে বলল ও।

'এই কথা?' অনেকখানি আশ্বস্ত দেখাল জয়কে। 'কিন্তু তাতে ভয় পাওয়ার কি আছে, সুইটহার্ট?

'সবকিছু এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল, বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করার সময়ই পাইনি। কিন্তু এখন মুম্বাই ছাড়ার কথা ভাবলেই নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে আমার। আত্মীয়দের কথাও খুব মনে পড়ছে। জীবনে কখনও তাদের ছেড়ে একা থাকিনি আমি। আর তোমার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, কাউকে চিনি না আমি। তোমাদের হায়দ্রাবাদে আমার বন্ধু দূরের কথা, একজন চেনা মানুষও নেই।'

'নেই তোমাকে কে বলল? আমি আছি না?' জয় হাসল।

'তুমি একা কতক্ষণ পাহারা দিয়ে রাখবে আমাকে?'

'তুমি কি মনে করো একটা সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় যাওয়ার সময় আরেকজনের কেমন লাগতে পারে, আমি তা বুঝি না? কোন চিন্তা নেই, সুস। তুমি যতক্ষণ না ওখানকার পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছ, ততক্ষণ তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না আমি। আর এখান থেকে কতই বা দূরে হায়দ্রাবাদ? তোমার আত্মীয়রা আসা-যাওয়া করবে, আমরা ইচ্ছা হলে মুম্বাই আসব। এভাবে কিছুদিন চলার পর এক সময় দেখবে, ঠিকমত বুঝে ওঠার আগেই তুমি হায়দ্রাবাদী হয়ে উঠেছ।

'তাছাড়া তুমি ওখানে নতুন হলে কি হবে? আমার আপনজনেরা তোমাকে কিভাবে স্বাগত জানায় দেখো না! আর যা-ই ঘটুক, সব সময় মনে রাখবে আমি তোমাকে অনেক, অনেক ভালোবাসি। তুমি আমার জীবনে একমাত্র মেয়ে যাকে আমি চিরদিনের জন্য আপন করে চেয়েছি। নিজেদের জন্যে আমি সুন্দর একটা সংসার গড়তে চাই, সুস। তোমাকেই সারাজীবন ভালাবেসে যেতে চাই।'

স্বস্তি ফুটল ওর মুখে। 'আমি তা জানি। কিন্তু তবু আমার ভয় হয়, কখনও তোমার আত্মীয়দের সামনে এমন কিছু করে না বসি যা তোমার জন্য মানহানীকর হয়ে দাঁড়ায়।'

'আরে না!' জয় বলল জোর দিয়ে। 'তোমার শিক্ষা, তোমার রুচি তেমন কিছু করতে দেবে না তোমাকে। তারপরও যদি ছোটখাট ভুল ত্রুটি কিছু হয়েই যায়, আমি শুধরে নেব। তোমাকে তা নিয়ে ভাবতে হবে না। কাম অন, কাঁদুনে খুকী। এবার বলো এখানেই খাবে, না বাইরে কোথাও? খুব খিদে লেগেছে আমার।'

'জয়,' ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল সুসু। 'কখনও আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না তো?'

'কি যে বলো না!' সে-ও সুসুকে জড়িয়ে ধরল। 'তুমি আমার বউ, সুস। যা-ই ঘটুক না কেন, আজীবন তুমি আমারই থাকবে, এই কথাটা তোমার ছোট্ট মাথায় ঢুকিয়ে নাও। বুঝলে?'

'কিন্তু ওখানে কোথায় কোন্ পার্লার আছে আমি জনি না। কোন্টায় যেতে হবে তা কিভাবে বুঝব?'

'বুদ্ধু!' আদর করে ওর নাক টিপে দিল জয়। 'হায়দ্রাবাদে অ্যাক্টর জয় কুমার রেড্ডির স্ত্রীকে কোন পার্লারে যেতে হবে না, ডাক পড়লে পার্লারই তার বাড়িতে এসে হাজির হবে। এখন বলো কোথায় খাবে, এদের কোনও রেস্টুরেন্টে? গ্রেট ওয়াল, গোল্ডেন হার্ভেস্ট, বা ফিওরেল্লায়?'

'তারচে' কোনও ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে চলো। তুমি দাঁড়াও, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে আসছি।'

'থ্যাঙ্ক গড আমার বউয়ের মাথাটা ঠিক হয়েছে।'

'জয়!'

'আবার কি?'

'ওখানে এমন টেবিল পাওয়া যাবে যেটায় তোমার খুব কাছে বসতে পারব আমি?'

মাথা নেড়ে হাসল জয়। ওকে এক হাতে বেড় দিয়ে ধরে বলল, 'তুমি এখনও শিশু রয়ে গেছ, তা জানো?'

সুসু বেডরুমে ঢুকতে দ্রুত কয়েকটা ফোন করল জয়, তার একটা টেবিল রিজার্ভ সম্পর্কিত। সবশেষে রামা পণ্ডিতকে ফোন করল ও, সুসুর নতুন জায়গা সম্পর্কিত ভীতির কথা জানাল।

'ও কিছু নয়,' তাকে আশ্বস্ত করল মহিলা। 'সব মেয়ের বেলাতেই প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় ওরকম হয়। সুসুর বেলায় বোধহয় কিছুটা বেশি হচ্ছে কারণ ও ওদের পরিবারের সবার ছোট এবং অতিরিক্ত আদুরে। তোমাকে যা করতে হবে, তা হলো নতুন জায়গায় সুসুর মন না বসা পর্যন্ত যতক্ষণ সম্ভব ওর সাথে সাথে থাকার চেষ্টা করা। তাতেই কয়েকদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে ও।'

রামা পণ্ডিত ওর ধারণার সঙ্গে একমত পোষণ করায় জয় নিশ্চিত হলো। তারপর রিজার্ভেশনের খবর জানার জন্য লীলা হোটেলেরই এম. ডি বিবেককে ফোন করল। জয়ের দীর্ঘদিনের বন্ধু সে। একটু আগে ও তাকেই টেবিল রিজার্ভেশনের জন্য ফোন করেছে। তাকে পাওয়া গেল

না, জরুরি কাজে বাইরে গেছে। কিন্তু তার পি. এ জানাল, ওদের জন্য ফিওরেল্লায় টেবিল রিজার্ভ করা হয়েছে।

'আমার জন্যে এত কষ্ট করেছ বলে অনেক ধন্যবাদ, জয়,' সুসু বলল। 'এখন খুব ভালো লাগছে আমার।' জয় কিছু না বলে নিচে তাকাল, ওর ড্রেসের গলার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। চোখ মটকাল বুকের খাঁজ দেখে। খিলখিল করে হেসে উঠল সুসু। দুপুরের সিয়েস্তা, ওষুধের মত সামান্য কান্না, তার সঙ্গে ওয়াইনের মত মুঠোর মধ্যে ধরা স্বামীর হাত, সব মিলে ওর দুঃখ ভুলিয়ে দিল। আবার প্রগলভ করে তুলল। 'ড্যাম ইউ!' স্বামীর উদ্দেশে গজগজ করে উঠল। 'এত বেশি হ্যান্ডসাম কেন তুমি?' টেবিলের তলা দিয়ে ওর একটা হাত ধরে রাখল। চাপা গলায় বলল, 'ফর্ক দিয়ে খাও। আমি হাত ছাড়ছি না।'

অবশ্য প্রতিজ্ঞাটা রাখতে পারল না ও, বিবেক এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিতে জয়ের হাত ছেড়ে দিল। 'হাই, জে. কে!' বলে সুসুর দিকে ফিরল সে। চোখ কুঁচকে উঠল। 'একে কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে!'

'ও শিব হার্ডিকারের ছোট বোন,' জয় বলল।

'তাই তো বলি চেহারা এত চেনা লাগছে কেন!' হাসল বিবেক। 'শিবের বিয়ের সময় তোমাকে দেখেছি। তখন স্কুলে পড়তে তুমি। পরে লন্ডনেও দেখেছি খুব সম্ভব, শিবের বাড়িতে।'

'আমার মনে আছে সে কথা,' সুসু মাথা ঝাঁকাল। 'আপনার সাথে লন্ডনে দেখা হওয়ার কথা মনে আছে আমার। শিবের সাথে গোয়ায় একটা রিসোর্ট খোলার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়েছিলেন।'

মাথা ঝাঁকাল বিবেক। 'তাছাড়া বোধহয় আমাদের কোন ডান্স হলেও তোমাকে দেখেছি।' জয়ের দিকে ফিরে হাসল, 'কি বন্ধু, এত মেয়ে থাকতে শেষ পর্যন্ত আমাদের মুম্বাইয়া মেয়ের দুয়ারেই ফাইন্যাল গোঁত্তা খেতে হলো তোমাকে?'

ডিনার খেয়ে জয় তাদের ডান্স ফ্লোর "সাইক্লোনে"-এ যাবে শুনে বিবেক উঠে যাওয়ার সময় বলল, 'ঠিক আছে, দোস্ত। আমি ওখানকার স্টাফদের অ্যালার্ট করে দিয়ে যাচ্ছি।"

'কি সাঙ্ঘাতিক স্মৃতিশক্তি!' সুসু বলল।

'সেটা ও ব্যাটার স্মৃতির গুণ নয়, ডার্লিং। তোমার চেহারার গুণ। তুমি জানো তুমি কি ভীষণ সুন্দরী? কেউ তোমাকে একবার দেখলে সহজে ভুলতে পারবে না।'

সুসুর কোমর ধরে লিফটের দিকে চলল ও। ভেতরে ওরা ছাড়া আর কেউ নেই দেখে দরজা বন্ধ হওয়ামাত্র সুসুকে টান মেরে বুকের ওপর এনে ফেলল। বুভুক্ষের মত চুমো খেতে লাগল। ড্রেসের নিচে হাত ভরে দিয়ে জোরে চাপ দিল ওর বুকে। কিন্তু দরজা খোলা শুরু হতেই সম্পূর্ণ ভদ্রলোক বনে গেল সে। হাতে হাত রেখে নাইট ক্লাবে ঢুকল ওরা দু'জন, আর দশজনের মত। বিবেক তার স্টাফদের সতর্ক করে রেখেছিল এক হানিমুন জুটিকে রিসিভ করার ব্যাপারে।

জয়-সুসু ফ্লোরে পা রাখতেই তাদের একজন এসে একটা কাচের এনক্লোজারে পৌঁছে দিয়ে গেল ওদের। এনক্লোজারে ওরা ছাড়া আর কেউ নেই বুঝতে পেরে সুসুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জয়।

'জয়, আমি ভেবেছি তুমি আমাকে ডান্স ফ্লোরে নিয়ে যাচ্ছ,' স্বামীর প্রথম দফার আক্রমণ সামলে নিয়ে সুসু বলল। ওর সারামুখে, ঘাড়ে একের পর এক চুমো দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল জয়। কোনমতে বলল, 'তাই তো এনেছি! এখানেই নাচব আমরা। এসো।'

ড্রেসের মধ্যে এক হাত ভরে দিয়ে সুসুর বুকে চাপতে লাগল সে, অন্য হাত স্কার্টের মধ্যে ভরে দিয়েছে। হাঁপাচ্ছে শব্দ করে। সুসুর প্যান্টি টেনে নামিয়ে ফেলল সে, সুসুকে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড় করাল, এবং সেখানে দাঁড়িয়েই মিলিত হলো। আবেশে চোখ বুজে এল, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জয়কে আরও কাছে টেনে নিয়ে ঠোঁট দিয়ে ওর মুখ খুঁজতে লাগল।

'ওহ্, জয়!' প্রচণ্ড আবেগ আর উচ্ছ্বাসে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করছে সুসুর, মনে হলো বোধহয় পাগল হয়ে যাবে ও। আগে কখনও নিজেকে এত সেক্সি মনে হয়নি। সেদিন অনেক রাতে হোটেল সুইটে ফিরল জয় আর সুসু। কিন্তু জয়ের মধ্যে বিশ্রাম নেয়ার কোন লক্ষণ নেই, ও বরং আবার মিলিত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে দেখে ওকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে চাইল সুসু। 'আমাদের খুব সকালের ফ্লাইট ধরতে হবে ভুলে গেলে?'

'ভুলিনি,' এক টানে ওর ড্রেস খুলে ফেলল জয়। 'সন্ধ্যায় ফোন করে টিকেট বদলে ফেলেছি। কাল বিকেলে যাচ্ছি আমরা।'

'ও!' বলে চোখ মুদল সুসু। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এত সুন্দর করে চুমো খেতে শিখেছ কোথায়, জয়?'

'তোমার ভালো লাগে?'

'হ্যাঁ, ভীষণ!'

'আর কি ভালো লাগে তোমার?'

'তোমার লোমওয়ালা বুক।'

'আর?'

'আর কিছু না।'

'ইয়ার্কি হচ্ছে? আমার আর কিছু ভালো লাগে না তোমার?' মুখ তুলে ওকে ভাল করে দেখল জয়। 'তুমি আঙ্কিতকে বিয়ে না করে আমাকে কেন করলে, ডার্লিং?'

'কারণ তোমাকে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছে।'

'মিথ্যেবাদী! শুধু এই কারণে?'

'না।'

'তাহলে?' সুসুর দু'পায়ের ফাঁকে এক হাঁটু ভরে দিল জয়। 'আর কিসের জন্যে?'

'সবকিছু নিজস্ব ঢঙে নিয়ন্ত্রণ করার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তোমার,' সুসু বলল। 'তোমার সাথে থাকলে নিজেকে আমার খুব নিরাপদ মনে হয়। আমার পুরো পরিবার সাথে থাকলে যতটা নিরাপদ মনে হয়, তুমি একা থাকলেও তারচে' বেশি হয়।'

এরকম সুচিন্তিত উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হলো জয়। বিড়বিড় করে বলল, 'আমিও চাই তুমি আমার সাথে নিরাপদ ফীল করো, সুস।' ওকে কাছে টেনে নিল।

'জয়, তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন?' সুসু জানতে চাইল।

'কারণ আমিও তোমার দেহটাকে ভালোবাসি।'

'ঠিক করে বলো,' সুসু বলল। 'দেহ কোন কারণ হতে পার না। এরকম দেহের অভাব নেই।'

'মম, সত্যি কথা বলব?' জয় ওর কপালে আঙুলের ডগা দিয়ে টোকা মারল। 'এখানে সুন্দর একটা অন্তর আছে বলে।' বুকের বাঁ দিক স্পর্শ করল। 'এখানকার উষ্ণ হার্টটা আমার পছন্দ বলে।' এক হাত তলপেট বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেল। 'এই পথ দিয়ে আমার পরিবারের সদস্যরা আসবে বলে।'

'আর কি?'

'তোমার বাইরের মর্যাদাসম্পন্ন রূপ এবং আমার সাথে শোয়া এই কামুক মেয়ে, দু'টোই আমার পছন্দের।'

আহত চেহারায় সুসু বলল, 'কামুক! কামুক সতী মেয়ের কথা শুনেছ কখনও?'

'ওই চিন্তায় ঘুম নষ্ট করো না, ডার্লিং,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিল ও। 'তুমি হয়তো সতী ছিলে, কিন্তু কতজন সতী মেয়ে রেঞ্জ রোভারের ব্যাকসীটে সতীত্ব হারানোর মত মর্যাদা অর্জন করতে পেরেছে, সে খবর রাখো?'

'ছি, ছি!' সুসু নাক কোঁচকাল। 'তুমি একেবারে সস্তা মেয়ে বানিয়ে দিলে আমাকে!'

'সেক্স সস্তা জিনিস নয়, সুইটহার্ট,' ওকে মনে করিয়ে দিল জয়। 'আর তোমার কোনকিছুই সস্তা নয়। তোমাকে ভালোবাসার সেটাও অন্যতম কারণ, বুঝেছ?'

'আমার ব্যাপারে আরও বলো,' বায়না ধরল সুসু।

'আমি তোমার বুক দু'টো ভালোবাসি,' বলে হাসল ও। 'আমার আগে কেউ ও দু'টোয় হাত দেয়নি জেনে আমি খুশি।'

'আর?'

'আর আমি ছাড়া আর কেউ তোমার মধ্যে ঢোকেনি জেনেও আমি খুশি।' নিজের মুখ দিয়ে সুসুর মুখ চেপে ধরে ওর কথা থামিয়ে দিল জয়, ওকে বুঝিয়ে দিতে লাগল "মধ্যে যেতে" ঠিক কতটা ভালে লাগে তার।

তেরো

জয়ের মুখের কাছে মুখ এনে সুসু ডাকল, 'ওঠো, স্ট্যালিয়ন।'

'মঁম, সুস্, রাতে তোমাকে যা দারুণ লাগছিল না!' হাসল জয়। অলস ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভেঙে সুসুকে জড়িয়ে ধরল। 'তোমার ডায়েটে প্রায়ই পাস্তা থাকে, তাই না?'

'আর আমার স্ট্যালিয়নের ডায়েটে কি থাকে?' ওর বুকের পশম নিয়ে খেলতে লাগল সুসু।

'দিনে দু'বার সেক্স থাকে,' দ্রুত জবাব দিল জয়। অনেক সময় নিয়ে চুমো খেল ওকে। 'একবার রাতে শোয়ার সময়, আরেকবার সকালে ঘুম ভেঙে। তাছাড়া প্রতি ঘণ্টায় একটা করে কিস্। এতে ক্যালোরির ভারসাম্য বজায় থাকে।'

'তাহলে কাজ কখন হবে, র‍্যাম্বো?'

'কাজ? কাজ তো সব সময়ই করি!' হাই তুলল ও।

হাত তুলে ওকে দেয়াল ঘড়ি দেখাল সুসু। 'কয়টা বাজে দেখেছ? আর ক'ঘণ্টা আছে আমাদের ফ্লাইটের?'

চোখ বড় করে উঠে বসল জয়, সময় বেশি নেই বুঝতে পেরে এক দৌড়ে দিল বাথরুমের দিকে। হুড়োহুড়ি করে গোছগাছ সারল ওরা। কাপড় পরে হোটেলের বিল মেটাতে নিচে চলে গেল জয়, তার একটু পর সুসুও নামল। লিফট থেকে বেরিয়েই কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো বিবেকের সঙ্গে জয়কে রীতিমত ঝগড়া করতে দেখল সুসু, অবশ্য ওকে দেখামাত্র চুপ হয়ে গেল দু'জনেই। 'কি নিয়ে ঝগড়া করছিলে তোমরা?' স্বামীকে আড়ালে পেয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

'আর বোলো না!' জয়ের চেহারায় বিরক্তি অথচ গলা খুশি খুশি। 'ব্যাটা উল্লুক! আগে আমাকে দিয়ে চেক সই করিয়ে নিয়ে তারপর বলে বিল দিতে হবে না।'

সুসু অবাক হলো। 'কেন?'

'বিবেক টাকাটা আমাদের বিয়ের গিফট্ হিসেবে দিয়েছে।'

সুসুর হঠাৎ মনে পড়ল, ওর মত জয়েরও নিশ্চয়ই এরকম অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে এই শহরে। সুযোগ থাকা স্বত্ত্বেও তাদের কারও সঙ্গে ও যোগাযোগ করল না কেন? প্রশ্ন শুনে মাথা নাড়ল জয়। 'গতকালটা ছিল শুধু তোমার দিন, ডার্লিং। আমার দিন পরে আসবে।'

জয় ওর ব্যাপারে কতখানি সহানুভূতিশীল, এই একটা ব্যাপারে আবারও তার প্রমাণ পেল সুসু। নিজেকে ভীষণ ভাগ্যবতী আর কৃতজ্ঞ মনে হলো ওর। 'জয়, তুমি আসলেই একটা সুইটহার্ট। আমার সুইটি সুইট সুইটহার্ট।'

প্লেন আকাশে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি পাল্টে গেল, কেমন যেন গোলমেলে হয়ে উঠল সবকিছু। মুম্বাই-হায়দ্রাবাদ রুটের অনেকে নিজেদের সঙ্গে তাদের প্রিয় নায়ককে ভ্রমণ করতে দেখে ক্রমে ছেঁকে ধরল জয়কে। অনেকক্ষণ ধরে ধৈর্যের সঙ্গে তাদের অটোগ্রাফের দাবী পূরণ করল জয়, একটা-দুটো প্রশ্নেরও জবাব দিল। হায়দ্রাবাদ যত এগিয়ে আসতে লাগল, ফ্যানরা ক্রমে তত মুখর হয়ে উঠতে থাকল। একটা-দু'টো নয়, অজস্র প্রশ্ন করতে লাগল তাদের প্রিয় নায়ককে।

তেলেগু ভাষা না বুঝলেও তাদের অনেকের মুখে "রাধিকা" শব্দটা উচ্চারিত হতে শুনে আপনা থেকে ভুরু কুঁচকে উঠল সুসুর। কিসের কথা বলছে ওরা? রাধিকা কি? কোন মেয়ের নাম নাকি? 'জয়, তুমি ওদেরকে কি বলছ?' এক সময় জিজ্ঞেস করল ও।

জয় হাসল। 'ওরা জানতে চাইছে আমি আমার কোন কো-অ্যাক্ট্রেসকে বিয়ে করব কি না।'

'রাধিকা কে?'

'আমাদের এক সহ-অভিনেত্রী।' স্ত্রীর হাত দৃঢ় মুঠোয় ধরে গ্যাঙওয়ে বেয়ে নামতে লাগল জয়। কিন্তু সহজে রেহাই মিলল না। ওদেরকে ঘেরাও করে ওদের জন্য অপেক্ষমাণ অ্যাম্বাসেডর পর্যন্ত এল ভক্তরা, প্রশ্নের পর প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত রাখল জয়কে। একটুও বিরক্ত হলো না জয়, হাসিমুখে সবার মন রক্ষা করতে লাগল। এক সময় জয় ওর কানে কানে বলল, 'সব সময় মনে রাখবে, সুস। আমি তোমাকে অনেক, অনেক ভালোবাসি।'

প্রিয়তমের নিশ্চয়তাটাকে বুকের মধ্যে ভরে রেখে নিশ্চিত হতে চাইল সুসু, কিন্তু মন মানল না। অনবরত কেমন খুঁতখুঁত করতে লাগল।

চোদ্দ

'গশ্, এ যে বিশাল, জয়!' রেড্ডি নগরে জয়দের সুবিশাল ম্যানসন (জয়ের মতে তাদের বাড়ি) দেখে গলা চড়ে গেল সুসুর। হতাশা চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে বলল, 'এটার তো মনে হয় কোন আগা-মাথা নেই, জয়!'

'এক সময় এই বাড়ি মানুষে মানুষে গিজগিজ করত,' ড্রাইভারের পাশের সীটে বসা শ্রীনিবাসগুরু মন্তব্য করল। 'বাড়িটা কিন্তু বেশিদিনের পুরনো না, আম্মা। মাত্র এক প্রজন্মের পুরনো। জয়ের বাবার তৈরি করিয়েছিল। জয় ছোট থাকতে এই বাড়ি সব সময় ওদের আত্মীয়-স্বজনে গিজগিজ করত। কত মানুষ যে থাকত, ভগবান জানেন! সে কথা তোমার মনে আছে, জয়?'

মাথা দোলাল ও। 'নিশ্চয়ই আছে। সব স্পষ্ট মনে আছে। এক এক করে তারা বড় হলো, পেটের ধান্ধায় এদিক-সেদিক চলে গেল, শেষ পর্যন্ত থাকলাম শুধু আমরা চারজন। মা-বাবা, আমি আর রাজ। মা-বাবার মৃত্যুর পর এটা বেচে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এ বাড়ির আনাচে-কানাচে অনেক স্মৃতি জমে আছে। তাই পারিনি। মা-বাবার দুর্বলতা ছিল বাড়িটার ওপর, আমারও আছে।'

জয়ের অতীত দর্শনের ফলে সুসুর নিজেরও কিছুটা ঘটল, বাড়িটাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে শুরু করল ও। ভাবল, জয়ের ছোটবেলায় এটা কেমন ছিল। বাড়িটাকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, লোকজনও অনেক দেখা গেল। নিশ্চয়ই জয় এবং তার নতুন বউকে স্বাগত জানাতে জড়ো হয়েছে তারা। উৎসব উৎসব আমেজ চারদিকে। বাড়িতে ঢোকার মুখে সিলকের শাড়ি পরা এক বয়স্ক মহিলার সামনে থামল জয়। ওদের দু'জনকে বরণ করে নিতে সংক্ষিপ্ত আরতি করছে মহিলা।

'আম্মা, এ হচ্ছে আমার স্ত্রী বিমলা,' মহিলার সঙ্গে সুসুকে পরিচয় করিয়ে দিল শ্রীনিবাসগুরু। ততক্ষণে সসুর বোঝা হয়ে গেছে, "গুরু"

শব্দটা জয়দের তেলেগু ভাষায় কাউকে সম্মান জানাতে ব্যবহার করা হয়। যেমন হিন্দিতে ব্যবহার হয় "জ্বি" বা "সাব"।

'শ্রীনিবাসগুরু,' মৃদু গলায় বলল ও। 'আমার নাম সুস্মিতা। আমাকে আর আম্মা বলে ডাকবেন না, প্লিজ। নাম ধরে ডাকবেন।'

বৃদ্ধ এবং তার স্ত্রী, দু'জনেই খুশি হলো ওর কথায়। 'ঠিক আছে, সুস্মিতা,' মাথা দোলাল সে। 'ওয়েলকাম হোম।'

বিমলা আম্মা ওকে স্বাগত জানাতে গিয়ে সম্ভবত অজান্তেই একটা বিস্ময়কর মন্তব্য করে বসল। বলল, 'জয় পুরো দু'বছর পর নিজ বাড়িতে ফিরেছে দেখে আমার যে কত খুশি লাগছে! ক'দিন আগে লন্ডন থেকে খবর পাঠাল, ওর স্টুডিওর বেডরুম স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়ে এখানকারটা নতুন করে খুলে দিতে।'

শ্রীনিবাসগুরু বাধা দিয়ে বলল, 'আগে সুস্মিতাকে জয়ের আত্মীয়-স্বজনের সাথে আলাপ করিয়ে দাও, বিমলা। তোমার গল্প করার সময় পরে অনেক পাবে।'

এরপর শুরু হলো পরিচয় পর্ব। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জয়ের অসংখ্য কাজিন আর আন্টির সঙ্গে ওকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। স্থানীয় নিয়ম অনুযায়ী তাদের সবার হাত থেকে এক কাপ করে কফি এবং 'টিফিন' খেতে হলো (চায়ের আগে মিষ্টিজাতীয় হালকা নাস্তা)। খেতে খেতে সুসুর এমন অবস্থা হলো, আর কিচ্ছু মুখে দেয়ার উপায় থাকল না।

এর মধ্যে জয় কখন যেন শ্রীনিবাসগুরুর সঙ্গে রুম থেকে বেরিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পর ওকে ওপরতলায় নিয়ে এল বিমলা, ওদের থাকার জন্য রেডি করা কয়েক রুমের সাজানো-গোছানো সুইটে। নিজেদের সমস্তলাগেজ সেখানে সার দিয়ে রাখা দেখতে পেল সুসু। অল্প বয়সী, মিষ্টি চেহারার মেইডগোছের এক মেয়েকে দেখা গেল সেখানে, লাগেজ খুলে সব গুছিয়ে রাখার জন্য রেডি।

'ওর নাম সরোজা, আম্মা,' বিমলা মেয়েটার সঙ্গে সুসুকে পরিচয় করিয়ে দিল। 'জিনিসপত্র কোথায় কোনটা রাখতে হবে তা নিয়ে তোমাকে একটুও চিন্তা করতে হবে না, আম্মা। কোনটা কোথায় কিভাবে রাখতে হবে বলে দিলে সরোজা একাই সব গুছিয়ে রাখতে পারবে। ও খুব ভালো মেয়ে, কিছু কিছু ইংরেজীও বলতে পারে। এবার তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও, আম্মা। আমি যাই।'

রবার্ট নামে এক যুবকের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো ওকে, মেল হাউসকীপার সে। ঘরের সবকিছু গোছগাছ করে রাখার পুরো দায়িত্ব তার। 'যখন যা লাগবে, রবার্টকে বললেই হবে,' বৃদ্ধা বলল। 'ট্যাপ নষ্ট হলে লাগিয়ে দেয়া, বালব ফিউজ হয়ে গেলে পাল্টে দেয়া, সব ও করে দেবে। ওর আসল কাজ হচ্ছে জয়ের সাথে সাথে থাকা, সে বাড়িতে বা স্টুডিওতে, যেখানেই হোক।'

সুইটটা ঘুরেফিরে দেখতে লাগল সুসু। খেয়াল করল বাড়ির এদিকটার সাজসজ্জা অন্য অংশের চেয়ে আলাদা। বেশ আধুনিক। লাউঞ্জটা বিশাল, সুন্দর সাজানো-গোছানো। জয় পিছন থেকে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল। বিমলা আর সরোজা তাকে দেখতে পেয়ে কখন যে নীরবে কেটে পড়েছে, খেয়ালই করেনি সুসু।

'শ্বশুর বাড়ি কেমন লাগছে? যদি ভেবে থাকো বাড়িটা বাইরে থেকে দেখতে কেমন একরকম আর ভেতরে অন্যরকম, তাহলে সে কৃতিত্ব ব্যাবসের। দু'বছর আগে এখানে ও বেড়াতে এসে ভেতরের রুমগুলোর চেহারা পাল্টে দিয়ে গেছে।'

কথাটা জাদুমন্ত্রের মত কাজ করল। এক মুহূর্তে বাড়িটা ভাল লেগে গেল সুসুর। ফ্রেঞ্চ উইন্ডোওয়ালা বিশাল বেডরুম, সঙ্গে ছোটখাট পার্টির জন্য উপযুক্ত সিট-আউট ভাল লাগল। বাথরুমটাও বিশাল, দেখার মত। নিচতলায় আছে গেস্ট রুম ও বিশাল হলরুম। সেখানে জয়ের ব্যক্তিগত জিমনেশিয়াম আর চমৎকার সুইমিংপুল আছে। মা-বাবার মৃত্যুর পর বিশাল বাড়িটার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছে জয়, আলাদা একটা প্রবেশপথসহ একটা বড় অংশ নিজের অফিস-কাম-গেস্ট হাউস বানিয়ে নিয়েছে।

বাড়ির চারদিকে সুন্দর সবুজ বাগান আছে, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। সব মিলিয়ে জায়গাটা ভাল লেগে গেল ওর, কিন্তু বেশি ভাল লাগল 'বাডি' নামের বিশাল এক ল্যাব্রেডরকে। ওটারও রেড্ডি নগরের নতুন অতিথিকে ভাল লেগে গেছে।

প্রথম কয়েকটা দিন ওর ব্যয় হলো জয়দের বিষয়-সম্পত্তি ঘুরে দেখার কাজে। স্টুডিও এবং ওর বাবার সুগার ও পেপার মিলসহ সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে জড়িতদের সঙ্গে পরিচিত হতে। বারোতলা ফাইভ স্টার হোটেল রেড্ডি অ্যাস্টোরিয়ার টেরেস থেকে বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সেসব ওকে দেখাল জয়। সবখানে সুসুকে

সংক্ষিপ্ত 'আরতি' আর টিফিনের কবলে পড়তে হলো। পরিবারটি ভারতের সবচেয়ে ধনী পরিবারগুলোর অন্যতম, কাজেই বিষয়-সম্পত্তির সঙ্গে প্রতিটা অফিসে 'টিফিনের' আয়োজনও তেমনি হলো। ওপর থেকে ছোটখাট শহরের মত বিশাল স্টুডিও দেখে খুব ভাল লাগল সুসুর। ছোটখাট একটা শহরে যা যা থাকে, তার সবকিছু আছে সেটাতেও।

'বাবার অনেকগুলো ব্যবসা ছিল,' জয় বলল। 'আমিও আমারগুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তাই বাবা মারা যাওয়ার পর ঠিক করলাম, শুধু পেপার আর সুগার মিলটা রেখে আর সব বিক্রি করে দেব। তাই করেছি।'

বাপের স্মৃতি বলে ধরে রাখা, ব্যাপারটা যে শুধু তা-ই নয়, সুসুর চোখ এড়াল না সেটা। মিল দু'টো পরিচালনা করার জন্য অনেক বেশি বেতন দিয়ে উপযুক্ত অফিসার-কর্মচারী রেখেছে জয়, ফলে বাপের সময়ের চেয়ে এখন অনেক অনেক বেশি লাভ করছে সেগুলো। এই দুই ব্যবসার পিছনে সপ্তাহে তিনদিন দুই ঘণ্টা করে, মোট ছয় ঘণ্টা ব্যয় করে জয়।

জয়ের দৈনিক রুটিনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে সুসুর পনেরোদিনের মত লাগল। এক মাসের মধ্যে ওর স্টুডিওর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠল সে, সেখানকার স্টাফ ওয়েলফেয়ারের সঙ্গে ক্রমে নিজেকে জড়িয়ে নিল। কর্মচারীরা নিজেদের সমস্যা নিয়ে মালিকপত্নীকে মাথা ঘামাতে দেখে কৃতার্থ হলো। জয়ও হলো।

নিয়মিত স্টুডিওতে অফিস করতে লাগল সুসু। আনন্দেই দিন কাটছিল। আরও দু'সপ্তাহ কাটল, কিন্তু তারপরই হঠাৎ তাল কেটে যেতে শুরু করল। জয়ের নতুন ছবির শুটিং শেষ হওয়ার পথে, এই সময় আবার সেই "রাধিকা" নামটা উচ্চারিত হতে শুনল সুসু।

'রাধিকা দু'দিনের জন্য সময় করতে পারবে?' জয়কে প্রোডাকশনের সঙ্গে জড়িতদের প্রশ্ন করতে শুনে চোখ কুঁচকে উঠল সুসুর। অথবা 'রাধিকা পৌঁছেছে?', 'রাধিকার রিটার্ন টিকেট বুক করা হয়েছে?', বা 'রাধিকার মূড কিরকম?' ধরনের প্রশ্নও করতে লাগল জয়। এ নিয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করল না সুসু। ভাবল, সময় হলে জয় নিজেই জানাবে।

কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। মনে হলো কোথায় যেন কি সমস্যা বেধে গেছে। তার সঙ্গে বিমলা আম্মার প্রথমদিনকার সেই অদ্ভুত

মন্তব্য যোগ হতে অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল–এই বাড়িতে দু'বছর থাকেনি জয়, স্টুডিওতে থেকেছে। কেন? নিশ্চয়ই একা একা এতবড় বাড়িতে ভাল লাগত না ওর, ভাবল সুসু। হায়, যদি জানত বিমলা আম্মার সেই মন্তব্যের পিছনে কি ভয়ঙ্কর এক সত্য আত্মগোপন করে ছিল! যদি জানত সেই সুপ্ত সত্য প্রকাণ্ড করে ওর সুখ গ্রাস করতে আসছে! যদি জানত জয়ের জীবনে ওর আকস্মিক উপস্থিতি রেড্ডি রেসিডেন্সের বাইরের কত মানুষের ঘুম হারাম করে দিয়েছে! জানত না। তাই এ বাড়িতে প্রথম রাত কাটাবার পরদিন সকালে সুসু প্রতিজ্ঞা করেছিল, বাড়িটাকে আবার জয়ের থাকার যোগ্য করে তুলবে সে। কাজে শেষ হলে ও যাতে বাড়ি ফেরার জন্য ছটফট শুরু করে, তার ব্যবস্থা করবে।

লন্ডনে টিভি অনুষ্ঠান করার অফার ফিরিয়ে দেয়ার পর সুসু ঠিক করেছিল মুম্বাই এসে সাংবাদিকতা করবে। বিষয়টার ওপর আগেই শর্ট কোর্স করা ছিল। ঠিক করা ছিল, মেয়েদের পত্রিকায় মেয়েদের মানবিক সমস্যা নিয়ে লিখবে, গ্লান নিয়ে কাজ করবে, একইসঙ্গে মাস্টার্স করবে। ট্রেনিঙের সময় কয়েকটা ম্যাগাজিন ওকে নিয়োগের প্রস্তাবও দিয়েছিল, এমনকি তার একটা গ্রহন পর্যন্ত করে ফেলেছিল সুসু। এমন সময় জয় কুমার রেড্ডি ওর সমস্ত প্ল্যান ছিনতাই করে ফেলেছে। সেদিনই সেই ম্যাগাজিনের সম্পাদিকার কাছে চিঠি লিখে মত পরিবর্তনের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে সুসু।

ওদের দু'জনেরই ঘুম ভাঙে আলো ফোটার কিছুক্ষণের মধ্যে। সুসুর ভাঙে ৭টার আগে। কিন্তু বিয়ের পরদিনই ও বুঝে ফেলেছে জয় ঘুম ভেঙে ওকে পাশে দেখতে চায়, তাই ঘুম ভাঙলেই বিছানা না ছাড়ার অভ্যাস করে নিয়েছে। অপেক্ষায় থাকে জয়ের ঘুম ভাঙার, অথবা দেরি দেখলে ওর রোমশ বুকে মুখ ঘষে তার ঘুম ভাঙায়।

এ বাড়িতে আসার পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই ওদের বেডরুমে এক অচেনা লোককে ঘুরে বেড়াতে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল সুসু। আলমারী থেকে জয়ের কাপড়চোপড় বের করে নীরবে সাজিয়ে রাখছিল লোকটা। কোনদিকে তাকাচ্ছে না, মুখে কথা নেই। জয়কে ডাকবে কি না ভাবছিল ও, এমন সময় জয় নিজেই কথা বলে উঠল। সুসকে লক্ষ করছিল এতক্ষণ।

'ও হচ্ছে বালা,' ঘুম ভাঙতে সুসুর আতঙ্কিত চেহারার দিকে তাকিয়ে হসল সে। 'আমার খাস ভ্যালে। ওয়ার্কিং ডে-তে আমার পায়ে পায়ে

লেগে থাকে। সারাদিনের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু আমার হাতের কাছে গুছিয়ে রাখে ও। খুব বিশ্বস্ত।'

সেদিনের পর লোকটাকে দেখে আর অবাক হয়নি ও। রবিবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি ছয়দিন ওদের ঘুম ভাঙার আগেই বালা হাজির হয়ে যেত, জয়ের দিনের কাপড়চোপড়, শু ইত্যাদি গুছিয়ে পালিশ করে দিত। লোকটার কয়েকদিনের মধ্যে নীরব উপস্থিতির ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে উঠল সুসু। প্রয়োজন ছাড়া একটা কথাও বলত না সে।

ঘুম থেকে উঠে অন্তত এক ঘণ্টা ব্যয়াম করে জয় ও সুসু। ব্যয়াম ও সুইমিং পুলে সাঁতার সেরে স্টুডিও যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নেয়া শুরু হয় জয়ের। ঠিক সাড়ে আটটায় টেবিলে নাস্তা দেয়া হয়। শ্রীনিবাসগুরুও একই সময় হাজির হয়। জয়ের সঙ্গে দিনের রুটিন নিয়ে আলোচনা করে সে। জয় কাজে বের হওয়ার সময় সুসু ওকে পোর্চ পর্যন্ত এগিয়ে দেয়, ওর গাড়ি চোখের আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর হাউসকীপার রবার্টকে নিয়ে গোটা বাড়ি এবং বাগান চক্কর দিয়ে আসতে বের হয়। এতে বাড়ির কোথায় কি কাজ হচ্ছে, তার ওপর নজর রাখা এবং কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, দুটোই হয়। ওদের বাড়িটাও তেমনি, অবিশ্বাস্যরকম বিশাল। কতগুলো যে রুম, তার কোন হদিস নেই। সারাক্ষণ 'বাড়ি' ওর পায়ে পায়ে লেগে থাকে।

ড্রাইভ করতে ভাল লাগে সুসুর। প্রথম দু'দিন ড্রাইভার স্টুডিও পৌঁছে দিয়েছিল ওকে, তারপর থেকে ও নিজেই ড্রাইভ করে স্টুডিওতে যাওয়া শুরু করে। যে তিনদিন সকালে জয় স্টুডিওতে থাকে না, পেপার মিল আর সুগার মিল সামালাতে যায়, সে তিনদিন ওর স্টুডিওতে যেতে ইচ্ছা করে না। নিজের অফিসে বসে এক কাপ কপি বা ডাবের পানি খেয়ে দুপুরের আগেই বাড়ি ফিরে আসে।

ওর দুপুর কাটে নিজেদের সুইট গোছগাছের পিছনে। সরোজা এ কাজে সাহায্য করে। মেয়েটা এর মধ্যে এসব কাজে নিজেকে অপরিহার্য করে তুলেছে। শেষ দুপুরের দিকে আরেকবার বাড়ি ঘুরে আসতে বের হয়। বিশাল কিচেনে কফিতে খাওয়ার ফাঁকে কুক এবং তার সহকারীর সঙ্গে রাতের মেনু নিয়ে আলোচনা করতে ওর ভাল লাগে। কুক অল্পবয়সী, জয়দের হোটেল থেকে চমৎকার রান্নার ট্রেনিং নিয়ে এসেছে।

অন্ধ্র প্রদেশের লোক তিন বেলা অতিরিক্ত মশলাদার তরকারি ও দলা দলা ভাত গিললেও জয়দের ট্রেতে ওই জিনিস কখনও জায়গা পায় না।

কারণ ওদের কুকু খানদানি কুকু, আবোল-তাবোল রাঁধে না। সুসু শুনেছে, জয় বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়ামাত্র লন্ডন থেকে ফোন করে রেডিড অ্যাস্টোরিয়ার এই কুককে বাসায় বদলির নির্দেশ দিয়েছিল। কুক সে নির্দেশ পেয়ে খুশি, কারণ এ বাড়িতেই বড় হয়েছে সে। যারা এ বাড়িতে কাজ করে তারা হয় জয়ের বাবার আমলের কর্মচারী, নয়তো তাদের ছেলেমেয়ে। তার সহকারী তারই স্ত্রী। তারা সব সময় চেষ্টা করে কিভাবে জয় ও তার পত্নীকে খুশি রাখা যায়।

হার্টফোর্ডশায়ারের সেই লেকের পাড়ে সুসু জয়কে যা বলেছিল, কথাটা মিথ্যা নয়। ও আসলেই রান্না করতে পারে না। ও চিরকাল মমকে অথবা ব্যবসকে এ কাজে সাহায়তা করে এসেছে, কোনদিও রান্না শেখার প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই এই দু'জনের সঙ্গে রোজ রান্না নিয়ে গল্প করতে ভাল লাগে ওর। তাতে একাকীত্বও দূর হয়।

একাকীত্ব বলে ওকে এমনিতেও কিছু টের পেতে হয় না। কাজের ফাঁকে যেটুকু অবসর পাওয়া যায়, পত্রিকা-ম্যাগাজিন পড়ে কাটায়, নয়তো জয়ের কোন আত্মীয়ের সঙ্গে গল্প করে। মা, ব্যাবস্ বা বন্ধুদের কারও সঙ্গে কথা বলে সময় কাটানোর ব্যাপারটা তো থাকলই। জয়ের আত্মীয়দের মধ্যে এক কাজিন প্রভাতী এবং তার সুসুর বয়সী ছেলে বিবেক, দুজনকেই ওর খুব ভালো লাগে।

বিবেক জয়ের ভীষণ ভক্ত। বিবেকের ফ্যাশনদুরস্ত বুটিকের ভাল ব্যবসা আছে দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র। নাম 'কপি মি'। দূর প্রাচ্যের কয়েকটা দেশ থেকে নিজে গিয়ে লেটেস্ট ডিজাইনের মাল কিনে আনে বিবেক। নিজেও সব সময় ওইসব পরে থাকে। ছবির জন্য জয়ের সমস্ত ড্রেস 'কপি মি' তৈরি করে। তাতে বিবেকের ভাল রোজগার হয়। খবরটা প্রভাতীর মুখে শুনেছিল সুসু।

'লেখাপড়া করার জন্যে আমরাও চেয়েছিলাম জয়ের মত বিবেককে বিদেশে পাঠাতে,' প্রভাতী বলল। 'কিন্তু ওর গ্রেড ভালো ছিল না, নিজেও লেখাপড়ায় তেমন আগ্রহী ছিল না। তাই জয়ের ব্যবসাটাই ধরিয়ে দেয়া হলো ওকে।'

'জয়ের ব্যবসা?' সুসু অবাক হয়ে বলল।

'নিশ্চয়ই! তুমি জানো না, এটা তো জয়েরই ব্যবসা ছিল? তোমাকে বলেনি কখনও?' একটু পর আবার বলল, 'অবশ্য জয় এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। নিত্য নতুন ড্রেস পছন্দ ছিল জয়ের, তাই কলেজ জীবন

থেকেই ড্রেস ডিজাইন করত। পয়সা ভালোই আসত। পরে যখন দেখল বিবেক কিছু একটা ব্যবসা খুঁজছে, তখন হঠাৎ একদিন ওকে 'কপি মি' প্রেজেন্ট করে দিল।

খবরটা শুনে সুসুর যেমন ভাল লাগল, তেমন অবাকও লাগল। নিজের ব্যাপারে এত নীরব কেন মানুষটা? প্রভাতী তার ছেলেকে একটা লাইন ধরিয়ে দেয়ার জন্য জয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ, এরকম আর কত প্রভাতী আছে হায়দ্রাবাদে? সুসু নিশ্চিত, এ প্রশ্নের উত্তর কোনদিনও জানা হবে না ওর। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সুস্মিতা বুঝল, তার স্বামী একজন ব্যতিক্রমী, বিস্ময়কর মানুষ। যার স্ব স্ব ক্ষেত্রের সঠিক মানুষ বাছাই করার বিস্ময়কর হাতযশ আছে। বাছাই সম্পন্ন হতে সঠিক কাজটির দায়িত্ব সম্পূর্ণ আস্থার সঙ্গে তার হাতে ছেড়ে দেয় সে, কোনরকম খবরদারী করে না, কিন্তু প্রয়োজন দেখা দিলে প্রতিনিধিত্ব করে–তার ফলটা দাঁড়ায় রীতিমত ঈর্ষাজনক। প্রতিটা ব্যবসা অল্পদিনে দাঁড়িয়ে যায়। এই কারণেই জয় এত বড় একজন সফল ব্যবসায়ী।

স্টুডিওতে নিয়মিত আসা-যাওয়া করার ফলে স্বামী সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারল সুসু। জয় এমন একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা, যার সে জগতের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কে খুব স্বচ্ছ জ্ঞান আছে। কোন ব্যাপারে কি করতে হবে, তা নিয়ে আর কারও সঙ্গে পরামর্শ করে না জয়। যেমন, কোনও ছবির স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করার সময়ে দৃশ্যটা কি ধরনের হবে, সে ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে নিজের কাজে চলে যায়। পরামর্শ কার্যকর হচ্ছে কি না দেখার জন্য স্ক্রিপ্ট সেশনে বসে থাকে না। পরে কাজটা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেয়। এ ব্যাপারে এক চুল পরিমাণ ছাড় দেয় না জয়।

কর্মী হিসেবে কঠোর পরিশ্রমী সে। সপ্তাহের সাতদিনই কাজ করে অভ্যস্ত। অবশ্য বিয়ের পর নিজের জন্য বছরে দু'দিন ছুটি ঘোষণা করেছে জয়–একদিন নিজেদের বিয়ে বার্ষিকী, এবং আরেকদিন সুসুর জন্মদিন পালনের জন্য। পেশাগত কাজের পিছনে যত সময়ই খরচ করুক, ব্যক্তিগত কাজের পিছনেও পর্যাপ্ত সময় দেয় ও।

সন্ধ্যা হতে না হতে জয়ের ফেরার প্রতীক্ষায় থাকে সুসু। রাত আটটার দিকে সাধারণত বাড়ি ফেরে জয়। স্টুডিও ছাড়ার আগে ফোন করে রওনা করার খবর সুসুকে জানায় ও, তখন থেকেই দোতলার বারান্দায় প্রিয়তমের অ্যাম্বাসেডর গাড়ির হেডলাইটের দেখা পাওয়ার আশায় দাঁড়িয়ে থাকে সুসু। আর কোথাও হলে রেঞ্জ রোভার বা

বিএমডব্লিউ চড়ে জয়, কিন্তু হায়দ্রাবাদে চড়ে অতি সাধারণ অ্যাম্বাসেডরে।

প্রথমদিন জয়কে রিসিভ করতে এসে অবাক হয়ে যায় ও। 'সারাদিন কাজ করার পরও তোমাকে এত ফ্রেশ লাগছে কি করে?'

জবাব দেয়ার আগে ওকে নিজেদের বেডরুমে টেনে নিয়ে গেল জয়। 'বাডি' পিছনে লেগে রয়েছে দেখে দরজা বন্ধ করে সুসুকে দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরে ওর ঠোঁট মুখের মধ্যে নিয়ে দীর্ঘ চুমো দিয়ে বলল, 'স্টুডিওতে এক রাউন্ড স্কোয়াশ খেলে গোসল করে এসেছি। বুঝতেই পারছ!'

'স্টুডিওতে স্কোয়াশ খেলো তুমি?'

'হ্যাঁ। চাইলে তুমিও খেলতে আসতে পারো। অথবা যদি চাও বাড়িতেই একটা কোর্ট বানিয়ে নিতে পারো। বাড়িটা যখন তোমার, তখন তোমার যা খুশি তাই করতে পারো, সুইটহার্ট। শুধু মুখ দিয়ে বললেই হবে!'

হায়দ্রাবাদের প্রথম রাত স্মরণীয় করে রাখার জন্য সুসুকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে ডিনার করতে গিয়েছিল জয়, কিন্তু ভক্তদের জ্বালায় দশ মিনিটের বেশি টিকতে পারেনি। পালিয়ে আসতে হয়েছিল। সেই ঘটনার পর থেকে লাঞ্চ বা ডিনার খেতে আর বাইরে যায়নি ওরা। বরং বাড়িতে বসে শান্তিতে খেয়েছে।

তবে গ্রাহাম বেলের আবিষ্কার ছিল এক কথায় বিরক্তিকর। সব সময় জয়ের কল আসত, মেয়েরাই বেশি করত। কোন কোন কলার কথা বলত না, এ প্রান্ত থেকে রিসিভার তোলা হলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ করে থাকে। টিনএজাররা শুধু হাসে, জে. কে-র জন্য শব্দ করে ফ্লাইং কিস উপহার পাঠায়। প্রথমদিকে অবাক হত সুসু, যত দিন যেতে লাগল তত ক্লান্ত হয়ে উঠতে লাগল। পরে ফোন ধরা ছেড়েই দিল ও।

স্টাফদের হাতে ছেড়ে দিল সে দায়িত্ব। ওদের বেডরুমে একটা আনলিস্টেড ফোন ছিল, একান্ত ঘনিষ্টরা ছাড়া ওটার নম্বর কারও জানা ছিল না, একমাত্র সেটা ধরত।

বাইরে থাকলেও দিনে অন্তত দু'বার বাসায় ফোন করত জয়, সেই বিশেষ নম্বরে। কখনও শুধু "হাই" বলার জন্য, কখনও সন্ধ্যার পরের প্রোগ্রাম করার জন্য। জয় এমনিতে কম কথার মানুষ, কিন্তু রাতে বাসায় ফিরে সুসুর সঙ্গে দিনের কাজ নিয়ে এমনভাবে গল্প করত, ওর মনে হতো

সারাদিন জয়ের সঙ্গে কাটিয়ে এসেছে। এরকম গল্পের মধ্যে দিয়ে একদিন জয়ের মুখ থেকে প্রথম রাধিকার প্রসঙ্গ বের হলো।

'একটা প্যাচওয়ার্কের কাজে দু'দিনের জন্যে হলেও রাধিকাকে ভীষণ দরকার আমাদের,' জয় বলল। 'অথচ ওকে পাওয়ার উপায় নেই। মাদ্রাজে একটা তামিল ছবির কাজে ব্যস্ত। বাধ্য হয়ে সেই ছবির প্রডিউসারের কাছে রাধিকাকে কয়েকদিনের জন্যে ধার চেয়ে পাঠাতে হয়েছিল। দক্ষিণের ছবির জগত অনেক অর্গানাইজড্, চাইলেই রাধিকার মত গুরুত্বপূর্ণ একজন স্টারকে ধার পাওয়া যায় না। তবু আমরা পেয়েছি, কারণ একবার এই প্রডিউসারকে এরকম সাহায্য আমরাও করেছি। তাই "না" করার পথ ছিল না লোকটার। তারপরও আজ রাধিকা স্টুডিওতে মুখ না দেখানো পর্যন্ত আমরা সবাই খুব টেনশনে ছিলাম।'

'এই প্যাচওয়ার্ক হয়ে গেলেই তোমার ছবি কমপ্লিট হয়ে যাবে?'

'না, সুস,' জয় হেসে ওর নাক টিপে দিল। 'এখনও অনেক কিছু বাকি আছে। ডাবিং, ব্যাকগ্রাউন্ডের কিছু কাজ, ডায়লগ-মিউজিক ট্র্যাক মিক্সিং, ফাইন্যাল এডিটিং ইত্যাদি। আমরা একে বলি পোস্ট-প্রোডাকশন ওয়ার্ক। এতে সব মিলিয়ে আরও এক মাস সময় লাগবে। তারপর আছে সেন্সর। ওদিকের কাজও চলবে, এদিকে ছবির সোল ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে আমাদেরকে মার্কেটিঙের ব্যাপারটাও দেখতে হবে।

'কতগুলো থিয়েটার ছবি মুক্তি পাবে, কতগুলো প্রিন্ট করাতে হবে। তারপর পোস্টার, হোর্ডিংসহ অন্য সব পাবলিসিটির ব্যাপারটাও দেখতে হবে। আশা করছি এপ্রিলের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলতে পারব আমরা। ১৫ মে ছবি মুক্তির তারিখ ঘোষণা করার ইচ্ছে আছে। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে তখন, স্কুল-কলেজ ছুটি থাকবে।'

রোজ কাজ শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরা জয়ও বেশ উপভোগ করতে লাগল। মাঝে মাঝে সুসুকে নিয়ে বাইরে বের হত ও, হয় কোন বন্ধুর বাসায়, নয়তো তাদের কাউকে নিজ বাড়িতেই ডিনারে নিমন্ত্রণ করত। অনেক রাত পর্যন্ত চলত জমজমাট আড্ডা ও খাওয়া-দাওয়া। সেই সূত্রে এক সপ্তাহের মধ্যেই জয়ের বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ফিলমি বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হলো সুসুর।

তাদের একজনের নাম আদিত্য কুমার। জয়ের কলেজ জীবনের বন্ধু সে, বর্তমানে ফিনান্স মিনিস্ট্রির হোমরাচোমরা। সে ছাড়া আরও

কয়েকজন নামকরা ব্যবসায়ীও আছে। হায়দ্রাবাদ আসার পরের সপ্তাহে জয়ের এক বন্ধু তাদের সম্মানে ফিলমল্যান্ড ডিনার থ্রো করল। তার নাম সুরেশ নাইডু, স্থানীয় আরেক স্টুডিওর মালিক।

'বানজারা হিলের ওপরে সবুজ রঙের বাংলো,' জয় টেলিফোনে সুসুকে জানাল। 'আমাদের স্টুডিও আসার পথে পড়ে। চিনতে পেরেছ? আজ রাত আটটায় চলে এসো ওখানে। আমি স্টুডিও থেকে যাব। ওকে?'

সন্ধ্যায় পার্টিতে যাওয়ার জন্য ড্রেসিং করতে যাচ্ছিল সুসু, এমন সময় একটা ফোন এল। খুশি মনে রিসিভার তুলল ও। ভেবেছে জয় করেছে, ও কখন বের হচ্ছে খোঁজ নিতে। কিন্তু জয় নয়, আর কেউ। চাপা গলায় অনবরত কি যেন বলছে লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে ফোন রেখে দিল সুসু, ব্যাপারটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করল। কোথায় যাচ্ছে সে ব্যাপারে ভালই ধারণা আছে, তাই ট্যান রঙের শিফনের স্কার্ট আর ব্লাউজ পরল ও, সঙ্গে দোপাট্টা। মেক-আপ নিল হালকা করে, কানে দিল সোনা আর ডায়মন্ডের ইয়াররিং। এই সামান্য সাজেই অসাধারণ সুন্দরী হয়ে উঠল ও।

স্ত্রী এই প্রথম ওর সঙ্গ ছাড়া সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বের হচ্ছে, তাই জয় গার্ডেন পার্টিতে অস্থির চিত্তে অপেক্ষা করছে। বারবার গেটের দিকে তাকাচ্ছে। সময় মত বাড়ির গেট দিয়ে সুসুর সিলভার গ্রে মারুতি ঢুকতে দেখে যেন ধড়ে প্রাণ এল ওর, প্রায় ছুটে এল। ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে এল সুসু, স্বামীর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল।

বিয়ের পর আজ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মত ওকে কুর্তা ও চুড়িদার পরা অবস্থায় দেখছে সে। অপূর্ব! পুরুষ মানুষ এত সুন্দর, এত ভয়ঙ্কররকম আকর্ষণীয় হয় কি করে ভাবছে। ওর জানা নেই, সময় নষ্ট হবে বলে শুটিঙের ড্রেস না পাল্টেই পার্টিতে ছুটে এসেছে জয়। চোখ কুঁচকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু শেষ সময়ে মত পাল্টাল।

'এসো,' বলে সুসুর হাত ধরল। লনে অপেক্ষমাণদের গেস্টদের পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভেতরদিকে যেতে যেতে চাপা গলায় বলল, 'আমার এক কোলিগের মা ওপরতলায় বসে আছে, শুধু তোমাকে দেখার জন্য কষ্ট করে এসেছে মহিলা। দোতলায় আছে। চলো, আগে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই তোমাকে।' মহিলা অনেক বয়স্ক। দাঁত নেই একটাও। সিল্ক কাঞ্জিভরম শাড়ি পরা, নাকে-কানে উজ্জ্বল ডায়মন্ডের অলঙ্কার।

সুসুকে দেখে দাঁতহীন মাঢ়ী বের করে হাসল বৃদ্ধা, কাছে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে তেলেগু ভাষায় বলল, 'জয়কে আমরা বিশেষ চোখে দেখি, মা। ও বলতে গেলে আমাদের ছেলের মত। ওর বাবা মাকে ওর জন্মের আগে থেকে চিনি আমরা।'

কি সব বলে ওকে আশীর্বাদ করে দিল বুড়ি। জয় কথাগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিল। নিচে আসার সময় সিঁড়িতে হঠাৎ ঠেসে ধরে সুসুর ঠোঁটে জোরে চুমো দিল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'তোমাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে, ডার্লিং। আমার বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে। গোল্লায় যাক পার্টি।'

মূল পার্টিতে যোগ দিল ওরা। পার্টির হোস্ট সুরেশ নাইডু ও তার সুন্দরী, আকর্ষণীয় চেহারার স্ত্রীসহ সেখানে উপস্থিত আরও অনেকের সঙ্গে ওকে পরিচয় করিয়ে দিল জয়। এখানে পার্টি বেশ আগে আগে শুরু হয়, অবস্থা দেখে ভাবল সুসু। ১০টায় ডিনার সার্ভ করাকে এখানে লেট নাইট ডিনার হিসেবে ধরা হয়। পুরুষদের বেশিরভাগই বারে পান করছে, জয় গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

হোস্টের বউ সুসুকে একদল মহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। সেখান থেকে ওকে নিয়ে আরেকদিকে এগুলো মহিলা, দুই সুন্দরী মেয়ের দিকে। চেয়ারে বসে গল্প করছে তারা।

সেদিকে কয়েক পা যেতেই সুসুর মনে হলো ওর চারদিকে অন্যরকম এক তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। অনেকগুলো ফ্ল্যাশবাল্‌ব ওর মুখের সামনে ঝল্‌সে উঠল। একই মুহূর্তে জয়কে ওর পাশে দেখে মনে মনে অবাক হলো সুসু।

'রাধিকার সাথে পরিচয় হয়েছে তোমার, সুস? আমাদের লেটেস্ট ছবির নায়িকা? এ হচ্ছে ডক্টর মঙ্গলা,' চেয়ারে বসা মেয়ে দুটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ও। 'আমাদের স্টুডিওর মেডিক্যাল অফিসার, রোজ কয়েক ঘণ্টা কাটায় সেখানে। টাউনেও প্র্যাকটিস করে ডক্টর। আর এ হচ্ছে আমাদের এক নায়িকা, রাধিকা।'

মেয়েটাকে দেখে অদ্ভুত এক অনুভূতি হলেও মনের ভাব প্রকাশ করল না সুসু। বরং হাসিমুখে বলল, 'সবার মুখে তোমার অনেক প্রশংসা শুনি। স্টুডিওতে তোমাকেও দেখতে পাব নিশ্চয়ই?'

'পেতে পারো, যদি তোমার স্বামী তার পরের ছবিতে আমাকে চান্স দেয়,' নিষ্প্রাণ হাসি দিল মেয়েটা।

'ওহ্, আমি দুঃখিত,' বিব্রত চেহারা হলো সুসুর। 'আসলে জয়ের পেশা সম্পর্কে তেমন স্পষ্ট কোন ধারণা নেই আমার।'

মেয়েটার মুখ আঁধার করা হাসি পছন্দ হলো না ওর। মনে হচ্ছে যেন ওই হাসির আড়ালে কোন মতলব আছে। মেয়েটি এমনিতে অপূর্ব সুন্দরী, কোন সন্দেহ নেই। তার ওপর গোড়ালী পর্যন্ত দীর্ঘ ভয়েলের সালওয়ার ও চুড়িদারে মানিয়েছেও তেমনি। চমৎকার চিকনকারির কাজ করা দোপাট্টা আছে তার সঙ্গে।

সুসু নিজে দেশ-বিদেশের ফ্যাশন জগৎ সম্পর্কে ভাল খোঁজ-খবর রাখে, তাই দেখামাত্র বুঝে ফেলল ওটা ফ্যাশন ডিজাইনার নীতা লুল্লার কাজ, এক মহিলা ম্যাগাজিনে এই ড্রেসের ছবি ছাপা হয়েছিল ক'দিন আগে, জানা আছে সুসুর।

যা ওর জানা নেই, তা হলো, মুম্বাইয়ের অভিনেত্রী নাগমা সব সময় কাঞ্জিভরম শাড়ি পরে অভিনয় করত। কয়েক বছর হলো ভারী বলে ওই শাড়ি পরা ছেড়ে দিয়ে শ্রীদেবীর ড্রেস ডিজাইনার নীতা লুল্লাকে দিয়ে ড্রেস তৈরি করিয়ে পরে আসছে। রাধিকাও তার ডিজাইন করা পোশাক পরে। ওদিকে জয় পার্টির 'মেন ওনলি' নিয়ম ভেঙে স্ত্রীর সঙ্গে লেগে থাকল, এক হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে আগলে রাখল ওকে। বাড়ি ফেরার পথে জয় ক্রমে গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগল।

'আজ তুমি কি ভেবে ড্রাইভ করতে গেলে, সুস? তুমি যে ড্রাইভিং জানো, আজই প্রথম জানলাম আমি।'

'আমি ষোলো বছর বয়স থেকে ড্রাইভ করছি,' ও বলল। 'লন্ডনে আর মুম্বাইতে ড্রাইভ করতে ভালো লাগে আমার।'

'এটা লন্ডন বা মুম্বাই না!' রেগে উঠল জয়। 'আমারই ভুল হয়েছে। তোমার ড্রাইভার ব্যাটা কোথায়?'

'জানি না,' শ্রাগ করল সুসু। ও শুধু শুধু মেজাজ খারাপ করছে কেন বুঝে উঠতে পারল না। 'ওর খোঁজ রাখি না। আমি তো প্রথম থেকেই নিজের গাড়ি নিজে ড্রাইভ করে আসছি।'

'কি বললে?' চোখ কপালে তুলে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'এতদিন তুমি একা গাড়ি চালিয়ে এদিক-সেদিক গিয়েছ, অথচ তা নিয়ে কেউ কিছু জানায়নি আমাকে?'

'ব্যাপার কি, এই সামান্য বিষয় নিয়ে এত চেঁচামেচি শুরু করলে কেন তুমি? হায়দ্রাবাদে মেয়েরা গাড়ি চালায় না নাকি?'

'অন্য মেয়েরা চালায়, কিন্তু জয় কুমার রেড্ডির বউ চালায় না। এই শহর তোমার একা একা চলার উপযুক্ত জায়গা না, সুস। এখানে তুমি কাউকে চেনো না, কিন্তু অন্যরা প্রত্যেকে তোমাকে চেনে। জানে তুমি কে। আমাদের রাজ্যের নকশালপন্থীরা ভীষণ সঙ্ঘবদ্ধ, জানো? একবার যদি ধরতে পারে আর কখনও একা বাড়ি থেকে বের হবে না, বুঝেছ? ভুলেও না। আর তোমাকে আমি যে ড্রাইভার দিয়েছি, সে শুধুই ড্রাইভার না, ট্রেনিং পাওয়া বডিগার্ড।'

'আমি দুঃখিত, জয়,' সুসু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল। ভয়ে বুক কেঁপে গেছে। 'বোকার মত কাজ করে ফেলেছি। এরকম আর হবে না। কিন্তু ড্রাইভারকে কিছু বোলো না, প্লিজ! ওর কোন দোষ নেই।'

ওকে আরও কাছে টেনে নিয়ে এল জয়। বক্তৃতা এখনও শেষ হয়নি। 'সুস, শিবের পার্টিতে তোমাকে দেখামাত্র তোমার প্রেমে উন্মাদ হয়ে গেছি আমি। তুমি অল্প বয়সী আর অসম্ভব সুন্দরী। তোমাকে দেখলে মানুষের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয় তুমি জানো না। এরমধ্যে কিছু যে ঘটে যায়নি, সে জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ। আর কখনও আমাকে না জানিয়ে একা বাইরে যাবে না তুমি, বুঝতে পেরেছ?'

অনেক রাতে জয় ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ওর গা ঘেঁষে শুয়ে থাকল সুসু। গত কয়েকদিন বেপরোয়াভাবে শহরের যেখানে-সেখানে ড্রাইভ করে বেড়িয়েছে ও, কথাটা ভেবে মনে মনে শিউরে উঠল। মিস সুস্মিতা হার্ডিকার যখন থেকে মিসেস রেড্ডি হয়েছে, তখন থেকে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতাও বিসর্জন দিতে হয়েছে তাকে, কথাটা মনে ছিল না। এখন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও সে কথা ভোলা চলবে না।

পনেরো

'সুস, কোথায় গেলে? সাড়ে আটটা বাজে!' ওপরতলা থেকে চেঁচিয়ে ডাকল জয়। 'ওপরে এসে আমার জামার বোতাম লাগিয়ে দিয়ে যাও, প্লিজ! দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

নিচে নাস্তার আয়োজন দেখছিল সুসু, পতিদেবতার ডাক শুনে দৌড়ে উঠে এল। মনে মনে হাসছে। ও জানে, ব্যাপার আসলে বোতাম লাগিয়ে দেয়া নয়, আর কিছু। ওকে কাছে পাওয়া।

'এতদিন বোতাম লাগাতে কি করে শুনি?' বেডরুমে ঢুকে বলল ও।

'ভগবান জানে!' শ্রাগ করে দুষ্টুমির হাসি দিল জয়। 'এগুলো আজকাল উল্টোপাল্টা আচরণ করছে আমার সাথে।'

'বোতাম কিছুই করছে না!' স্বামীকে চোখ পাকাল ও। 'তুমি করছ যা করার!'

'আমাকে দোষ দেবে না!' হ্যাঁচকা টানে কাছে নিয়ে এসে ওর সারা দেহে চোখ বোলাল জয়। সকালে গোসল সেরে সাদা, খাটো ক্রপ টপ্, হাতাছাড়া ডেনিম জ্যাকেট আর ব্লু জিনস্ পরেছে সুসু। ফলে ওর সমতল পেট ও সুন্দর ঘাড়ের ওপর থেকে চোখ ফেরানো দায় হয়ে পড়েছে। 'সকালে ঘুম না ভাঙতেই পরীর মত সেজেছ, ব্যাপার কি?' ওর ঘাড়ে জোরে একটা চুমো দিয়ে গোলাপী চামড়ায় গাঢ় দাগ ফেলে দিল।

'ডার্লিং, বোতাম তো কবেই লাগিয়ে ফেলেছ!' ধাক্কা মেরে জয়কে সরিয়ে দিল ও। হাতঘড়িতে টোকা দিয়ে বলল, 'কয়টা বাজে খেয়াল আছে? শ্রীনিবাসগুরু তোমার অপেক্ষা করছেন।'

আবার দুষ্টুমির হাসি দিয়ে ওর হাত ধরে দৌড়ে নিচে চলে এল জয়, নাস্তা খাওয়ার ফাঁকে কথা বলতে লাগল বৃদ্ধের সঙ্গে। সুসু চোখের কোণ দিয়ে পোর্টিকোয় ওর নিজের ড্রাইভারকে ঘুরঘুর করতে দেখে মনে মনে হাসল। স্বপদে নতুন করে বহাল হয়েছে লোকটা। জয় আর শ্রীনিবাস রাও বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে টেলিফোন বেজে উঠল।

বেডরুমের আনলিস্টেড ফোনটা বাজছে। ভাবল, নিশ্চয়ই স্টুডিও যাওয়ার পথে আবার কিছু মনে পড়েছে জয়ের, তাই ফোন করেছে। ওপরে এসে রিসিভার তুলল ও, এবং কলার কে টের পেয়ে পরক্ষণে রেখেও দিল। এই নম্বর ওদের একান্ত আপনজদের ছাড়া বাইরের কারও জানা নেই, লীক হলো কি করে?

একটু পর আবার ফোনটা বাজল। এবার জয় করেছে। 'হাই! আজ তুমি স্টুডিওতে আসছ কি না জানার জন্যে ফোন করলাম,' বলল সে।

'চিন্তার কিছু নেই,' সুসু বলল। 'ড্রাইভার ছাড়া আর বের হচ্ছি না আমি, মিস্টার।' লোকটা ওর সঙ্গে থাকল ঠিকই, তবে হুইলে বসার সুযোগ পেল না। ও তাকে পিছনের সীটে বসিয়ে রেখে নিজেই ড্রাইভ করল। 'এই পর্যন্ত করতে রাজি আছি আমি, মি. জয় কুমার,' মনে মনে বলল ও। 'এর বেশি না।' জয় ব্যাপারটা খেয়াল করে মৃদু হেসে অনুমোদন জানাল। 'ঠিক আছে, এতেও চলবে।'

বিয়ের পর জয়ের প্রকৃতি আমূল বদলে গেছে। রাতে আজকাল বাইরে ঘোরাঘুরি করতে একদম ভাল লাগে না যদি ওর নিজেদের বাড়িতে, বিশেষ করে নিজেদের বেডরুমে কাটানো সম্ভব হয়। তাহলে রাতে এমনকি নিচতলায়ও আসতে চায় না ও। ডিনার ওপরে পাঠিয়ে দেয়া হয়, খাওয়ার ইচ্ছা হলে সুসু প্যানট্রির মাইক্রোওয়েভে গরম করে নেয়। ফলে ওদের সুইটে রিজেন্টের হানিমন সুইটের পরিবেশ বজায় থাকে, যতদিন না ওরা সন্ধ্যার পর বাইরে গিয়ে রুটিন ভঙ্গ করে।

জয়ের প্রধান আয়েশ হচ্ছে কোমরে শুধু একটা তোয়ালে পেঁচিয়ে নিজের বেডরুমে ঘুরে বেড়ানো, নয়তো বিশাল টিভি সেটের সামনে কার্পেটে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে লেজারে ছবি দেখা। সুসুর সঙ্গে দিনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা নয়তো খুনসুঁটি করা। দিনের পর দিন এই রুটিন মেনে চলতে গিয়ে জয়ের উপলব্ধি হলো, মানুষ একা একা জীবন কাটায় কি করে? ঘরের উষ্ণতা ছাড়া এতগুলো বছর ও কাটাল কি করে? কেউ শুধু বিছানা গরম করবে, এটা তো জীবন হতে পারে না!

ওইদিনই সন্ধ্যায় করেজ জীবনের বন্ধু আদিত্য কুমারের জন্মবার্ষিকীতে যেতেই হলো ওদের। ভদ্রলোক একে জয়ের বন্ধু, তারওপর অর্থ মন্ত্রনালয়ের হোমারাচোমড়াদের একজন। এবং সবচেয়ে বড় পরিচয়, তেলেগু দেশম পার্টির নেতা সে। ওদিকে জয়ের বাবা,

শিবনারায়ণ রেড্ডি ছিল গান্ধী পরিবারের একান্ত ঘনিষ্ঠদের একজন ও কংগ্রেস-আই দলের বিশ্বস্ত সেবক। জয় রাজনীতি না করলেও ব্যক্তিগতভাবে সবার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলে। কজেই রাজনীতির স্বার্থে না হলেও বন্ধুত্বের স্বার্থে এসব পার্টিতে যেতেই হয় তাকে।

জয় সবার কাছে জে. কে নামে পরিচিত, কাজেই হোস্ট পার্টিতে সুসুকে সবার সঙ্গে মিসেস জে. কে বলে পরিচয় করিয়ে দিল। শুনতে মন্দ লাগল না ওর। ওদের ফিলমল্যান্ড পার্টির হোস্ট সুরেশ নাইডু এবং তার স্ত্রীও সেখানে আছে দেখে খুশি হলো। পার্টি শেষে বাসায় ফেরার পথে সুসু বলল, 'জয়, তোমার বন্ধু সুরেশ একটু অন্যরকমের মানুষ মনে হলো! পুরো ফিলমি বলে মনে হয়নি তাকে।'

'ঠিক। ফিলমি বলতে তুমি যদি ভেবে থাকো আমরা চিৎকার করে কথা বলি বা এই ধরনের আর কিছু, তাহলে ভুল করবে। আমরা সবাই সেরকম নই।'

'তোমার কথা আলাদা, জয়,' সুসু বলল। 'তুমি অভিনেতা ঠিকই, কিন্তু তাছাড়াও তোমার আরেক পরিচয় আছে। তুমি একজন সফল শিল্পপতিও। ব্যবসা আর হায়দ্রাবাদের বাইরের জীবন ছাড়া তুমি অসম্পূর্ণ।'

'আমি আমার একার ব্যাপারে কথা বলছি না, ডার্লিং,' মাথা নাড়ল জয়। 'অভিনয় আমার জীবনের একটা অংশ, কথাটা ঠিক। কিন্তু অভিনয় যদি কারও একমাত্র পেশাও হয়, তাতেও সে সাব-হিউম্যান হয়ে যায় না। সুরেশ ছাড়া পার্টিতে নাগঅর্জুন নামে এক অভিনেতা ছিল। তেলেগু ছবির একজন নামকরা নায়ক।

'লোকটার শিক্ষাজীবনের পুরোটাই কেটেছে বিদেশের মাটিতে, অথচ আমাদের ছবিপাড়ার অনেকে সে কথা জানেই না। আরেকজন ছিল অরবিন্দু সোয়ামী নামে, অভিনেতা। কিন্তু তাকে দেখলে অভিনেতা বলে মনেই হবে না তোমার।

'এর শ্রেষ্ঠ উপমা হচ্ছেন মুম্বাইয়ের অমিতাভ বাচ্চান। উনি কথায়-বার্তায়, আচার-আচরণে মোটেই ফিল্‌মি নন। ভদ্রলোক বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত নন ঠিকই, কিন্তু সারাবিশ্বে তাঁর মর্যাদাই অন্যরকম। তাঁর বাড়িতে জন মেজর, গর্বাচেভ, এদের মত বিশ্ব রাজনীতির একেকজন দিকপাল মানুষও খেয়েছে। আমার ধারণা তাঁর কাছে তোমার সো-কলড্ "ফিলম্ সিটি" থেকে নিউ ইয়র্ক বা লন্ডন অনেক আপন মনে হয়।'

'বাবা বেঁচে থাকতে বাচ্চানজীর সাথে কয়েকবার দেখা করার সুযোগ হয়েছে আমার। লন্ডনে। প্রতিবার সেভিল রো-র স্যুট পরা দেখেছি তাঁকে। ভদ্রলোক খুব সুন্দর করে কথা বলেন। কিন্তু, জয়, তাঁর সেইসব অ্যাফেয়ার নিয়ে মানুষ কিন্তু আজও কথা বলে,' চেহারা বিকৃত করল সুসু। 'বিশেষ করে রেখার সাথে যে সমস্ত ঘটনার কথা রটেছে, সেসব তো গল্প নয়, জয়। বাচ্চানজীর বিয়ের অনেক পরে ঘটেছে সেসব। জয়াজী সেসব সহ্য করে গেছেন তিনি নিজেও ফিলমি ছিলেন বলে, অথবা হয়তো নিজের নামের শেষে বাচ্চান যোগ করা জরুরি ছিল। এরকম একজন আর যা-ই হোক, মর্যাদাবান হয় কি করে?'

'সুস, বুদ্ধিমান হওয়ার চেষ্টা করো, ওর এক হাত মুঠোয় ভরে চাপ দিল জয়। 'নাম্বার ওয়ান, আমি কারও অ্যাফেয়ার নিয়ে কথা বলছি না। আর নাম্বার টু হলো, মনুষ্য চরিত্র বিচারের ক্ষেত্রে হুট্ করে এরকম ছেলেমানুষী মতামত দিতে যেয়ো না। ওরকম নারীঘটিত ঘটনা যে কোন বিবাহিত মানুষের জীবনে, যখন-তখন ঘটতে পারে। সেলিব্রিটি হলে ওসব করা যাবে না, এমন কোন কথা নেই।'

'ঠিক আছে, জয়,' ও বলল। 'মানলাম। কিন্তু অন্যের এইসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে হঠাৎ কথা তুললে কেন তুমি?'

'সুস, আমার ভয় হয়, এইসব সেলিব্রিটি বিজনেস হয়তো কখনও তোমাকে কষ্ট দেবে।'

কিছুক্ষণের জন্য অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল গাড়ির মধ্যে। তারপর সুসু মৃদু গলায় প্রশ্ন করল, 'জয়, রাধিকা আর তোমাকে-আমাকে নিয়ে আজকাল পত্রিকায় যে সমস্ত কথা লেখা হয়, তুমি কি সেইসব কথা মীন করছ বাই এনি চান্স?'

জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলল জয়, ওর দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি সেসব জানলে কি করে?'

'তোমার চেহারার ভাষা পড়ে। আঞ্চলিক পত্রিকা বা ম্যাগাজিনের ভাষা আমি বুঝি না ঠিকই, কিন্তু কিছু কিছু ইংরেজি ডেইলি পত্রিকাও তো আছে। সেগুলোয় সেলিব্রিটিদের নিউজ থাকে। আমি দেখেছি তার কয়েকটায় আমাদের তিনজনকে নিয়ে অনেক কথাই ছাপা হয়েছে। কোন কোন পত্রিকায় আমাকে বলা হয়েছে "নতুন মিসেস রেড্ডি"। কথাটার অর্থ যা-ই হোক।'

'কই, আমাকে তো কখনও বলোনি এসব!'

'কেন বলব? সারাদিনে তোমার সাথে কাটানোর জন্যে যে সামান্য সময়টুকু পাই, এইসব অযৌক্তিক বিষয়ে নিয়ে প্রশ্ন তুলে তা নষ্ট করতে যাব কেন?'

'কথাটা কি বললে?' সামান্য হাসি ফুটল জয়ের মুখে। 'অযৌক্তিক বিষয়? আবার বলো।'

'হ্যাঁ, অযৌক্তিক। আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে। সেদিন বানজারা হিলের পার্টিতে ফটোগ্রফাররা যেভাবে আমাদের তিনজনের ছবি তোলার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, আমি তখনই বুঝেছি এরকম কিছুই ছাপতে যাচ্ছে পত্রিকাগুলো।'

জয়ের হাসি ক্রমে চওড়া হতে লাগল। 'তুমি সত্যি বিস্ময়কর এক মহিলা, মিসেস রেড্ডি। পত্রিকায় আমাদেরকে নিয়ে যে সব কথা ছাপা হচ্ছে, তোমার সামনে সেসব প্রসঙ্গ কিভাবে তুলব ভেবে আমি এদিকে গত কয়েকদিন থেকে আঙুলের নখ কামড়ে খেয়ে ফেলার জোগাড় করেছি, আর এদিকে তুমি সেসব হজম করে তোমার সিস্টেম থেকে বেরও করে দিয়েছ!'

পিছনের সীটে ড্রাইভার আসলামের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে সুসুকে টেনে নিজের গায়ের ওপর নিয়ে এল সে। বলল, 'আমার কাঁধে মাথা রেখে শুয়ে থাকো, ডার্লিং।' বাকি পথ নীরবে ড্রাইভ করল সে। বাড়ির পোর্চ গাড়ি থেকে নেমে বলল, 'ভগবানকে ধন্যবাদ যে পত্রিকার কথা সত্যি ভেবে তুমি আমার গলা টিপে ধরোনি!'

'ডোন্ট বি সিলি, ডার্লিং! বিয়ের আগে তুমি আমাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছ আমিই তোমার জীবনের প্রথম নারী নই। তার মানে কি এই, আমি রাস্তায় কোন মেয়ে দেখলেই ভাবতে বসব এই মেয়ের সাথে তুমি শুয়েছ কি না! ওই মেয়েটার সাথে কয় রাত কাটিয়েছ?'

এক হাতে ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে দোতলায় উঠে এল জয়। 'না, অত মেয়েও আসলে আমার জীবনে আসেনি। আচ্ছা, বলো দেখি, আমার ব্যাপারে আর কি কি জেনেছ তুমি!'

সুসু হাসল। 'ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও যে আমি তেলেগু ভাষা জানি না, কিন্তু এখানকার একটা টিভি চ্যানেলে রাধিকার সাক্ষাৎকার দেখেছি। তাতে ইংরেজীতে প্রশ্ন করা হয়েছিল ওকে।'

'তো?' কপালে মৃদু ভাঁজ ফুটল জয়ের।

'রাধিকা অন্যদের মত তোমাকে জে. কে বলে ডাকছিল।'

'হ্যাঁ। আমিও দেখেছি স্টুডিওতে বসে। কিন্তু তুমিও যে দেখছিলে সে কথা ভুলেও ভাবিনি।'

'ওটা হঠাৎ করে হয়ে গেছে। সেট খোলা ছিল, কাজের ফাঁকে তোমার নাম উচ্চারিত হতে শুনলাম, ব্যস্। চোখ পর্দায় আটকে গেল।'

'সুসু, তুমি আমাকে বাঁচালে,' চেহারায় স্বস্তি ফুটল জয়ের। 'সবকিছু তুমি এত সহজভাবে নেবে, এখনও আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।'

'এটা তোমার পেশার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, জয়,' সুসু বলল। 'না মেনে নিয়ে উপায় কি? লোকে যখন বাবার কাজ নিয়ে সমালোচনা করত, বাবা মাকে বলত, "বোলনে দো, নোরমা। লেট পিপল্ টক"। আমি যখন একজন অভিনেতাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলাম, তখন আমিও নিজেকে এই বলে প্রস্তুত করলাম, "বোলনে দো। লেট পিপল্ টক"। হাসল সুসু। 'জয়, আমি ওসব নিয়ে একটুও মাথা ঘামাই না। তুমিও শুধু শুধু মাথা গরম করো না, প্লিজ।'

'ওকে, ডার্লিং। আমার পেশার এইদিক তোমাকে কখনও আঘাত করতে পারবে না জেনে অনেকখানি ভারমুক্ত হলাম,' স্ত্রীর ঘাড়ে নাক ঘষতে লাগল জয়।

'অন্যের কথায় আঘাত পেতে যাব কেন আমি?' ও বলল। 'বিয়ের আগেই আমি তোমাকে বলেছি, একমাত্র তোমার ক্ষমতা আছে আমাকে আঘাত দেয়ার। শুধু তোমার কাজ, তোমার আচরণই আমাকে আঘাত দিতে পারে, আর কিছু না। যদি কখনও দেখি, শুনি বা বুঝতে পারি আমার প্রতি তোমার আচরণ বদলে যেতে শুরু করেছে, তখন আমি সত্যিই কষ্ট পাব। আর কারও আমাকে কষ্ট দেয়ার ক্ষমতা নেই, জয়।'

সুসুর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল জয়। মুকে বোকাটে হাসি ধরে রেখে সুসুকে বিছানায় ঢুকে যেতে দেখল। সকালেও সে হাসি দেখা গেল ওর মুখে। 'এত হাসির কি হলো?' জয় স্টুডিও যাওয়ার আগে ভ্রুকুটি করল সুসু।

'কি করব, বলো?' অসহায় ভঙ্গিতে শ্রাগ করল সে। 'আমি নতুন করে আমার স্ত্রীর প্রেমে পড়তে শুরু করেছি যে!' সেদিন স্টুডিওতে পৌঁছামাত্র বাসায় ফোন করল সে। 'পৃথিবীর সবচে' সুন্দর মেয়েটি কেমন আছে বলো তো, ডার্লিং?'

'জানি না,' সুসু হাসল। 'তুমি বললে ঐশ্বরিয়া রায়কে ফোন করে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি।' অন্য প্রান্তে জয়কে মৃদু শব্দে হেসে উঠতে

শুনল ও। পনেরো মিনিট যেত না যেতে জয় আবার ফোন করতে ভাবল জয় আজ মন দিয়ে কাজ করছে না। আধ ঘণ্টার মধ্যে তৃতীয় ফোন করল সে। ও রিসিভার তুলতেই প্রশ্ন করল, 'আজ মুম্বাই যাবে?'

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল সুসু। 'সত্যি বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু দুদিনের জন্যে মাত্র। জরুরি কয়েকটা মিটিং সেরে পরশুই আবার হায়দ্রাবাদ ফিরতে হবে।'

আনন্দে মন নেচে উঠল সুসুর। একদিন কেন, কয়েক মিনিটের সুযোগ পেলেও সব কাজ ফেলে মুম্বাই যেতে রাজি আছে ও। জয়ের কাজ শহরের দক্ষিণ অংশে, তাই ঐতিহাসিক তাজ হোটেলে উঠল ওরা। চেক-ইন করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওকে এক পার্টিতে নিয়ে গেল জয়।

সেখানে বেশ কয়েকজন পরিচিতের সঙ্গে দেখা হলো সুসুর, চিরচেনা কিছু নাম শুনে মন খুশি হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে গাভাস্কার, টাটা বা চিদাম্বরাম তার বহুদিনের চেনা। এখানে এক মুরলি দেওরা, সেখানে সিন্দিয়া, বিরলা বা জাকির হুসেন। জাকির হুসেন ভারতের বিখ্যাত তবলার জাদুকর। যে কিছুদিন আগে লন্ডনে সপ্তাখানেকের জন্য ব্যাবস্‌দের হাউস গেস্ট ছিল। যাকে নিয়ে এক ম্যাগাজিন ভোটাভুটির আয়োজন করে: হু ইজ দি সেক্সিয়েস্ট ম্যান ইন দি কান্ট্রি?

একদল টাটার সঙ্গে গায়েব হয়ে যাওয়া জয়কে খুঁজতে গিয়ে অচেনা এক মেয়ের কণ্ঠে নিজের "মিসেস জে. কে!" নাম শুন ঘুরে দাঁড়াল ও। মেয়েটা যথেষ্ট সুন্দরী, একটু আগে তাকে একদল ক্যাবিনেট মিনিস্টারের সঙ্গে দেখেছে ও। বয়স দু'-এক বছর কম হবে ওর চেয়ে।

'সুস্মিতা,' মৃদু হেসে সংশোধন করে দিল সুসু। একই সঙ্গে ভাবল, মিসেস জে. কে বলছে যখন, তখন নিশ্চয়ই হায়দ্রাবাদের সঙ্গে কোনরকম যোগাসূত্র আছে মেয়েটার।

'আমার নাম টিনা। টিনা বিশ্বাস,' মেয়েটা এগিয়ে এসে বলল। কেমন যেন আড়ষ্ট লাগছে তাকে। 'এক সময় হায়দ্রাবাদ থাকত আমার ফ্যামিলি। জে. কে কেমন আছে?'

'ভালো। পরিচয় আছে ওর সঙ্গে? এখানেই আছে ও।'

'আমার সাথে পরিচিত হতে চাইবে কি না, কে জানে!'

'নিশ্চয়ই চাইবে!' আস্থার সঙ্গে বলল সুসু। 'বিশেষ করে তুমি যখন হায়দ্রাবাদে ছিলে, তখন ...'

'রাজ কেমন আছে?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল টিনা।

'তুমি জয়ের ভাইকে চেনো?' অবাক হলো ও।

'হ্যাঁ। ওর জন্যেই তো জে. কে নামটার সঙ্গে আমার পরিচয়! আমার একটা উপকার করবে? রাজের সাথে দেখা হলে ওকে বলবে,টিনা বলেছে, "আমি দুঃখিত"?'

সুস্মিতাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লবির ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল মেয়েটা। চোখ কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে থাকল ও। একটু পর জয় ও পণ্ডিত পরিবার এসে ওর সঙ্গে যোগ দিতে চোখের কুঞ্চন সেরে গেল। রোহিত পণ্ডিত ও রামা পণ্ডিত। জয় ও সুসুর মুম্বাই আসার খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছে। সুসুকে ঠিক বাপের উষ্ণতা দিয়ে আলিঙ্গন করল রোহিত পণ্ডিত।

'তোমাদের দু'জনকে যা দেখাচ্ছে না!' ডক্টর বলল। 'চারিদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখো, এখানকার অর্ধেক মানুষ হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে। সুসু, মানুষের নজর এড়াতে আজ থেকে কাজল পরবে তুমি। জামাইকেও পরিয়ে দেবে। কাজল না পেলে তোমার আই পেন্সিলেও চলবে। মোটকথা আজকের পর বাইরে বের হওয়ার আগে ওর কানের লতিতে বা চুলের নিচে এক ফোঁটা কালির দাগ অবশ্যই লাগিয়ে নেবে।'

'এত বছর ডাক্তারী করেও এইসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করো তুমি?' রোহিত পণ্ডিত বলল।

'করি,' সঙ্গে সঙ্গে রামা পণ্ডিত উত্তর দিল। 'মেয়ের ভালোর জন্যে যা প্রয়োজন তাই করব আমি।'

লাঞ্চের পর নিজেদের সুইটে ফেরার পথে সুসু দূর থেকে টিনাকে এক বয়স্ক ক্যাবিনেট মিনিস্টারের বাহুলগ্না হয়ে নাচতে দেখে জয়কে ওর কথা বলল। মেয়েটা জয়কে কি বলতে বলেছে, তা-ও। ভুরু কুঁচকে উঠল জয়ের। 'বাদ দাও ওর কথা। ওই মেয়ের জন্যেই তো রাজ দেশছাড়া হয়েছে।'

'সত্যি? কি করেছে টিনা?'

'রাজ ওকে ভালোবাসত। এনগেজমেন্টও হয়েছিল ওদের, কিন্তু টিনা বিয়ে না করে অভিনয় করবে বলে হায়দ্রাবাদ ছেড়ে এখানে চলে এল,' শ্রাগ করল জয়। '২২ বছর বয়সের এক হ্যাপি-গো-লাকি যখন তার ফিঁয়াসেকে আরেক পুরুষের বিছানায় দেখতে পায়, তখন তার কেমন লাগতে পারে তুমি নিজেই ভেবে দেখো। রাজের বুঝতে পেরেছিল ও তাকে সঠিক লোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে, এই আশায় মেয়েটা

ওর সাথে প্রেমের অভিনয় করেছে। তারপর মা-বাবার বা আমার কোন কথা কানেই তোলেনি রাজ।'

'আমি কখনও ভাবিনি রাজ একটা মেয়ের কারণে দেশ ছেড়েছে,' নিচু কণ্ঠে বলল সুসু। 'আমি দুঃখিত, জয়।'

'ইট'স্ অল রাইট, সুস।'

'টিনা সফল হতে পেরেছে?'

মাথা নাড়ল জয়। 'জানি না।'

বয়স্ক মন্ত্রীর বাহুলগ্না হয়ে নাচতে দেখা টিনাকে এবং তার অদ্ভুত অনুরোধের কথা ভেবে ও নিজেই উত্তরটা বের করে ফেলল। ভেবে দুঃখ হলো টিনা কিভাবে নিজের এবং রাজের জীবন বরবাদ করে দিয়েছে।

সন্ধ্যা পর রতন টাটা নামে এক লোকের সঙ্গে মিটিঙে বসল জয়। পরে জানা গেল মিটিঙের বিষয়বস্তু ছিল প্রাইভেট এয়ারলাইন খোলার ব্যাপারে আলোচনা করা।

'প্রাইভেট এয়ারলাইন খুলবে!' বিস্মিত হলো সুসু। 'নিজের? কি নাম রেখেছ সেটার?'

'এখনও ঠিক হয়নি,' স্ত্রীকে উত্তেজিত হতে দেখে জয় হাসল। 'তোমার ভাণ্ডারে প্রস্তাব করার মত কোন নাম আছে নাকি?'

'আছে। স্ট্যালিয়ন এয়ারওয়েজ। স্ট্যালিয়ন এয়ারওয়েজ,' শব্দ করে হাসল ও। 'কিন্তু মি. ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আমার ভাণ্ডারে তোমার জন্যে একটা সতর্কবাণীও আছে।'

ভুরু কুঁচকে উঠল জয়ের। 'যেমন?'

'কোন যাত্রীর জন্যে বিশেষ সার্ভিস অফার করতে পারবে না তুমি। কোন মেয়ে যাত্রীর জন্যে বিশেষ করে।'

ষোলো

'মম, আমাদের বিয়ে অনেকদিন আগে হয়েছে,' টেলিফোনে প্রতিবাদ জানাল সুসু। 'এতদিন পর ওসবের কি দরকার?'

কিন্তু নোরমা হার্ডিকার ওর কোন আপত্তিই কানে তুলল না। মেয়ে-জামাই মুম্বাই এসেছে শুনেই সে পার্টি দেবে ঠিক করে ফেলেছে। 'তোমরা মুম্বাই না এলে দরকার হতো না, কিন্তু যখন এসেই পড়েছ, তখন দরকার আছে! সামাজিকতা বলে একটা কথা আছে। জামাইকে এখানে রিসেপশন পর্যন্ত জানানো হয়নি। ডিনারের পর আত্মীয়দের সবার সাথে মেয়ে-জামাইকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেব।'

মা-মেয়ের আলোচনার বিষয়বস্তু বুঝতে পেরে ওর হাত থেকে রিসিভার কেড়ে নিল জয়। বলল, 'ওর কথা শুনো না, মম। তুমি আয়োজন করো। মিটিং শেষ হয়ে গেলেই আমি চলে আসব।' ফোন রেখে স্ত্রীর দিকে তাকাল সে। 'তোমার আজ আর কোথাও যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে নাকি? আমি না থাকলে কোন অসুবিধা হবে না তো?'

'একটুও না,' দ্রুত মাথা নাড়ল ও। 'কারণ আমিও ব্যস্ত থাকব।'

'তাই নাকি? কি নিয়ে?'

'বিকেলের পার্টির জন্যে প্রথমে নিচের পার্লারে গিয়ে কিছু সময় কাটাব,' শ্রাগ করল ও, 'কারণ আমার রুমে পার্লার আসবে না।'

'তুমি যদি চাও, সে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।' সুসু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওর দিকে এগুচ্ছে দেখে দুই হাত তুলে নিরীহ মুখভঙ্গি করে বলল, 'না, মানে বলছিলাম

'কিছু বলার দরকার নেই! তুমি নিজের চরকায় তেল দাও!'

জয় হেসে টেলিফোন নিয়ে বসল। হায়দ্রাবাদে ফোন করে বৃদ্ধ শ্রীনিবাসগুরুসহ আরও কয়েকজনের গুরুত্বপূর্ণ স্টাফের সঙ্গে কথা বলল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে দেখে ওর জামার বোতাম লাগাতে সাহায্য করল সুসু।

'তারপর? পার্লার থেকে বেরিয়ে আর কোথায় যাবে?'

'তোমার কিছু টাকা খসাতে,' সুসু বলল। 'পার্টিতে পরার জন্যে জিতের ওখান থেকে বাছাই করে এক সেট ড্রেস কিনব, তারপর আঙ্কিত আর আমি জোডিয়াক গ্রিলে লাঞ্চ করব।'

'তারপর?'

'দু'জনে মিলে পুরানো কিছু বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাব,' বুড়ো আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে ওর টাইয়ের নট্ বেঁধে দিল সুসু। টাই আর ফর্মাল স্যুটে ওকে দেখতে এমন সাঙ্ঘাতিক হ্যান্ডসাম লাগছে, যা দেখে সুসুর মনে হলো ও আবার নতুন করে জয়ের প্রেমে পড়তে শুরু করেছে। নট্ বাঁধা হতে পিছিয়ে গিয়ে জয়কে দেখল সুসু। হঠাৎ খেয়াল হলো এভাবে মাঝমধ্যে ও তার আপনভোলা বাবার টাইও বেঁধে দিত। তখন কি মম দূরে দাঁড়িয়ে ভাবত, তাদের ছটফটে, আদরের ছোট মেয়েটা তার খানিকটা আনন্দ কেড়ে নিয়েছে?

'সুস,' চিন্তিত গলায় বলল জয়। 'আঙ্কিতের মোটরবাইকে চড়ে ঘুরবে নাকি তোমরা?'

'অবশ্যই! কেন?'

চোখ কোঁচকাল জয়। 'তাহলে ওকে বলবে সাবধানে চালাতে। বেশি স্পীডে না চালায় যেন।'

'আরে না, আঙ্কি রাফ চালায় না,' সুসু আশ্বস্ত করল ওকে। 'রাতে মার বাড়িতে দেখা হলে বুঝবে ও আসলে কত ভালো ছেলে।'

'ঠিক আছে, সুস। আমার কাজ সাতটার মধ্যে সারা হয়ে যাবে আশা করি। টেক কেয়ার।'

'আচ্ছা। কিন্তু, দাঁড়াও।'

'আবার কি?'

জবাব না দিয়ে ছোট্ট একটা কাজলের বাক্স খুলল সুসু, তার মধ্যে থেকে খানিকটা কাজল আঙুলের মাথায় তুলে এনে জয়ের চুলের নিচে খুলিতে একটা টিপ দিয়ে দিল। তারপর আঙুলে লেগে থাকা বাকি কাজল নিজের চুলে ডলে লাগাল। 'তোমাকে আজ খুব বেশি রকম হ্যান্ডসাম লাগছে কি না!' হাসল ও। 'অল দ্যা বেস্ট, স্ট্যালিয়ন।'

জয় বেরিয়ে যাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে রুমের টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে কানে লাগাল সুসু–সেই অজ্ঞাত কলার, যার একের পর এক কল অল্পদিনের মধ্যে ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে

যাচ্ছে। কোন কথা বলল না, তবে রিসিভার রেখেও দিল না। এবারই প্রথমবারের মত কলারের পুরো বক্তব্য মন দিয়ে শুনল ও।

পুরোটা সময় ভুরু কুঁচকে থাকল।

সতেরো

সুসুকে আগে কখনও আজকের মত এত বেশি ঝলমলে মনে হয়নি জয়ের। নোরমা ফোনে বলে দিয়েছিল ফর্মাল ড্রেস পরে আসতে, বিয়ের পর নতুন বউরা যেসব পরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যায়, সেরকম কিছু।

জিতের ফ্যাশন হাউস থেকে সেরকমই চমৎকার এক সেট আনুষ্ঠানিক ড্রেস কিনে এনেছে ও। টকটকে লাল ঘাঘরা, রূপালী রঙের চোলি এবং পিটানো কাজ করা 'ওড়নি'। চোলির গলা বড় করে কাটা, ভেতরের পাহাড়-উপত্যকা সব দেখা যায়।

ওড়নিটাকে বাঁ কাঁধ থেকে শুরু করে বুকের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে ডান নিতম্বের কাছে এনে পিন দিয়ে আটকে নিয়েছে ও। কিন্তু জয় তার ভেতর থেকেও ওর স্ত্রীর লোভনীয় ফিগার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যেন। ড্রেসের সঙ্গে পণ্ডিত পরিবারের দেয়া কুন্দন সেটটা পরেছে ও। জিত সুসুর কপালে সুন্দর করে ছোট একটা টিক্কাও এঁকে দিয়েছে। সব মিলিয়ে এত ও বেশি ঝলমল করছে, মনে হচ্ছে কেউ বোধহয় দুশো ওয়াটের বালব জ্বেলে দিয়েছে ওর ভেতরে।

ড্রেস আর সাজগোজই শুধু নয়, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবী সবাইকে একসঙ্গে কাছে পাওয়াতে এটা সম্ভব হয়েছে, জয় ভাবল। ওর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে জয়কে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো এতদিন কেবল যাদের নামই শুনেছে ও। যাদের মধ্যে আছে কলেজের বন্ধু আবদুল ও প্রদীপ (দু'জনেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট), মেয়ে বন্ধু প্রেমা ও স্মিতা, এবং আঙ্কিত পণ্ডিত তো আছেই। প্রথম দেখাতেই তাকে সত্যিই পছন্দ হয়ে গেল ওর।

মিথ্যে বলেনি সুসু, যথেষ্ট ভদ্র, বিনয়ী। কাশ্মিরী বাবার গোলাপী ত্বক এবং পাঞ্জাবী মায়ের লম্বা-চওড়া গঠন আর সুন্দর চেহারা পেয়েছে সে। তার সঙ্গে বাই-ব্রিডরা সাধারণত যেমন তীক্ষ্ণ মেধা পেয়ে থাকে, সেটাও। আঙ্কিত একাই পার্টি জমিয়ে রাখল। ও নন্-স্টপ কৌতুক বলতে পারে

জেনে কিছুটা অবাক হলো জয়। একটু পর জানা গেল শুধু আঙ্কিত নয়, তার বউটিও এক্ষেত্রে বেশি পিছিয়ে নেই দেখে। সুযোগ পেলে সে-ও ভালই আসর জমাতে পারে।

'বলো দেখি,' সুসুকে জিজ্ঞেস করল আঙ্কিত, 'হাতীটা বাঁ পায়ে কনডম পরে ছিল কেন?'

'বলতে পারি না,' সুসু জবাব দিল।

'কারণ যদি তোমার ওপরে এসে পড়ে, ইউ উইল বি ফা...ড্!' বলেই হা হা করে হেসে উঠল সে।

'জোক বলা আমাদের সময় কাটানোর প্রধান উপায় ছিল,' জয়কে জানাল সে। 'অবশ্য কলেজে থাকার সময়। বাসায় থাকলেও বলতাম, কিন্তু আমাদের মায়েরা যখন ধারে-কাছে থাকত না, তখন!' ওর প্রতি সুসু যথেষ্ট আন্তরিক বুঝতে পেরে প্রায় হিংসা হলো জয়ের। খেয়াল করল, দু'জনের মধ্যেই পরস্পরের প্রতি অন্যরকম টান আছে।

'সুসু ভালোই বিহ্যাভ করল আজ,' এক সময় আঙ্কিতের মা রামা পণ্ডিত বলল। 'তাই না, জয়?'

মাথা দোলাল ও। 'হ্যাঁ, ডক্টর।'

প্রথমবার হায়দ্রাবাদ যাওয়ার আগে সুসু ভয় পাওয়ায় ডক্টর আন্টিকে হোটেল থেকে ফোন করেছিল ও। তখন সে যা যা পরামর্শ দিয়েছিল, সুসুর বেলায় তার প্রত্যেকটাই সত্যি প্রমাণ হয়েছে।

'আপনার কথাই ঠিক হলো শেষ পর্যন্ত, ডক্টর। যত সময় লাগবে ভেবেছিলাম, তার চেয়ে অনেক কম সময়ে নিজেকে হায়দ্রাবাদে সেটল্ করে নিয়েছে সুস।

'এর পিছনে তোমার অবদানও কম নয়, অফকোর্স। তুমি ঠিকমত নজর না রাখলে এত তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যেত না। ওর চেহারাও তো আগের চেয়ে আরও কমনীয় হয়েছে। ওকে কখনও এত বেশি ঝলমল করতে দেখিনি।'

'হ্যাঁ,' জয় মাথা নাড়ল। 'ও যাওয়ার পর আমাদের বাড়ির চেহারাও একেবারে বদলে গেছে।'

'সুসুর সে বিরল যোগ্যতাও আছে,' রামা পণ্ডিত বলল। 'ও অনেক দেরিতে এসেছে এই পরিবারে। আর এসেই চেহারা পাল্টে দিয়েছে পরিবারের। ওর বাবা তো সুস্মিতা বলতে অজ্ঞান ছিল। বাই দ্যা বাই, আজ তোমাকেও খুব সুন্দর লাগছে। তোমাদের দু'জনের জোড়ার যেন

নজর না লাগে।' সকালে ওর মাথায় সুসুর কাজল লাগিয়ে দেয়ার কথা খেয়াল হতে হাসি ঠেকাতে পারল না জয়।

মেয়ের সাজগোজ আর ড্রেসিং যেমন এরকম অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত ছিল, তেমনি ছিল মা নোরমার পার্টি। তার ফ্ল্যাট বাড়ি দক্ষিণ মুম্বাইয়ের পশ আবাসিক এলাকায়। প্রতি ফ্লোরে দুটো করে ফ্ল্যাট এই বিল্ডিঙে। নিজের ফ্লোরের এক ফ্ল্যাটে সে থাকে, অন্যটা খালি। প্রশান্ত হার্ডিকার তার ছোট মেয়ের জন্য কিনে রেখে গেছে। আসল পার্টি হলো সেটায়।

জয়-সুসুর হায়দ্রাবাদ ফ্লাইট বেশ সকালে ছাড়বে বলে মায়ের দেয়া মহারাষ্ট্রীয় পার্টি থেকে ওরা দু'জনই সবার আগে বিদায় নিল। বিদায়ের সময় আঙ্কিত ওদেরকে গাড়িতে তুলে দিতে এল। 'আমার লেটেস্ট জোকটা জয়কে বলেছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

শব্দ করে হেসে উঠল সুসু। মাথা নাড়ল। 'না, আঙ্কি। এখনও বলার সময় পাইনি।'

'হোটেলে ফিরে বলবে,' দুষ্টুমি ফুটল যুবকের চেহারায়।

'আচ্ছা।'

হোটেলে ফিরে ড্রেস বদলে রাতের পোশাক পরল ওরা। জয় কার্পেটে হাত-পা ছেড়ে শুয়ে টিভি দেখতে লাগল। সুসু ওর পাশে বসে মুখে ক্রীম মেখে মেক-আপ ডলে তুলছে।

'আজ এত সমস্ত জোকস্ বললে, আমাকে কখনও বলোনি তো!' জয় বলল। 'তুমি জোক বলতে পারো, তাই তো জানতাম না!

'তুমি ওসব পছন্দ করো কে জানত?' সকালের সেই ফোনকলের কথা খেয়াল হতে ওর মনটা কেমন যেন করে উঠল। 'জানো, এক সময় আমাকে আর আঙ্কিতকে জোকস্টার বলা হতো। এমনিতে কলেজে বা নিজেদের কোনও আড্ডায় জোক বলতে সমস্যা হতো না আমাদের। কিন্তু কোন বিয়ের অথবা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে কেউ যদি জোক বলতে অনুরোধ করত, তাহলে দু'জনই বিপদে পড়ে যেতাম।'

'কেন?'

'আমাদের কারও না কারও মা সেখানে উপস্থিত থাকত বলে হাজার মাথা চুলকেও একটা জোক মনে করতে পারতাম না।'

হা হা করে হেসে উঠল জয়। 'তাহলে এই রকম জোক বলিয়ে ছিলে তোমরা?'

চোখ কোঁচকাল সুসু। 'হাসলে কেন? তুমি বুঝি খুব ভালো পারতে?'

'অবশ্যই পারতাম। জিজ্ঞেস করেই দেখো!'

'আচ্ছা!' সুসু উঠে বাথরুমের দিকে চলল। দরজার কাছে পৌঁছে বলল, 'বলো দেখি, একটা মৌমাছি জীবনে ক' বার দংশন করতে পারে?'

'একে তুমি জোক বলো?' জয় অবাক হলো।

'এটা জোক না। হার্ভার্ড থেকে তুমি কতদূর কি শিখে এসেছ, আঙ্কিত তা জানার চেষ্টা করতে বলেছে।'

উঠে বসল জয়। অবাক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। 'তাই বলে এইসব ?'

'একটা কাকের গায়ে কত পালক থাকে জানো?'

'না।'

'একটা বিড়ালের কতগুলো প্রাণ হয়?'

'নয়টা,' বলে বিজয়ীর হাসি হাসল জয়।

'ডার্লিং,' বাথরুম থেকে বেরিয়ে সুসু, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা ডানে-বাঁয়ে করে বলল, 'তুমি মৌমাছি আর কাক সম্পর্কে না জানলেও পুসিদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানো দেখছি। ব্যাপারটা কি?'

সুসু ওকে বোকা বানাতে চেষ্টা করছে দেখে জয় খপ্ করে হাত বাড়াল, ওকে কার্পেটের ওপর দিয়ে হিড়হিড় করে কাছে টেনে নিয়ে এল। ওর নাইটি আর নিজের শোয়ার পোশাক খুলে ওকে কার্পেটে ঠেসে ধরে সারা গায়ে হাত বোলাতে লাগল। 'সুস, পেরেক দেয়ালের বদলে কোথায় থাকা ভালো বলতে পারো?' ওর কানে কানে জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা নাড়ল ও। 'না।'

'ওয়েল, আমি ফ্লোরে স্ক্রু করা পছন্দ করি।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দুনিয়াদারি ভুলে গেল সুসু, কিন্তু তার মাঝেও অজ্ঞাত কলারের কথা বারবার মনে পড়তে লাগল।

আঠারো

দেশের প্রতিটা পত্র-পত্রিকায় জয়ের কনসোর্টিয়াম নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়ে গেছে। সবার প্রচণ্ড কৌতূহল ব্যাপারটা নিয়ে। জয়ের প্রতিষ্ঠানে তরফ থেকে কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দেয়া হলেও বিজনেস ম্যাগাজিনগুলো তা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে অনেক আন্দাজ-অনুমান ছেপে চলল।

একটা ম্যাগাজিন লিখল জয় সম্ভবত দামানিয়া এয়ারওয়েজ কিনে নিতে যাচ্ছে। কিন্তু পরদিনের পত্রিকায় পারভেজ দামানিয়া ব্যাপারটা অস্বীকার করল।

ততদিনে জয়ের নিজস্ব ঢঙের প্রেস রিলেশন সম্পর্কে সুসুর মোটামুটি জানা হয়ে গেছে। ও আবিষ্কার করে ফেলেছে সমস্ত পত্রিকার মালিকদের সঙ্গে জয় ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। সাধারণ রিপোর্টিং স্টাফরা কখনই ওর নাগাল পায় না। স্টুডিও বা আর যে সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলোর পি. আর. (পাবলিক রিলেশন) ডিপার্টমেন্ট আছে, সেরকম প্রয়োজন দেখা দিলে তারা সামাল দেয়।

তবে কখনও রিপোর্টারদের মুখোমুখি পড়ে গেলে জয় তাদেরকে ভদ্রভাবে মোকাবেলা করে। যে কারণে তারা ওর বিরুদ্ধে কলম ধরলেও কখনও খুব কড়া ভাষায় কিছু লেখে না। সে সুযোগ পায় না তারা। তাদের কোন নিউজ বা মতামতের বিরোধীতা করে যদি পাল্টা বক্তব্য দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, পি. আর. ডিপার্টমেন্ট সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করে। 'পত্রিকাগুলো বেশিরভাগ সময়ই আমাদের ব্যাখ্যা মেনে নেয়,' জয় বলেছে সুসুকে।

'অনেক সময় আমাদের ব্যাখ্যা ছাপা হওয়ার আগে কিছু কিছু ক্ষতি হয়েও যায়, কিন্তু পরে তা পুষিয়ে নিতে সমস্যা হয় না। এ হচ্ছে প্রেসের সাথে দ্বিমুখী সম্পর্ক বজায় রেখে চলা। হাজার হোক, ছবি মুক্তি দেয়ার আগে পাবলিসিটির জন্যে ওদের সাহায্য আমাদেরকে নিতেই হয়।

কাজেই আমি কোন রিপোর্টারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও রাখি না, তাদেরকে ঘাড় ধরে স্টুডিও থেকে বেরও করে দেই না।' এই হচ্ছে জয়ের প্রেস রিলেশনের প্রকৃতি। তাদের সঙ্গে ওর বন্ধুত্বও নেই, শত্রুতাও নেই। একবার মুম্বাই থেকে একদল "ফিলমি" লোক এসে জয়কে অনুরোধ করল, তার স্টুডিওতে অবিলম্বে রিপোর্টাদেরকে ঢুকতে না দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

'আমরা মুম্বাইয়ের কিছু গসিপ ম্যাগাজিন ব্যানড্ করেছি,' তারা বলল। 'সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরকে বলা আছে প্রেসের লোকদের সাথে কথা না বলতে। তারপরও ওরা আপনার এখান থেকে, দক্ষিণের আরও কিছু কিছু জায়গা থেকে খবর সংগ্রহ করে ছেপে যাচ্ছে। আমার চাই, আমাদের হলুদ সাংবাদিকতা প্রতিরোধের লড়াইয়ে আপনিও আমাদের সাথে থাকুন। জয়ের তাদের "মুভমেন্টকে" সমর্থন না করে উপায় ছিল না, কারণ ততদিনে দক্ষিণের কয়েকটা বড় বড় স্টুডিও এবং ব্যানার তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ফেলেছে।

জয় তাদের বক্তব্য মন দিয়ে শুনল, হলুদ সাংবাদিকতা দিন দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে স্বীকার করল এবং সবশেষে মৃদু গলায় তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল। 'আমাদের স্টুডিওতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কড়া এবং অনেক উন্নত,' জয় বলল। 'আমরা প্রয়োজনীয় পারমিশনসহ অ্যাক্রেডিটেড রিপোর্টার ছাড়া অন্য কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেই না। আপনারা যখন আমাদের স্টুডিওতে শুটিঙের জন্যে ফ্লোর বুক করবেন, তখন আপনার সেটে কাকে সেটে ঢুকতে দেয়া হবে আর কাকে হবে না, তা ঠিক করা আপনার অধিকার হয়ে দাঁড়ায়।

'সবাই যদি নিজের নিজের এই অধিকার ঠিক ঠিক মত খাটায়, সমস্যা এড়িয়ে চলা কঠিন কিছু হতে পারে না। অপ্রয়েজনীয় কাউকে ভেতরে অ্যালাও না করলেই হলো! কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন নীতিহীন সাংবাদিকের জন্যে যারা প্রকৃত সাংবাদিক, তাদেরকে তো আমি বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতে রাজি নই।'

জয়কে তার সিদ্ধান্তে অটল দেখে যারা আগে 'মুভমেন্টে" যোগ দিয়েছিল, তারা তাদের মত পাল্টে ফেলল। ঘোষণা দিল: মুম্বাইয়ের স্টার ওয়ারে তারা অংশ নিতে আগ্রহী না।

একদিন সন্ধ্যায় সুসু বলল, 'জয়, কয়েকজন সাংবাদিক আজ ফোন করেছিল। বাসায় আসতে চায়। আমার সাক্ষাৎকারের জন্যে। তোমার

ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চায়। আমি ওদেরকে তোমার সাথে যোগাযোগ করতে বলে দিয়েছি।'

'আমার ঘাড়ে চাপালে কেন, তুমিই কথা বলো না!'

'আমি কথা বলব?' ও হাসল। 'কি কথা বলব?' ওর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'হ্যাঁ, পেয়েছি!'

জয় চোখ কুঁচকে তাকাল। 'কি পেয়েছ?'

'ওরা কি প্রশ্ন করতে পারে আর আমার জবাব কি হতে পারে!'

'যেমন?'

'ওদের প্রথম প্রশ্ন হবে সম্ভবত, জয়গুরুর সাথে আপনার পরিচয় কখন, কোথায় হলো?'

জয় হাসল, 'তুমি কি উত্তর দেবে?'

'দেব, লন্ডনে। ও যখন পাম্মির বাহুবন্ধনে। তারপর ওরা জানতে চাইবে: আপনারা দু'জন দু'জনকে কোথায় আবিষ্কার করলেন? আমি বলব: রেঞ্জ রোভারের ব্যাক সীটে। বলবে: তারপর প্রশ্ন করবে সেগুলোর মধ্যে কোনটা আপনার সবচেয়ে প্রিয়? আমি বলল: তার বুকের পশম। তারপর ওরা জানতে চাইবে: জয়গুরুর সেন্স অব হিউমার আপনার কেমন লাগে? আমি বলব: ওর সেন্স অব হিউমারই তো আমাকে ডুবিয়েছে। আমাকে "ফ্লোরড্" করেছে।'

জয় হা হা করে হেসে উঠল। 'থামো, সুস। ইউ আর ক্রেজি!'

কনসোর্টিয়াম, মার্চ মাসের ইউনিয়ন বাজেট এবং নিজেদের পেপার ও সুগার মিলগুলোর এজিএম-এর ফলে জয় দীর্ঘদিন পর্যন্ত এত ব্যস্ত থাকল যে স্ত্রীকে সময়ই দিতে পারল না। এতদিনে নিজেকে ওর সত্যিকারের এক ব্যবসায়ীর বউ মনে হলো।

তা-ও চলছিল, কিন্তু জয় হঠাৎ অনেক রাত করে বাড়ি ফিরতে শুরু করায় অভিনেতার বউ হওয়া কাকে বলে, হাড়ে হাড়ে বুঝল সুসু। সন্ধ্যায় জয়ের বাড়ি ফেরা নিয়মিত মিস্ করতে লাগল ও, কারণ আসার সময় পায় না তখন নিরুপায় হয়ে সাঁতার কাটা, ম্যাগাজিন পড়া বা ওর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটায়। সবচেয়ে ভাল লাগত রাজের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে। বয়সে বড় হলেও তাকে সুসুর আদরের ছোট ভাই মনে হয়। টেলিফোনে গল্প করতে করতেই গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল দু'জনের। সুসু প্রতিজ্ঞা করল যে করেই হোক, একদিন না একদিন রাজকে ও দেশে ফিরিয়ে আনবেই। ওর জানা আছে জয় কাজিন প্রভাতী

ও তার পরিবারের সবাইকে বেশি পছন্দ করে। তাই ওরও তাদেরকে পছন্দ।

প্রভাতী ইংরেজিতে খুব ভাল। তার হাসিখুশি স্বভাবের স্বামী আনন্দ রেড্ডি (সুসু পরে জানতে পেরেছে প্রভাতী নয়, জয়ের কাজিন আসলে আনন্দ) এবং তাদের দুই ছেলে বিবেক আর অশোক, সবাই ওকে ভালবাসে। তাদের মাধ্যমে পরপোকারী জয়, তার মাতৃভাষা এবং দেশীয় রীত-নীতি সম্পর্কে আরও অনেক খবর জানতে পারল সুসু।

এর দরকার ছিল, কারণ জয় নিজে ভয়ঙ্কররকম স্বাধীনচেতা বলে স্ত্রীকেও সব ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল। নিজেদের রীতি-নীতি বা আচার কখনও জোর করে গেলাতে চেষ্টা করেনি, তাই ও কিছুই জানত না সে ব্যাপারে। প্রভাতী ছিল কর্নাটক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গায়িকা। তার কাছ থেকে সে গান শিখতে লাগল সুসু, জয় সে জন্য একজন শিক্ষকও রেখে দিল। ভাষাটা ওর বেশ ভাল লাগল। হাজার হোক সেটাও সা-রে-গা-মা! ভিন্ন ভাষায়, এই যা।

প্রায় দিন সকালে স্টুডিওতে জয়ের সঙ্গে সুসুর দেখা হয়। নয়তো জয় বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত ও নিজেকে ব্যস্ত রাখে। রাত যতই হোক, বাসায় নিয়মিত আসে জয়। সুসু অনেকবার বেশি রাত বেশি হলে স্টুডিওতেই ঘুমিয়ে নিতে বলেছে, কিন্তু ও শোনে না। কোন কোনদিন এত বেশি ক্লান্ত থাকে যে খাওয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত থাকে না, দেহটা কোনমতে বিছানা পর্যন্ত টেনে নিয়ে এসে গড়িয়ে পড়ে। তবু আসা চাই।

এই সময় অজ্ঞাত কালারের ফোন আসার মাত্রা বেড়ে গেল। প্রতিবার সুসু প্রতিজ্ঞা করে এবার জয়কে ব্যাপারটা অবশ্যই জানাবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে আসে। হয় ওর ব্যস্ততার কথা ভেবে, নয়তো যে সামান্য সময়ের জন্য স্বামীকে কাছে পায়, তার মধ্যে অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলে টেনশন বাড়ানো ঠিক হবে না ভেবে।

ছবি মুক্তি পাওয়ার দিন ঘনিয়ে এসেছে, এ সময় একদিন ছবির প্রথম কপি প্রিন্ট নিয়ে স্টুডিওর কয়েকজন স্টাফের সঙ্গে নিজের অফিসে বসে কথা বলছিল জয়। এমন সময় থিয়েটারে ছবি বুকিঙের কাজের ইন-চার্জ বলল, 'স্যার, রাধিকা ম্যাডাম আজ সন্ধ্যার সময় তার ফ্যামিলি মেম্বার এবং ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে স্টুডিওতে আসবেন বলে গেছেন। ছবিটা তাদেরকে দেখাতে চান। ছবি দেখার পর ম্যাডাম ডিনারের আয়োজনও করতে বলেছেন আমাকে।'

'ক'টায় রাধিকার শো হবে?' চোখ কুঁচকে উঠল জয়ের।

'ছ'টায়, স্যার।'

হাতঘড়ি দেখল জয়- দু'টো বাজে। 'ঠিক আছে। কিন্তু তার আগে আমার দেখার ব্যবস্থা করুন। তিনটায় দেখব আমি। আর হ্যাঁ, ম্যাডামের জন্যে স্পেশাল খানা-দানার আয়োজন করতে ভুলবেন না।' লোকগুলোকে বিদায় করে সুসুকে ডাকল ও। 'তিনটায় আমার নতুন ছবিটা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তুমি দেখবে আমার সাথে?'

বয়! ভাবল সে, চার মাস হলো ওদের বিয়ে হয়েছে, অথচ আজ পর্যন্ত ও একবারও জয়কে পর্দায় দেখেনি। আজ দেখবে? মনে হয় না।

'নিশ্চয়ই দেখব!' ওর আশঙ্কা মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়ে এক কথায় রাজি হয়ে গেল সে। নিজের প্রিভিউ থিয়েটারের নতুন ছবি দেখার সময় পিছনদিকে বসে জয়, আজও সেখানেই বসল। এই ছবির কাহিনী সুসু জানে, হানিমুনের সময় জয় বলেছে। ছবির তেলেগু ডায়লগ একটাও বুঝবে না জানে, তবু খুশি মনেই স্বামীর পাশে বসল।

প্রথম দৃশ্যেই হাঁ হয়ে গেল ও–মোটরবাইকে চড়ে পর্দায় উপস্থিত হয়েছে তেলেগু ছবির ড্যাশিং হিরো জয় কুমার রেড্ডি। পরনে ডেনিম জিনস্, গায়ে দিয়েছে চেক শার্ট এবং ভীষণ ক্যাটকেটে রঙের জ্যাকেট। আস্তিন গোটানো। বাস্তব জীবনে ওকে কখনও এমন পোশাকে দেখেনি সুসু। 'ওহ্, জয়!' মৃদু কণ্ঠে বলল। 'যা লাগছে না তোমাকে!'

জয় হাসল। ওর এক হাত মুঠোয় নিয়ে হালকা চাপ দিয়ে পর্দায় মন দিল। সুসুও তাই করল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে জয়কে নাচ-গান, মারামারি ইত্যাদি করতে দেখে অবাক হলো। ওদের বিয়ের দিন জয়ের ফার্মহাউসে তোলা কয়েকটা শট্ দেখেই সুসু চিনল। তার খানিক পরের কিছু দৃশ্যে রীতিমত স্তম্ভিত হওয়ার দশা হলো ওর–একই জায়গায় তোলা রাধিকা ও জয়ের কিছু একান্ত রোমান্টিক দৃশ্য সেগুলো।

সুসু স্তম্ভিত হয়ে গেল। কোন ভারতীয় ছবিতে এত বেশি রোমান্টিকতা আগে কখনও দেখানো হয়েছে মনে হলো না। জয় রাধিকাকে কাছে টেনে নিচ্ছে দেখে ভীষণ অস্বস্তি লাগল। তাকে জড়িয়ে ধরে ওয়ালজের তালে তালে অনেকক্ষণ নাচল সে, নাচ থামতে দেখা গেল দুই প্রেমিকের আবেগ উথলে উঠতে শুরু করেছে। রাধিকার দিকে জয়ের তাকানোর ভঙ্গি দেখে সুসু মনে মনে প্রতিবাদ জানাল। 'ওইভাবে না, প্লিজ! ওই দৃষ্টিতে তাকাবে না।' বিয়ের রাতে জয় যেরকম

আবেগমাখা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়েছিল–প্রেমের, কামনার দৃষ্টিতে, এ মুহূর্তে ঠিক সেই দৃষ্টিতে রাধিকার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে ব্যাপারটা অসহনীয় মনে হলো।

আর কেউ হলে অন্যরকম কথা ছিল, কিন্তু নিজের স্বামীকে আরেক নারীর সঙ্গে এরকম ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে দেখা এক হৃদয় নিংড়ানো অভিজ্ঞতা। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল সুসুর, খেয়াল নেই কখন জয়ের হাত ছেড়ে দিয়ে ওর কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে বসেছে।

কিন্তু ব্যাপারটা ছিল সবে শুরু। এরপর দু'হাতে রাধিকার মুখটা উঁচু করে ধরল জয়, মুগ্ধ চোখে একভাবে তাকিয়ে থাকল। তারপর চুমো খেল তার ঠোঁটে।

'না!' মনে মনে চিৎকার করে উঠল সুসু। 'ওইভাবে না, প্লিজ! ওইভাবে না!' কিন্তু জয় তখন অনেক এগিয়ে গেছে, রাধিকার নিচের ঠোঁট মুখে নিয়ে পুরো আবেগের সঙ্গে চুষতে শুরু করে দিয়েছে।

অনেক কষ্টে চোখের পানি ঠেকিয়ে রাখল সে। তারপরও কিভাবে যেন এক ফোঁটা গরম পানি হাতের ওপর গড়িয়ে পড়ল। তখনই আবার জয়ের স্পর্শ অনুভব করল ও, ছাড়িয়ে নেয়া হাত আবার মুঠোর মধ্যে নিয়ে চাপ দিয়েছে। ওর দিকে তাকাল সুসু, জয় মৃদু হেসে এক হাত ওর কাঁধে তুলে দিয়ে কাছে টেনে নিল। অনেক কষ্টে ঠোঁট টিপে হেসে জোর করে পর্দার দিকে তাকাল।

কান্নায় ফেটে পড়া বা হল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মত মর্যাদা হানীকর কিছু ওর পক্ষে করা সম্ভব নয় জানে। এ-ও জানে এই নিয়ে স্বমীর সঙ্গে ঝসড়া-হাতাহাতি করার মানসিকতাও ওর নেই। আবার চুপ করে যে ছবি দেখবে, তা-ও পারছে না। এ যেন নিজের বেডরুমে শুয়ে স্বামীকে অন্য নারীর সঙ্গে প্রেম করতে দেখা।

অথচ ওর কিছুই করার নেই। মাইকেল ডগলাসের বউ নিজের স্বামীকে এরকম দৃশ্যে সহ্য করতে পারবে কি না সুসু জানে না, ও নিজে কি করবে তা-ও বুঝতে পারছে না।

কিন্তু চোখের পানি জোর করে চেপে রাখতে গিয়ে ওর মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। এ ব্যাপারে নিজের প্রতিক্রিয়া কিভাবে ব্যক্ত করবে বুঝে উঠতে না পারা পর্যন্ত চুপ করে থাকবে ঠিক করল ও। ভাবতে লাগল, মনের ভাব গোপন রেখে কিভাবে থিয়েটার থেকে কিভাবে বেরিয়ে যাওয়া যায়। ভীষণ কঠিন হয়ে দেখা দিল সেটা।

অন্ধকার থেকে আলোর জগতে আসামাত্র যে ক'জনের ওপর সুসুর প্রথম চোখ পড়ল, রাধিকা তাদের মধ্যে একজন। সঙ্গে সার্বক্ষণিক সাথী ডক্টর মঙ্গলাও আছে। জয় সুসুর পাশেই থাকল। ভদ্রতার খাতিরে কাছে গিয়ে রাধিকাকে "হাই' করল সুসু। দিনের আলোয় এই প্রথম খুব কাছ থেকে দেখল। স্বামীর সহ-অভিনেত্রী হিসেবে নয়, রক্ত-মাংসের মেয়ে হিসাবে। আর সব ছবির প্রিভিউ শো-র বেলায় যেমন হয়ে থাকে, এটার বেলায়ও তাই হলো। সবাই এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছে, এমন সময় পরিচালক এ নিয়ে সুসুকে মন্তব্য করতে বলল।

না হেসে উপায় ছিল না বলে মৃদু হাসল ও। ছবির ডায়লগ কিছুই বোঝেনি স্বীকার করে বলল, 'জয়কে অমনভাবে নাচতে দেখে বেশ অবাক হয়েছি আমি। আমি ভাবিনি ও এত ভালো নাচতে পারে।'

কয়েকজন কর্মচারী প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'অবশ্যই পারেন! আমাদের জয়গুরু তেলেগু ছবির সেরা ডান্সারদের মধ্যে একজন। এমনকি প্রভুদেবার চেয়েও ভাল নাচতে পারেন উনি।'

জয় মাথা নাড়ল। 'না, প্রভু অনেক বেটার। তার সাথে আমার কোন তুলনাই চলে না।'

সুসু রাধিকার দিকে নরম দৃষ্টিতে তাকাল। কূটনীতিকদের মত মৃদু ভাষায় বলল, 'রাধিকা, পুরো ছবিতে তোমাকে খুব সুন্দর লেগেছে।' ওর এমন মন্তব্যে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল ভরত নাট্যম নর্তকী। কয়েকবার চেষ্টার পর কোনরকমে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ!'

জয়ের দিকে ফিরল ও। 'আমি এখন বাসায় যাই?'

'এখনই না, সুস। আরও কিছুক্ষণ থাকো। আগে সবাই মিলে কফি খেয়ে নেই।' টিফিন আর কফি পর্ব শেষ হতে রাধিকার বন্ধুরা সবাই জয়কে ঘিরে ধরল। সবাই জে. কে বলে ডাকছে ওকে। সুসু চলে যাবে বলতে জয় ওর হাত ধরে গাড়িতে তুলে দিতে এল। 'আজ তোমার বাসায় ফিরতে দেরি হবে?' গাড়ির কাছে এসে জিজ্ঞেস করল সুসু।

'না। আমি তোমার সাথেই আসছি।'

অবাক হয়ে গেল ও, চেহারা ঝলমল করে উঠল। বিশ্বাস করতে পারছে না। 'সত্যি!' ওর মনের অবস্থা টের পেয়ে জয় হাসল, দরজা মেলে সুসুকে গাড়িতে তুলে দিল। শ্রীনিবাসগুরু এবং অন্য কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলল কিছু সময়, তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে গাড়িতে উঠে আসলামকে চালাতে নির্দেশ দিল। অবাক না হয়ে পরল না সুসু। নিজের

অজান্তেই প্রিভিউ থিয়েটারের সামনে অপেক্ষমাণ জটলার দিকে ঘুরে তাকাল। তারাও অবাক হয়ে জয়ের চলে যাওয়া দেখছে।

'সুস, তুমি বহুদিন আমাদের পারিবারিক মন্দিরে যেতে চেয়েছিলে। আজ যাবে?' সুসু মনের সঙ্গে কিভাবে লড়াই করছে টের পেয়ে মনে মনে ওকে ধন্যবাদ জানাতে লাগল সে। স্ত্রীর চেহারা দেখেই বুঝতে পারছে কত কষ্টে ও নিজেকে নির্বিকার রাখার চেষ্টা করে চলেছে। গাড়িতে সুসু ছবি ছাড়া ওর সঙ্গে আর সবকিছু নিয়েই আলাপ করল, কিন্তু জয় জানে ওর ভেতরে কি চলছে।

পারিবারিক মন্দিরটা আসলে জয়ের মা-বাবার শেষ বিদায়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য গড়া হয়েছে। তাদেরকে যেখানে পোড়ানো হয়েছে, সেখানে জায়গা কিনে এতিমদের জন্য একটা ফ্রী আবাসিক স্কুল করে দিয়েছে জয়। ছাত্রদের বইপত্র, কাপড়চোপড়, খাওয়া এবং উচ্চতর পড়াশুনার সমস্ত খরচ সে বহন করে। হায়দ্রাবাদে প্রথম পা রাখার দিন সুসুকে এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি এখানে নিয়ে এসেছিল জয়। সুসুর মনের অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু মন্দিরের সমাহিত পরিবেশে আসতে পেরে ভাল হয়ে গেল।

জয় জানে অবসর থাকলে সুসু সন্ধ্যায় পুলে সাঁতার কাটে, তাই বাসায় ফিরেই বলল, 'চলো, আজ আমরা দু'জন সাঁতরাব।'

সুসু ঠিকই বুঝল জয় এসব কেন করছে। বুঝল বলেই মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখল। কিন্তু সেটা দেখানোর, মন থেকে উত্থিত হাসি নয়। ওর মনটা ওর সঙ্গে নেই আসলে, প্রিভিউ থিয়েটারের কোথাও টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। জয় সেটা বুঝতে পেরেই ওকে পানির নিচে টেনে নিয়ে জোর করে চুমো খেল। দম বন্ধ হয়ে আসছে দেখে জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সুসু। জয় তবু পিছু ছাড়ল না, ধাওয়া করে এসে পুলের টাইল ফিট করা দেয়ালে ঠেসে ধরে আবার চুমো খেল অনেকক্ষণ ধরে।

ছাড়া পেয়ে জয়ের বুকে মাথা রেখে দাঁড়াল ও। 'তুমি এভাবে চুমো দিলে আমি সব ভুলে যাই।'

ওর ভেজা নাকে সশব্দে চুমো দিয়ে হাসল জয়। চাপা, আবেগ মাখা গলায় বলল, 'শুনে খুব খুশি হলাম। ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার আগে উঠে পড়ি চলো।'

ওরা বাসায় ফিরতেই স্টুডিও থেকে পর পর কয়েকটা ফোন এল। আগামিকাল ছবি মুক্তির দিন, তাই কর্মচারীরা যার যার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব

পালন করে বসকে অবহিত করছে একটু পর পর। 'তুমি এসেছ বলে আমি খুশি হয়েছি, কিন্তু কাজ ছেড়ে না এলেও পারতে।'

'ও কিছু নয়,' জয় হাসল। 'এসব কাজ টেলিফোনে সামাল দিলেই চলে। ইটস্ মাই প্লেজার, লেডি।'

জয় ড্রেস বদলাতে বাথরুমে যেতে আরেকটা ফোন এল। সুসু ধরল। সেই অজ্ঞাত কলার। নীরবে ও প্রান্তের বক্তব্য শুনল ও, চেহারায় চিন্তার ছাপ ফুটল। জয় বের হলে কথাটা বলবে ভেবেও বলল না। এখন ছবি মুক্তি দেয়ার চিন্তায় আছে জয়, এই সময়টা এসব বিষয় নিয়ে কথা বলার উপযুক্ত সময় নয়। তাছাড়া হঠাৎ এত ফোন আসা শুরু হয়েছে, মনে হচ্ছে জয়ের অফিস বুঝি বাসায় শিফট করা হয়েছে।

'কিসের কান্নার কথা বলছিলে তুমি?' একটু আগে তেলেগু ভাষায় কার সঙ্গে যেন "কান্নাকাটি" নিয়ে কথা বলছিল জয়। কিন্তু প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বিস্মিত চোখে স্ত্রীকে দেখল সে। 'বাহ্, তুমি তো দেখছি বেশ ভালোই তেলেগু শিখে গিয়েছ!'

'তুমি কিছু টের পাওয়ার আগে আমি ওই ভাষায় কথাও বলতে শুরু করে দেব।'

দু'হাতে ওর মুখ উঁচু করে ধরল জয়। 'মাই লিটল্ বেবি! তুমি সত্যিই সামথিং এলস্। তাই না?'

সুসু আরেকদিকে তাকাল। তাদের দু'জনের মাঝখানে যে বিপদের মেঘ ঝুলছে, তার কথা ভেবে বুক কাঁপছে। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে প্রিভিউ সম্পর্কে দর্শকদের মতামত কি জানতে চাইল ও। 'প্রিভিউ অডিয়েন্সের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সত্যি কথাটা কখনও জানতে পারবে না,' জয় বলল। 'ওরা সামনে বলবে "দারুণ!", পিছন ফিরলেই প্রিন্ট ছিঁড়ে ফেলতে চাইবে।'

'আর আমি তো কিছুই বুঝিনি,' সুসু বলল। 'শুধু ভাষা না, তোমার শেষদিকের কোন দৃশ্যও আমি দেখতে পারিনি।' জয় কুমারের যদি ব্লাশ করার ক্ষমতা থাকত, তাহলে সেই মুহূর্তেই করত সে। 'তুমি এত বেশি আকর্ষণীয়, আমার মনে হয় তোমাকে পাবার জন্যে নিশ্চয়ই হাজার হাজার মেয়ে লালায়িত।'

বিব্রত চেহারায় হাসল জয়। 'হাজার হাজার? এত মেয়েকে সামাল দেয়া একটু কঠিন হবে আমার জন্যে। কিন্তু যে এ মুহূর্তে আমার হাতের কাছে রয়েছে, তার জন্যে কি করা যায় দেখি! একটু আগে জয়ের চুমোয় সুসু সব ভুলে যায় বলে যে মন্তব্য করেছে, সেটা মিথ্যে বলেনি।

তারওপর পরপর কয়েক রাত ঠিকমত স্ত্রীসঙ্গ পায়নি বলে অল্প সময়ের মধ্যে সে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠায় তার দেহটাও অল্প সময়ে নির্লজ্জ হয়ে উঠল। 'তোমাকে কারও সাথে ভাগ করে নেয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না,' এক সময় বলল সে।

পরদিন সকালে স্টুডিও যাওয়ার সময় জয় জানতে চাইল, রাতে ওর সঙ্গে ফিলমল্যান্ডের এক পার্টিতে সুসু যাবে কি না। এড়ানো যায় না বলে এ ধরনের পার্টিতে জয় একাই যায়, কারণ এ দেশে এরকম পার্টি বলতে সাধারণত পুরুষদের পার্টি বোঝায়। জয় কেন নিউ ইয়ার'স্ ঈভে কখনও হায়দ্রাবাদ থাকে না, নিউ ইয়র্ক চলে যায়, সে ব্যাপারে বলেছে সুসুকে। সেদিনের জন্য আজও ফিলম স্টার চিরঞ্জিবীকে ধন্যবাদ দেয় জয়।

ওর ক্যারিয়ারের প্রথমদিকে সে একবার তার নিউ ইয়ার'স্ ঈভ পার্টিতে ওকে নিমন্ত্রণ করেছিল, একটা ফাইভ স্টার হোটেলে। সবাইকে বিব্রত করে জয় সেখানে ওর ডেট নিয়ে গিয়েছিল। বিব্রত কারণ ওই মেয়েটি একাই ছিল সে পার্টির মেয়ে সদস্য। এমনকি হোস্ট চিরঞ্জিবীর বউ পর্যন্ত ছিল না তার আশেপাশে।

'পরের বছর মাদ্রাজে প্রতিদ্বন্দ্বী কমল হাসান এবং তার স্ত্রী সারিকাকে নিয়ে আরও মজার কাণ্ড ঘটেছিল,' সুসুকে বলেছে জয়। 'ওদের বাড়িতে সেদিন কেউ ছিল না। কোন স্টাফ পর্যন্ত না। বাড়ির সব কাজ নিজেদেরকে করতে হচ্ছিল। ওর মধ্যেও ঠিক বারোটায় তারা ওপরতলার টেরেসে গিয়ে মেয়েদেরকে নিয়ে ক্র্যাকার ফুটিয়ে নববর্ষকে বরণ করে।'

জয় চলে যেতে দৈনন্দিন কাজে লাগল সুসু, কিন্তু মন জুড়ে থাকল গতকাল থিয়েটারের পর্দায় দেখা সেই দৃশ্যগুলো। স্টুডিওতে পা রাখামাত্র ওর জানা হয়ে গেল কার "কান্নাকাটি" নিয়ে ফোনে কথা বলছিল জয়। সবাই ব্যাপারটা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করছে সেখানে–ছবি দেখার পর রাধিকা ম্যাডাম না কি হল থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়েছে। শুনে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেল সুসু। ও একাই নয়, কাল তাহলে আরও কেউ কেঁদেছে ছবি দেখে।

পার্টিতে যাওয়ার জন্য জয়কে যখন সুসু স্টুডিও থেকে তুলে নিতে এল, রাধিকার কান্না তখন খবরে পরিণত হয়েছে, এবং ছবিটার অন্তরঙ্গ দৃশ্যগুলো অনেকের মুখরোচক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশিরভাগের মতেই ছবিটা "সফট পর্নো" বলে আখ্যায়িত হয়েছে।

রক্ষণশীল অন্ধ্র প্রদেশের সর্বত্র প্রশ্ন উঠেছে, সেন্সর বোর্ড কি ভেবে তরুণ সমাজের মাথা খাওয়া সমস্ত অন্তরঙ্গ দৃশ্য সংযোজিত এই পর্নো ছবি মুক্তির অনুমতি দিল? আমাদের সংস্কৃতি আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? পত্রিকাগুলো এইসব প্রশ্নে পরিবেশ গরম করে তুলল।

তবে ভাগ্য ভাল যে পার্টিতে প্রথমেই উঠল না সে প্রসঙ্গ, উঠল সবার শেষে। চলে আসার সময় হোস্ট সুরেশ নাইডুর সাংবাদিক স্ত্রী সুসুকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে দুয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'শিওর!' স্বাভাবিকভাবে বললেও মনে মনে খারাপ কিছু শোনার জন্য প্রস্তুত হলো ও।

'কাল জয়ের ছবিটা তুমি দেখেছ?' প্রশ্ন নয়, অনেকটা মন্তব্যের মত শোনাল। সুস্মিতা মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ, দেখেছি। জয়কে কালকেই প্রথম পর্দায় দেখলাম আমি।'

'সুস্মিতা, একজন নারী হিসেবে বলো, রাধিকার সাথে জয়ের বিতর্কিত বেডসীনগুলো দেখে তোমার কেমন লেগেছে?'

'কেমন লেগেছে?' বিড়বিড় করে বলল ও, কি উত্তর দেবে ভাবছে। প্রশ্নকারিনী একভাবে ওকে দেখছে। 'ভাল লেগেছে। দেখে খুশি লেগেছে বিবাহিত হয়েও জয় তার পেশাগত ক্ষেত্রে কোন ছাড় দেয়নি। বুঝতে পেরেছি জয় একজন চমৎকার অভিনেতা এবং সবকিছুর আগে ও কাজকে স্থান দেয় জেনে অন্য বউরা যেমন খুশি হতো, আমিও তেমন খুশি হয়েছি।' হাসল সুসু। মুখ রক্ষার মেকি হাসি নয়, সত্যিকারের স্বস্তির হাসি হাসল ও।

'কিন্তু, সুস্মিতা,' মহিলা বলল, 'তুমি কি জানো, দৃশ্যগুলো এর মধ্যেই বিতর্কিত হয়ে উঠেছে? সবাই রাধিকাকে জয়ের চুমো খাওয়ার ধরণকে "জে. কে স্পেশাল" বলতে শুরু করেছে?'

'জে. কে স্পেশাল?' হাসল ও। ভাবল তাদের সঙ্গে কি ওর কোন টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ আছে? ওর চুমোকে সুসু কি বলে আখ্যা দিয়েছে, তা অন্য দর্শকরা জানল কিভাবে?

'ছবির মাধ্যমটাকে আমি ভালোভাবে চিনি না বলে "বিতর্কিত" কি না, তা নিয়ে কোন মন্তব্য করতে চাই না,' বলল সুসু। কিন্তু জয়ের ওপর আমার আস্থা আছে, আমি জানি ও কখনও অমার্জিত কিছু করবে না। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, দু'জন পাত্র-পাত্রী ঘনিষ্ঠভাবে অভিনয় করার সময় তাদের মধ্যে এক ধরনের কেমিস্ট্রি কাজ করে, তার

মধ্যে দোষের কিছু নেই। বরং তা না থাকলেই বরং দৃশ্য মার খেয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।'

হাসি ফুটল জয়ের মুখে। হাত ধরে সুসুকে নিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য পা বাড়িয়েছিল ও, এমন সময় সুরেশ নাইডুর স্ত্রী জজ্ঞেস করল, 'সুস্মিতা, জয়ের জীবনে অন্য নারী আছে, তেমন কিছু যদি কখনও জানতে পারো?'

'এটা হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন হয়ে গেল,' সুসু হাসল। 'এ পশ্নের উত্তর এখনই দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তবে কখনও যদি সেরকম কিছুর প্রমাণ পাই, জয় কুমারের পাশে আমাকে আর দেখতে পাবে না কেউ। আমি নিজেকে আর মিসেস জয় কুমার বলে স্বীকার করব না!' কথাটা বলার সময়ে ওর কণ্ঠে তিক্ততা ফুটল না, তবে দৃঢ়তা ঠিকই ফুটল।'

সারাদিন যে প্রশ্নটার উত্তর ও মনে মনে খুঁজেছে, হঠাৎ করে কিভাবে তা মুখে চলে এল সুসু জানে না। তবে কথাটা ব্যক্ত করতে পেরে নিজেকে অনেক ভারমুক্ত লাগল। জয় তার সহ-অভিনেত্রীর সঙ্গে বাস্তবে প্রেম করে, এমন এক ভীতিকর সে সম্ভাবনাকে পর্দার ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে পেরে নিজেকে ভয়াবহ এক মানসিক পীড়নের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

ওর ঝট্‌পট্‌ জবাবে জয়ও যে ভারমুক্ত হয়েছে, তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না সুসুর। ওর চেহারাই বলছে সে কথা। সবচেয়ে অদ্ভুত কথা, যে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে চুপচাপ, নিজের সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই বলে না, আজ সে-ই বউয়ের সঙ্গে দিনের কাজ নিয়ে বকবক করে চলেছে!

পরদিন সকালে সুসুকে একটা "থ্যাঙ্ক ইউ" গিফট দিল জয়। কথায় কথায় বলল, 'কাজ থেকে কিছুদিনের ছুটি নিলে কেমন হয়, সুসু? চলো, আমাদের বিশাখাপট্টমের রিসোর্ট থেকে ক'দিন বেড়িয়ে আসি। যাবে?'

'যাব মানে?' আনন্দে লাফিয়ে উঠল সুসু। 'একশোবার যাব! কিন্তু কালকে না তোমার ছবি মুক্তি পাওয়ার দিন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু সে জন্যে আমাকে এখানে বসে না থাকলেও চলবে,' জয় উত্তর দিল। 'কোথায় কি ঘটছে তা ওখান থেকে টেলিফোন করলেই জানতে পারব। আর কিছু যদি ঘটেই যায়, স্টুডিও সামলাবে সে সব। চলো, কেটে পড়ি। সুস, তোমার সমস্ত বীচ ওয়্যার নিয়ে নাও। টাইট, শর্টস্‌, সব। কেমন? যে ক'দিন ইচ্ছা হবে, বেড়িয়ে আসব।'

সুসু নিশ্চিত বুঝে উঠতে পারল না ওদের লন্ডনের হানিমুন সুইট ভাল ছিল, না কি এখানকার চমৎকার নৈসর্গিক সৈকত। দেখামাত্র এখানকার রিসোর্টের প্রেমে পড়ে গেল ও। জয়ের হার্টফোর্ডশায়ারের ফার্মহাউসের সঙ্গে এর এটা সাদৃশ্য চোখে পড়ল–এখানকারও সেইরকম সৌন্দর্য আর আভিজাত্য আছে।

জায়গাটার প্রেমে পড়ে গেল সুসু। সন্ধ্যায় জয় বলল, 'চলো, তোমাকে চারদিকটা দেখিয়ে নিয়ে আসি। যে কোন গাইডের চেয়ে এ কাজ আমি ভালো পারব।' ও তৈরি হয়ে নিচের লবিতে এসে জয়কে কাউন্টারের সামনে দেখতে পেল। ওর পছন্দের জিনস্ ও চেক শার্ট পরে আছে, হাতা গোটানো। সুসুকে দেখে কাউন্টারের কাছ থেকে সরে এল সে। বাইরে এসে ওকে সামনেই অপেক্ষমাণ একটা মোটরবাইকের দিকে ওকে এগুতে দেখে রোমাঞ্চিত হলো সুসু। ' ওটা কার বাইক?'

উত্তর না দিয়ে বাইক স্টার্ট দিল সে, ওর দিকে ফিরে হাসল। 'চলে এসো, সুইটহার্ট।'

'আই ডোন্ট বিলিভ ইট!' সুসু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল। ওর দিকে দৌড়ে এল। 'আই জাস্ট ডোন্ট বিলিভ ইট!' এখানে আমাকে পিলিয়ন রাইড করাবে তুমি?'

পিছন ফিরে দাঁত বের করে হাসল জয়, তার প্রচেষ্টা স্ত্রীকে চমকে দিতে পেরেছে বলে খুব খুশি। 'করাব। কিন্তু একটা শর্তে। তুমি আমাকে পিছন থেকে এত শক্ত করে ধরে রাখবে যেন আমাদের মাঝখানে এক সেন্টিমিটারও ফাঁক না থাকে। নইলে কিন্তু বাইক থেকে ঠেলা মেরে নিচে ফেলে দেব।'

শর্ত দেয়ার কোন দরকার ছিল না, ওর চাপে রিবকেজ ভেঙে বসে যাওয়ার মত অবস্থা হলো। জয় রিসোর্টের গেট পেরিয়ে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে আসার সময় সুসু তার পিঠে মুখ ঘষল। জ্যাকেট খুলে শার্টের ভেতরে হাত ভরে দিল, চোখ বুজে ওর চামড়া ছুঁয়ে দেখল। একটু পর বাইক থেমে গেছে খেয়াল হতে অলস ভঙ্গিতে বলল, 'থামলে কেন?'

'চোখ খোলো, ডার্লিং। সামনে তাকাও।'

ধীরে ধীরে চোখ মেলল সুসু, তাজ্জব হয়ে গেল সামনেই দিগন্ত জোড়া সী-বীচ দেখে। চট্ করে সোজা হয়ে বসল ও। আকাশে চাঁদ উঠেছে। অদ্ভুত সুন্দর রোমান্টিক চাঁদ। তার আলোয় চিকচিক করছে সাগর। চোখ ফেরানো দায়। জয় এক্সপার্টের মত সুসুকে তুলে পিছন

থেকে সামনে নিয়ে এল। হ্যান্ডেলে পিঠ ঠেকিয়ে জয়ের মুখোমুখি বসল ও। মুখে অর্থপূর্ণ মিটমিটে হাসি।

'তুমি অপূর্ব, ডার্লিং!' জয় আবেগ মাখা গলায় বলল। 'তোমার মত বউ পেলে যে কেউ ধন্য হয়ে যাবে, সুস।'

'আমি তোমাকে মিস্ করেছি, ডার্লিং,' ও বলল ফিসফিস করে। সাগরের ঢেউ আর নারকেলের পাতায় বাতাসের মৃদু শোঁ শোঁ চমৎকার এক রোমাঞ্চের আবহ সৃষ্টি করেছে সাগরবেলায়। কিছুক্ষণ ওর ঠোঁটে ছোট ছোট চুমো দিল জয়, তারপর একটা সুপার-ডুপার জে. কে স্পেশাল দিয়ে শার্টের মধ্যে হাত ভরে জোর এক চাপ দিল ওর বুকে। সুসু অস্থির হয়ে জয়ের শার্ট খুলতে শুরু করে দিল। কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস পড়ছে ওর। ব্রার বন্ধনমুক্ত হয়ে লাফ দিয়ে উঠল সুসুর স্তন, বোঁটা শক্ত হয়ে উঠেছে। জয়ের মুখ সেদিকে এগিয়ে গেল।

ধৈর্য হারিয়ে ফেলল ও, সুসুকে পাঁজকোলা করে নিয়ে সৈকতে শুইয়ে দিল। আগে কখনও সৈকতে প্রেম করেনি সুসু, আজই প্রথম। দু'টো দেহ নির্দিষ্ট ছন্দে সামনে-পিছনে করতে লাগল। এক সময় ক্লান্ত হয়ে পরস্পরের বাহুতে নেতিয়ে পড়ল ওরা। 'স্ট্যালিয়ন,' সুসু ফিসফিস করে বলল, 'এই "ফিলি" চিরদিনের জন্যে শুধু তোমার।'

সকালে ঘুম ভাঙতে জয়গুরুর জন্য মেসেজ নিয়ে বালা, সরোজা বা শ্রীনিবাসগুরুদের কেউ অপেক্ষায় নেই দেখে ভাল লাগল সুসুর। জয় বলল, 'সুস, তোমার কোন তুলনা হয় না। গত কিছুদিন নানা ক্ষেত্রে কম্প্রোমাইজ করে চলতে হয়েছে তোমাকে। এবং তুমি তার সবগুলোয় উতরে গিয়েছ।'

'কেবর আমি কম্প্রোমাইজ করেছি?' সুসু হাসল। 'তুমি করোনি? তুমি ভেবেছ আমি বুঝি না, আঙ্কিতের সাথে আমার মোটর বাইকে চড়া বা হায়দ্রাবাদে একা একা গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ানো তোমার ভালো লাগেনি? তবু তুমি সেসব সহ্য করে গেছ, আমাকে কিছু বলোনি।'

জয় বিছানায় উঠে বসল। তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে থাকল সুসুর দিকে। 'তাছাড়া নানারকম প্রলোভন উপেক্ষা করেও তো তুমি আমার পাশে পাশে থেকেছ,' বলে চলল সুসু। 'থাকোনি, বলো?'

হাঁ হয়ে গেল জয়। 'তুমি কিসের প্রলোভন উপেক্ষা করার কথা বলছ? কিছুই তো বুঝলাম না!'

'মেয়েদের কথা বলছি আমি।'

'মেয়ে! কোন মেয়ে!'

'সেই এয়ার হোস্টেসের কথাই ধরো,' সুসু মুখ টিপে হাসল। 'বিয়ের পর লন্ডন থেকে মুম্বাই ফেরার পথে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি ভেবে যে গর্জিয়াস হোস্টেস মেয়েটা তোমার কাছে এসে আস্তে করে জানতে চেয়েছিল কিছু লাগবে কি না, মনে আছে? তার কথার ধরনেই বোঝা গেছে কি বোঝাতে চাইছিল সে।'

জয় শব্দ করে হেসে উঠল। 'বা-বা! কিছুই তাহলে তোমার নজর এড়ায়নি?'

'তোমার সবকিছু প্রথম থেকে আমি খেয়াল করেছি,' ও মৃদু গলায় বলল 'তোমার পেশীর নড়াচড়া, তোমার মুডের পরিবর্তন, সবই খেয়াল করি আমি। কারণ তুমি যে আমার কতখানি প্রিয়, তা তুমি জানো না।'

'কতখানি?'

'অনেকখানি। কারণ তুমি আমার জীবনের প্রথম এবং একমাত্র পুরুষ, জয়। আমাদের সম্পর্ককে তুমি এত সুন্দর এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছ, এখন আর কোন পুরুষকেই আমার পুরুষ বলে মনে হয় না।'

'সুসু, যত দিন যাচ্ছে তুমি তত অপূর্ব হয়ে উঠছ।'

'বুঝলাম,' ও বলল। 'কিন্তু এখন অন্য কিছু চাই যে! ভালোবাসা আর তাজা বাতাস ঠিক আছে, তবে সাথে আরও কিছু লাগে।'

'কি?' অলস স্বরে বলল জয়।

'কি আবার! নাস্তা।'

'নাস্তা!' জয় বিস্মিত হলো। 'এখন তো লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে!'

সেবারের অপরিকল্পিত বিশাখাপট্টম ভ্যাকেশনের কথা মনে হলে সুসু অবাক হয়ে ভাবে, হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্য জয়ের সময় বের করে নেয়ার অদ্ভুত এক ক্ষমতা আছে! কোন অবাঞ্ছিত নাক গলানো নেই, রোমান্সে বাধা-বিঘ্ন নেই, পরস্পরকে আরও ভাল করে চিনতে-জানতে কোন বাধা নেই। হায়দ্রাবাদের ব্যস্ত জীবনে যে প্রশ্ন করার সুযোগ এতদিনে হয়নি, এখানেই সুসু জানতে চাইল, অভিনয়কে ও পেশা হিসেবে কেন বেছে নিয়েছে?

'তখন আমার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ,' জবাবে জয় বলতে লাগল, 'হার্ভার্ড থেকে ফিরে আমাদের ব্যবসা আরও বাড়ানোর কথা ভাবছি, তখন সুরেশ নাইডুর বাবা তার একটা ছবিতে অভিনয় করার জন্য আমাকে ধরে বসল। নামকরা ফিলম প্রডিউসার ছিল নাইডু আঙ্কেল।

আমাদের দুই পরিবার অনেক বছর থেকে ঘনিষ্ঠ। তারওপর আমি যে তেরো বছর বয়স থেকে মার্শাল আর্ট চর্চা করে আসছি, তা-ও সে জানত। আঙ্কেল বলল, তার ছবির জন্য আমার মতই একজনকে দরকার।

'সে সময় আমার যে বয়স, তাতে সবকিছুই ভালো লাগত। ফাইটিং, নাচ, রোমান্স। নাইডু আঙ্কেরের কথামত অভিনয় করলাম এবং ছবি সপার হিট করল। তারপর অনেক অফার এসেছিল, কিন্তু আমি তখনই আর ছবি না করে চলচ্চিত্র মাধ্যম নিয়ে পড়াশুনা করি। শহরের বাইরে মেডচল নামের জায়গায় স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করলাম, তারপর পুরোপুরি পেশাদার হয়ে অভিনয়ে নামলাম।

'আমি অনেক যাচাই-বাছাই করে ছবি পছন্দ করি, যে কারণে আট বছরের ক্যারিয়ারে মাত্র পনেরো-ষোলোটা ছবি করেছি আমি। আমাদের অন্যসব হিট নায়কদের তুলনায় সংখ্যাটা অনেক কম।

'নাইডু আঙ্কেল কেন বন্ধুর ছেলেকে ছবিতে অভিনয় করার জন্য ধরেছিল, সে কথা অবশ্য বলেনি ও। চতুর প্রডিউসার ছিল মি. নাইডু, জয় আমেরিকা থেকে ফেরার পর ওর প্রতি মেয়েদের প্রচণ্ড আগ্রহ দেখে বুঝে গিয়েছিল ও পর্দায় মুখ দেখালে ছবি হিট হতে বাধ্য। তবে এ-ও ঠিক, ছবি করার অনেক আগে থেকেই মেয়েরা ওর প্রতি আকৃষ্ট ছিল। ওর চুম্বকের মত ব্যক্তিত্ব তাদেরকে পতঙ্গের মত টেনে আনত। তার সে বিশেষ গুণ পর্দায় জাদু দেখাত।

সুসু শুনেছে, জয়ের ফিটনেস বাতিকও একে কেন্দ্র করেই শুরু। সিগারেট বা ড্রাগ কখনও ছুঁয়ে দেখে না। শরীরের জন্য ক্ষতিকর, এমন সবকিছু থেকে দূরে থাকে জয়। ওয়াইন, শ্যাম্পেন বা বীয়ারের চেয়ে শক্ত কোন পানীয় পান করে না। পর্দায় ইমেজ বাড়ানোর জন্য সিগারেট, টুথপিক বা এই ধরনের আর কিছু জয় কখনই মুখে দেয় না।

এখানে স্বামীর আরেকটা ব্যাপার আবিষ্কার করেছে সুসু, তা হলো স্ত্রীর প্রতি ওর অন্ধ মালিকানাজ্ঞান। যার জন্ম তার সীমাহীন ভালবাসার মধ্যে। মুম্বাই বা হায়দ্রাবাদে সাংবাদিকদের তরফ থেকে সুসুকে যেমন বহুবার জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তেমনি নিউজপেপার ব্যারন সুরেশ নাইডুর পার্টিতেও সেদিন জিজ্ঞেস করা হয়, 'মিসেস জ. কে, আপনি আপনার স্বামীর যে কোন হিরোইনের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী। আপনি সুযোগ পেলে কি ছবিতে অভিনয় করবেন?'

বিশাখাপট্টমে একদিন সন্ধ্যায় হাসতে হাসতে জয়কে কথাটা জানাল ও। 'তোমার কোন কোলিগের সাথে আমি ওই ধরনের সুড়সুড়ি মার্কা দৃশ্যে অভিনয় করলে তুমি সহ্য করতে পারবে?'

এ ধরনের প্রসঙ্গে সেদিনই জয়কে প্রথম রেগে উঠতে দেখেছে সুসু। ওকে এক টানে বুকে টেনে নিয়ে চাপা গলায় ফুঁসে উঠেছিল ও, 'জানে শেষ করে ফেলব তাকে!'

একদিন দুপুরে লাঞ্চের পর রেস্ট নেয়ার সময় কথায় কথায় নতুন এক ধরনের তৃপ্তি আবিষ্কার করল জয়-সুসু। 'সুস, বেশিরভাগ মেয়েকে দেখি আরনল্ড শোয়ার্জেনিগার বা টম ক্রুজকে পছন্দ করে। কিন্তু তুমি কখনও এ নিয়ে কিছু বলো না কেন? ওদেরকে পছন্দ করো না?'

'করি না এমন নয়, করি। কিন্তু মাইকেল ডগলাস বা রিচার্ড গেরে, এদের মত একটু বয়স্ক নায়কদের আমার বেশি সেক্সি মনে হয়।' করুণ চেহারা করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। 'গেরে ব্যাটা যদি গে না হতো!'

'ক্লাসিক ইয়ং গার্ল,' জয় মন্তব্য করল 'ওল্ড ম্যান সিনড্রোম।' এলডি প্লেয়ারে বহুবারের দেখা "ডিসক্লোজার" ছবির এলডি ভরে কার্পেটে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল, চাইছে সুসু আবারও দেখুক ছবিটা। জয়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে ছবি দেখছে সুসু, মাঝেমাঝে এটা-সেটা মন্তব্য করছে। এক সময় জয়ের কানের লতিতে মৃদু কামড় দিয়ে বলল, 'তুমি রিমেক করছ না কেন ছবিটা? তেলেগু উগ্‌রানো ডেমি মুরের হাতে তোমাকে ধোলাই খেতে দেখলে মজা লাগবে।'

জয় তৎক্ষণাৎ বলল, 'কেমন মজা? সেদিন আমার প্রথম ছবি দেখে যেমন মজা পেয়েছিলে? এই রকম?' চেহারা বিকৃত করে হাস্যকর ভঙ্গি করল সে। সুসু খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল ওর চেহারা দেখে। 'কি! এইরকম হয়েছিল আমার চেহারা?'

'হ্যাঁ,' চিত হয়ে ওকে পাশে শুইয়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরল জয়। 'তুমি মনের ভাব চেপে রাখতে পারো না।'

সেবারের উইকএন্ড হিট্ হয়ে দেখা দিল। ছবি বক্স অফিসে বড় রকমের হিট্ করায় সুসুর মত বাইরের বিশ্বের অন্যদের কাছেও সমান প্রিয় হয়ে উঠল জয় কুমার রেড্ডি। স্টুডিও থেকে আসা টেলিফোনের পিছনে কিছু সময় দিল সে, বক্স-অফিসের লেটেস্ট পজিশন জানিয়ে স্টাফদের পাঠানো ফ্যাক্স এবং পত্রিকার আলোচনা-সমালোচনা পড়ে খুশি হলো।

'আমার এই সাফল্যের খুশিতে তুমি গিফট হিসেবে কি চাও, ডার্লিং?'

সুসু পাল্টা জিজ্ঞেস করল, 'আগামি ছবির কাজে কতদিন পরে হাত দেবে তুমি?'

'সপ্তা দুয়েক পর,' জয় বলল।

'তাহলে এই সময়টা আমাকে দাও।'

'ঠিক আছে,' একটু ভেবে বলল জয়। 'কাল সকালের ফ্লাইটে হায়দ্রাবাদ ফিরব আমরা।'

'তার মানে?' তেড়ে উঠল সুসু। 'এই বুঝি তোমার গিফট্?'

'হ্যাঁ! সে জন্যেই তো ফিরে গিয়ে প্যাকিং করতে চাইছি!'

'প্যাকিং!' অবাক হলো ও। 'কিসের প্যাকিং?'

'বাহ্, দু'সপ্তার জন্যে নিউ ইয়র্ক যেতে হলে প্যাক করতে হবে না?'

উনিশ

'নিউ ইয়র্ক, আমার প্রিয় শহর,' জয় ঘোষণা করল। ভেস্টিবিউল ধরে দ্রুত হাঁটতে গিয়ে সুসুর মনে হলো ওর পায়ের নিচে স্প্রিং আছে। দেশী ভাব-চক্কর ছেড়ে আগেই জেট-সেটিং বিজনেসম্যানে পরিণত হয়েছে জয়। ওর মধ্যেকার ঐতিহ্যবাহী হায়দ্রাবাদী মানুষটির ভোল একদম পাল্টে গেছে। নতুন রেড্ডির মধ্যে পুরনো রেড্ডির কোন লক্ষণই নেই।

বিশাল জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টে রাজ কুমার রেড্ডি আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল ওদেরকে। দূর থেকে ভাই-ভাবীকে দেখে দু'হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে। ছুটে এসে সুসুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'সুসু! তোমাকে আজ অদ্ভুত সুন্দর লাগছে!' ওর হাত ধরে আনাড়ি ব্যালে ড্যান্সারের মত চারদিকে একটা পাক দিল।

জয়কে দায়সারা গোছের আলিঙ্গন করে আবার সুসুর দিকে মন দিল রাজ, এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে সামনে পা বাড়াল। তাই দেখে মেকি রাগ ফুটল জয়ের চেহারায়। 'বদমাশ! আর কখনও আমাদেরকে রিসিভ করতে এসো না তুমি! কি ড্রেস পরে এসেছে দেখেছ?'

'ভাগো এখান থেকে!' বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রাজ। 'দফা হো যাও! তোমার পছন্দের পিয়েরে হোটেলে তোমার জন্যে স্যুইট বুক করে রেখেছি আমি। তুমি একা চেক ইন করো গিয়ে, সুসু আমার ওখানে থাকবে।' বলে তার দিকে ফিরল সে। 'সুসু, এই উজবুকটার সাথে চারটা মাস কেমন করে কাটালে তুমি?'

লিমো নিয়ে যাত্রা করল ওরা। রাজ শোফারের পাশের সীটে বসেছে, ঘন ঘন পিছনে ফিরে ওদের সঙ্গে কথা বলছে। সুসুর মনে হলো জয়ের অসংখ্য ফটো অ্যালবামে শাশুড়ির যে সমস্ত ছবি দেখেছে, তার সঙ্গে এই চেহারার অনেক মিল আছে। রাজ যেন তার মায়ের পুরুষ সংস্করণ। দেবরের প্রতি টান বাড়তে শুরু করেছে টের পেল ও। নতুন করে মনে হলো বয়সে বড় হলেও রাজ যেন ওর আদরের ছোট ভাই।

'কাটাতে পেরেছে কারণ ও বয়স্কদের পছন্দ করে,' জয় বলল। 'বিশ্বাস না হলে ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখো।'

'জয় ঠিক বলেছে,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিল সুসু। 'রাজ, আমি মাইকেল ডগলাসের সাথে উইকএন্ড কাটাতে চাই। ব্যবস্থা করতে পারবে?'

নকল সহানুভূতির দৃষ্টিতে বড় ভাইকে দেখল রাজ। 'সরি, ব্রাদার! তোমার ঘণ্টা বেজে গেছে মনে হয়।'

'এই দু'টোর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও,' জয় নাটকীয় ভঙ্গি করে বলল। 'কোনটা বড় পাগল কে জানে!'

কিন্তু দু'টো সপ্তাহ ওরা দু'ভাই সুসুর প্রতিটা মুহূর্ত হাসি-আনন্দে ভরিয়ে রাখল, যে যার নিজস্ব পদ্ধতিতে। সময়টা যে কোনদিক দিয়ে কেটে গেল, টেরই পেল না ও। তারওপর তাদের বন্ধু-বান্ধবেরও কোন অভাব নেই নিউ ইয়র্কে, কাজেই দিনগুলো একটার পর একটা নন-স্টপ পার্টিতে যোগ দিয়েই কাটল।

প্রথম রাতটা জেট ল্যাগের হাত থেকে বাঁচার জন্য বিশ্রাম নিতে চেয়েছিল জয়, কিন্তু রাজ তা হতে দেয়নি। 'জেট ল্যাগ হচ্ছে বুড়োদের জন্যে। তুমি বুড়ো হতে পারো, সুসু হয়নি, বলে নিজের দেয়া ডিনারে ধরে নিয়ে এসেছে ওদেরকে। 'বেশি টায়ার্ড লাগলে তুমি হোটেলে গিয়ে ঘুমাও। ও যাবে না।'

জয়ের ফিফথ অ্যাভিনিউর চমৎকার অ্যাপার্টমেন্টে সবে পা রেখেছে ওরা, এমন সময় ছোটখাট এক সেক্সি সুন্দরী ছুটে এসে দু'হাতে জয়কে জড়িয়ে ধরল। ওর ঠোঁটে শব্দ করে চুমো দিতে লাগল। 'হাই জয়, তোমাকে দারুণ লাগছে, জয়।'

'জুডি, তোমাকেও দারুণ লাগছে!' জয় মেয়েটার দু'গালে হালকা দুটো চুমো দিয়ে ছেড়ে দিল। 'তুমি কবে ফিরেছ নিউ ইয়র্কে? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি এখনও তোমার সেই সো-কলড্ লাভারের সাথে কানাডার কোথাও আছ।'

'ওর নামও মুখে আনবে না, জয়!' জুডি সতর্ক করল। 'তাহলে বমি করে দেব। এবার এখানে কাকে নিয়ে এসেছ তুমি, জয়? তোমার সেই প্রিয় বারবারা? যাকে ছাড়া তোমার দিন চলে না নিউ ইয়র্কে?' খিক্‌খিক্ করে হাসল জুডি।

জয়ও হাসল। 'তুমি একটুও বদলাওনি দেখছি, জুডি। আগের মতই ঠোঁটকাটা আছ। থ্যাঙ্ক গড!'

রাজ জুডিকে সুসুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে অবাক হয়ে চোখ পিট্ পিট্ করে তাকাতে লাগল সে, পালা করে ওদের দু'জনকে দেখতে লাগল। 'বিয়ে করেছে! বলো কি?' বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকল। 'সত্যি?'

রাজ মাথা দুলিয়ে বলল 'অফকোর্স!'

আবার জয়ের দিকে ফিরল মেয়েটা। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। 'কই! আগে তো কিছু বলোনি এ ব্যাপারে! এখন তাহলে সেইসব উইকএন্ডের কি হবে?'

'আর বলে কি হবে!' রাজ তৎক্ষণাৎ বলল। 'বাদ দাও জয়ের কথা। ও এখন আগের চেয়ে বড় "বোর" হয়ে গেছে।

জুডি আগেই জয়কে দখল করে নেয়ায় সুসুকে বাধ্য হয়ে রাজের সঙ্গে নাচতে হলো। এয়ারপোর্টে ওর নাচ আনাড়ির মত মনে হলেও পার্টিতে বিস্ময়কর ছন্দ ও তাল বজায় রেখে নাচল সে। ঠিক বড় ভাইয়ের মত, জুডির সঙ্গে রঙ্গ-তামাশায় রত জয়ের দিকে দৃষ্টিবাণ হানল ও। স্বামীকে এবার অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চেনার সুযোগ পেয়েছে সুসু, যা দেশে বা লন্ডনে থাকতে পায়নি। পরের কয়েক ঘণ্টায় জয়ের এখানকার বন্ধুদের কথায় তার কিছু কিছু জানল।

একটু পর রাজের দেয়া প্রথম পার্টিতে যোগ দিতে এল তাদের কয়েকজন। সবাই জয়ের ভাল পরিচিত। তাদের মধ্যে এক ইটালিয়ান সুসকে জয় বিয়ে করেছে শুনে বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না। 'কেন?' জয়ের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল লোকটা। 'আগেরবার তোমার সাথে যে বিরাট বুকওয়ালা অ্যাকট্রেস মেয়েটা শুটিঙে এসেছিল, সে কোথায়? তার সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে বুঝি? বয়, কি বিরাট ছিল ওই মেয়ের ইয়ে দু'টো!'

সুসু বিরক্ত হয়ে আসর ছাড়ার জন্য উঠে পড়ল, এইসব আজেবাজে আলোচনায় থেকে মুড খারাপ করার ইচ্ছা নেই। কিন্তু জয় ছাড়ল না, ওকে হাত ধরে নিয়ে গেল ইটালিয়ানের সামনে। 'এ আমার স্ত্রী। পৃথিবীতে একমাত্র মেয়ে যাকে আমি নিজের চাইতেও বেশি ভালোবাসি।'

ওর বলার ধরন দেখে লজ্জা পেয়ে গেল লোকটা। জয় সুসুর মাথার তালুতে ঠোঁট ছুঁইয়ে বুঝিয়ে দিল ওকে আঘাত দেয়ার জন্য কথাটা বলেনি সে। রাজ দূর থেকে পুরো ব্যাপারটা লক্ষ্য করল। ভাবীকে এক

পাশে টেনে নিয়ে চাপা গলায় বলল, 'এইসব কথায় কখনও কিছু মনে করো না তুমি। আমি জানি আমার ভাই সত্যি বদলে গেছে, বিশ্বাস করো। নইলে ও কিছুতেই বিয়ে করত না।'

বড় ভাইয়ের প্রতি ছোট ভাইয়ের অনুভূতি দেখে খুব ভাল লাগল ওর। হেসে নিজের গ্লাস উঁচু করে বলল, 'থ্যাঙ্কস্, রাজ। আমি কিছু মনে করিনি।'

পার্টিতে সেদিন দুই ভাইয়ের বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই এল, কিন্তু তাদের মধ্যে কাউকে রাজের জীবনে 'স্পেশাল' বলে সুসুর মনে হলো না। ও জানে রাজের দ্বিতীয় ডিভোর্স হতে আর বেশি দেরি নেই, এবং হাজার মাইল দূরে বসে জয় তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে।

'এখনও জীবনে কেউ আসেনি, রাজ?'

'মেয়েমানুষ, ইউ মীন?' মৃদু হাসল রাজ। 'আমি ওদেরকে সহ্য করতে পারি না। অন্তত আগামি এক মাস বা তার কিছু বেশি দিনের জন্য তাদের কবল থেকে দূরে থাকতে পারব আশা করছি।'

পরদিন সকালে রাজের মুড একদম স্বাভাবিক দেখা গেল। হোটেলে এসে হাজির ভাইকে নিয়ে নিজেদের অফিসে যাবে বলে। তাকে সাদরে বসতে দিল সুসু। এর মধ্যেই গোসল করে নিয়েছে ও। টাইট জিনস্ ও টাইট ফিট্ হল্টার-নেক টপ পরে আছে। দরজা খুলে রাজকে দেখে হাসল। 'হাই! কাম ইন। তোমার ভাই ঘুম থেকে উঠে এতক্ষণ পর্যন্ত টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত ছিল, এইমাত্র বাথরুমে ঢুকেছে।'

অফিসযাত্রীর মত স্যুটেড-বুটেড রাজকে খুব স্মার্ট আর হ্যান্ডসাম লাগল। 'এখনই ওকে ডিভোর্স দেয়ার আসল সময় তোমার জন্যে,' সোফায় বসে হাসিমুখে বলল রাজ। 'স্টুডিও, হোটেল আর রিসোর্টের পিছনে সময় দিতে হয় না, তাই এখন প্রাইভেট এয়ারলাইনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। সাবধানে থেকো, এখন থেকে ও কনসোর্টিয়াম খাবে আর কনসোর্টিয়াম নিয়ে ঘুমাবে।'

কিছুক্ষণ পর বাথরুম থেকে জয়ের হাঁক শোনা গেল, সুসুকে ডাকছে বোতাম লাগিয়ে দিতে। 'সুস, কোথায় গেলে তুমি? এই হারামজাদা বোতামগুলো

'ওই যে, বেরিয়েছে শ্রীমান! আমি আসতে পারব না। আজ নিজে লাগিয়ে নাও,' সুসু চেঁচিয়ে বলল। 'রাজ কখন এসে বসে আছে, আর তুমি এখনও তৈরিই হতে পারলে না!'

'রাজ এসেছে? কখন?' বলতে বলতে সামনের রুমে উঁকি দিল জয়। 'এ ঘরে এসো, রাজ। রেডি হতে হতে কথা বলি। সুস, তুমি আমাদের জন্যে নাস্তার অর্ডার দেবে, প্লিজ?'

রাজ নিজেদের জন্যে বিশাল নাস্তার অর্ডার দিয়ে বেডরুমে এসে শুয়ে শুয়ে জয়ের সঙ্গে নিউইয়র্ক ব্যবসা-অফিস ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে লাগল, সুসু এই ফাঁকে জয়ের শার্টের বোতাম লাগানো, টাই পরানো ইত্যাদি কাজ সারল। তাই দেখে রাজ কপট দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'আহ্, কি মধুর দৃশ্য! আমাকেও কেউ যদি এভাবে পরিয়ে দিত! সুসু, তোমার কোন ছোট বোন নেই?'

'নিজের কাজ নিজে করো,' জয় তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, 'নয়তো ভালো দেখে আর কাউকে খুঁজে নাও। সুসুর আর কোন বোন নেই। ও হচ্ছে আমার শ্বশুর-শাশুড়ির লাস্টেস্ট প্রোডাকশন।' ও লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল, 'সরি, ডার্লিং। মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে।'

বেরিয়ে যাওয়ার আগে জয় সুসুকে বারবার জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে নিল, 'তুমি শিওর, একা থাকতে কোন অসুবিধা হবে না?'

'না, হবে না,' মাথা নাড়ল ও। 'আমিও বের হচ্ছি। ম্যাকিস অ্যান্ড স্যাকস-এ যাব কিছু কেনাকাটা করতে।'

'ঠিক আছে, আজ একাই যাও। পরে তোমাকে আমি শপিঙে নিয়ে যাব। লাঞ্চের সময় দেখা হবে।' দু'পা গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল। 'কার্নেগি ডেলি খুঁজে বের করতে পারবে তো?'

মাথা দুলিয়ে দু'ভাইকে রুম থেকে ঠেলে বের করে দিল সুসু। জয়কে ও যেমন প্রচণ্ডরকম ভালবাসে, তেমন দম ফেলার জন্য ওর কাছ থেকে দিনের কিছু সময় দূরে সরেও থাকতে চায়। ও অবাক হয়ে ভাবে, নিউ ইয়র্কে পা রাখার পর থেকে লোকটার এনার্জি আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে। রাতেরবেলা রাজের পার্টি থেকে ফেরার সময় গাড়িতে বহুকষ্টে চোখ খুলে রেখেছে সুসু, হোটেলে এসে অনেক কষ্টে ড্রেস বদলে বিছানায় ঢুকেছে। তার মধ্যেও আবছাভাবে টের পেয়েছে দু'ভাই পাশের রুমে অনেক রাত পর্যন্ত ব্যবসা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। রাজ কত রাতে ফিরেছে তা অবশ্য জানে না।

সকালে উঠে কিছুক্ষণ ব্যয়াম, গোসল ইত্যাদি করে একদম ফ্রেশ হয়ে উঠেছে ও। তার এক ঘণ্টা পর জয়ের ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু তখনই

বিছানা না ছেড়ে সুসুকে গিয়ে "সঠিক নিয়মে" ওকে জাগাবার ব্যবস্থা করতে বলেছে সে। সে সময় ছোট্ট শিশু হয়ে ওঠে জয়। সুসুর কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকে, ও চুলে হাত বুলিয়ে না দেয়া পর্যন্ত "ঘুম ভাঙে না"। সময়টা সুসুও খুব উপভোগ করে।

সুসুর অবাক লাগে ওরা দুই ভাই কত ভিন্নমুখী চরিত্রের মানুষ ভেবে। অনেক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়লেও জয় যেখানে কোনরকম বন্ধনের দিকে পা বাড়ায়নি (সুসুর কেস বাদে), আত্মীয়তার দিকে যায়নি, সেখানে রাজ ঠিক উল্টা স্বভাবের। স্থায়ী সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয় সে, কোন মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেই তাকে বিয়ে করে বসে। গত এক যুগে একটা ভাঙা এনগেজমেন্ট এবং দু'টো অসফল বিয়ে তার প্রমাণ।

অথচ তারপরও ওরা একজন অন্যজনের কত আপন! সুসু জানে ওরা প্রায় দিনই অন্তত দু'বার ফোনে কথা বলে। জয় ছোট ভাইকে যেভাবে হোক দেশে ফিরিয়ে নিতে আগ্রহী। তার ইচ্ছা ও স্থায়ীভাবে দেশে না থাকুক, অন্তত নিয়মিত আসা-যাওয়া করুক। টিনা বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর মাত্র একবার দেশে গিয়েছিল রাজ, মা-বাবার শেষ কৃত্যে যোগ দিতে। তা-ও মাত্র দু'দিনের জন্য। স্টুডিও বা পেপার ও সুগার মিল, কোনটার ধারকাছেও যায়নি। হয়তো চেনা জায়গার এবং পুরানো স্টাফদের মায়ার টানে পড়ে যাবে ভয়ে।

নিউ ইয়র্কে থেকে নিজেদের সমস্ত ইন্টারন্যাশনাল ব্যবসা দেখাশুনা করে রাজ। এ ক্ষেত্রে রাজ তার বড় ভাইয়ের মতই উজ্জ্বল, কিন্তু একটা জিনিসের অভাব আছে ওর মধ্যে–জয়ের মত নেতৃত্ব দেয়ার অনায়াস গুণটি নেই। জয়কে অন্ধের মত অনুসরণ করতে পারে রাজ, নিজে থেকে উদ্ভাবণী কিছু করতে পারে না। সুসু জানে, দু'জন দু'জনকে ভীষণভাবে মিস করে।

জয় সুসুকে একটা পুরানো ছবি দেখিয়ে বলেছিল, 'এই দেখো, আমার ছোট ভাই আর আমি। এক সময় আমরা এতটাই অভিন্ন ছিলাম যে মা আমাদেরকে "জয়রাজ" বলে একসঙ্গে ডাকত, যেন ওটা একজনের নাম। মার একটা মেয়ের খুব সখ ছিল। কিন্তু আমার কোন বোন ছিল না। আমাদের পরিবারটাই এমনি, জেনারেশনের পর জেনারেশন মেয়ে হতো না, শুধু ছেলে আর ছেলে। মেয়ের অভাবে ছোটবেলায় মা সখ করে রাজের চুলে রিবন বেঁধে ওকে মেয়ে সাজিয়ে রাখত, আর রাজ রাগ করে তা খুলে ফেলে দিত। ব্যাপারটা একদম

পছন্দ করত না। এই দেখো।' মাথায় রিবন বাঁধা তিন বছরের রাজের ছবির দিকে তাকিয়ে কতদিন হেসেছে সুসু। সেটায় ওর কাঁধে হাত রেখে পাশে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাথলেটিকদের মত স্বাস্থ্যের জয়-দাঁত বের হাসছে। ওরা দু'জন ছোটবেলায় দেখতে প্রায় একইরকম ছিল।

এখনও তাই আছে। ছোট ভাইয়ের ভালমন্দের ব্যাপারে এখনও কড়া নজর জয়ের। দেশের বাড়িতে দোতলার কয়েকটা রুমের সুইট ওর জন্য আলাদা রাখা আছে, যদি কখনও রাজ দেশে ফেরে এই আশায়। দুই হাত ভর্তি শপিং ব্যাগ নিয়ে কার্নেগি ধরে হাঁটার সময় সুসু ভাবল, জয়ের মত স্বামী এবং বয়সের দিক থেকে বড় হলেও সম্পর্কের বেলায় ছোট এক ভাই পাওয়ায় ও খুব ভাগ্যবতী।

'এখন বুঝতে পারছি "শপ টিল ইউ ড্রপ্" কথাটার অর্থ কি,' বলেই ঝপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল সুসু। 'আই হ্যাভ ড্রপ্ড্,' বলে জয়ের গ্লাসের এক চুমুক পানীয় গলায় ঢেলে নিজের জন্য ওয়ালডর্ফ সালাদ ও হালকা বেক করা তাজা ভেজিটেবলের অর্ডার দিল। 'থ্যাঙ্ক গড, ভেজিটারিয়ানিজম ইজ ইন।'

জয় বলল, 'অ্যান্ড থ্যাঙ্ক গড, অ্যালকোহল ইজ ন'ট্ আউট।'

'অকৃতজ্ঞ কোথাকার!' রাজ বলল। 'আমার ভাগও খেয়ে ফেলো। আমাকে কাজে যেতে হবে কি না!'

'ও তোমাকে ক্রীতদাসের মত খাটিয়েছে নাকি?' সুসু বলল চোখ কুঁচকে। 'তাহলে এক্ষুণি হরতাল করো।' সবাই হা হা করে হেসে উঠল। হাসি থামতে রাজ জানতে চাইল, 'সুসুকে আমেরিকা দেখাবে না?'

'না,' জয় মাথা নাড়ল। 'আগেই মা-বাবার সাথে এসে সব দেখে গেছে ও। তাছাড়া আমি চাই ও-ও আমার মত বিশ্রামের মুডে থাকুক এখানে।'

'আমি সব সময় বিশ্রামের মুডেই থাকি,' সুসু হোটেলে ফিরে বলল। 'তোমার যা পছন্দ আমারও তাই পছন্দ, বিশেষ করে হোটেল রুমের ব্যাপারে।' বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ও, ঘুমঘুম লাগছে। জয় ওর ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে চুলের মধ্যে মুখ গুঁজে রেখেছে। ওর হল্টার নেক আগেই খুলে ফেলেছে জয়, এক হাতে ওর স্তনের বোঁটা নাড়াচাড়া করছে। অন্যহাতে ওর নগ্নতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে। চুমো খাচ্ছে সারা দেহে। একটু একটু করে কামনায় অধীর হয়ে উঠল সুসু। যখন মনে হলো বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে, তখনই ওকে চিত করে শোয়াল জয়।

এক সময় ঝড় থেমে যেতে সুসু তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি দারুণ এক প্রেমিক, জয়। ইচ্ছে করে সব সময় তোমাকে ভেতরে ভরে রাখি।'

রোজ অফিসের কাজ শেষে ওদের হোটলে চলে আসে রাজ, কিছুক্ষণ গল্প করে ওদেরকে নিজের ফিফথ অ্যাভিনিউ অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যায়। সেখানে দুই ভাই কয়েক ঘণ্টা ব্যাবসা সম্পর্কিত কাজে ব্যস্ত থাকে, অন্যদিকে সুসু রাজ্যের সিনে ম্যাগাজিন দেখে বা গান শুনে সময় পার করে। যেদিন বাইরে খাওয়ার প্ল্যান না থাকে, সেদিন কিচেনে বসে রাজের জন্যে দেশ থেকে আনানো কুক-কাম-ভ্যালে রামাইয়াকে ডিনার তৈরির কাজে সাহায্য করে ও। দু'ভাইয়ের কাজ শেষ হলে টিভির সামনে আয়েশ করে খেতে বসে ওরা।

খাওয়ার ফাঁকে নিজের মার্টিনি বা হুইস্কি রেখে সুসুর গ্লাসের ওয়াইন বা শ্যাম্পেনে চুমুক দেয়ার বাতিক আছে জয়ের। ভাইয়ের প্লেটে এটা-ওটা তুলেও দেয়। জয়ের জন্য সুসুর শান্তিতে খাওয়ারও উপায় নেই। ওর প্লেট থেকে নিজের ইচ্ছামত টুকরোটা তুলে নিয়ে খেয়ে ফেলবে ও, স্ত্রী চাইলে নিজের প্লেট থেকে দিতেও আপত্তি করে না। সুসুর কাছে স্বামী ও দেবরের সঙ্গে সময় কাটানোর ব্যাপারটা ক্রমে এতই প্রিয় হয়ে উঠল যে, নিউ ইয়র্কের শেষ দিনগুলোয় সন্ধ্যার অপেক্ষাতেই দিন কাটতে লাগল। ওর এক কলেজ বন্ধু রাজুল পারেখ কয়েকদিন ওকে নিয়ে চিপেনডেলে মেল স্ট্রিপ টিজ দেখতে যেতে চেয়েছে, রাজি হয়নি।

'দেবরের সাথে আর ক'টা সন্ধ্যা কাটানোর সুযোগ আছে,' রাজুলকে জবাব দিয়েছে সুসু। 'কোনকিছুর বিনিময়েই এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না আমি।' অবশ্য রাজুলকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করেনি ও, একদিন লাঞ্চে গিয়েছিল তার সঙ্গে।

সবকিছু ভালই চলছিল, শুধু সেই অজ্ঞাত কলারের ফোন ছাড়া। নিউ ইয়র্কেও যখন-তখন হানা দিত সে।

জয় যখন রাজের সঙ্গে কাজে বেরিয়ে যেত, তখন ওদের সুইটে ফোন করত লোকটা। সুসু কয়েকবার গুরুত্বের সঙ্গে ভেবেছে ব্যাপারটা জয়কে জানাবে কি না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানায়নি। জুডি হোক আর এইসব ক্র্যাঙ্ক কলই হোক, কোনকিছুই ওর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারবে না।

রাজের অ্যাপার্টমেন্টে ডিনার খেয়ে প্রায়ই দু'ভাইয়ের বন্ধুদেরকে নিয়ে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ত ওরা, বিভিন্ন নাইট স্পটে আড্ডা দিত

গিয়ে। সুসু ম্যানহাটনের রেড প্যারট এবং স্টুডিও ৫৪ পছন্দ করত, স্বামী-দেবরের বন্ধুরা ওর প্রতি যে আগ্রহ দেখাত, তা-ও মন্দ লাগত না।

ওদিকে জয়ের পছন্দ দি রাশিয়ান টি রুম ও হার্ড রক কাফে। তবে ফরাসী খাবারের জন্য পছন্দ লুতেসে। ফিটনেস ম্যানিয়ার জন্য ওসব জায়গায় গেলেও লাগামছাড়া খেত না জয়। সুসুর মনে হয়েছে সে দুটোর প্রতিটা কর্মচারী জয়কে চেনে। প্ল্যানেট হলিউডকে ইচ্ছা করে এড়িয়ে চলত জয়, তবে 'ফ্যান্টম অফ দি অপেরা' বা 'ক্যাটস্' দেখতে ভুল করেনি। 'প্ল্যানেট হলিউড' এড়িয়ে চলত ও, কারণ ওই নাম শুনলে না কি কাজের কথা মনে পড়ে যায়।

শপিঙের বেলায় ব্লুমিংডেল বা মেকিজ অ্যান্ড স্যাকস এড়িয়ে চলত, কারণ তার মতে ওগুলো হচ্ছে ফ্যাশন স্ট্রীট ও কোলাবা কজওয়ের নিউ ইয়র্ক ভার্শন। তবে সুসুর জন্য বুটিকের অসংখ্য ডিজাইনওয়্যার কিনেছে ও, নিজের জন্য আধ ডজন স্যুট বানিয়েছে ব্রিওনি থেকে। ব্রুক ব্রাদার্স ও র‍্যালফ লরেনের মত অভিজাত দোকান থেকে কাপড় কিনেছে। তাছাড়া ফিফথ অ্যাভিনিউর এক্সক্লুসিভ হ্যারি উইনস্টন থেকে কয়েক সেট অলঙ্কার কিনেছে সুসুর জন্য।

'রাজ, দেখো তোমার ভাই কিভাবে আমাকে নষ্ট করে দিচ্ছে,' রাজকে বলল সুসু।

'কোন অসুবিধা নেই, তুমিও ওকে পথের ফকির বানিয়ে দাও,' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছে সে। 'নতুন ছবি থেকে ব্যাটা অঢেল টাকা কামিয়েছে মনে হচ্ছে। সব টাকা পরবর্তী ফালতু ছবিতে ঢালার আগে ওর পকেট কিছুটা ঢিল করো, ঢিল করো!'

'আমি তোমার জন্যে মন ভরে খরচ করতে চাই,' সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে বলেছিল জয়। 'আমাকে বাধা দেবে না, খবরদার!'

রাতে বিছানায় যাওয়ার আগে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে নিত জয়। স্ত্রীর ড্রেস পরে আস্তে আস্তে খুলত সে। 'তুমিই আমার জীবনের একমাত্র নারী যার জন্যে আমি আমার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত খরচ করে ফেলতে রাজি আছি। কজেই এসব নিয়ে আর কখনও কথা বলবে না।' ওর গলায়-ঘড়ে চুমো দিতে লাগল জয়। সুসু চোখ বুজে স্বামীর আদর অনুভব করছে।

ও নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করল কথাটা। ও জানে আগে যত যা-ই করে থাকুক, ওর কাছে অকপটে সে সব কথা স্বীকার করেছে সে। নিজের কর্মফল ভোগ করার মত সৎ সাহস জয়ের আছে, সেসব লুকোবার জন্য

মিথ্যা বলার দরকার হয় না। সুসু জানে, এখন আর সেই জয় নেই। বিয়ের পর লোকটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

তবে জীবনের কোনকিছুই মূল্যহীন নয়। সবকিছুরই কম-বেশি মূল্য আছে। ওর প্রতি জয়ের যে ভীষণ মালিকানার টান রয়েছে, একদিন তার মূল্যও কড়ায় গণ্ডায় সুসুকে শোধ করতে হবে। একদিন সন্ধ্যায় স্টুডিও ৫৪-তে সিন্ডি ক্রফোর্ডকে দেখে হাঁ হয়ে গেল ওরা, এমনকি জয়ের পর্যন্ত মুখ দিয়ে লালা পড়ার জোগাড় হলো যুবতীর রূপের চটক দেখে। তারওপর মেয়েটা এমনই এক ড্রেস পরেছে, তার তলায় কোথায় কি আছে অন্ধেরও তা বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না সম্ভবত।

'আহ্!' আবেগতাড়িত ফিস্‌ফিসে কণ্ঠে বলল সুসু। 'কি অদ্ভুত সুন্দরী। সত্যিই ও রিচার্ড গেরের সাথে রাত কাটিয়েছে?'

"দাঁড়াও, দেখাচ্ছি!" মার্কা হাসি দিয়ে খপ্ করে ওর কব্‌জি চেপে ধরল জয়, এক কোনায় টেনে নিয়ে গিয়ে এত জোরে চুমো খেল যেন গলিয়ে তরল পদার্থ বানিয়ে ফেলবে ওকে।

'ডার্লিং, আমি ব্যথা পাচ্ছি,' এবারও সুসু ফিস্‌ফিস্ করে বলল। 'আমি সিন্ডি ক্রফোর্ড না, ভুল করছ তুমি?'

'সিন্ডি ক্রফোর্ড? সে কে? কখনও নাম শুনিনি তো!' জয় খুব ব্যস্ত, কথা বলার মত ধৈর্য নেই।

সুসু খিক্‌খিক্ করে হাসল। 'আমরা তোমার বানজারা হিলের ফ্যানদের মত আচরণ করছি না? আমি যেমন রিচার্ড গেরের কথা ভাবছি, ওখানকার মেয়েরা তোমাকে নিয়ে তেমন কিছুই ভাবছিল নিশ্চয়ই!'

পরেরদিন সন্ধ্যায় সুসুর ডিসকোয় যাওয়ার প্রস্তাবে ভেটো দিল জয়। ট্যাভার্ন অন দি গ্রিন রেস্টুরেন্টে খেল ওরা তিনজন। খাওয়া শেষ হতেই জয়ের হয়ে ফোনে হায়দ্রাবাদে কথা বলতে হবে বলে রাজ চলে গেল। জয় সুসুকে প্রস্তাব দিল, 'চলো, সেন্ট্রাল পার্কে আফটার ডিনার ওয়াক এ মাইল করে আসি। ঘাবড়াবে না। ছিনতাইকারীর কবলে যাতে না পড়তে হয়, আমি সেদিকে নজর রাখব। আগে রোজ ভোরে ওই পার্কে জগিং করতাম, কখনও অঘটনের মুখে পড়িনি।'

আফটার ডিনার আইসক্রীম খেতে গিয়ে সুসু নতুন আসা পিকান ফ্লেভার কিনতে চাইলে জয় বেঁকে বসল। 'ওটা কেন? আমার পছন্দ ভ্যানিলা আর চকলেট চিপ।'

'তাই খাও না তুমি, কে নিষেধ করেছে?'

'কিন্তু আমরা একটা স্টিক থেকে খাব, ডার্লিং!' ও প্রতিবাদ জানাল।

এরপর আর তর্ক চলে না, অতএব মেনে নিল সুসু। আইসক্রীম নিয়ে পার্কে চলে এল ওরা। জয় ক্রমে রোমান্টিক হয়ে উঠতে লাগল। সুসু ভ্যানিলায় বড় এক কামড় দিতে জয় ওর ঠাণ্ডা ঠোঁটে চুমো দিয়ে বলল, 'এতে কিছু মনে পড়ে, সুস?'

ও লজ্জা পেয়ে জয়ের কোটের মধ্যে মুখ লুকাল। চাপা গলায় বলল, 'শুধু রেঞ্জ রোভারটা নেই।'

পরদিন ঘুম ভাঙতে সুসুর মন খারাপ হয়ে গেল পার্টি, ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ানো, লাঞ্চ-ডিনার আর শপিং, এই করতে করতে কোনদিক দিয়ে যে দু'সপ্তাহ চলে গেল, দেশে ফেরার সময় হয়ে এসেছে, টেরই পায়নি। জয়েরও একই অবস্থা। রাজ ফোন করতে মেজাজ বিগড়ে গেল ওর। 'আর কোন কাজ নেই ফোন করা ছাড়া?'

কাজ ছিল। সেদিন সারা সন্ধ্যা ভাই-ভাবীর সঙ্গে কাটাবে বলে প্রোগ্রাম করতে ফোন করেছিল সে। 'সুস, আজ আমরা ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রীটে যাব,' ফোন রেখে জয় বলল।

'ছিঃ,' ও চেহারা বিকৃত করল। 'তুমি জানো ওসব দেখতে ভালো লাগে না আমার।' ভেবে পেল না নিউ ইয়র্কের শেষ দিনটা জয় কেন সেখানে গিয়ে মাটি করতে চাইছে, বিশেষ করে ওর যেখানে জানা আছে সুসু ওই ধরনের পর্নো পছন্দ করে না।

'আমার সাথে দেখার সময় ভালো লাগবে,' জয় জোর দিয়ে বলল।

মিনি ক্যাজুয়াল স্কার্ট, শর্ট ব্লাউজ এবং জ্যাকেট পরে তৈরি হয়ে নিল সুসু। নির্দিষ্ট রোডের একটা ছোট থিয়েটারে এল ওরা। যেখানে ও অবাক হয়ে লক্ষ করল কোথায়, কার হাতে কত টাকা দিতে হবে এবং কি বলতে হবে সব জয়ের জানা আছে। এক অ্যাটেনডেন্ট ওদেরকে পিছনের সারির এক স্পেশাল সিটে নিয়ে এল। বক্স সিট, আসনগুলো প্রায় সোফার মত বড়। প্রতিটা বক্সের চারদিকের কয়েক গজ জায়গা ফাঁকা।

আগে কখনও হার্ড পর্নো দেখেনি সুসু, তাই শুরু থেকেই "আহ্! উহ্!" জাতীয় শব্দ আর দৃশ্যাবলী দেখে ঘন ঘন মুখ লুকাতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে জমে উঠেছে দৃশ্য, পর্দায় উপস্থিতি দু'জন থেকে তিনজন, তিনজন থেকে চারজন, এইভাবে বাড়তে শুরু বাড়ছে। তাদের অবস্থান আর ভঙ্গি দেখে থিয়েটার অন্ধকার হলেও সুসুর লজ্জা করতে লাগল,

অনেকক্ষণ আগেই দেখা বন্ধ করে দিয়েছে ও। কিন্তু জয় বসে নেই, ও তার কাজ করে যাচ্ছে।

ওর চোখে, নাকে, ঠোঁটে, বুকে একের পর এক চুমো দিয়ে যাচ্ছে সে। পর্নো ছবি দেখা এবং তার সঙ্গে একই কাজ করায় ডবল উৎসাহী মনে হচ্ছে ওকে। 'সিনেমা হলে প্রেম করেছ কখনও?'

'যদি ধরা পড়ে যাই?'

'ধারেকাছের সবাইকে ঘুষ দিয়ে এসেছি। এদিকে আসবে না কেউ,' প্যান্টের চেইন খুলে ফেলল জয়। কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস ফেলছে।

সুসুও উন্মত্ত হয়ে উঠল এবার। নিজের স্কার্ট-ব্লাউজ ঝটপট খুলে ফেলল ও, একইসঙ্গে ওর প্যান্ট-শার্ট খুলতেও সাহায্য করল। একটু পর ও ভেতরে ঢুকতে উত্তেজনায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। ভেবে পেল না হাতের কাছে আনন্দ উপভোগ করার এই উপায় থাকতে মানুষ এইসব আজেবাজে ছবি দেখে কেন।

সন্ধ্যায় বিদায়ের কথা ভেবে প্রায় কেঁদে ফেলল সুসু। জয় শেষ মুহূর্তের কিছু কাজ সেরে আসতে অফিসে গেছে, রাজ এই ফাঁকে ভাবীকে নিয়ে টিফানির জুয়েলারী সেকশনে এল। ওর জন্য গিফট্ ওকে দিয়ে কেনাবে। রাজ কোন আপত্তি শুনতে রাজি নয় দেখে একটা গার্নেট ও ডায়মন্ডের ব্রেসলেট পছন্দ করল ও, কিন্তু রাজ বলল, লম্বা একজোড়া কানের দুল ছাড়া ওটা ভাল লাগবে না। অতএব সেটাও ওকেই বাছাই করতে হলো। টিফানি থেকে বেরিয়ে রাজ বলল, 'তোমরা কিন্তু আমার জন্যে এখনও ভাগ্না-ভাগ্নির কোন ব্যবস্থা করোনি।'

'সে ব্যবস্থা খুব শিগগিরি হবে,' সুসু হাসল। 'কিন্তু যদি তুমি প্রমিজ করো তুমি ওদের সাথে খেলতে আসবে।'

কিছুক্ষণ ভাবীর দিকে তাকিয়ে থাকল রাজ। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, তুমি জিতেছ। আমি আসব তোমার ছেলেমেয়ের সাথে খেলতে।'

দেবরের সঙ্গে হাত মেলাল সুসু। আসার পর কয়েকবারই ভেবেছে ওকে টিনার কথা বলবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলেনি দেখে নিজেকে ধন্যবাদ দিল সে। সেটাকে রাজ তার অতীত নিয়ে এখনও ঘাঁটাঘাঁটি হচ্ছে ধরে নিতে পারত। তাছাড়া জয় আর রাজ যেভাবে সারাক্ষণ যোগাযোগ রেখে চলে, তাতে জয়ই ওকে খবরটা জানিয়েছে ধরে নিয়েছিল ও।

'তোমাদের দু'জনকে খুব মিস করব আমি,' রাজ পরদিন ওদেরকে বিদায় জানাতে এসে বলল। 'আজ থেকে আমার সন্ধ্যা কাটবে কিভাবে?'

ওর বলার মধ্যে এমন এক বেদনা ধ্বণিত হলো, সুসুর বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল। পানি এসে গেল চোখে। নীরবে দৌড়ে এসে রাজকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল ও। 'তুমি দেশে আসার জন্যে তৈরি হও, রাজ। তোমার ভাগ্না-ভাগ্নি অল্পদিনের মধ্যেই আসবে।'

বিশ

'কাউকে গুডবাই বলতে আমার ভালো লাগে না। অল্পদিনের জন্যে হলেও না,' জে এফ কে-তে সুসু যে কথা রাজকে বলে এসেছে, আটচল্লিশ ঘণ্টা পর সেই একই কথা জয়কে সী অফ করতে হিথ্রোয় আবার বলল। চোখের পানি আড়াল করতে মুখ লুকাল ওর কাঁধে।

দেশে ফেরার পথে সুসুকে কয়েকদিনের জন্য ভাই-ভাবীর কাছে রেখে যাবে বলে লন্ডনে দু'দিনের যাত্রাবিরতি করেছিল জয়। আগামি ছবির কাজ শুরু করতে হবে দেশে ফিরে। তার আগে সেটার স্ক্রিপ্ট ফাইনালাইজ করতে পনেরো দিনের মত সময় লাগবে। খুব ঝামেলার কাজ। কখন কাজ থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে, কখন বাসায় ফিরতে পারবে ঠিক নেই। তাই আপাতত ক'দিনের জন্য ওকে রেখে যাচ্ছে।

'কিন্তু দু' সপ্তার বেশি একদিনও থাকা চলবে না,' স্ত্রীকে সতর্ক করে দিয়েছে জয়। 'তাহলে তোমার নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু করানো হবে।'

গত চব্বিশ ঘণ্টা ভীষণ কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে গেছে। কারণ সুসুকে লন্ডনে রেখে যাওয়া ছাড়া জয়ের অন্য এক জরুরি কাজও ছিল। কাজটা আর কিছু নয়; জয়ের বিয়ের পরের প্রথম ছবি (রাধিকার সঙ্গে) সুপার-ডুপার হিট হয়েছে বলে খুশি হয়ে শিবের পাশের অ্যাপার্টমেন্টটা সুসুকে গিফট্ করার জন্য কিনে ফেলেছে জয়। ওরা নিউ ইয়র্ক থাকার সময় দলিল তৈরি, দাম শোধ করা, ইত্যাদি করিয়ে রেখেছে শিব, এখন শুধু ওর হাতে সেটার দলিল তুলে দেয়া।

কাগজগুলো হাতে পেয়ে সুসু আনন্দে বাকহারা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে জয়ের দিকে চেয়ে থাকল।

'ব্যাবস্ কথা দিয়েছে, তোমার অ্যাপার্টমেন্টের ডেকোরেশন ও নিজে করে দেবে,' জয় বলতে পাশ থেকে মাথা দোলাল শিবের স্ত্রী।

'এর কোন দরকার ছিল না,' ভাষা ফিরে পেয়ে কোনমতে বলল ও। 'তুমি এরমধ্যেই যথেষ্ট দিয়েছ আমাকে।'

জয় আদর করে ওর নাকের ডগা টিপে দিয়ে বলল, 'সুস, তোমাকে আমি কতখানি ভালোবাসি তা আমি নিজেও জানি না। আমার যা কিছু আছে, তার সব তোমাকে দিয়ে দিতে পারলে খুশি হব আমি।'

জয়ের ফ্লাইট ছেড়ে যেতে সুসুর মনে হলো, মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারলে মন্দ না। তাতে টান বাড়ে। টুকটাক কিছু কেনাকাটা করতে অক্সফোর্ড স্ট্রীটে গেল ও, কিন্তু বন্ড স্ট্রীট সযত্নে এড়িয়ে গেল পুরানো স্মৃতি মনে পড়বে বলে। 'এখানকার যে কোন দোকান থেকে ইচ্ছেমত শপিং করতে পারো তুমি,' শিব বন্ড স্ট্রীটে এসে সুসুকে বলল।

মাথা নেড়েছে ও। 'জয় নিউ ইয়র্কে আমার জন্যে এত কিছু কিনেছে, আগামি ছয় মাসে কিছু না কিনলেও আমার চলবে।' তবে জয়ের জন্য কিছু জ্যাকেট আর ব্লেজার কিনল। বিবেক, তার বাবা-মা আর পণ্ডিত পরিবারের সবার জন্য কিছু গিফট্ কিনল। নিজের ভেতরে যে বড় পরিবর্তন এসেছে, কয়েকজন বন্ধু মোটরবাইক নিয়ে হাজির হতে তা বুঝল ও, কারণ পিলিয়ন রাইডিং আর আগের মত রোমাঞ্চকর মনে হলো না। বিশাখাপট্টমে জয়ের সঙ্গে বাইকে চড়ে ও যে মজা পেয়েছে, তার কোন তুলনা হয়?

পাবে যাওয়া এখনও পছন্দ করে ও, তাদের সঙ্গে নাচতেও মন্দ লাগে না, কিন্তু অ্যানাবেলে যাওয়ার কথা ভাবলেই হাজারো স্মৃতি এস ভিড় করে মনে। তাই ঠিক করেছে জয়কে ছাড়া ওখানে যাবেই না। প্রতি মুহূর্ত ওর অভাব বোধ করে সুসু, আবার অনির্ধারিত লন্ডন সফরের সময়টাকেও কড়ায়-গণ্ডায় কাজে লাগতে ভুল করে না।

'গত কয়েক সপ্তায় জয় আর শিব আগের চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে,' ব্যাবস্ একদিন দুপরবেলার অলস আড্ডায় বলল। 'রোজ অন্তত একবার ফোন করে আমাদের সবার সাথে কথা বলত জয়। ও মমের খোঁজ নিতে মুম্বাইতেও ফোন করে।'

শুনে অবাক হলো সুসু। একটা খবর বটে! সে আরও জানাল, জয় কারও ব্যক্তিগত সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে চায় না বলে এমনকি রাজের অ্যাপার্টমেন্টেও কখনও উঠত না। কিন্তু আসলে ওটা জয়ের অ্যাপার্টমেন্ট। ওর প্রথম ছবি হিট্ হওয়ার পর কিনেছিল। কিন্তু রাজ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় জয় তাকে দিয়ে দিয়েছে। জয়ের ব্যাপারে প্রভাতীর মুখে শোনা একটা ভারতীয় প্রবচন মনে পড়ল সুসুর। 'নদী

কখনও নিজের পানি পান করে না, গাছ তার নিজের ফল খায় না, মেঘ নিজের ঝরানো বৃষ্টির পানি পান করে না। যারা হৃদয়বান, যাদের অন্তর বিরাট, তারা সব সময় পরের জন্য করে।'

প্রভাতীর মুখে সুসু আরও শুনেছে, ছোটবেলায় জয় ঘুমে থাকতে ওর মা নিবিষ্ট মনে ছেলের দিকে চেয়ে থাকত। বলত: 'প্রভাতী, আমার ছেলেকে দেখো, হাতের মুঠো কেমন মেলে রেখে ঘুমাচ্ছে! তার মানে ও বড় হয়ে নিশ্চয়ই হৃদয়বান হবে। প্রার্থনা করি তাই যেন হয়।'

অন্য একদিন কথায় কথায় ব্যাবসের মুখ থেকে আরেকটা তথ্য বেরিয়ে পড়ল। বলল, 'প্রথম স্ত্রীর সাথে সেটলমেন্ট করতে গিয়ে রাজ তাকে জয়ের অ্যাপার্টমেন্ট লিখে দেয়ায় ও কিছুই বলেনি। কিন্তু এবার চুপ থাকতে পারেনি। শিবকে বলেছে, যে হারে রাজের বিয়ে ভাঙছে, তাতে আমি না থাকলে সুসুর কি উপায় হবে'?

'তারপরই ও তোমার নামে আমাদের পাশের অ্যাপার্টমেন্টটা কেনার দায়িত্ব দেয় শিবকে। একটা স্বাধীন ট্রাস্ট গঠন করার বুদ্ধিও দেয় যাতে ওর ফ্যামিলির কেউ এই অ্যাপার্টমেন্ট স্পর্শও করতে না পারে।' হুড়োহুড়ি করে বিয়ে করা মানুষটা ওর জন্য কতখানি উদ্বিগ্ন জানার পর থেকে ওকে আরও বেশি বেশি মিস করতে লাগল সুসু।

ব্যাপারটা ওর জন্য এমন হয়ে দাঁড়াল যে, জয়ের প্লেন মুম্বাই ল্যান্ড করার আগেই ওর মন হাঁপিয়ে উঠল। গত দু' সপ্তাহের কথা ভাবতে গিয়ে বার বার চোখ ভিজে উঠতে লাগল। ঘড়িতে ভারতীয় সময় সেট করল ও যাতে দিনের যে কোন সময়ে ঘড়িতে এক পলক চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারে এই মুহূর্তে জয় কোথায় আছে বা কি করছে।

কয়েকদিন যেতে না যেতে লন্ডনেও অশান্তি হানা দিল। একদিন সকালে ব্যাবস্ সুসুর রুমে এসে দেখল রিসিভার ধরে শূন্য দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে ও। কার ফোন এসেছিল জানতে চাইল সে, কিন্তু সুসু না শোনার ভান করে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। ওর মনে হলো, কলার লোকটা এইমাত্র জয় সম্পর্কে যা বলল, সেসব কথা কাউকে বললে জয়কে অপমান করা হবে। তাই ব্যাপারটাকে পাশে সরিয়ে রেখে বাকি দিনগুলো সবার সঙ্গে হেসে-খেলে কাটাবে ঠিক করল ও।

অন্যান্য আত্মীয় ছাড়াও ভাই-ভাবী এবং তাদের দুই জময মেয়ের সাহচর্যে নতুন এক উপলব্ধি হতে নিজেকে অপরাধী মনে হলো সুসুর।

তা হলো জয় ওকে সবকিছু এমনভাবে ভুলিয়ে রেখেছিল যে, গত পাঁচটা মাস নিজের জীবনে এদের অনুপস্থিতির কথা মনেই পড়েনি। যা বিয়ের আগে অকল্পনীয় ছিল। সুসুর জীবনে যদি জয়ের আগমণ না ঘটত, তাহলে ভারতের ম্যাপের কোথাও হায়দ্রাবাদ নামে একটা জায়গা আছে, তা-ও বোধহয় কখনও ওর খেয়াল পড়ত না।

জয় যে সময়ে স্টুডিও থেকে বাসায় ফেরে, সে সময়ে সুসু নিজেও বাসা থেকে বের হয় না। জয়ের ফোন আসার অপেক্ষায় থাকে। ওর গলা শুনে কোন কোনদিন নীরবে কাঁদে সুসু। কাজের চাপ কেমন, আজ কি ড্রেস পরেছে, খেয়েছে কি না ইত্যাদি নানান প্রশ্ন করে। একদিন সন্ধ্যার দিকে; ভারতে তখন রাত দুটো বাজে, জয় ফোন করে বলল, 'সুসু, ফ্যাক্স মেশিনে এইমাত্র তোমার জন্য একটা মেসেজ পাঠিয়েছি। দেখে জানাও তো, কেমন হলো!'

'কি মেসেজ?'

'গিয়ে দেখোই না!'

জিনিসটা দেখে ওর বুকের মধ্যে মোচড় খেয়ে উঠল। কম্পিউটার গ্রাফিক্সের সাহায্যে একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করেছে জয়–এক নিঃস্ব, পথহারা অসহায়ের ছবি। ক্যাপশন: মিসিং ইউ। তুমি না থাকায় আমার বাড়ির এই অবস্থা হয়েছে।

একটু পর আবার ফোন করল জয়। 'পেয়েছ?'

'পেয়েছি। কখন এঁকেছ?'

'এখনই। বাসায় ফিরে করার কিছু থাকে না, সারারাত ছবি আঁকি।' পরদিন থেকে রোজ ফ্যাক্সে একটা করে 'কাম ব্যাক, সুসু!' লেখা নোট আসতে লাগল। দু' সপ্তাহ শেষ হওয়ার একদিন আগে এল, 'এখনই যদি না এসেছ, তাহলে কিন্তু অ্যাফেয়ার ঘটিয়ে বসব।'

পরের ফ্লাইটেই মুম্বাই যাত্রা করল সুসু। রাত তিনটায় সাহার ইন্টারন্যাশনাল নামের "ডাম্পে" পৌঁছে এয়ার ইন্ডিয়ার পিণ্ডি চট্‌কাতে লাগল দেরিতে আসার জন্য। আঙ্কিতের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। উপায় ছিল না বলে তাকে এই অসময়ে এয়ারপোর্টে আসতে বলে দিয়েছিল ও। নোরমা হার্ডিকার বড় মেয়ে সুচিত্রার সঙ্গে জেনেভায় গেছে, তাই নিরুপায় হয়ে রামা পণ্ডিতের ওখানে উঠবে ঠিক করাই ছিল। লন্ডন ছাড়ার আগে আন্টিকে ফোন করেছে সুসু। 'আমার সাথে অনেক ব্যাগ ব্যাগেজ আছে। আঙ্কিত যেন মোটরবাইক নিয়ে না আসে।

'তুমি কোন চিন্তা কোরো না,' ডক্টর আন্টি আশ্বস্ত করছে ওকে। 'আমি ওকে বলে দেব এস্টেট নিয়ে যেতে।'

তার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে উঠেছে সুসু। এদিকে জয়ের এক এজেন্টের আসার কথা ওর মালপত্র ছাড় করাবার জন্য, তারও কোন খবর নেই। কি করবে বিরক্ত হয়ে ভাবছে, এমন সময় কনুইয়ে একটা ছোঁয়া পেল ও। কেউ জিজ্ঞেস করল, 'এনি ব্যাগেজ টু বি ক্লিয়ারড্, ম্যা'ম?'

চট্ করে ঘুরে দাঁড়াল ও। মানুষটাকে দেখে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল। 'জয়!' ওর চোখমুখ, চেহারা, সম্পূর্ণ সত্ত্বা হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না! তুমি এখানে কি করছ?'

'তোমার লাগেজ ট্যাগগুলো দাও, কুইক!'

জয় সেগুলো সুসুর হাত থেকে নিয়ে কাছেই বিনয়ী ভঙ্গিতে দাঁড়ানো এক লোককে দিল। তার পাশে কাস্টমসের এক অফিসারও আছে। পরমুহূর্তে সুসুর হাত ধরে টানল ও। স্কুল ফেরত দুই আনন্দোচ্ছল কিশোর-কিশোরীর মত দৌড়ে টার্মিনাল বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে একটা নীল রঙের কনটেসায় উঠল। জয় ড্রাইভারের উদ্দেশে একটা শব্দ 'সেনটর!' বলে সুসুর দিকে ফিরল। এক টানে ওকে বুকের ওপর নিয়ে এল। 'ওহ্, সুইটহার্ট! তোমাকে দেখে কি যে ভালো লাগছে!'

'কি এক সারপ্রাইজ!' সুসু বলল। 'এই ক'দিন তোমাকে খুব মিস করেছি আমি।' ওকে আর একটা শব্দও উচ্চারণ করতে দিল না জয়, নিজের ঠোঁট দিয়ে ওর ঠোঁট চেপে ধরল। 'আঙ্কিত!' খানিক পর তার আগ্রাসী চুমুর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে চেঁচিয়ে বলল ও। হঠাৎ তার কথা মনে পড়েছে। 'আমাকে নিতে আঙ্কিতের এয়ারপোর্টে আসার কথা!'

'আসবে না,' জয় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল। ওর হাতে আস্তে করে চাপ দিয়ে হাসল। 'পণ্ডিত আন্টিকে আমি তোমার প্ল্যান চেঞ্জ হওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছি।'

হোটেল লবিতে ওদের স্যুইটের চাবি নিয়ে অপেক্ষা করছিল জয়ের এক বন্ধু, বেশ খানিকটা দূর থেকে চাবিটা ওর দিকে ছুঁড়ে মারল সে। জয় চলার মধ্যে অনায়াসে ক্যাচ ধরল সেটা। লিফটে করে ওপরে এসে স্যুইটে ঢুকে পড়ল দু'জন। ভেতরে পা রাখতে যা দেরি, সুসুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেরি হলো না জয়ের। দরজা লাগিয়েই সুসুর নিটেড ড্রেসের টপ্ খুলে ওকে কোলে তুলে নিল সে, বেডের ওপর এনে

ফেলল। একের পর এক চুমো খেয়ে যাচ্ছে। আধ ঘণ্টা পর তৃপ্ত হলো জয়, সুসুর বুকে শুয়ে পড়ে ক্লান্তিতে চোখ বুঁজল। কিছুক্ষণ পর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসতে বলল, 'হিথ্রো থেকে তোমার প্লেন ফ্লাই করেছে শুনে মনটা হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠল। তাই হায়দ্রাবাদ-মুম্বাই লাস্ট ফ্লাইটে চলে এলাম।' সুসু ওর চুল এলোমেলো করে দিল। 'পাগল আর কাকে বলে!'

'আমাকে বলে,' জয় হাসল ওর বিস্ময়াভিভূত স্ত্রীর দিকে ফিরে। 'লন্ডন থেকে তোমার ফ্লাইট ছেড়েছে খবর পাওয়ামাত্র এত খুশি লাগছিল যে, আমি অধৈর্য উঠলাম। বিকেল পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না, তাই ঝোঁকের বশে মুম্বাই চলেই এলাম। এখানে এসে হোটেল স্যুইট বুক করলাম যাতে সকালে হায়দ্রাবাদ ফেরার প্রথম ফ্লাইট ধরার আগে কিছুক্ষণ রেস্ট নেয়ার সময় পাওয়া যায়।'

সুসু বলল, 'সুপারম্যান, জেট-ল্যাগের ধকল কাটানোর এর চেয়ে ভালো আর কোন উপায় আছে বলে আমার জানা নেই,' জড়সড় হয়ে ওর উষ্ণ বুকের মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে ঘুম ভাঙতে গরম কফি ও বাটারড্ টোস্টের গন্ধ পেল সুসু। চোখ মেলে কাপড়-চোপড় পরা জয়কে প্রায় রেডি দেখতে পেল। কফির কাপ হাতে খবরের কাগজের হেডিঙে চোখ বোলাচ্ছে। 'জিনস আর সাদা শার্টে কাউকে এত হ্যান্ডসাম দেখায় কি করে?' অলস কণ্ঠে বলল সুসু। ওর ইচ্ছা করল আরও খানিকটা ঘুমিয়ে নেয়।

'গুড মর্নিং!' স্ত্রীকে চোখ মেলতে দেখে হাসল সে।

'ক'টা বাজে, জয়?' অলস গলায় জানতে চাইল সুসু। 'হায়দ্রাবাদ যাওয়ার আগে পণ্ডিত আন্টি আর আঙ্কিতের সাথে দেখা করে যাওয়ার সময় পাওয়া যাবে?'

'কেন?' কিছুটা অধৈর্য শোনাল জয়ের গলা। ওকে দেখার জন্যই ছুটে এসেছে জয়, সুসু ভাবল, নাকি যাতে রাত তিনটায় হ্যান্ডসাম আঙ্কিত পণ্ডিতের সঙ্গে ওর দেখা না হয়, তা নিশ্চিত করতে এসেছে? মাথা নাড়ল জয়। 'সময় কোথায়? ফ্লাইট ছাড়ার আর বড়জোর এক ঘণ্টা বাকি আছে। রেডি হয়ে এয়ারপোর্ট পৌঁছতে পৌঁছতেই সময় পার হয়ে যাবে। নাও, ওঠো। তৈরি হয়ে নাও, কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেল।' নাস্তা খেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ল ওরা। প্লেনে ওঠার ঠিক আগমুহূর্তে

পিছনে থেকে কেউ ডেকে উঠল, 'হাই, জয়! তুমি মুম্বাই কি করছ যেখানে আমরা হায়দ্রাবাদ যাচ্ছি তোমার সাথে দেখা করতে?'

জয় সুসুকে পরিচয় করিয়ে দিল। 'এ হচ্ছে অনিল কাপুর, আর ও এর ছোট ভাই অচল।' প্রথমজনকে দেখেই চিনল সুসু, কারণ লন্ডনে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে তার 'লামহে' এবং '১৯৪২-এ লাভ স্টোরি' দেখেছে। দু'টোতেই স্মরণীয় অভিনয় করেছে অনিল কাপুর। তাদের দু'ভাইয়ের হায়দ্রাবাদ আসার কারণ জয়ের লেটেস্ট ছবির হিন্দি রিমেক করতে চায় অচল, সে ব্যাপারে ওর সঙ্গে চুক্তি সই করা। আচল বেশ হাসিখুশি আর আমুদে স্বভাবের। কথাও বলে বেশি।

'তোমার বড় আজব মানুষ,' অচল সুসুকে বলল। 'আমি বুঝি না ও টেকনিক্যালি পারফেক্ট ফিলম্ আর রানঅ্যাওয়ে কমার্শিয়াল হিট্ ছবির মধ্যে কি করে ভারসাম্য রেখে চলে। ওর ছবি আমরা হিন্দিতে রিমেক করব ঠিক করেছি। নায়কের রোলে অনিলকে চমৎকার মানিয়ে যাবে।'

তার মানে ওরা দু'ভাই প্যাকেজ ডিল করতে যাচ্ছে, সুসু ভাবল। একজন নীরবে ক্যামেরার পিছনে কাজ করবে, অন্যজন করবে ক্যামেরার সামনে। প্লেন আকাশে উঠতে কাউকে কিছু না জানিয়ে জয়ের বিয়ে করার কারণ জানতে চাইল সে।

'কোন দাওয়াত না, ডিনার না, ব্যাপার কি জয়?' সুসুর দিকে ফিরে বলল সে, 'তুমি তো মুম্বাইয়া মেয়ে, তাই না? হায়দ্রাবাদ কেমন লাগে? মুম্বাইয়ের জন্যে খারাপ লাগে না?'

মাথা নাড়ল সুসু। 'না। বরং বাইরে থাকলে হায়দ্রাবাদের জন্যেই খারপ লাগে এখন।'

অচল হেসে বলল, 'হায়দ্রাবাদের জন্যে, না জয়ের জন্যে?'

'ঠিক ধরেছ,' স্বীকার করল ও। সীটে বসে বলল, 'নাইস গাই!'

জয় কথায় কথায় সুসুকে জানাল, হায়দ্রাবাদ এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি যাওয়ার সময় পাবে না সে, সোজা স্টুডিওতে চলে যাবে। 'যাও না!' সুসু বলল। 'কে নিষেধ করেছে? এই বুঝি দুই সপ্তা পর বউকে তোমার রিসিভ করার কায়দা?'

'আমি তোমাকে মুম্বাইতে অলরেডি রিসিভ করেছি, মিসেস জয় কুমার রেড্ডি, রিমেমবার?' হাসল জয়। 'আর একটু কাজ বাকি বাছে, সুইটহার্ট। তারপর আবার স্বাভাবিক শিডিউল অনুযায়ী চলব আমাদের পরের ছবির গান রেকর্ডিং আর শূটিং শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত।'

'আর মিথ্যে কথা বলতে হবে না! বাড়িতে আমি একা একা থাকব আর তুমি

'একা থাকতে হবে না তোমাকে, মিসেস জয় কুমার রেড্ডি,' ওর কথার মাঝখানে বলল জয়। 'তোমাকে সঙ্গ দেয়ার মত লোক বাড়িতে আসবে আজ বিকেলে।'

'কে?' চোখ কুঁচকে জয়ের দিকে ঘুরে বসল ও।

'তোমার বোন পো, ডক্টর সাই জন। মাদ্রাজের ওসমানিয়ায় ট্রেনিং শেষ করে এখানে এসেছে ও। কাল আমি মুম্বাইয়ের ফ্লাইট ধরার আগে ওর সাথে কথা হয়েছে।'

'কি, জন হায়দ্রাবাদে!' উত্তেজনায় গলা চড়ে গেল সুসুর। 'আর সে কথা তুমি এতক্ষণে আমাকে বলছ?'

আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল ও। 'বলার সময় পেলাম কোথায়? ব্যস্ত ছিলাম না?'

কিল তুলল ও। 'অসভ্য কোথাকার!' প্রথম অটোগ্রাফ শিকারীকে এগিয়ে আসতে দেখে হাত নামিয়ে নিল দ্রুত। এখন এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সুসু। জয়ের ফ্যানরা কিছু প্রশ্ন করলে নির্ভুল তেলেগু ভাষায় উত্তরও দেয়, 'আমি ভালো আছি, ধন্যবাদ।' জয় তাকিয়ে তাকিয়ে হাসে।

'অ্যাওয়ার্ডের জন্যে ধন্যবাদ, স্যার।

'থ্যাঙ্কস।'

'কিসের অ্যাওয়ার্ডের কথা বলছে ও?'

'আমাদের লেটেস্ট ছবি অনেকগুলো টেকনিক্যাল পুরস্কার পেয়েছে,' জয় বলল। 'আমি এ বছরের বেস্ট অ্যাক্টরের পুরস্কারও পেয়েছি। আজ বিকেলে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান দেয়া হবে।'

'বেস্ট অ্যাক্টর হয়েছ তুমি!' বিস্ময়ে গলা চড়ে গেল সুসুর। আনন্দে ঝলমল করে উঠল। 'অথচ আমাকে এতক্ষণ কিছুই জানাওনি?' মানুষটা নিজের ব্যাপারে কথা এত কম বলে কেন ভেবে অবাক না হয়ে পারল না ও। মানুষ এত নির্বিকার হয় কি করে? 'কখন অ্যাওয়ার্ড আনতে যাচ্ছ তুমি?'

'আমি একা যাচ্ছি না। আমরা দুজন যাচ্ছি,' জয় ভুল শুধরে দিল। 'সন্ধ্যায়।'

অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে জয়কে ফর্মাল স্যুট পরতে বাধ্য করল সুসু। সে জন্য অবশ্য ওর সঙ্গে তাকে রীতিমত ঝগড়া করতে হয়েছে। 'সব সময় এত সাধারণভাবে চলাফেরা করো কেন তুমি? না পরলে নিউ ইয়র্ক থেকে এতগুলো স্যুট বানিয়ে এনেছ কেন? তাছাড়া স্যুট পরলে তোমাকে কি সাজ্ঘাতিক ড্যাশিং মনে হয় জানো?'

'ঠিক আছে, ন্যাগ,' হাসল জয়। 'কিন্তু দেখো, কাজল পরিয়ে নিতে ভুলো না যেন!'

বাসায় ফিরে মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠল সুসু, ব্যস্ত পায়ে একবার এ-রুম একবার সে-রুম করে বেড়াতে লাগল। কর্মচারীদের সবার সঙ্গে মিলিত হয়ে সরোজাকে আনপ্যাক করতে বলে বাথরুমে ঢুকল ও। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে চায় সাই জনের জন্য। কিন্তু বিকেলে হ্যান্ডিম্যান রবার্টের মুখে খবর শুনে হতাশ হতে হলো তাকে, জরুরি অপারেশনে আছে বলে আজ আসতে পারবে না জানাতে জন ফোন করেছিল। সুসু বাথরুমে থাকতে।

হাল্‌কা লাঞ্চ সেরে কিছু সময়ের জন্য সৌন্দর্য ঘুম দিয়ে নিল ও। এত গভীর ঘুম ঘুমাল, কখন ফোন বেজেছে টেরই পেল না। এমনকি জয় এসে ওকে হালকভাবে নাড়া না দেয়া পর্যন্ত সামান্য নড়লও না। 'তুমি টায়ার্ড। আজ অনুষ্ঠানে যেতে হবে না।'

মাথা নাড়ল সুসু। 'অসম্ভব। আমি যাব।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে শাওয়ার সেরে নিউ ইয়র্ক থেকে আনা একটা চমৎকার ছাঁটের মিডি পরল ও, তার সঙ্গে পরল কিছু জুয়েলারি। দু'গালে খানিকটা করে ব্লাশ, মাশকারার সামান্য ছোঁয়া এবং কারেন্ট ফেভারিট পারফিউম উইংস্ লাগাল। একটা ইভনিং ব্যাগে ওর চাবি, লিপস্টিক আর চুলের ব্রাশ নিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে নিয়ে জয়ের টাই বেঁধে দিতে এগিয়ে এল। 'কিছু কিছু জিনিস কখনও বদলায় না,' হাসল ও। 'গত দু'সপ্তাহ চলেছ কি করে?'

'বোতাম ছাড়া টি-শার্ট পরে,'

দীর্ঘ সময়ের অনুষ্ঠানটা ভীষণ বিরক্তিকর লাগল সুসুর। সবচেয়ে বিরক্তিকর লাগল চীফ মিনিস্টার এবং তেলেগু দেশম পার্টির একদল স্থানীয় নেতার ভাষণ। অনুষ্ঠান শুরুর সামান্য আগে রাধিকা ঢুকল হলে, সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ডজন ক্যামেরা একযোগে ফ্ল্যাশ করতে শুরু করে দিল। ফ্ল্যাশের চমকে হলের চেহারা বদলে গেল।

সিল্‌ক আর জরিতে মোড়ানো চকমকে একটা পুতুলের মত লাগল তাকে। উপস্থিত প্রত্যেকের নজর আটকে গেল ওর ওপর। সম্রাজ্ঞীর মত ধীর পায়ে নিজের নির্দিষ্ট আসনের দিকে এগিয়ে চলল রাধিকা, জয় উঠে দাঁড়াল তাকে সম্মান জানাতে, সে না বসা পর্যন্ত বসল না। ভাষণ শেষ হতে মঞ্চের পিছনের দেয়ালের বিশাল এক পর্দায় এবারের পুরস্কার পাওয়া ছবিগুলোর বাছাই করা কিছু দৃশ্যের অডিও-ভিজুয়াল প্রদর্শনী শুরু হলো। তার মধ্যে জয়-রাধিকার অভিনীত ছবির কিছু ক্লিপিংও ছিল। তবে সরকারের স্পনসর করা অনুষ্ঠান বলে কোন বিতর্কিত দৃশ্য স্থান পায়নি তাতে। তারপরও সেটার কিছু কিছু অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অস্বস্তি লাগলেও নির্বিকার চেহারায় দেখে গেল সুসু।

একটা দৃশ্য কয়েকবার দেখানো হলো–জয় ও রাধিকা একটা বড় সাইজের টি-শার্টের মধ্যে ঢুকে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শার্টের বুকের কাছে লেখা: লাভ ইউ। ছবিটার সমস্ত পোস্টার ও হোর্ডিঙেও এই দৃশ্য ব্যবহার করা হয়েছে। সুসুর জানা আছে, এই ধরনের প্রচারণার পুরো কৃতিত্ব জয়ের ব্যক্তিগত পাবলিক রিলেশন বিভাগের।

এবং গোটা ব্যাপারটার পিছনে অনেকগুলো বাছাই করা মাথা কাজ করে সেখানে। এসব ক্ষেত্রে ব্যবসাই বড় কথা, আর সব গৌণ। অস্বীকার করে না সুসু, কিন্তু এরকম একটা দৃশ্যে অভিনয় করার সময়ে জয় ও রাধিকার অনুভূতি কেমন হয়েছিল ভাবতে গিয়ে কিছু সময়ের জন্য ঠিকই অস্বস্তি বোধ করল। কিন্তু চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে জোর করে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল ও। এসব নিয়ে মন খারাপ করবে না, নিজেকে দিয়ে আগেই প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে।

জয়ের দিকে তাকাল সুসু। আভিজাত্য আর মর্যাদার মূর্ত প্রতীক হয়ে ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছে ওর প্রাণপ্রিয় পুরুষ। এমনিতেই দারুণ সুন্দর ও। সুন্দর, হ্যান্ডসাম এবং স্মার্ট। তার ব্যক্তিত্ব এমন ধরনের যে, ড্রেস যেটাই পরুক না কেন, চমৎকার মানিয়ে যায়। কিন্তু আজ কমপ্লিট স্যুটে ওকে যেন অদ্ভুত সুন্দর আর সীমাহীন আকর্ষণীয় লাগছে।

সুসু জানে এই বোরিং অনুষ্ঠানে বিরক্তি লাগছে ওর, অথচ চেহারা দেখে তা বোঝার কোন উপায়ই নেই। বরং এমনভাবে মিটমিট করে হাসছে যেন ভারি মজা পাচ্ছে। হলে ঢোকার সময় সুসু লক্ষ করেছে, জয়কে দেখামাত্র উপস্থিত মেয়েদের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। 'আমি শিওর, আজকে এখানে যত মেয়ে উপস্থিত আছে, তারা

সবাই তোমাকে পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে,' নিচু কণ্ঠে মন্তব্য করল সুসু।

'সুস, স্টপ্ ইট,' ওর দিকে তাকিয়ে মন পাগল করা হাসি দিল জয়। 'অন্তত এখানে উস্‌কাতে এসো না আমাকে।'

কালচারাল অ্যাফেয়ার মিনিস্টারের ভাষণে দিকে মন দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সুসু ওর মুখের দুষ্টুমির হাসি দেখে ওর মনের কথা বুঝে ফেলল। ওর দিকে ঝুঁকে এল জয়, আবার চাপা কণ্ঠে বলল, 'শুধু অন্য মেয়েরা কেন? আমার বউটি পাগল না?'

গলা দিয়ে উঠে আসা হাসিটা অনেক কষ্টে ঠেকাল সুসু। মঞ্চ থেকে জয়ের নাম ঘোষণা হতে চীফ মিনিস্টারের হাত থেকে পুরষ্কার নিতে উঠে গেল ও। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হাততালির শব্দে হল কেঁপে উঠল। রূপালী পর্দার প্রিয় নায়ককে চোখের সামনে দেখে উদ্বেল হয়ে উঠেছে দর্শক। জয় চীফ মিনিস্টারের হাত থেকে পুরষ্কার নিতে সেরা অভিনেত্রীর নাম ঘোষণা করা হলো। আরেক দফা তুমুল হাততালি। সিল্‌ক আর জরিতে মোড়ানো রাধিকা স্টেজে উঠল, দর্শকদের মধ্যে আরও বেশি উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল।

দর্শকদের প্রচণ্ড দাবীর মুখে নায়ক এবং নায়িকাকে কিছু কথা বলতে হলো। বলা শেষ হতে মঞ্চ ত্যাগ করতে যাচ্ছিল জয়, কিন্তু ফটোগ্রাফাররা বাধা দিল। তাদের অনুরোধে পুরষ্কার হাতে সেরা নায়ক-নায়িকা ছবির জন্য হাসি মুখে পোজ দিল, আরেকবার উল্লাসে ফেটে পড়ল দর্শক। কিন্তু ছবি তোলা ঠিকমত শেষ হওয়ার সুযোগ দিল না জয়, তার আগেই ব্যস্ত পায়ে স্টেজ থেকে নেমে এল ও।

কেউ ঠিকমত কিছু বুঝে ওঠার আগেই সুসুর হাত ধরে বেরিয়ে এল হল থেকে। দর্শকদের তুমুল হাততালির মধ্যে দিয়ে দৃঢ় পায়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। মুখে মাপা হাসি। এক প্রতিবাদী দর্শক রাধিকার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ দৃশ্য সম্পর্কে কিছু একটা বাজে মন্তব্য করল, পাত্তা দিল না জয়। হেঁটে চলল নিজের পথে।

এত দর্শকের ভালবাসার ছোঁয়ায় রাধিকার চোখ ছলো ছলো হয়ে উঠেছে কি না দেখার চেষ্টা করল সুসু, কিন্তু সুযোগ হলো না। তার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার আসলাম।

'রিল্যাক্স, সুস,' জয় ওর মনের কথা বুঝতে পেরে বলল। 'ঝামেলা শেষ। কাম অন, স্মাইল!'

হঠাৎ করে ওর মুখ কাছে টেনে আনল সুসু, জয়ের আপত্তি উপেক্ষা করে জবরদস্তি চুমো খেল জয়ের ঠোঁটে। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'আজ খুব স্ম্যাশিং লাগছে তোমাকে, ইচ্ছে করছে খেয়ে ফেলি।'

এই প্রথম জয়কে এমন আগ্রাসী চুমো খেল ও। গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল সুস্মিতা স্পেশাল?'

'ইউ ককটিজ!' জয় গুঙিয়ে উঠল।

'প্রথম রাতে বউকে একা বাড়িতে ফেলে রাখার শাস্তি,' বলে গা জ্বালানো হাসি দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল সুসু। তবে কয়েক সপ্তাহ আগে সাংবাদিকদেরকে ও যে বলেছিল কোনকিছুই জয়ের কাজ এবং তার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, কথাটা মিথ্যা ছিল না। সুসুকে বাসায় রেখে কাজে চলে গেল সে স্ক্রিপ্ট নিয়ে বাকি যে কাজটুকু ছিল, তা সেরে ফেলতে। ডিনারের আগে পুল থেকে গোসল করে এল সুসু। টিভির সামনে বসে একযোগে টিভি আর কয়েকটা সিনে ম্যাগাজিনে চোখ বোলানোর ফাঁকে ধীরেসুস্থে খেয়ে নিল।

প্রায় মাঝরাতের দিকে টেলিফোন করল সাই জন, ওর গলা শুনে রীতিমত পুলকিত বোধ করল সুসু। আত্মবিশ্বাসী, সমঝদার। পরদিন সকালে হসপিটাল রাউন্ড শুরু হওয়ার আগেই ওর সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা করে ঘুমিয়ে পড়ল ও। মুখে ফুটে থাকল দেবসুলভ মৃদু হাসি। ভোরের দিকে বিছানায় উঠতে গিয়ে ওকে ওই অবস্থাতেই পেল জয়। 'ইউ লিটল টেরর,' বিড়বিড় করে বলল। 'হাসিটা আমার জন্যে নিশ্চয়ই।'

জয় ওর চুলে আদর করে হাত বুলিয়ে দিল, রাতের কাপড়চোপড় নিয়ে নিজের বিশেষ শোয়ার জায়গায় চলে এল। কাজ সামান্য বাকি আছে, সেটুকু সেরে বিছানায় যাবে বলে সুসুর ঘুম ভাঙাল না। সকাল সাতটার একটু আগে ঘুম ভাঙতে পাশে জয়কে না দেখে হতাশ হলো সুসু। জানল না জয় তার নিজের গর্তে ঘুমিয়ে আছে।

রুটিন অনুযায়ী জোর পায়ে হাঁটার ব্যয়াম করল সুসু, তারপর লেবুর রস দেয়া সামান্য উষ্ণ পানি খেয়ে এবং শাওয়ার সেরে তরতাজা হয়ে সাই জনের সঙ্গে দেখা করতে চলল। সাড়ে আটটার দিকে ফিরে এল ও বোনের ছেলের সঙ্গে দেখা হওয়ার খুশিতে ঝলমল করছে। সকালের বাতাসের ছোঁয়ায় মুখ টকটকে লাল হয়ে আছে। চুল পনিটেইল করে বাঁধা, তার থেকে কয়েক গাছি বাঁধনমুক্ত হয়ে বাতাসে উড়ছে।

রুমে ঢুকে অজ্ঞাত আনন্দে কয়েক পাক নেচে নিল ও, তারপর হঠাৎ করে থেমে গেল বিছানায় জয়কে ঘুম ঘুম চোখে বসে থাকতে দেখে। সামনে কফির কাপ, সারা বিছানায় নিউজপেপার ছড়িয়ে আছে। 'তুমি! তুমি কখন এলে?' খুশি খুশি গলায় সুসু। 'আমি হসপিটালে গিয়েছিলাম জনের সাথে দেখা করতে।'

'আমি জানি,' জয় হাসল। সশব্দে হাই তুলে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। 'সরোজা বলেছে।' সুসুকে ধরে কঠিন এক চুমো খেল ওর ঠোঁটে। 'সেই সুস্মিতা স্পেশালের ব্যাপারটা কি?'

ও মাথা নাড়ল। 'কিছু না। তোমার স্ক্রিপ্টের কাজ কতদূর?'

'শেষ। এখন কাজ শুরু করে দিলেই হয়।' কফি শেষ করে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল জয়। একটু পর থেকে একের পর এক ফোন আসতে শুরু করল, মানুষ খবরের কাগজে আগের দিনের রাজ্য পুরষ্কার পাওয়ার খবর পড়ে জয়কে অভিনন্দন জানাচ্ছে। পত্রিকায় সিএম-এর হাত থেকে জয় ও রাধিকার পুরষ্কার গ্রহনের ছবি ছাড়াও পুরষ্কার হতে জয় ও রাধিকার একসঙ্গে তোলা ছবিও ছাপা হয়েছে।

লন্ডন থেকে শিব ও ব্যাবস্ এবং মুম্বাই থেকে নোরমা ফোনে অভিনন্দন জানাল জয়কে। শেষের ফোনটা ধরে সুসুকে শব্দ করে হেসে উঠতে দেখে জয় জানতে চাইল, 'কে?'

'আমার মুম্বাই বয়ফ্রেন্ড,' সুসু বলল। 'জানতে চাইছে কাল এয়ারপোর্টে আনিয়ে ওকে এতবড় ফাঁকি কেন দিয়েছি আমি, মাত্র ছয় মাস আগে পরিচিত একজনের জন্যে!'

'হা হা,' জয় হাসির ভঙ্গি করল। 'আমি এর মধ্যে হাসির কিছু দেখছি না, ডার্লিং।'

'অ্যাই, তুমি মাইন্ড করো কেন? আর যা-ই হোক, আমার বন্ধুরা তোমার সামনে আমার ঠোঁটে চুমো দেয় না।'

'এই রে! আমি জানতাম একদিন না একদিন তুমি এই খোঁটা দেবেই। আচ্ছা, ঠিক আছে। শান্তি। হলো?' ওকে কাছে টেনে নিল জয়।

'তোমার কাজে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে না?' সুসু জিজ্ঞেস করল।

'কাজ? কিসের কাজ?' ওকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল জয়, তারপর এক দীর্ঘ চুমোর মাধ্যমে আগের রাতের চুমোর প্রতিশোধ নিল। সে এমন এক চুমো যাতে সুসুর হরমোন ওলট-পালট হয়ে যাওয়ার দশা। 'গড, তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চুমোখোর।'

'আচ্ছা! কতজনকে পরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলে?' বাঁকা কণ্ঠে প্রশ্ন করল জয়।

'দাঁড়াও, গুণে দেখি!' আঙুলের কর গোনার ভান করে হাল ছেড়ে দিল ও। শ্রাগ করল। 'তা কম নয়।'

কিছুক্ষণ সুসুর দিকে তাকিয়ে থেকে ওর চুলের মধ্যে হাত ভরে দিল জয়। বলল, 'একটা কথা পরিষ্কার জেনে রাখো, ডার্লিং, তোমার চুল আমার আঙুলের মাপে তৈরি হয়েছে যাতে আমি একাই এগুলো নিয়ে খেলা করতে পারি।'

ওর ঠোঁটের ওপর আঙুল বোলাল জয়। 'তোমার মুখ আমার মুখের মাপে তৈরি হয়েছে যাতে একমাত্র আমিই তোমাকে এইভাবে চুমো খেতে পারি।'

ওর স্তনে জোরে চাপ দিল সে। 'এ দুটো আমার হাতের মাপ অনুযায়ী তৈরি হয়েছে যাতে কেবল আমার হাতে ফিট হয়।'

ওর দুই ঊরুর মাঝখানটা মুঠো করে ধরল জয়। 'এটাও আমারটার মাপমত তৈরি হয়েছে যার মধ্যে কেবল আমি ঢুকতে পারি। আমিই এগুলোর মালিক। বুঝতে পেরেছ আমার কথা?'

অবাস্তব হলেও জয়ের এমন অদ্ভুত মালিকানার যুক্তিতে লজ্জা পেয়ে ওর রোমশ বুকেই মুখ ঢাকল সুসু। কিছুক্ষণ ওভাবে থাকার পর জয়ের এক হাত টেনে নিয়ে নিজের পেটের ওপর রাখল। 'তাহলে এটা কার, জয়?'

মুখ কুঁচকে ওর চোখের দিকে তাকাল জয়। কিছুটা বিভ্রান্ত মনে হলো। 'মানে?'

'আমি জানতে চাইছি, এটার মালিক কে?' আবার বলল সুসু, নিজের সারা পেটে জয়ের হাত বুলিয়ে দিল। অবাক চোখে কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থাকল ও, তারপর হঠাৎ বুঝে ফেলল সুসু কি বোঝতে চাইছে। ধড়মড় করে উঠে বসল। 'সুস, তার মানে তুমি বলতে চাইছ আমাদের ?'

মাথা দোলাল ও। 'হ্যাঁ। সাই জন এই জন্যে তোমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে।'

'মাই গড্, সুসু! আমাদের সন্তান আসছে!' উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না জয়। 'বলো কি! সত্যি?'

'সত্যি।'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, সুস! ও মাই গড্। এত তাড়া বাচ্চা নিলে কি মনে করে?'

'ও যাতে আমাকে দাদী-নানী ভেবে না বসে, তাই একটু আগে আ'গে নিয়ে ফেললাম,' হেসে জয়ের কথা দিয়েই জবাবটা দিল ও।

'কিন্তু কালকে যে হুড়োহুড়ি করেছি, তাতে বাচ্চার কোন ক্ষতি হয়নি তো?'

সুসু মাথা নাড়ল। 'না। জনের কোলিগরা আজ অনেকক্ষণ ধরে আমাকে পরীক্ষা করেছে। একদম ঠিক আছি আমি। ছয় সপ্তা চলছে আমার গর্ভধারনের।'

জয় এতটাই আবগাপ্লুত হয়ে পড়ল যে, চেষ্টা করেও আর একটা কথাও বলতে পারল না।

একুশ

খবর শুনে আটলান্টিকের ওপার থেকে টেলিফোনে রাজ বলল, 'ওকে, সুসু। প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিনি আমি, সব মনে আছে। এখনই টিকেট বুক করে রাখছি আমি। ঠিক সময়মত হাজির হয়ে যাব।'

ওদিকে জয়ের মন ওভারটাইম করছিল। আনন্দ আর ধরে না তার। গত এক মাস ধরে যে স্ক্রিপ্ট নিয়ে দিন-রাত কাজ করছিল, দ্বিতীয়বার চিন্তা না করেই সেটা অবলীলায় শেলফে তুলে রেখে তক্ষুণি স্টুডিওতে ফোন করল। জানিয়ে দিল, 'আমার বউ আগামি এক বছরের জন্যে আমার কল শীট বুক করে ফেলেছে।'

আসল কথা হলো নিজের প্রথম সন্তানের আগমনকে ও এর মধ্যেই একজন সফল ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনালের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে শুরু করেছে। জানে, এ সময়ে নিজের ব্যানার থেকে একটা ছবি নির্মাণের কাজে হাত দেয়া মানে বাড়িতে থাকতে পারার সুযোগ ইত্যাদি অনেক কিছুর সঙ্গে সমঝোতা করে চলা, কিন্তু তাতে ও রাজি নয়।

এরমধ্যেই প্রথম সন্তানের পিতা হওয়ার আনন্দ সুসুর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে সারাক্ষণ ওর পাশে থাকবে ঠিক করে ফেলেছে। কাজেই তখনই দু'টো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল সে। নিজের ছবি একপাশে সরিয়ে রেখে চাচাত ভাই ২৬ বছর বয়সী প্রসাদকে ডেকে পাঠাল ও। স্টুডিওতে ওর সহকারীর কাজ করে সে।

'আমাদের ব্যানারে একক প্রযোজক হিসেবে তুমিই এবারের ছবিটা তৈরি করো,' তাকে বলল জয়। 'প্রয়োজন বুঝলে পরামর্শের জন্যে যে কোন সময়ে আমাকে পাবে তুমি।'

জয়ের বিশ্বাস, এতে লাভ হবে স্টুডিও আগের মতই ব্যস্ত থাকবে, সে ইচ্ছামত যখন খুশি স্টুডিওতে যাওয়া-আসা করার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। এদিকে এই সুযোগে প্রসাদও নিজেকে পুরোপুরি যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার একটা পূর্ণাঙ্গ সুযোগ পাবে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটা হলো মাদ্রাজী এক প্রযোজক অনেকদিন আগে তার এক ছবিতে জয়কে রজনীকান্তের সঙ্গে অভিনয় করার প্রস্তাব দিয়ে রেখেছিল, সেটায় রাজি হয়ে যাওয়া। ছবিটার স্ক্রিপ্ট আগেই পড়েছে জয়। তাতে ও সন্তুষ্ট। ছবিটায় দু'জনের রোলকেই সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রোমান্টিকতার সঙ্গে অ্যাকশনও আছে প্রচুর। রাজি হয়ে যাওয়ার কয়েকটা কারণ আছে জয়ের।

প্রথম কারণ হলো ছবিটা যে লোক নির্মাণ করছে সে একজন প্রতিষ্ঠিত টেশনিশিয়ান। ভাল, রুচিশীল কাজের জন্য সুখ্যাতি আছে তার। অন্যদিকে রজনীকান্তের সঙ্গে জয়ের যেমন দারুণ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, তেমনি ওদের দু'জনের একযোগে অভিনীত যে কোন ছবি বক্স-অফিসে সাঙ্ঘাতিক প্রভাব ফেলবে সেটাও জানা। তবে শেষ কথা হলো, অন্যের ছবিতে অভিনয়ে রাজি হওয়ার অর্থ মেক-আপ নিয়ে ক্যামেরার সামনে পরিচালকের ইচ্ছামত পোজ দিলেই এক কোটিরও বেশি টাকা আসবে। 'খেলা শেষ করে টাকা নিয়ে বাড়ি চলে যাও' ধরনের কাজ হবে সেটা। কোন টেনশন নেই।

শেষ যে কাজটা ও করল, তা হলো সুসুকে মুম্বাই নিয়ে এসে পণ্ডিত আন্টির সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক। আসন্ন দিনগুলোয় ওকে কি কি নিয়ম অনুসরণ করে চলতে হবে, তা নিয়ে অনেক পরামর্শ দিল মহিলা। মাঝেমাঝেই মুম্বাই আসতে শুরু করল জয়, রামা পণ্ডিতের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা, মত বিনিময় চলতে লাগল। এছাড়া ওর মাদ্রাজী ছবির শুটিঙের দিনগুলোয় সুসু যাতে নিঃসঙ্গ হয়ে না পড়ে, সে জন্য শাশুড়ি, সুচিত্রা ও রামা পণ্ডিতের নিয়মিত হায়দ্রাবাদ আসা-যাওয়ার ব্যবস্থাও করল।

তার মধ্যেও নিজের প্রস্তাবিত এয়ার লাইনের কাজে প্রায়ই মুম্বাই আর দিল্লি সফর করে বেড়াতে লাল সে। তবে নাইট স্টে করে না। ডেইলি প্যাসেঞ্জারের মত ফার্স্ট ফ্লাইটে গিয়ে লাস্ট ফ্লাইটে ফিরে আসে। তারপরও শুটিঙের কাজে কিছুদিন পর পর বাইরে থাকতেই হয়—ঊটি, রাজামুন্দ্রি বা মহীশুরে। ছবির নায়িকা হিসেবে রাধিকাও থাকে।

সুসু জানে ব্যাপারটা, ওর চোখের আড়ালে দিনের পর দিন কাজ করে চলেছে জয় ও রাধিকা কিন্তু স্বামীর ওপর ওর গভীর আস্থা আছে বলে মন খারাপ করেনি। কোথানে কি ধরনের দৃশ্যের শুটিং চলছে, জয় সে ব্যাপারে গ্রাফিক ডিজাইন না জানালেও সুসু অনুমান করতে পারে।

জানে উটিতে কি কি দৃশ্য ফিতাবন্দির কাজ চলছে। কারণ জয় ছবির চুক্তিপত্রে সই করার সময় ও সেখানেই ছিল। জয় তখন প্রডিউসারকে বলছিল, 'আপনি যদি নায়িকা হিসেবে এই ছবিতে রাধিকাকে সই করিয়ে থাকেন, আমার তাতে কোন অসুবিধা নেই।'

কিন্তু আসলে অসুবিধা ঘটে গেছে কাজের জায়গায়। উটির আউটডোর শুটিং স্পটে ওদের দু'জনের একক রোমান্টিক দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে রাধিকা তার 'অধিকার' পুণরুদ্ধারের কাজ শুরু করে দিয়েছে। অন্যদিকে আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত সুসু তার জঠরে দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকা সন্তানের চিন্তায় মশগুল। রোমাঞ্চিত।

জানে না, সেখানে খুব শিগগিরি সর্বনাশা ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হতে যাচ্ছে, ভাঙন ধরতে যাচ্ছে তার সুখের সংসারে।

বাইশ

বক্স অফিসের দেবী হওয়া এত সহজ নয়, রাধিকা ভাবল। নিজের মেক-আপ রুমে ড্রেসিং টেবিলের বিরাট আয়নার সামনে বসে আছে সে। নিজের সুন্দর প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে আছে। আয়নাটার ফ্রেমে ফিট্ করা অনেকগুলো ছোট ছোট বালব টিপ্ টিপ্ করছে।

একটু দূরে বসে আছে সহকারী পরিচালক। রাতে যে দৃশ্য ধারন করা হবে তার সিকোয়েন্স সম্পর্কে ধৈর্যের সঙ্গে ওকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু একটা কথাও ওর কানে যাচ্ছে না, আর কোন চিন্তায় মগ্ন। লোকটা থামবে কখন তাই ভাবছে।

মন ভাল নেই রাধিকার, কারণ এই ছবিতে জয়ের বিপরীতে সই করার পর থেকে কিছু ঠিকমত চলছে না। কিছুদিন কাজ চলার পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এটার কাজ, এক বছর পর আবার শুরু হয়েছে। রাধিকার ধারণা ছিল ছবির কাজ যখন শুরু হয়েছে, তখন ওদের নিজেদের সম্পর্কও নতুন করে জোড়া লেগে যাবে। কিন্তু সব স্বপ্ন সাবানের ফেনার মত দ্রুত ফেটে যতে শুরু করেছে।

কিছুই ঠিকমত চলছে না। ইচ্ছা ছিল শুটিঙের সঙ্গে এক বছর আগে নিজেদের সম্পর্ক যেখানে থেমে গিয়েছিল, সেখান থকে আবার নতুন করে শুরু করবে। কিন্তু মারাত্মক ছন্দপতন ঘটে গেছে। সুর, তাল এবং লয় কোনটাই মিলছে না।

এর মধ্যে দু'টো দীর্ঘ, অনুল্লেখযোগ্য টেক-এ অভিনয় করেছে ওরা। যদিও খুব ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ দৃশ্য ছিল। দৃশ্য সফল করার ব্যাপারে জয়ও খুব আন্তরিক ছিল পুরোটা সময়, সেই আগের মত। কিন্তু জাহান্নামে যাক ওর আন্তরিকতা। ওসব নয়, রাধিকা জয়কে চায়। রক্তমাংসের জয় কুমার রেড্ডিকে, ওর আচরণ নয়। অনেক আশা ছিল চটে যাওয়া সম্পর্ক নতুন করে ঝালাই করার ব্যাপারে প্রথম সুযোগেই ওর সঙ্গে একান্তে কথা বলবে, কিন্তু সুযোগ দেয়নি জয়। অবসর সময়ে ছবির অন্য সহ-

অভিনেতা রজনীকান্ত সারাক্ষণ লেগে থাকে ওর সঙ্গে। একা পাওয়াই যায় না।

কিন্তু ওরা দু'জন প্রেমিক-প্রেমিকা। আজীবন থাকবেও তাই। এর মাঝখানে একজন 'বউ' নামের বাধা থাকলে কি আসবে-যাবে? নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা নেই ওর, চিন্তা বরং 'বউ' কতদিন থাকে।

সহকারী পরিচালক বকবক করেই চলেছে, কিন্তু রাধিকা শুনছে না। আজ যে দু'টি দৃশ্যের শুটিং করা হয়েছে, তার কথা ভাবছে। আগের দুই শিডিউলে ছবির আর সব প্রয়োজনীয় দৃশ্য সংযোজন করে ফেলেছে কর্তৃপক্ষ, বাকি ছিল ওদের দু'জনের কিছু বিশেষ দৃশ্য

৬০ জন ইউনিট মেম্বারের চোখের সামনে ক্যামেরায় ওদের যে রোমান্টিক দৃশ্য ধারন করা হয়েছে, তা ছিল স্পেশাল। বিশেষভাবে স্পেশাল। কারণ রাধিকার দৃঢ় বিশ্বাস, এই দৃশ্যের মাধ্যমে ওরা নতুন করে আবার রূপালী পর্দা এবং বাইরের জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রোমান্টিক জুটি হিসেবে অভিষিক্ত হতে যাচ্ছে। রজনীকান্তের সাধ্য নেই ঠেকায়।

মনের মধ্যে থেকে কে যেন প্রতিবাদ জানাল, 'কিন্তু লোকটা এখন বিবাহিত!' রাধিকা পাত্তা দেয়নি। 'তাতে কি?' চোখ রাঙিয়েছে ও। 'ওই পেটওয়ালা সুন্দরীর সাথে পরিচয় হওয়ার অনেক আগে থেকে ও আমার ছিল। শুধু আমার ছিল। তাছাড়া রাধিকা একজন স্টার, তারকা, তাই না? সেলিব্রিটি। সেলিব্রিটিরা তো তাদের নিজস্ব আইনে চলে। হেমা মালিনি সবার চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিয়েছে, দেয়নি?

আর খুশবু? স্টারডাস্টের কাছে খুশবু কি স্বীকার করেনি বহু-বিবাহিত 'প্রভুকে' সে বিয়ে করেছে? তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রি কি প্রমাণ করেনি ধর্মমতে বিয়ে করা স্ত্রীর চেয়ে বান্ধবীর মূল্য বেশি? সেসব মনে পড়তে ভেতরের প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করল রাধিকা।

ধর্মেন্দ্রকে হেমা মালিনীর বিয়ে করার সেই ঘটনার পর দেশের প্রেসিডেন্ট এক সরকারী অনুষ্ঠানের স্টেজে দাঁড়িয়ে হেমাকে 'এসএমটি. হেমা মালিনী' সম্বোধন করে তার 'স্বামীর' কুশল জানতে চেয়ে বিপত্তি ঘটিয়ে বসেছিল। এক সাংবাদিক তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবাদ জানিয়ে প্রশ্ন করে, প্রেসিডেন্টের এত স্পর্ধা কি করে হলো যে, তিনি হিন্দু ধর্মে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দিলেন? কি ফল হয়েছে সে প্রতিবাদের? রাধিকার মনে আছে সে তখন ফ্রক পরত। তা নিয়ে দেশের রক্ষণশীল দক্ষিণেও প্রতিবাদ উঠেছিল। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে রূপালী পর্দার তারকারা সর্বকালে

সর্বদেশে যে সুবিধা পায়, সেই সুবিধার আওতায় বেঁচে যায় হেমা-ধর্মেন্দ্র। জাহান্নামে যাক নৈতিকতা, জাহান্নামে যাক লোকলাজ, সমাজ।

মুখে ক্রীম মেখে মেক-আপ মুছতে লাগল রাধিকা, জয়ের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা ভাবছে। সেদিন মাদ্রাজে এক নাচের অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার পর ওর গুরুজী গ্রীনরুমে এসে বলেছিল, 'একজন গ্রেট স্টার' ওর সঙ্গে দেখা করতে চায়। রাধিকার বয়স তখন বড়জোর উনিশ। খবর শুনে ও যত না খুশি হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি হয়েছিল আম্মা। মেয়ের ব্যাপারে আম্মা খুব উচ্চাভিলাষী ছিল মেয়েকে নিয়ে কি করবে, কোথায় রাখবে দিশা করে উঠতে পারত না নিজের সমস্ত স্বপ্ন মেয়েকে দিয়ে সফল করতে চাইত বেচারী।

অন্যদিকে আপ্পা, রাধিকার বাবা ছিল বড় আর্মি অফিসার। আর্মির কড়া নিয়ম-কানুন মেনে চলায় অভ্যস্ত মানুষ। তার নাবালিকা, হরিণচোখা চালাক-চতুর মেয়েটাকে নিয়ে স্ত্রীর এই টানা-হ্যাঁচড়া একদম পছন্দ করত না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার লাইন ছেড়ে ওকে নিয়ে দিন-রাত গ্ল্যামারের পিছনে ছুটত সে। আপ্পা প্রায়ই এ নিয়ে তার আপত্তির কথা জানাত, কিন্তু আম্মা কানে তুলত না। কিছুদিন পর মেয়ের সাফল্য দেখে আপ্পাও এই লাইনের অদৃশ্য চুম্বকের টানে সবকিছু ভুলে গেল।

অনেক বছর আগে এক আর্মি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রির হাত থেকে পুরস্কার নেয়ার জন্য রাধিকার নাম ঘোষণা করা হতে ও যখন স্টেজে ওঠে, আপ্পা তখন কত গর্বের সঙ্গে মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল, আজও সে দৃশ্য রাধিকার চোখে ভাসে। তারপর যেদিন আপ্পা প্রথম শুনল তার মেয়ে সারা দক্ষিণ ভারতের নারীকুলের হার্টথ্রব জয় কুমার রেড্ডির সঙ্গে অভিনয় করতে যাচ্ছে, সেদিন কেবল বিস্ফরিত চোখে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে।

'উইল ইউ এক্সকিউজ মি?' সহকারীকে বলল রাধিকা। 'আমাকে চেঞ্জ করতে হবে। বাইরে যান।' এক মুহূর্তও দেরি না করে উঠে পড়ল লোকটা, দ্রুত পায়ে চলে গেল।

মন অস্থির হয়ে উঠল রাধিকার। এক পা এক পা করে নিজের হোটেল স্যুইটের ব্যালকনিতে নিজেকে আলিঙ্গন করে দাঁড়াল ও, আকাশে জমে ওঠা ঘন, ভারী মেঘের আসা-যাওয়া দেখল কিছুক্ষণ। তারপর চোখ বুঁজে বিকেলে ধারন করা ওদের দুজনের দীর্ঘ, অন্তরঙ্গ দৃশ্যটার কথা মনে পড়ল। ভাল লাগল। এই লোকটার জন্যই আজ ও

এত নাম করতে পেরেছে, ভাবল রাধিকা। ফিলমি ক্যারিয়ারের প্রথমদিকের প্রতি পদে পদে যদি জয় কুমার রেড্ডির নিঃস্বার্থ সাহায্য পাওয়া না যেত, তাহলে ওর আজকের অবস্থান কোথায় থাকত কে জানে?

এই রূপালী জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না ওর, জয় ঘটিয়ে দিয়েছে। এই জগতের জন্য ঘষামাজা করে দর্শকদের সামনে হাজির করেছে ওকে এবং দর্শক ক্ষুধার্তের মত ওকে গ্রহন করেছে। জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠার অনেক পরে ওর মত 'আবিষ্কার' অন্যসব 'ট্যালেন্টদের' বেশিরভাগের ভাগ্য সম্পর্কে জেনেছে রাধিকা। শুনেছে গাইডের অভাবে তারা কিভাবে অন্যের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

শুনে তাজ্জব হয়ে গেছে ও, তাদের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। অন্যের ইচ্ছাই তাদের 'ইচ্ছা'। এখানে হাজার গ্ল্যামার থাকলেও সঠিক 'লাইন' না ধরতে পারলে স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না। ছবির কন্ট্র্যাক্টে সই করতে হয় গডফাদারদের মর্জি অনুযায়ী, আয়ের বড় একটা অংশও তাদের হাতে তুলে দিতে হয় নজরানা হিসেবে। আরও যে কতকিছু তুলে দিতে হয়, তা ভুক্তভোগীরাই জানে।

কিন্তু সৌভাগ্যের কথা যে, জে. কে ছিল বলে রাধিকা টিঁকে গেছে। একটা ব্যাপার শুরুতেই নিশ্চিত করে নিয়েছিল জয়, তা হলো রাধিকার প্রথম তিনটা ছবি তার ব্যানারে হতে হবে, পরপর। ব্যস্, আর কিছু না। না ওর রোজগারের ভাগ, না স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। বরং অন্য প্রোডাকশনের যত খুশি ছবিতে সই করার স্বাধীনতা ছিল রাধিকার। এ ব্যাপারে দরকার হলে ওকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়েও সাহায্য করত জয়।

ওকে তার ছবিতে নেয়ার আগে জয় মৌখিক শর্ত দিয়ে নিয়েছিল, ছবির কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাকে সঙ্গে নিয়ে ওকে হায়দ্রাবাদে এসে থাকতে হবে। এক কথায় চলে এল ও, উপযুক্ত বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত কিছুদিন হোটেলে থাকতে হয়েছিল অবশ্য। তবে যে মুহূর্তে ওদের প্লেন হায়দ্রাবাদ ল্যান্ড করল, সেই মুহূর্ত থেকে সর্বক্ষণের জন্য একটা গাড়ি নিয়োগ করা হয়েছিল মা-মেয়ের জন্য।

দু'দিন পর তাদেরকে নিজেদের চোখ ধাঁধানো বিশাল ম্যানশনে নিয়ে গিয়ে নিজের বাবা-মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল জয়। রাধিকার আম্মার খুশি আর ধরে না। সঙ্গে সঙ্গে তার দিবাস্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গেল, কারণ সে ধরেই নিয়েছিল রাধিকার শ্বশুর-শাশুড়ি হতে যাচ্ছে

তারা। কাজেই প্রয়োজনীয় জরুরি হিসাবগুলো সেরে ফেলতে দেরি করেনি। সে যাই হোক, এরপর অভিনয়ের ব্যাপারে রাধিকার জন্য কড়া ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করল জয়। তবে সুযোগ থাকতেও ওর দিকে কখনও হাত বাড়ায়নি সে। সত্যি কথা বলতে জয়ের এই সংযত আচরণই ওকে তার দিকে পতঙ্গের মত আকর্ষণ করে।

রাধিকা প্রথম যখন টের পেল ও জয়ের প্রেমে পড়েছে, সে সময়ে মুম্বাইয়ের এক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের মেয়ে জয়দের পরিবারের অতিথি ছিল। তাকে নিয়ে এখানে-সেখানে যেত ও। খবরটা কানে আসতে মন খারাপ হয়ে যায় রাধিকার। ভাবছিল, লোকটা আমার সাথে ডেট করে না কেন? জয়ের একান্ত সঙ্গ পাওয়ার জন্য তখন প্রয়োজনে একটা হাতও দিয়ে দিতে পারত ও। তাদের প্রথম ছবি ছিল যথারীতি রোমান্টিক। কিন্তু সেটার শুটিং শুরু হওয়া থেকে ছবি মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত স্রেফ দুই কো-অ্যাক্টর ছিল ওরা, আর কিছু না। কিছুই না।

সবকিছু খুব দ্রুত শিখে নেয়ার গুণ ছিল রাধিকার, তাই প্রথম ছবি শেষ হতে না হতে টের পেয়ে গেল জয় লোকটা সব ব্যাপারেই অন্যরকম। কাজেই প্রেমরোগ বেড়ে গেল ওর, সাঙ্ঘাতিকভাবে বেড়ে গেল। আম্মার আচরণেও এক ধরনের পরিবর্তন এল। সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করতে লাগল সে। মেয়ের ক্রমবর্ধমান ব্যাংক ব্যালেন্স ছাড়া আর কোন দিকে খেয়ালই নেই।

ছবিতে রাধিকাকে জয়ের প্রথম চুমু খাওয়ার ঘটনা ছিল নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনা। অথচ চোখ বুজলে আজও, ছয় বছর পরও ঠোঁটে লোকটার স্পর্শ অনুভব করে ও। সেটাই ওর প্রথম প্রকাশ্যে চুমু খাওয়া, ইউনিটের সবার চোখের সামনে।

প্রথম ফোঁটা বৃষ্টি নাকের ডগায় পড়তে শিউরে উঠল রাধিকা, আলিঙ্গন আরও মজবুত করে বর্তমান থেকে আবার অতীতে চলে গেল। জয় প্রথম যেদিন ওর বাহুডোরে ধরা দিয়েছিল, সেদিনও আকাশ অনেকটা এরকম ছিল। মালদ্বীপের সমুদ্র সৈকতে ঝমঝমে বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হয়ে এক দীর্ঘ চুমুর দৃশ্যে অভিনয় করেছিল জয়–রাধিকা।

তারপর রাতের বেলা আকাশ তার ঝাঁপি খুলে এত বৃষ্টি ঝরাল যে, শুটিং প্যাক-আপ করে হোটেলে থাকতে বাধ্য হলো সবাই। তার ক'দিন আগে বিমান দুর্ঘটনায় জয়ের মা-বাবার মৃত্যু হয়েছে এবং দু'দিন আগে তাদের শেষকৃত্য সেরে কাজে যোগ দিয়েছে ও। মন ভাল নেই।

তাদেরকে হারিয়ে জয়ের মনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, রাধিকা তা পূরণের একটা সুযোগ খুঁজছিল বলে ওর রুমে চলে এল। প্রমাণ করতে চাইছিল জয়কে কতটা ভালবাসে। রাধিকা জয়কে মনেপ্রাণে কামনা করেছে, তার বিনিময়ে জয় রাধিকাকে হাতে-কলমে শরীরের ভাষা শিখিয়েছে। জয় লোকটা বিষের মত, ভাবল রাধিকা। নিষিদ্ধ নেশার মত। চাইলেও ছাড়া যায় না। শুটিঙের কাজে ক'দিন পরপর বিদেশে যেত জয় এবং প্রত্যেকবারই ওর কানে আসত কোন না কোন মেয়ে লোকটার সঙ্গে আছেই।

অসহ্য লাগত রাধিকার, গা জ্বলে যেত প্রতিবার ভবত দেশে ফিরলে এবার ওকে একটা উচিত শিক্ষা দেবে। ওদের কয়েক বছরের সম্পর্কের সময়ে মোট তিনবার জয়কে শিক্ষা দিতে গিয়েছিল ও, অন্য পুরুষের হাত ধরে চলে এসেছিল। ভেবেছিল চোখের সামনে দিয়ে প্রেমিকা আর কারও হাত ধরে চলে যাচ্ছে দেখে জয় হিংসায় জ্বলেপুড়ে যাবে, কিছুই হয়নি। নির্বিকারচিত্তে রাধিকার চলে যাওয়া দেখেছে।

অন্যদিকে যাদের হাত ধরে চলে যাওয়া, আদিম খেলায় জয়ের তুলনায় তারা সবাই দুধের শিশু বুঝতে পেরে অল্পদিনেই বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছে ও। দু'বারই বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছে জয়। যদিও রাধিকা দু'বারই টের পেয়েছে ক্ষুরধার বুদ্ধিমান মানুষটা ওর প্রতি ক্ষুব্ধ। কিন্তু যেহেতু তাদের সম্পর্কের মধ্যে কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না, জয় নিজেও বিদেশে গেলে সঙ্গিনী পাল্টায়, সেহেতু সুযোগটা রাধিকারও থাকা উচিত বলে উচ্চবাচ্য করেনি ও।

কিন্তু শেষবার সমস্যা বেধে গেছে। লন্ডনে ওর সঙ্গে ঝগড়া করে দেশে ফিরে আসার সময় কি রাধিকা ভুলেও ভেবেছিল হায়দ্রাবাদ ফেরার সময় সেবার ও একটা বউ নিয়ে ফিরবে? যে লোক সব সময় মেয়েদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবিহীন সম্পর্ক গড়ায় অভ্যস্ত, সে কোনও মেয়ের 'স্বামী' হবে, এ কি বিশ্বাস করার মত কথা?

সেদিন সন্ধ্যায় প্রিভিউ থিয়েটারে ঘটে যাওয়া দুঃখজনক সেই ঘটনার কথা মনে পড়তে চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল। পত্রিকাগুলো বরাবরের মত সেদিনও ওর কান্নার ভুল অর্থ করেছে। আসলে নিজের অভিনীত ছবির আবেগময় দৃশ্য দেখে কাঁদেনি সে, কেঁদেছে অন্য কারণে। হল ভর্তি দর্শক আর ফটোগ্রাফারদের সামনে জয় ওকে আহাম্মকের মত দাঁড় করিয়ে রেখে বউকে নিয়ে হঠাৎ চলে গেল, একবারও পিছন ফিরে

তাকাল না দেখে। কি লজ্জা! কত গেস্ট ছিল সেখানে, রাধিকার এতবড় অপমান সবাই দেখেছে। অনেকে আড়ালে হাসাহাসিও করেছে।

অথচ জয় আসেনি ওর চোখের পানি মুছে দিতে। অথচ এই লোকটাই না গত পাঁচ বছর ছায়ার মত রাধিকার সঙ্গ দিয়েছে? ওর দুঃখে দুঃখ পেয়েছে, ওর হরিণ চোখ থেকে এক ফোঁটা পানি বের হওয়ার আগেই তা মুছে দিয়েছে? ওর সব ব্যাপারে জয়ের এত তীক্ষ্ণ নজর ছিল যার কোন তুলনা হয় না। জয় কাছে থাকলে ও নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করত।

মানুষটা বিনয়ী সন্দেহ নেই সব সময় অতিমাত্রায় বিনয়ী। রাধিকার সমস্ত ব্যাপারে কড়া নজরদারীও করত, কিন্তু কখনও ওর ওপর নিজের অধিকার ফলাতে আসত না। লোকটাকে তিনবার ছেড়ে এসেছিল রাধিকা, এবং তিনবারই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রচণ্ডভাবে কামনা করেছে নিজের অধিকার খাটিয়ে ও তাকে ধরে রাখুক।

কিন্তু সে আশা কখনও পূরণ হয়নি। তা না হোক, কিন্তু তাই বলে লোকটা একদিন বিয়ে করবে এবং ওকে কলার খোসার মত ছুঁড়ে ফেলে দেবে, এতটা দুঃস্বপ্নেও আশঙ্কা করেনি।

আর না, ভাবল রাধিকা। এবার সময় হয়েছে এক বছরের নীরবতার যবনিকা টানার। জয়কে দখল করতে হবে আবার। ওকে বোঝাতে হবে রাধিকা এখনও তাকে চায়। তার যে কোন শাস্তি মাথা পেতে নিতে রাজি আছে ও, কিন্তু দূরত্ব নয়। যার দেহ পাঁচ বছর ধরে তার ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা ছিল, সেই দেহকে আর অবহেলা নয়।

ওকে যদি সহ্য না-ই করতে পারবে, তাহলে এই ছবিতে রাধিকা আছে জেনেও জয় কেন সই করতে গেল? ও এক বছর তার কাছ থেকে দূরে সরে ছিল। নিশ্চিত ছিল, বিছানায় রাধিকার সঙ্গে অন্য মেয়েদের যে বিশেষ তফাত আছে, তা টের পেলে ঠিকই ওর কাছে চলে আসবে সে। কিন্তু মনে হচ্ছে দূরত্বের ফলে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে গেছে লোকটা। কিন্তু রাধিকা আর সহ্য করতে পারছে না। এবার ক্ষতিপূরণের কাজে লাগতে হবে। নিজের সমস্ত প্রযোজককে ও এরপর থেকে জয়ের স্টুডিও ব্যবহার করতে বলবে যাতে নিজে সারাক্ষণ তার আশপাশে থাকতে পারে।

আজ অনেকদিন পর জয়ের সঙ্গে এক বেডসীনে অভিনয় করেছে ও, তারপর থেকেই মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। রাধিকা জানে জয়কে ওর কাছে টেনে আনা শুধু সময়ের ব্যাপার। যৌনতার ব্যাপারে জয়ের দুর্বলতা

আছে। সেক্সুয়াল টিজিং সহ্য করতে পারে না ও। খোঁচাখুঁচি করলে ছাড়া পাওয়া বাঘ হয়ে ওঠে। রাধিকা নিজেই তার সাক্ষী। দু'বছর আগে স্টুডিওতে একটা ছবির শুটিং চলার সময় কারেন্ট চলে গেলে রাধিকা ওকে ঠাট্টাচ্ছলে টিজ করেছিল। তখনই কিছু বলেনি জয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পর বিশ্রামের সময় হঠাৎ ওর রুমে এসে দরজা লাগিয়ে দিল। ওর ড্রেস ছিঁড়ে নামিয়ে আনল গা থেকে, বিছানার সঙ্গে ঠেসে ধরে ওর অভ্যন্তরে জোর করে ঢুকে পড়ল। কোনরকম নমনীয়তার ধার ধারেনি।

সে কতদিন আগের কথা, অথচ ওর মনে হয় এই তো সেদিনের! মেঘ আরও গাঢ় হয়ে আসছে, ভাবল রাধিকা। পাঁচ বছর আগের সেই দিনটির মত, জয় যেদিন প্রথম ওর বাহুডোরে ধরা দিয়েছিল। আজকের দিনটাও ঠিক সেদিনের মত।

প্রকৃতি আজও ওর সঙ্গে রয়েছে, যত চেষ্টাই করা হোক, আজ রাতে কোনভাবেই শুটিং করা সম্ভব হবে না। চিন্তা কি? থ্যাঙ্ক গড! প্রয়োজন বুঝলে আজ আবার টীজ করবে রাধিকা। যদি ।

ড্রেস বদলে নিচতলার পার্লারের দিকে চলল রাধিকা। মেনিকিউর ও পেডিকিউর করাতে হবে। বাতাসে ঘন বৃষ্টির হুমকির আভাস টের পেয়ে মনটা খুশি খুশি লাগল। এ সময়ে নিজেকে ওর খুব সেক্সি লাগে। কিন্তু নিচে পা রাখতেই নখের চিন্তা মাথা থেকে উধাও হয়ে গেল জয়কে রিসেপশন থেকে ফোনে কথা বলতে দেখে। নিশ্চয়ই বউয়ের সঙ্গে কথা বলছে! মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল ওর। নিশ্চয়ই তাই। নইলে এত হেসে হেসে আর কার সঙ্গে ...?

'যাক, তোমাকে পেয়ে ভালই হলো,' বলল রাধিকা। 'কিছু জরুরি কথা আছে তোমার সাথে।'

'শিওর, র‍্যাডস। কি কথা, বলো!' এটা ওর পুরনো নাম। দু'জনের ঘনিষ্ঠতার দিনগুলোতে রাধিকাকে এই নামে ডাকত জয়। 'তোমাকে আজ দেখতে খুব সুন্দর লাগছে কিন্তু! কেমন চলছে তোমার দিনকাল? নতুন কোন বয়ফ্রেন্ড?'

বাস্টার্ড! রাধিকা মনে মনে ভাবল, আমার সাথে ভনিতা করে পার পাবে না তুমি। 'আমি তোমাকে বলতে চাই আমি এখনও তোমাকে আগের মতই ভালোবাসি।'

সর্বনাশ! জয় মনে মনে বলল, এতদিন পর এসব কি? প্রকাশ্যে হেসে বলল, 'ঠাট্টা রাখো, র‍্যাডস্।'

'আমি ঠাট্টা করছি না,' রাধিকা জোরে জোরে মাথা নাড়ল। 'আমি সিরিয়াস।'

গম্ভীর হয়ে উঠল জয়। 'রাধিকা, ব্যাপারটা এখন আর আগের মত নেই। তুমি নিশ্চয়ই তা জানো।'

ভনিতা ছেড়ে এবার সরাসরি আসল কথা পাড়ল মেয়েটা। 'জে. কে, আমি তোমাকে চাই। আমি জানি তুমিও আমাকে চাও। আজ বিকেলে শুটিঙের সময় আমি তা টের পেয়েছি।'

'রাধিকা, তুমি এমনিতেই খুব সুন্দরী। আমার পিছনে সময় নষ্ট না করে আর কাউকে বেছে নাও না কেন?'

'আমার সাথে খেলা বন্ধ করো, জে. কে,' হুমকির সুরে বলল রাধিকা। 'আমি জানি আজ তোমার কেমন অনুভুতি হয়েছিল।'

চোখ কুঁচকে উঠল জয়ের। 'তুমিই বরং খেলা বন্ধ করো, রাধিকা। তুমি জানো আমি এখন আর একা নই, বিয়ে করেছি আমি। তাছাড়া তুমি নিজেই তো আমাকে ছেড়ে চলে এসেছ, তাহলে এখন আবার কেন এসেছ ভালোবাসা জাহির করতে?'

'জয়, তোমার যা খুশি বলতে পারো। আমি কিছু মনে করব না। কিন্তু একটা কথা বলো, আজকের ওয়েদার দেখে তোমার কি কিছু মনে পড়ে?'

কি জবাব দেবে ভাবছে, এমন সময় প্রভাতীর ছেলে বিবেক এসে উদ্ধার করল জয়কে। 'বিবেক! শুধু শুধু দৌড়াদৌড়ি করার দরকার নেই। ওয়েদার খুব খারাপ, আজ রাতে আর শুটিং করা যাবে না। এসো, আমাদের সাথে বোসো।'

তখনকার মত রেহাই পেল জয়, বিবেককে সুইটে নিয়ে এসে দু'জন একসঙ্গে ডিনার করল। কিছুক্ষণ পর ও চলে যেতে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল জয়। মন ভাল লাগছে না। সুসুর কথা মনে পড়ছে। ও থাকলে ভাল হত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এখন প্রায় সাত মাসের গর্ভাবস্থা চলছে ওর, এই অবস্থায় ভ্রমণ করা কড়াকড়িভাবে নিষেধ।

বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। সামনের সবকিছু অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে। ভিজে যাচ্ছে জয়, তবু জায়গা ছেড়ে নড়তে ইচ্ছা করছে না। রাতের ড্রেস ভিজে গায়ের সঙ্গে লেগে গেছে, তবু দাঁড়িয়ে আছে ও। চোখের সামনে রাধিকার বৃষ্টিস্নাত লোভনীয় দেহের ছবি ভাসছে। ওর গায়ের মিষ্টি গন্ধও পাচ্ছে জয়। সচকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু

দু'টো নরম বাহু বাধা দিল ওকে। পিছন থেকে শক্ত করে ধরে পিঠে গাল রাখল রাধিকা।

'এভাবে আমার রুমে আসা ঠিক হয়নি তোমার, র‍্যাডস্,' মুখ তুলে চোখেমুখে বৃষ্টির ফোঁটার ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করল জয়।

'কেন আসব না?' ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে জবাব দিল নায়িকা। 'তুমি তো আমার জন্যে রুমের দরজা খুলে রেখেছিলে, তাই না?'

গাধা বিবেক! জয় ভাবল। যাওয়ার সময় তাকে বারবার বলে দিয়েছিল দরজা লাগিয়ে দিয়ে যেতে। ভুলে গেছে ব্যাটা। কিন্তু রাধিকাকে সে কথা কে বিশ্বাস করাবে? 'না, র‍্যাডস্! ছাড়ো আমাকে!'

কিন্তু মেয়েটা তখন কিছু শোনার মত অবস্থায় নেই, অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ও জানে ঠিক কিভাবে জয়কে জাগিয়ে তোলা সম্ভব, সেই পথেই এগুচ্ছে। দু'টো বৃষ্টিস্নাত দেহ এক হয়ে গেছে, মাঝখানে বাধা হয়ে আছে কাপড় নামের পাতলা এক ধরনের পদার্থ। রাধিকার শক্ত হয়ে ওঠা বোঁটা ঘষা খাচ্ছে ওর বুকে।

নিজেকে সংবরণ করতে ব্যর্থ হলো জয়, মেয়েটার চৌম্বক আকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

তেইশ

অনেক মাইল দূরে, হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে যাওয়ায় ধড়মড় করে উঠে বসল সুস্মিতা। মনটা কেমন যেন করছে! ঠাণ্ডা ঘামে গা ভিজে গেছে। এয়ার-কন্ডিশনড্ রুমে এরকম হবে কেন? পেটে হাত দিল ও, অনেকক্ষণ ধরে বাচ্চার নড়াচড়া টের পাচ্ছে না সুসু। ওদিকে জয় রোজ অন্তত একবার ফোন করে ওকে। আজ করল না কেন? সব ঠিক আছে তো ওদিকে?

ডক্টর আন্টির সঙ্গে কথা বলার জন্য তার রুমে নক করল ও। জয়ের অনুপস্থিতির দিনগুলোতে মহিলা স্বেচ্ছায় ওর কাছে থাকছে। 'কি হয়েছে, সুসু? তোমাকে এত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন?'

'জানি না, আন্টি,' পেটে হাত বোলাল ও। 'অনকেক্ষণ হলো বেবি নড়ছে না। জয়ও আজ ফোন করেনি।' ভীষণ ক্লান্ত লাগছে ওর। একটু একটু গা কাঁপছে এখনও।

'বাচ্চা নড়ছে না তাতে ভয়ের কিছু নেই,' রামা পণ্ডিত অভয় দিল। 'ও এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। বাচ্চাদেরও বিশ্রাম দরকার হয়। কালকেই আমরা ওর হার্টবিট শুনেছি। আর জয় যখন ফোন করছে না বুঝতে হবে লাইন পাচ্ছে না বা আর কোন সমস্যা হচ্ছে। ওর অপেক্ষায় না থেকে তুমি নিজেই করছ না কেন?'

উটিতে টেলিফোনের শব্দে জয়ের ঘোর কেটে গেল, রাধিকাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে রিসিভার তুলল ও। 'ইয়েস!' কড়া গলায় বলেই সুসুর কণ্ঠ শুনে থমকে গেল। 'সুস, থ্যাঙ্ক গড! কি হয়েছে, ডার্লিং? তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

কথর ফাঁকে ভেতরের উন্মাদনা কেটে গেছে দেখে হাঁপ ছাড়ল জয়। কথা শেষ হতে হাত ধরে রাধিকাকে নিজের সুইটের দিকে নিয়ে চলল। 'রাধিকা, তুমি খুব সুন্দরী আর মিষ্টি একটা মেয়ে। আমার মত বিবাহিত লোকের পিছনে ঘুরে আর সময় নষ্ট করো না। কাউকে বেছে নিয়ে তাকে বিয়ে করে সুখী হওয়ার চেষ্টা করো না কেন?'

মনে মনে ক্ষুব্ধ, হতাশ রাধিকাকে রেখে নিজের রুমে ফিরে এল জয়। সময়মত সুসু ফোন করায় কৃতজ্ঞ বোধ করছে। পোশাক পাল্টে বিছানায় উঠে পড়ল ও। ওদিকে সে রাতে রাধিকার ঘুম এল না এক ফোঁটাও। সারারাত বিড়বিড় করে নিজেকে হাজারবার একই কথা শোনাল, 'তোমাকে আমি ছাড়ব না, জয়। এখানে আরও দু'রাত থাকতে হবে আমাদেরকে, এর মধ্যে একবার না একবার তোমাকে ঠিকই পাব আমি। তারপর তুমি নিজেই আমার কাছে আসবে।' ওদিকে জয় মনে মনে প্রর্থনা করতে লাগল, সে রাতের ঘটনা সুসু যেন জানতে না পারে।

কোইম্বাটুর থেকে তার প্লেন হায়দ্রাবাদ পৌঁছার অনেক আগেই খবরটা পৌঁছে গেছে সুসুর কানে–অজ্ঞাত এক কলার ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া রবিবারের সমস্ত পত্রিকায় ঊটির শুটিং স্পটে দুই জনপ্রিয় রোমান্টিক নায়ক-নায়িকার রমরমা 'প্রেম কাহিনী' ছাপা হওয়া নিয়ে মন ভাল ছিল না ওর, কিন্তু ডক্টর আন্টি সব সংশয় দূর করে দিল।

'এসব নিয়ে একদম মাথা ঘামাবে না তুমি,' ওর চেহারায় সন্দেহ আর উদ্বেগ দেখে সতর্ক করে দিল রামা পণ্ডিত। 'স্ত্রী গর্ভবতী থাকার সময়ে পরুষরা ওরকম একটু-আধটু করতেই পারে, তা নিয়ে মাথা গরম করতে নেই।' সুসুর চোখ কুঁচকে উঠতে দেখে তখনই আবার বলল, 'ওভাবে তাকাচ্ছ কেন, বোকা মেয়ে? আমার কথার অর্থ এই নয় যে জয় কিছু একটা ঘটিয়েছে। ও বেচারা এখন এমন এক পর্যায়ে আছে, একবার নাক টানলেই লোকে বলবে ওর নিউমোনিয়া হয়েছে। তুমি কেবল তোমার প্রতি ওর আচরণের ওপর কড়া নজর রাখো, আর সব কোন ব্যাপারই না। শুধু শুধু মাথা গরম করবে না।'

রামা পণ্ডিতের পরামর্শে মন খুশি হয়ে উঠল সুসুর। জয়কে রিসিভ করতে নিজে এয়ারপোর্টে গেল এবং এক বোঝা আনন্দ নিয়ে ফিরল। 'তুমি আগের মতই মাই ডিয়ার আছ, সুস!' ওকে দেখামাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল জয়। 'গড, অনেক মোটা হয়ে গেছ। এখন আর তোমাকে কোলে নেয়া যাবে না।'

পরম স্বস্তির সঙ্গে জয়কে স্বাগত জানাল ও। তাকে এক নজর দেখেই নিশ্চিন্ত হলো ও। ভাবল, ওর স্বামী আগের মতই আছে। আগের মতই ওকে ভালবাসে। কাজেই তাকে নিয়ে পৃথিবী যা খুশি বলুক, সুসু পরোয়া করে না। সন্তানের বাবা হওয়ার আনন্দে দুনিয়ার আর সব প্রায় ভুলেই গেছে জয়। এই একটি বিষয়ের ওপর কড়া নজর তার।

এতই বাড়বাড়িরকম কড়া নজর যে, মুম্বাইয়ের অভিনেতা-কাম-নির্মাতা, কারিশমা কাপূরের বাবা, রনধীর কাপূর মন্তব্য করল, 'মুম্বাইয়ের জ্যাকি শ্রফ আর হায়দ্রাবাদের জয় কুমার রেড্ডির কাজ-কারবার দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে শুধু তারা দু'জনই বাবা হতে যাচ্ছে।'

এরকম আনন্দঘন মুহূর্তে অনেকদিন থেকে চাপা থাকা বিষয়টা হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সেদিন সকাল থেকে নিজেকে সুসুর ভারী আর নিস্তেজ লাগছিল। অধৈর্য লাগছিল। জয় ব্যস্ত দিল্লির ফ্লাইট ধরতে হবে বলে। কিছু নিতে বেডরুমে ঢুকেই সুসুকে ফোনে বলতে শুনল ও, 'যাও, গলায় দড়ি দাও গিয়ে।'

দাঁড়িয়ে পড়ল জয়। 'অ্যাই, কি হলো? কাকে বলছ?'

'জানি না!' বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সুসু। 'আমি এ বাড়িতে পা রাখার পর থেকেই লোকটা আমার পিছনে লেগেছে।'

কিছুক্ষণ বোকার মত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল জয়। 'এসব কি বলছ তুমি?' সুসুকে জোর করে নিজের দিকে ঘোরাল। 'কোন্ লোক? তুমি এ বাড়িতে আসার পর থেকে তোমার পিছু লেগেছে, তার মানে কি?'

অনেক কষ্টে বেডের কিনারায় বসল সুসু। চোখের পানি মুছে কপালের দু'পাশ টিপে ধরে বলল, 'আমি জানি না সে কে। কিন্তু নিয়মিত ফোন করে লোকটা। মুম্বাইতে, নিউ ইয়র্কে, লন্ডনে, সবখানে ফোন করত। তুমি না থাকলে ফোন করত।'

জয়ের চেহারা থমথমে হয়ে উঠল। 'এসব এতদিন আমাকে জানাওনি কেন? কি বলতে চায় লোকটা? তাছাড়া এই ঘটনা এতদিন আমার কাছে লুকিয়ে রাখার কি অর্থ?'

'লুকিয়ে রাখিনি। আমি আসলে ব্যাপারটাকে কোনরকম গুরুত্ব দিতে চাইনি, তাই বলিনি।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ও। 'লোকটা তোমার সম্পর্কে সমস্ত খবর রাখে, জয়। তুমি কোথায় যাও, কি করতে য়াও, সব জানে। লোকটা আমাকে সব সময় একটাই হুমকি দেয়, আমি যেন রাধিকার পথ থেকে সরে যাই।'

'তার মানে তুমি তার কথা বিশ্বাস করেছ বলে এতদিন আমাকে এ ব্যাপারে কিছু বলার দরকার মনে করোনি?'

'উল্টো কথা বলছ তুমি!' ও রেগে উঠল। 'কে বলল আমি বিশ্বাস করেছি? ওসবের এক ফোঁটা গুরুত্বও যদি দিতাম, তাহলে তোমার

বাচ্চার মা হওয়ার জন্যে এখানে পড়ে না থেকে অনেক আগেই চলে যেতাম। তাছাড়া আমি সব সময় চেষ্টা করেছি এসব যাতে আমাদের জীবনের ওপর কোন প্রভাব ফেলতে না পারে। লোকটার সাথে আজকের আগে কোন কথাই বলিনি আমি, চুপ করে তার কথা শুনে রিসিভার রেখে দিতাম।'

'আমি বুঝতে পারছি না, সুস,' নরম হওয়ার লক্ষণ নেই জয়ের, সুসু ক্লান্ত হয়ে পড়ছে দেখেও গা করছে না। 'এতদিন ধরে একটা লোক ফোনে তোমাকে আবোল-তাবোল বলে আসছে, অথচ তুমি তা লুকিয়ে রেখেছ আমার কাছে। কেন?'

চটে উঠল ও। 'আমি কিছুই লুকিয়ে রাখিনি! কল করে হুমকি দেয়া হতো ঠিকই, কিন্তু কলার লোকটার আসল উদ্দেশ্য ছিল তোমার জীবন থেকে আমাকে সরিয়ে দেয়া।'

'তারপরও আমাকে কথাটা জানানো দরকার মনে করোনি তুমি?'

'হ্যাঁ, করিনি। কারণ আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। তোমাকে অবিশ্বাস করার মত কোন কারণ আমার চোখে পড়েনি, তাই জানাইনি। হয়তো ভুল ছিল সেটা, কিন্তু আমি চাইনি এসব নিয়ে সংসারে কোনরকম তিক্ততার জন্ম হোক। কিন্তু লোকটা যে-ই হোক, তোমার ব্যাপারে সব জানে। এত জানে যে, মাঝমাঝে ভীষণ অবাক লাগে।'

তৎক্ষণাৎ ফোন করে নিজের দিল্লি যাত্রা বাতিল করে দিল জয়, সুসুকে বলল, 'এর শেষ না দেখে আমি বিশ্রাম নিচ্ছি না। কার এতবড় বুকের বল আমার স্ত্রীকে ভয় দেয়, তার মুখটা না দেখা পর্যন্ত তোমাকে ছেড়েও একচুল নড়ছি না। সে কে, যে তোমার মুম্বাই, লন্ডনের ফোন নম্বর পর্যন্ত জোগাড় করেছিল? সত্যি, সুস, এ কাজ তোমার করা উচিত হয়নি। যে কোন সময়ে মারাত্মক বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারত ব্যাপারটা।

পরের কয়েকটা দিন খুব টেনশনে কাটল। জয় কলারকে ট্রেস করার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে। মনে মনে প্রচণ্ড রেগে আছে সে, কিন্তু স্ত্রীর শরীরের অবস্থার কথা ভেবে মুখ বুজে আছে। থেকে থেকে আফসোস করছে, 'ইশ্, কথাটা আরও আগে যদি জানাতে!' সুসু এখন মনের গভীর থেকে জানে জয় ঠিকই বলছে, ওর মুখ বুজে থাকা উচিত হয়নি, তাই তর্ক করে না ও। চুপ করে স্বামীর অভিযোগ শোনে। খাঁচায় বন্দি বাঘের মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল জয়, যেন শিকারের ঘাড় ভেঙে রক্ত না খাওয়া পর্যন্ত

শান্তি নেই। একটু পর পর এসে জানতে চায়, 'ব্যাটার গলার স্বর কেমন?' বা 'লোকটা কোন্ ভাষায় কথা বলে, ইংরেজি না হিন্দিতে? কথা শুনে কি মনে হয়, শিক্ষিত না অশিক্ষিত? গলা কেমন, মোটা না চিকন? কার মত শোনায়? কি কি বলতো?'

সুসুকে এই রকম হাজারো প্রশ্ন করে সার্চ এরিয়া ক্রমে ছোট করে আনল ও। নিজের একদম কাছের মানুষদের মধ্যে যারা বেশি ঘনিষ্ঠ, তারা ছাড়া অন্যদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিল। তিনদিন পর জয় কাজে যাওয়া শুরু করতে ঘরের গুমোট আবহাওয়া কেটে গেল, আবার আগের মত স্বাভাবিক হয়ে এল সবকিছু। তখনই এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করল না সুসু।

ওর উটি যাওয়ার দিন কথায় কথায় জয়কে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার খাস ভ্যালে ম্যান ফ্রাইডে বালাকে কয়েকদিন থেকে দেখছি। কোথায় লোকটা? আসে না কেন?'

'বালা?' জয় বলল। 'ও আর আসবে না।' কথার সুরে টের পাওয়া গেল রাগ এখনও পড়েনি তার।

'বালা!' বিস্ময়ে এক ভুরু তুলে বলল সুসু। 'বালা করত ফোন? কিন্তু কেন?'

'এ প্রশ্নের উত্তর কোনদিন পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না,' জয় জবাব দিল। 'শুনেছি ব্যাটার দুই বউ। শহরে তাদেরকে আলাদা আলাদা বাসায় রাখতে গিয়ে প্রচুর দেনা করে ফেলেছে ব্যাটা। তাছাড়া মেয়েমানুষ আর জুয়া খেলার ওপর দুর্বলতা আছে ওর। কিন্তু লোকটা যে তলে তলে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেখানে টাকার জন্যে আর কারও হয়ে আমার বিরুদ্ধে পর্যন্ত যা খুশি তাই করবে, কখনও তা ভাবিনি।'

'ও কোথায় এখন?'

'ধরতে পারিনি। তার আগেই পালিয়ে গেছে। মনে হয় মাদ্রাজে চলে গেছে এতক্ষণে।'

'কেউ টাকার বিনিময়ে বালাকে দিয়ে কলগুলো করাতো, তাই তো?' সুসু প্রশ্ন করল।

'কত অবিশ্বাস্য মনে হয়, তাই না?' তিক্ত হাসি ফুটল জয়ের মুখে। 'এসব ওকে দিয়ে কে বা কারা করিয়েছে, তা-ও হয়তো কোনদিন জানা যাবে না। তবে আমাদের ভাগ্য ভালো, এই নিত্য অশান্তির হাত থেকে রেহাই পেয়েছি।'

জুনিয়র রেডিড আসার সময় প্রায় হয়ে গেছে, এমন সময় একদিন জয় সুসুকে বলল, 'কি ব্যাপার? তুমি এখনও বাচ্চার জন্যে মাদারকেয়ারে শপিং করতে যাওয়ার বায়না ধরছ না? আমার বন্ধুদের বউরা তো বাচ্চা নেয়ার আগেই এ ব্যাপারে স্বামীদের রাজি করিয়ে নেয়।'

সুসু স্বামীর গায়ে হেলান দিয়ে হাসল। 'আমি কবে কিছু কেনাকাটার ব্যাপারে বায়না ধরেছি? তুমি তো না চাইতেই অনেক দিয়েছ আমাকে।' পরের সপ্তাহে ওকে নিয়ে লন্ডন চলে এল জয়। ব্যাবস আর শিবকে সঙ্গে নিয়ে সারা শহর ঘুরে নিউ বর্ন বেবির প্রয়োজনীয় এটা-ওটা কিনতে লাগল। ওর পাশে সুসুকে দেখে মনে হতে লাগল স্বামীর গরবে অসম্ভব গরবিনী এক মহিলা, বিশ্বে ওর মত সুখী আর কেউ নেই বুঝি।

'ছেলের জন্ম কোথায় দিতে চাও?' একদিন জানতে চাইল জয়। 'এখানেই, না দেশে?'

সুসুর ইচ্ছা হলো 'এখানে হোক' বলে, কিন্তু কি ভেবে একটু ঘুরিয়ে বলল, 'তুমি চাও না ওর জন্ম দেশের মাটিতে হোক?' ও জানে দেশের প্রতি জয়ের অন্যরকম টান আছে, তাই স্বামীর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছে। নির্দিষ্ট দিন একটা গোপণ তথ্য মনে চেপে রেখে 'লেবার রুমে' গেল সুসু। জয়ের বাড়িতে তখন রীতিমত হাট বসে গেছে।

সুসুর আত্মীয়-স্বজনে উপচে পড়ার জোগাড়। মেয়েদের 'পোস্ট-ডেলিভারী' ডিপ্রেশন সম্পর্কে শুনছে জয়। তাই সেসব যাতে সুসুর বেলায় না ঘটে, সে জন্যে তাদের যতজনকে পেরেছে আনিয়ে নিয়েছে। সবাইকে বলে দিয়েছে, ছেলের বয়স ৩ মাস হওয়ার আগে কেউ নড়তে পারবে না হায়দ্রাবাদ থেকে।

সময়মত রেডিড পরিবারের ঐতিহ্য বজায় রেখে ৮ পাউন্ড ওজনের এক ছেলের জন্ম দিল সুসু। 'কংগ্রাচুলেশনস্, ভেঙ্কির বাবা,' জয় ওর বেডের কাছে আসতে বলল সে।

'ভেঙ্কি?' স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল ও। 'এই নাম কোথায় পেলে?'

সুসু হাসল। 'তোমার বাবা প্রথম নাতীর নাম দেবতা ভেঙ্কটেশ্বরের নাম অনুযায়ী রাখতে চেয়েছিল না?'

জয় জানত ওর বাবা বিখ্যাত তিরুপতি মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের পরিচালনা পরিষদের সঙ্গে জড়িত ছিল, কিন্তু ওসব নিয়ে মাথা ঘামাত না

কখনও। তবে সে দেবতা ভেঙ্কটেশ্বরের অনুরক্ত ছিল, সেটাও সত্যি। 'বাবা এই নাম রাখতে চেয়েছিল জানলে কি করে?'

'মিস্টার আনন্দ বলেছে,' বেডের পায়ের কাছে দাঁড়ানো এক বয়স্ক লোককে দেখাল ও। জয়ের কাজিন সে, স্টুডিও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।

মাথা নাড়ল জয়। 'জানতাম না। কখনও শুনিনি।'

'তুমি তখন অনেক ছোট ছিলে,' আনন্দ রেড্ডি বলল।

খুশি মনে মাথা দোলাল ও। 'থ্যাঙ্কস।' ছেলের দিকে তাকাল। 'আমাদের লিটল মনস্টারের নাম তাহলে ভেঙ্কি?' পরদিন সকালে হন্তদন্ত হয়ে কেবিনে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল, 'বলো দেখি, কে এসেছে?'

'রাজ।'

চোখ কুঁচকে উঠল ওর। সারপ্রাইজ দিতে এসে নিজেই সারপ্রাইজড্ হয়ে গেছে। 'তুমি জানলে কি করে?' বলেই হেসে উঠল। 'দাঁড়াও, বলতে হবে না। তোমরা এসব আগে থেকেই প্ল্যান করে রেখেছিলে, না?'

রাজকে দেশে এমন অভ্যর্থনা দেয়া হলো যে, সেবার বেশ ভালমতই আটকে গেল সে ভাই-ভাবী, রেড্ডি পরিবারের নতুন অতিথি এবং দুই তরফের বাড়িভর্তি আত্মীয়-স্বজনের টানে। দেশে দুই দিন থাকার প্রতিজ্ঞা করে এসেছিল রাজ, কিন্তু সে কথা ভুলে পুরো দু'সপ্তাহ কাটিয়ে আমেরিকায় ফিরল। জয়ের আনন্দের সীমা নেই–রাজ, সুসু, ভেঙ্কি, সবার ব্যাপারে উচ্ছ্বসিত।

সুসুর বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় প্রায়ই গোপণে রুমে ঢুকে পড়ে ও, ভেঙ্কির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু সুসু তাতে লজ্জা পায়, বুক ঢেকেঢুকে খাওয়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু ছেলের তাতে ভীষণ আপত্তি–ওই সময়ে বাতাসে ছোট্ট দু'হাত ছুঁড়ে খেলা করে ও। ঢাকতে গেলে তাতে অসুবিধা হয়। মাঝেমাঝে দুধ খাওয়াবার দৃশ্যের ছবি তোলে জয়। তাতেও ভেঙ্কির আপত্তি। খাওয়ার সময় ওর আশপাশে কোনরকম শব্দ করা চলবে না।

পাঁচ সপ্তাহ পর অস্থির হয়ে উঠল জয়। 'আর কত, ডার্লিং? আমার মনে হচ্ছে আর কয়েকদিন দেরি হলে আমি ফেটে যাব।'

দেরি করতে হয়নি জয়কে। ছয় সপ্তাহের মাথায় রামা পণ্ডিত সুসুকে ভালমত পরীক্ষা করে ওদেরকে আগের মত স্বাভাবিক জীবন-যাপনের পক্ষে রায় দিল।

চব্বিশ

দেশ থেকে নিয়ে আসা দু'জন নার্স এবং ব্যাবসের পরিচর্যায় ভেঙ্কির দিন ভালই কাটতে লাগল। ওর বয়স এরমধ্যে দু'মাস হয়ে গেছে। এক উইকএন্ড ওরা সবাই জয়ের ফার্মহাউসে গিয়ে কাটিয়ে এল।

সাঁতার, দীর্ঘ হাঁটা, বীচে গিয়ে জমিয়ে আড্ডা এবং বারবিকিউ খাওয়া, ইত্যাদির ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই সুসুর গালের আগের সেই গোলাপী রং ফিরে এল।

রেঞ্জ রোভারে চড়ে ড্রাইভেও যায় ওরা তিনজন ওই গাড়িটায় উঠলেই নিজেদের পরিচয়ের প্রথম দিকের মধুর স্মৃতি মনে পড়ে যায় সুসুর। ওদের তিনজনকে দেখতে নিশ্চয়ই অসম্ভব ভাল লাগছিল, যে জন্য সেই দাঁতহীন বুড়ি ওদেরকে দেখে প্রথমে একচোট মাটী বের করে হাসল, তারপর জয়কে পাশে ডেকে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলল কানে কানে।

'আবার কি বলে?' জয় গাড়িতে ফিরতে জিজ্ঞেস করল সুসু।

'কিছু না। আমাদের ওপর কারও যাতে নজর না লাগে, সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে বলল বুড়ি।'

কি ভেবে শিউরে উঠল সুসু। 'পৃথিবীর সব প্রান্তের মানুষ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কিভাবে একই কথা বলে, না? ভেঙ্কি হওয়ার পর ডক্টর আন্টিও কিন্তু এই কথা বহুবার বলেছে।'

'দূর! তোমার মত শিক্ষিত-বুদ্ধিমানরাও যদি এসব বিশ্বাস করে, তাহলে চলবে কি করে?'

সুসু উত্তর দিল না, তবে ফার্মহাউসের দিন কয়টা বেশ ভয়ে ভয়ে কাটাল ও। লন্ডনে ফিরতে পেরে ছেলে নিয়ে চিন্তা কমলেও অন্য এক ধরনের অস্বস্তি লেগে উঠল। মনে হলো ওর অজান্তে কোথায় কি যেন একটা ঘটে যাচ্ছে। মায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পর সেটা আরও বেড়ে গেল। 'জয়, আজ টেলিফোনে মমের গলা শুনে কেমন কেমন যেন লাগল!' ও বলল। 'খুব ক্লান্ত মনে হলো মমকে।'

জয় তখনই কিছু বলল না, চিন্তিত মনে মাথা নাড়ল কেবল। আসল কথা রাতে জানাল ও। 'মমের ব্যাপারে সত্যি কথাটা তোমার জানা উচিত, সুস,' মৃদু কণ্ঠে বলল। 'মমের শরীরটা কিছুদিন থেকে ভালো নেই। বেশ খারাপ যাচ্ছে।'

'ভালো নেই?'

'মনে আছে, বছরখানেক আগে মম সুচিত্রার সাথে জেনেভায় গিয়েছিল বলে তুমি ভেবেছিলে ছুটিতে বেড়াতে গেছে?' স্ত্রীকে কাছে টেনে নিল জয়। 'আসলে তা নয়। মম ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিল। রিচার্ডের এক বন্ধুকে। সুস, মম খুব অসুস্থ।'

'কি হয়েছে মমের?'

'তোমার বাবার যা হয়েছিল!' সতর্কতার সঙ্গে বলল ও।

'ক্যান্সার?' কাঁদতে লাগল সুসু। 'এক বছর ধরে মম অসুস্থ, অথচ সে কথা কেউ আমাকে জানায়নি!'

'মম আমাদের সবাইকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যাতে কেউ এ ব্যাপারে কিছু না জানায়। সুস, তোমার কাছে এ কথা লুকিয়ে রাখাটা আমার একটুও ভালো লাগেনি। কিন্তু কি করব বলো? শুধু মমের কারণে বলতে পারিনি।'

'সবাই জানে অথচ আমার কাছে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, কেন?'

'আমি যতদূর জানি, তুমি এ কথা শুনলে নতুন সংসার ছেড়ে মমের কাছে গিয়ে থাকার জেদ ধরতে। তা সম্ভব না হলে তোমার মন মুম্বাই পড়ে থাকবে, এইসব কারণে। মম বলেছে, তুমি খুব জেদী মেয়ে। যখন যা করবে ঠিক করো তা শেষ পর্যন্ত করে ছাড়ো। কিন্তু বিয়ের পরপরই তোমার-আমার নতুন সংসারে এরকম কিছু ঘটুক, মম তা চায়নি। তাই খবরটা জানানো হয়নি তোমাকে।'

শব্দ করে কাঁদতে শুরু করল ও। 'গত এক বছর চরম স্বার্থপরের মত শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম আমি, আশেপাশের কারও দিকে ভাল করে একবার তাকিয়েও দেখিনি,' ভাঙা গলায় বলে চলল সুসু। নিজেকে হতভাগ্য, নিঃস্ব লাগছে ওর। 'আমার মমকে আমি চিনি। মনে হয় মম আমাকে কথাটা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু আমার পেটে বাচ্চা এসেছে দেখে শেষ পর্যন্ত বলেনি।'

'ঠিক বলেছ। মম বলতে চেয়েছিল,' জয় বলল। 'এবার সত্যের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে তৈরি হও।'

দু'দিন পর, মুম্বাইয়ের লিটল গিবস্ রোডে নোরমার ফ্ল্যাটে পা রেখে হতবাক হয়ে গেল সুসু ছয় সপ্তাহ আগে ভেঙ্কির জন্মের সময় দেখা মায়ের সঙ্গে সামনের বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষটার আকাশ-পাতাল তফাত দেখে বুক ভেঙে গেল। সেই প্রথম মায়ের সামনে কাঁদল ও। রাতে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে নিভৃতে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে এল। কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের হলো না, শুধু চোখের পানিতে বুক ভাসাল। অনেকক্ষণ পর কোনমতে বলল, 'আমাকে কিছু না জানিয়ে ঠিক করোনি তুমি, মম।'

'আমি ঠিকই করেছি,' নিঃশব্দে হাসল নোরমা হার্ডিকার। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ইশারায় ঘুমন্ত নাতিকে দেখাল। 'দেখো, বলিনি বলেই এই ফাঁকে জয় আর ভেঙ্কিকে নিয়ে কি চমৎকার পৃথিবী গড়েছ তুমি।'

মম ঠিকই বলেছে, সুসু ভাবল। কিন্তু সে যে মুহূর্তে তাদের জীবন থেকে চিরদিনের মত চলে যাচ্ছে, তখনই ওর নিজের ভূবন গড়তে যাওয়া চরম স্বার্থপরের মত হয়ে গেল না কি?

'ঠিক আছে, একটা শর্তে তোমাকে আমি মাফ করব,' সুসু বলল। 'তুমি আমার সাথে হায়দ্রাবাদ যাবে, যতদিন সম্ভব আমার কাছে থাকবে। যদি না যাও, আমিও এখান থেকে যাব না।'

নোরমার যন্ত্রণাক্লিস্ট মুখে হাসি ফুটল। 'দেখেছ? আমি বলিনি তুমি একটা জেদী মেয়ে?' মেয়ের অনুরোধ রাখতে রাজি হলো সে।

সুসু জানে এটাই মায়ের শেষ হায়দ্রাবাদ সফর, তাই অবসরের প্রতিটা মুহূর্ত তার কাছে কাছে থাকল ও। গল্প করে কাটাল বেশিরভাগ সময়। নিজেদের ছোটবেলার গল্প, শিব-সুচিত্রার এবং নিজের বিয়ের গল্প–এমনকি যেসব নিয়ে কখনও মার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হতো না, সেই রাজ ও টিনার ব্যর্থ এনগেজমেন্টের গল্প করতেও ছাড়ল না। জয় যেখানে বারবার চেষ্টা করেও রাজকে দেশে আনতে পারেনি, সেখানে তার মেয়ে ওকে আসতে বাধ্য করেছে শুনে নির্মল হাসিতে মুখ ভরে উঠল নোরমার। ওদিকে জয় তার নিয়মিত চেক-আপ ইত্যাদির দিকে কড়া নজর রাখল। নিজের মায়ের মত শাশুড়ির সেবা করল। তার মৃত্যু ভয়াল থাবা বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে সে-ও সুসুর সমান ব্যথিত হলো।

নোরমারও তা বুঝতে বাকি রইল না। তাই ক'দিন পর বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে, মা। এবার আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো। তার আগে একটা

কথা বলে যাই, মা, তুমি জয়ের মত স্বামী পেয়েছ দেখে তোমাকে নিয়ে আর কোন দুশ্চিন্তা নেই আমার। আমি এবার খুশি মনে মরতে পারব।' জয় তাকে মুম্বাই নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করল। ফোন করে শিব ও সুচিত্রাকে সপরিবারে মুম্বাই চলে আসার কথা বলল। সেখানে কয়েকদিন পর আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় মারা গেল নোরমা হার্ডিকার।

সুসু ভেঙে পড়ল। বাবার মৃত্যুর সময়ে অনেক ছোট ছিল ও, তাছাড়া মায়ের জন্য বাবার অভাব বুঝতেই পারেনি। কিন্তু মা হারানোর কষ্ট হাড়ে হাড়ে টের পেল। একদম নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল ও, জয়ের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। জয় ওর নিঃসঙ্গতা ঘুচিয়ে দেবে সে জন্য নয়, এক ধাক্কায় মা-বাপ দু'জনকে হারিয়ে ওর মনের কি অবস্থা হয়েছিল, সে কথা ভেবে।

মায়ের মৃত্যুর ক'দিন আগে হঠাৎ রাজ মুম্বাই এসে উপস্থিত। ওকে দেখে বিস্ময়ে আর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল সুসুর। জয়ও কৃতজ্ঞ হলো। ওদের হায়দ্রাবাদ ফিরে যাওয়ার সময় হতে রাজ তাদের সঙ্গে যোগ দিল। বলল, 'আমিও যাব ভেঙ্কির সাথে খেলা করতে।'

নোরমার মৃত্যুর পর জানা গেল সন্তানদের জন্য প্রচুর অর্থ-বিত্ত রেখে গেছে সে। তার লন্ডনের সম্পদ আর স্টক পেয়েছে একমাত্র ছেলে শিব, তার স্ত্রী ব্যাবস্ আর তাদের দুই যমজ মেয়ে। বড় মেয়ে সুচিত্রা ও সাই জন পেয়েছে তার মুম্বাইয়ের ফ্ল্যাট, যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি এবং বেশ কিছু নগদ টাকা। অন্যদিকে সুসুর জন্য নোরমার পাশের ফ্ল্যাটটা আগেই বাবার কিনে রেখেছিল ওর বাবা, সেই ফ্ল্যাট এবং অবিশ্বাস্য অঙ্কের নগদ টাকা পেল সুসু ও তার ছেলে।

'অল্প কথায় তুমি এখন খুব ধনী একজন মহিলা,' ব্যবস্ বলল।

শুধু তাই নয়, ওর জন্য আরও কিছু রেখে গেছে সে। যেমন ভেঙ্কির চুল হয়েছে বাবার মত কোঁকড়া, চেহারাও হয়েছে তার মত অভিজাত, কিন্তু গাল নানীর মত গোলাপী। চোখও তার মত কালো। তার এবং সুসুকে সামনে চলার পথও দেখিয়ে গেছে সে। মুম্বাই ফিরে যাওয়ার কয়েকদিন আগে ওর ভবিষ্যত নিয়ে লম্বা আলোচনা হয়েছে সুসু ও নোরমার মধ্যে।

'তোমার বাবার মত তোমার মধ্যেও গানের বিরল প্রতিভা আছে,' নোরমা বলে গেছে ওকে। 'আবার গলা সাধা শুরু করে দাও। ক্যারিয়ার গড়ার এটাই তোমার আসল সময়।'

ওদিকে জয় রজনীকান্ত ও রাধিকার ছবি যেমনটা ধারণা করা হয়েছিল, বক্স অফিস হিট্। জয় শেষ পর্যন্ত ওটায় অভিনয়ের জন্য নগদ পারিশ্রমিক নেয়নি, অন্ধ্র প্রদেশে ছবিটা পরিবেশনার স্বত্ত্ব নিয়েছে। ফলে টাকা এসেছে তিনগুণ। ওদিকে চাচাত ভাই প্রসাদের নির্মিত ছবি আর্থিকভাবে না হলেও তার প্রোডাকশনের জন্য প্রচুর সুনাম বয়ে এনেছে।

জয় নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, এদিকে ভেঙ্কিও প্রায় এক বছরের হতে চলল, কাজেই আর বসে না থেকে নোরমার পরামর্শ অনুযায়ী স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করল ও। ঘোষণা করল এভাবে অলস বসে থাকতে ওর আর ভালো লাগছে না। জয় জানত এরকম কিছু আসবে, কাজেই আগে থেকেই মনে মনে তৈরি হয়ে ছিল।

'নিশ্চয়ই!' সঙ্গে সঙ্গে মত দিল ও। 'নতুন করে গান সাধনা আর লেখার হাত ঝালাই করার কাজে লেগে যাও! বাই দ্য ওয়ে, আমার নতুন ছবিটা দিয়েই শুরু করতে পারো তুমি!' সুসুর বাচ্চা হবে শুনে যে স্ক্রিপ্ট তুলে রেখেছিল, সেটার প্রসঙ্গ তুলল ও।

'পাগল হয়েছ!' সুসু হাসল। 'ঘরভর্তি মানুষের সামনে গান গাইব আমি? অসম্ভব!'

'মোটেই অসম্ভব না। তাছাড়া এই ছবির টাইটেল সং তিন ভাষায় লেখা। ইংরজী, হিন্দি আর তেলেগুতে। এত ভাষার গান কাকে দিয়ে গাওয়াব বুঝে উঠতে পারছি না।'

'মাফ করো,' সাফ বলে দিল ও। 'আর কাউকে দিয়ে করাও। অচেনা লোকজনের সামনে নিজের মুখ হাসাতে পারব না আমি।'

'ইচ্ছা করলেই তুমি কাজটা করতে পারো,' জোর দিয়ে বলল জয়। 'কারও হাসার প্রশ্নই আসে না। তোমার নিজেকে ছোট করার কোন কারণ দেখছি না আমি। শুরুতে একটু সমস্যা হতে পারে, কিন্তু সামান্য প্র্যাকটিস করে নিলেও পারবে না, এমন কোন কাজ নয় ওটা।'

শেষ পর্যন্ত জয়ের কথাই সত্যি প্রমাণ হলো। সামান্য রিহার্সালেই কাজ হয়ে গেল। প্রথম কয়েক মুহূর্ত ভয়ে ভয়ে ছিল জয়, তারপর যেই সুসু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গাইতে শুরু করল, অমনি খুশিতে দাঁত বের করে হাসতে লাগল। নিশ্চিত হলো এই গানের জন্য সুসুর গলাই একদম উপযুক্ত। তার ধারণার সঙ্গে স্ত্রীর ট্যালেন্ট মিলে যেতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জয় কুমার রেড্ডি।

এরপর থেকে গানের জন্য দিনের বেশিরভাগ সময় স্টুডিওতে কাটাতে লাগল ও, খাওয়া ও বিশ্রামের পিছনে অল্প সময়ের ব্যয় করে। জয়ও মহাব্যস্ত নতুন ছবির আর সব কাজ নিয়ে। কিন্তু ভেঙ্কির যাতে কোন সমস্যা না হয়, সেদিকে দু'জনেরই কড়া নজর।

জয় হাজার ব্যস্ত থাকলেও সন্ধ্যায় গাড়ি পাঠিয়ে ছেলেকে স্টুডিওতে আনিয়ে নেয়। তখন রেস্টের সময় বলে ভেঙ্কির সঙ্গে সময়টা কাটায় ও। হাতে সময় থাকলে সুসু নিজেই যায় ওকে নিয়ে। ভালই চলছিল দিন, কিন্তু এক রাতে আবার সব গোলমাল হয়ে গেল। সেদিন অনেক রাত করে বাসায় ফিরল জয়। সুসু ঘুমে ছিল, কিন্তু ওর সাড়া পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জেগে গেল। পাশে গুটিশুটি মেরে জয়কে শুয়ে পড়তে দেখে উঠে বসল।

ওর চেহারা দেখে কিছু সন্দেহ হলেও সরাসরি প্রশ্ন না করে ঘুরিয়ে করল। 'কাজকর্ম কেমন হলো আজ?'

'নাহ্! জঘন্য একটা দিন গেল আজ। একটা কাজও ঠিকমত করতে পারলাম না।' নতুন ছবির মিউজিক রেডি, এখন শুটিঙের শিডিউল পাওয়া না পর্যন্ত বিশ্রাম নেয়ার কথা ওর। এমন সময়ে কি এমন ঘটল যার জন্য ও উদ্বিগ্ন? ওর মাথায় আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল সুসু। 'কিছু ড্রিঙ্ক করবে?'

'একটা হট চকলেট বানিয়ে দিতে পারবে?' বলল ও। 'বেশি করে মিষ্টি দিয়ে?'

'অবশ্যই! এখনই বানিয়ে আনছি। হাসার চেষ্টা করল সুসু, কিন্তু কেন যেন হাসি এল না। বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াতে চোখে পড়ল এখনও বাইরের ড্রেস ছাড়েনি জয়। বেডের কিনারা দিয়ে পা ঝুলিয়ে রেখেছে, জুতোটাও খোলেনি। ওই অবস্থায় বিছানায় উঠে পড়েছে ও। সুসু কোকো রেডি করছে দেখে সে বলল, 'সঙ্গে একটা ডিম স্ক্র্যাম্বল করে দেবে?'

ওর খিদে পেয়েছে, বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবল সুসু। সারাদিন কিছু খায়নি সম্ভবত? কিন্তু কেন? প্যানট্রিতে এসে ফ্রিজ থেকে ডিম বের করে কয়েক স্লাইস পাঁউরুটি পপ-আপ্ টোস্টারে ভরল ও। জয়ও পিছন পিছন এসেছে দেখে বলল, 'আমি খাবার রেডি করে বেডরুমে নিয়ে আসছি, তুমি এই ফাঁকে গোসল করে এসো।'

'নাহ্, এখন আর গোসল করব না। তুমি রেডি করো, আমি এখানেই আছি,' বলে কিছুক্ষণ ঘুরঘুর করল সে, তারপর কোন ফাঁকে বেডরুমে

চলে গেল। দশ মিনিট পর ট্রেতে খাবার সাজিয়ে বেডরুমে এসে জয়কে গোসল করা অবস্থায় দেখল সুসু। কোমরে শুধু একটা তোয়ালে পেঁচিয়ে বসে আছে। বেডরুমে ওর এই বেশে ঘুরে বেড়ানো দেখতে ভাল লাগত সুসুর, প্রায়ই টান দিয়ে খুলে ফেলত। কিন্তু ওর আজকের মুড কেমন যেন লাগছে। কি হয়েছে জয়ের?

'সুস, আমার স্লিপার খুঁজে পাচ্ছি না।'

'সরি। এই যে তোমার স্লিপার,' ট্রে রেখে নিজের পা থেকে জয়ের স্লিপার খুলে এগিয়ে দিল ও।

'এত বড় স্লিপার পায়ে দিয়ে ঘুরছ কেন?' বিস্মিত জয় প্রশ্ন করল। 'তোমার স্লিপার?'

'তুমি বাইরে থাকলে আমি তোমাকে মিস করি,' সুসু আরেক দিকে ফিরে জবাব দিল। 'তাই তোমার স্লিপার পরে থাকি তোমার স্পর্শ পাওয়া যায় বলে।'

এই প্রথম ওর মুখে হাসি দেখল সুসু। ওকে জড়িয়ে ধরে ওর মাথার তালুতে চুমু খেল জয়। 'তুমি জানো, তুমি এখনও একটা শিশুই আছ?'

কার্পেটের ওপর কুশনে হেলান দিয়ে বসে খেয়ে নিল জয়। ওর খাওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হলো কোন স্কুলের ছাত্র মাঝরাতে পিকনিক করতে এসেছে। 'এসো, তুমিও খাও,' সুসুকে বলল ও।

'আমি খেয়েছি। তুমি খাও।'

'মিথ্যে কথা,' জয় তৎক্ষণাৎ বলল। 'আমি না থাকলে তুমি রাতে মনে হয় না খেয়েই শুয়ে পড়ো, তাই না?' সুসুকে জবাব না দিয়ে আরেক প্লেটে নিজের জন্য খাবার তুলতে দেখে আবার বলল, 'আমার প্লেট কি দোষ করল শুনি?'

'অ্যাঁ?' বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল ও।

'বলছি আমার প্লেটে খেতে অসুবিধা কোথায়?'

মিনিট পনেরো পর প্লেট-ট্রে গুছিয়ে নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে এল সুসু, কয়েক পা যেতে না যেতেই টেলিফোন বেজে উঠতে শুনল। আপনা থেকেই পা থেমে গেল ওর, জয়ের গলা কানে এল, 'আপনি হসপিটালে? ঠিক আছে। নতুন কিছু ঘটলে আমাকে জানাবেন।'

ট্রে রেখে বাথরুম থেকে দাঁত ব্রাশ করে ফিরতে মিনিট পাঁচেক লাগল সুসুর, এসে দেখল এরমধ্যেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে জয়। একটা শিশুর মত গুটিশুটি মেরে ঘুমাচ্ছে। কতক্ষণ পর খেয়াল নেই,

আবার টেলিফোন বেজে উঠতে চমকে ঘুরে তাকাল সুস্। জয়ের ঘুম ভেঙে যাবে বলে দ্রুত রিসিভার তুলে ফেলল। শ্রীনিবাসগুরুর সাড়া পেয়ে বলল, 'ও ঘুমিয়ে পড়েছে। খুব জরুরি, ডেকে দেব?'

'না, দরকার নেই। ঘুম ভাঙলে ওকে বলবে, রাধিকার জ্ঞান ফিরে এসেছে। অ্যান্ড শি আজ আউট অফ ডেঞ্জার। আমি সকালে দেখা করব ওর সাথে। ওকে?'

অবাক হলো ও, কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না। কড়া এক কফি খেয়ে বাথরুমে গিয়ে এক্সারসাইজ করল সুসু। বেরিয়ে দেখল তখনও বেঘোরে ঘুমাচ্ছে জয়। যথাসম্ভব নিঃশব্দে খবরের কাগজগুলো টেনে নিয়ে চোখ বোলাতে গিয়ে চমকে উঠল। সমস্ত দৈনিক পত্রিকা বড় বড় ব্যানার হেডে ছেপেছে: রাধিকা ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা সইতে না পেরে হাতের কব্জির রগ কেটে আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে।

আর কত সহ্য করা যায়? ভাবল সুসু। এই মহিলা কবে রেহাই দেবে ওদেরকে?

পঁচিশ

একটু দেরিতে ঘুম ভাঙতে সুসকে একগাদা খবরের কাগজ ব্রাউজিং করতে দেখল জয়। হাই তুলে কাত হয়ে শুয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি লিখেছে আজকের পত্রিকায়?'

'বিশেষ কিছু না,' বলে উঠে পড়ল সুসু। জয় হাত বাড়িয়ে কাগজগুলো কাছে টেনে নিল, নিজেই চোখ বোলাতে লাগল।

'শ্রীনিবাসগুরু ফোন করেছিল রাতে,' একঘেয়ে গলায় বলল ও। 'বলেছে রাধিকার জ্ঞান ফিরেছে। ভালো আছে ও।'

'কিভাবে পুলিশ কেস এড়ানো যায় ভাবছি,' বিড়বিড় করে বলল জয়। পত্রিকাগুলোয় চোখ বোলাচ্ছে। 'কি বিচ্ছিরি অবস্থা। সবাই দেখছি একই কথা লিখেছে।'

ও কিছু বলল না। আলোচনায় অংশ নিতে ডাকা না হলে সেধে যোগ দিতে রাজি নয় সুসু। রাধিকার কথা খেয়াল আছে ওর, কয়েক মাস আগের সেই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের দিন তাকে দেখেছে। জয় হঠাৎ স্টেজ থেকে নেমে আসতে তাকে মনে হলো কাঁদতেও দেখেছে। সেই কান্না এখন কব্জির রগ কাটায় এসে ঠেকেছে, তিক্ত মনে ভাবল ও।

জয় মনে হয় খবরটা প্রেসের কাছ থেকে চেপে রাখতে জয় চেষ্টা করেছিল, পারেনি। কেন পারেনি, কে পত্রিকাকে এসব নিউজ সরবরাহ করেছে, সুসুর মনে হলো জবাবটা ওর অজানা নয়। জার্নালিজমের ওপর মুম্বাইতে একটা শর্ট কোর্স করেছিল ও। সেখানে অনেক ম্যাগাজিনের সম্পাদকের কাছে শুনেছে, যে সব স্কুপ ছাপা হয়, তার অর্ধেকই আসে সেলিব্রিটিদের ঘনিষ্ঠ লোকজনের তরফ থেকে।

প্রতিটা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে খবরটা। সব একতরফা, জয়ের কোন বক্তব্য নেই। 'রাধিকা না তোমার নতুন ছবিতে অভিনয় করছে?' কিছু না বললে নয়, তাই প্রশ্ন করল সুসু। 'শুটিং করতে এসে এই কাজ ঘটিয়েছে? কেন?'

'আমার ছবিতে শুটিং? আমার ছবিতে ওকে কাস্টই করা হয়নি!' ভুরু কোঁচকাল জয়। 'আশ্চর্য কি জানো? ও কাল কখন যে আমাদের স্টুডিওতে ঢুকেছে, আমি জানতামই না। পরে শুনেছি কোন এক অ্যাড ফিলমে কাজ করতে গিয়েছিল। কি জঘন্য! সারা স্টুডিওতে এই নিয়ে ফিস্‌ফাস্‌ চলেছে কাল সারাদিন। একটা কাজও করতে পারিনি। পুলিশ আর প্রেসের হাত থেকে ব্যাপারটা চেপে রাখতে চেষ্টা করেছিলাম, তাও পারিনি। কে যে ওদেরকে খবর দিল!'

'এমন কাজ কেন করল মেয়েটা?' সুসু প্রশ্ন করল। 'কি এমন ঘটল যে জন্যে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল ও?'

'জানি না, সুস। শেষ ছবিটা করার পর ওর সাথে আর দেখাই হয়নি আমার। কিন্তু এই ঘটনা এত সহজে মিটবে বলে আমার মনে হয় না।'

ওদের সুখী পরিবারটির ওপর কি কারও নজর লেগেছে? শিউরে উঠে ভাবল সুসু। তাকিয়ে দেখল অজান্তেই এক হাতের তর্জনি দিয়ে আরেক হাতের তর্জনি পেঁচিয়ে ধরেছে ও।

ছাব্বিশ

বেডের পাশে অনেকগুলো বড়, দামী দামী ফুলের তোড়া সাজানো আছে দেখে রাগে চিৎকার করে উঠল রাধিকা। আম্মা পাশের রুমে ছিল, ওর ক্রুদ্ধ গলা শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। 'জয় ফুল পাঠায়নি আমার জন্যে? নিজের নামে একটা গোলাপও না? সরিয়ে ফেলো এইসব ফর্মাল বাস্কেট! একদম সহ্য হয় না আমার!'

ব্যাপারটা কি নিয়ে বুঝতে পেরে নিঃশব্দে কেটে পড়ল আম্মা–শ্রীমতি জয়াকুমারী রামান। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই নিয়ে সহস্রতমবারের মত ভাবল, রাধিকার এই কষ্ট, এই মানসিক অস্থিরতার জন্য সে নিজে কোনভাবে দায়ী কি না! তাহলে কি ওর বাবা, মেজর শ্রীকান্ত রামানের ধারণাই ঠিক ছিল? মেয়েকে লেখাপড়া না করিয়ে নিজের অন্তরের সুপ্ত বাসনা পূরণের জন্য দিন-রাত গ্ল্যমার নামের পাগলা ঘোড়ার পিছনে ছোটাতে গিয়ে ভুলই করে ফেলেছে জয়াকুমারী? ভরত নাট্যমের বদলে গুড শেফার্ডই ভাল ছিল ওর জন্য?

মনটা চট্ করে অতীতে হারিয়ে গেল তার। ছায়াছবির ফ্ল্যাশব্যাকের মত মাদ্রাজে থাকাকালীন সময়ের চারজনের সেই ছোট্ট সংসারের সুখস্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠল। তারপর কত পথ পেরিয়ে এসেছে তারা! কত দিন ঝরে গেছে ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে! সার্ভিসের জগৎ সবকিছু থেকে আলাদা–সুরক্ষিত, পরিচ্ছন্ন এবং ঘন সন্নিবেশিত। জয়াকুমারী যখন তার ভারত নাট্যম অসমাপ্ত রেখে সেই জগতের এক অফিসারের গৃহিনী হয়ে এল, তখন তার বয়স অনেক অল্প।

বাধ্য হয়ে নিজের স্বপ্ন বাক্সবন্দি করে রাখতে হয়েছে তাকে, স্বামীর সঙ্গে এই বেস থেকে ওই বেসে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। এভাবে চলতে চলতে এক সময় জয়াকুমারীর মনে হয়েছে জীবন মানে বাক্স-প্যাঁটরা বাঁধাছাঁদা করে এখান থেকে সেখানে, আবার স্থির হয়ে বসার আগেই সেখান থেকে আরেকখানে নিরন্তর ছুটে চলা।

অন্যসব অফিসারপত্নীদের ব্যাপার আলাদা ছিল, কেননা তাদের কেউ ভারত নাট্যমের স্বাদ পায়নি। তারা সেই জীবন নিয়ে কেবল খুশি নয়, উচ্ছ্বসিত ছিল। অফিসার্স মেস, পার্টিত, ক্লাব ইত্যাদি নিয়ে দিন কাটত তাদের। কিন্তু জয়াকুমারী, যাকে ক্যাম্পাসের সবাই ঠাট্টা করে বলত বৈজয়ন্তীমালা লুক-অ্যালাইক, তার কাছে একেবারেই স্বাদহীন-গন্ধহীন, একঘেয়ে মনে হতো সেসব।

যখনই জানতে পারত ছবির জগতের অমুক শিল্পী ভারত নাট্যমে সুনাম কুড়িয়েছে, অমনি বুকে রীতিমত ব্যথা শুরু হয়ে যেত তার। হয়তো সে জন্যই পরবর্তীতে তার আধা-সচেতন মন চাইত তার মেয়ে, রাধিকা, নাচের ক্ষেত্রে বৈজয়ন্তীমালা, হেমা মালিনী, রেখা, অমলা, বা শ্রীদেবীর মত প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে উঠুক। কি ভেবে শিউরে উঠল আম্মা। সে তখন যাদেরকে প্রাতঃস্মরণীয় বলে ভাবত, তাদের প্রত্যেকে যে বিবাহিত এবং প্রত্যেকেরই যে পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আছে, সে কথা কি একবারও মাথায় এসেছিল?

কি আশ্চর্য! আসেনি। নিজের দুঃখী মেয়ের দিকে তাকিয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আম্মা। নিজের ব্যর্থতার বেদনা ঘোচাতে মেয়েকে গ্ল্যামার নামের সোনার হরিণ ধরাতে চেয়েছিল সে। কিন্তু তাতে যে রাধিকার পরিণতিও সেইসব কলঙ্কিত মহিলার মত হয়ে উঠতে পারে, সে চিন্তাই তার মাথায় আসেনি।

রাধিকার বাবার জীবনের শেষ দিনগুলির কথা ভাবতে পিছন ফিরে তাকাল। এক ধরনের স্বস্তি আর বেদনা অনুভব করল। বেদনা, কারণ তার জানা আছে টনটনে আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন মেজর রামানকে একসময় নিজের নাম ভুলে 'রাধিকার বাবা' পরিচয় ধারণ করার মত দুঃখজনক নিয়তিকে মেনে নিতে হয়েছিল। নিজের ক্যাম্পাসে, তার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে কোনও এক আর্মি ফাংশনের সম্মানিত প্রধান অতিথি জয় কুমার রেড্ডির হাত ধরে মেয়েকে চলে যেতে দেখেছে সে, দেখতে হয়েছে, অথচ কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি।

বেদনা, কারণ মেয়ের কল শীট, ছবির পারিশ্রমিক নিয়ে দর কষাকষি এবং শিডিউল ইত্যাদির ঝক্কি পোহাতে গিয়ে আম্মার আজও পর্যন্ত স্বামীর মৃত্যুশোক ঠিকমত পালন করার সুযোগ হয়নি। বেদনা, কারণ মানুষটা আজ তার পাশে নেই–মেয়ের আচরণে সে কখনও দুঃখ পেলে আগে যেমন আম্মা তার হয়ে ফিস্‌ফিস্ করে, 'আই অ্যাম সরি!' বলে

ক্ষমা চেয়ে নিত, সে উপায় রাখেনি অভিমানী মেজর। চার বছর আগে শ্রীলঙ্কায় এলটিটিই-র সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে চিরতরে তাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে লোকটা।

স্বস্তি, কারণ আর যা-ই হোক না কেন, সামান্য কিছু হলেও মেয়ের ক্যারিয়ারের উত্থান পর্ব দেখে গেছে সে, ওর দুঃখ-কষ্ট দেখে যেতে হয়নি। বেঁচে থাকলে প্রিয় মেয়ের এই ভঙ্গুর মানসিক অবস্থা দেখলে মানুষটার কি অবস্থা হত কে জানে!

চারজনের পরিবারের অবশিষ্ট সদস্য, বড় ছেলে শশীর কথা ভাবল আম্মা আমেরিকায় থাকে সে, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিঙের চাকরি করে। শশীর ভাগ্য ভাল কারণ বোন রাধিকার 'সুখ্যাতি' তার নিজেকে এবং মা-বাবাকে গ্রাস করে ফেলার আগেই আমেরিকায় কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্স করার স্কলারশিপ পেয়ে ভেগে যেতে পেরেছিল সে, নইলে হয়তো হায়দ্রাবাদ আর মাদ্রাজের মাঝখানের কোনও একখানে সারাজীবন গোত্তা খেয়ে বেড়াতে হত।

রামান পরিবারের একমাত্র সদস্য শশী, যে আর্কলাইটের আওতার বাইরে থাকতে পেরেছে। শশীই একমাত্র ব্যক্তি যে নির্ভয়ে বোনের মুখের ওপর তার সমালোচনা করতে পারে। শুটিঙের নামে জয়ের সঙ্গে ওর স্টেটস ঘুরতে যাওয়া নিয়ে তুমুল হয়েছে মা-ছেলেতে। সবাই জানত ওদের রোমান্স তখন তুঙ্গে এবং আম্মা তাদের সঙ্গে ছিল। শুটিঙের কথা মিথ্যা নয়, আবার ওরা দু'জন যে শুটিং ছাড়া আরও কিছু করে বেড়াচ্ছিল, সে কথাও কারও অজানা ছিল না। আম্মা সেসব দেখেও না দেখার ভান করে চলছে খবর পেয়ে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিল শশী।

'আম্মা, এদেশে অনেক দিন ধরে আছি আমি,' শশী বলেছিল। 'জানি এখানে এরকম সম্পর্কের চল আছে। রাধিকা কি সেরকম কিছু চায়? যদি ও জয়কে বিয়ে করতে চায় বা স্থায়ী কোন সম্পর্ক গড়তে চায়, তাহলে জেনে রাখো ওকে হতাশ হতে হবে। কারণ যে সম্পর্কে কোন কমিটমেন্ট থাকে না, জয় কুমার রেড্ডি সেই ধরনের সম্পর্ক ছাড়া স্থায়ী কোন সম্পর্ক গড়বে না।

'আমেরিকায় পড়াশুনা করার সময়ে ও সেদেশী একটা মেয়ের সাথে লিভ-ইন করত। আমার সাথে পরিচয় আছে মেয়েটার, রাধিকাও হয়তো চেনে। আমেরিকানরা এইসব সম্পর্ক মেনে নিতে পারে, আম্মা, কিন্তু রাধিকা? ও কি তা পারবে?

আম্মা সেদিন দুটো পয়েন্ট নিয়ে তর্ক করে–রাধিকার সঙ্গে জয়ের সম্পর্ক অনেক বেশি গভীর এবং সে যদি ওকে অবহেলা করে, তাহলে রাধিকাও লোকটাকে অবহেলা করে প্রতিশোধ নেবে। 'ওকে নিয়ে চিন্তা করবে না। ও জানে ও কি করছে। জয়ের মনের কথা জানি না, তবে ও ঘুরেফিরে রাধিকার কাছেই ফিরে আসে।'

'হয়তো আসে,' তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয় শশী। 'আগামিতেও হয়তো আসবে। কিন্তু, আম্মা, তোমার মেয়ের পছন্দের ছেলের কোন অভাব নেই। ও যদি কাল নিজেই জয়কে ছেড়ে আরেকজনকে বিয়ে করে বসে, আমি অন্তত অবাক হব না,' হতাশায় দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ল সে। 'তুমি গ্ল্যামারের পিছনে বেশি উঠেপড়ে লেগেছ, আম্মা। প্রার্থনা করি, অন্তত রাধিকার ভালোর খাতিরে হলেও জয়ের ব্যাপারে আমার সন্দেহ যেন মিথ্যা হয়।'

'তোমার কথাই ঠিক,' মেয়ের পক্ষ নিয়ে ছেলের সঙ্গে তর্ক করলেও মনে মনে ছেলেকেই সমর্থন করেছে আম্মা। কারণ সে মনের গভীর থেকে জানত ছেলে একদম খাঁটি কথা বলেছে, কিন্তু প্রকাশ্যে স্বীকার করতে চায়নি। সে একান্তভাবে চেয়েছে মেয়ে কিছুদিনের জন্য আমেরিকায় গিয়ে ভাইয়ের কাছে থেকে আসুক। কিন্তু জয়াকুমারী জানে ও যাবে না।

তার মেয়েকে সে খুব ভাল করেই চেনে। তাই নিশ্চিত জানে ও কিছুতেই যাবে না ভাইয়ের কাছে। শশী বৃশ্চিক রাশির জাতক, চট্ করে রেগে ওঠার অভ্যাস ওর। আর রেগে গেলে হুঁশ থাকে না, যা মুখে আসে তাই বলে যায়। রাধিকাও পিছু হটার পাত্রী নয়, সিংহ রাশির জাতিকা সে। এক ছাদের নিচে দু'দিন থাকলেই সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই বেধে যাবে ওদের মধ্যে। এই কারণে ইচ্ছা থাকলেও মেয়ে যাবে না। একমাত্র রাধিকাই এ ব্যাপারে নিজেকে সাহায্য করতে পারে, সিদ্ধান্তে পৌঁছল আম্মা। ও-ই পারে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে।

মেয়ের মনের অবস্থা টের পেয়ে ঘাবড়ে গেছে, তাই এসব নিয়ে আর কথা বলতে চায় না ওর সঙ্গে। তাতে মেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠবে। এমনিতেই ও ভীষণ মুডি মেয়ে। সামান্যতেই প্রচণ্ড অভিমানে ভেতরে ভেতরে গুমরে মরে। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে মেয়ে মুখ গোমরা করলে আম্মা যেমন-তেমনভাবে ব্যাপারটা চাপা দেয়ার চেষ্টা করত। এই ধরনের মেজাজ থাকা ভাল না।

যাদের মানসিক অবস্থা এরকম, তাদের মধ্যে সব সময় আত্মহত্যার প্রবণতা কাজ করে। মেয়ের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু আম্মার জানা আছে মেয়ে তার কথা শুনবেই না। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আম্মা। যে ভুল সে করেছে, তা সংশোধনের আর বোধহয় কোন সুযোগ নেই। জয় কুমার রেড্ডির ব্যাপারে প্রথম থেকেই মেয়েকে উৎসাহ জুগিয়ে আসা ঠিক হয়নি তার।

এক সময় কত ভাল ভাল, সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আসত রাধিকাকে বিয়ে করার জন্য। ওর উপযুক্ত স্বামী হতে পারত তাদের যে কেউ, তাদের পুরুষ জন্ম সার্থক হয়ে যেত তার মেয়েকে পেলে। কিন্তু মিসেস জয়াকুমারী রামানের তাতে মন ভরেনি, এই জয় কুমার লোকটার আশায় আশায় তাদের সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছে সে। এই কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর মেয়ের সামনে প্রসঙ্গটা তুলেছিল আম্মা।

'এক সময় তুমিই না আমাকে নিষেধ করতে এইসব নোবডিকে বিয়ে করতে?' জবাবে ফোঁস করে উঠেছে রাধিকা। 'আজ তুমিই তাদের হয়ে সুপারিশ করতে এসেছ?'

'কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে, মা,' আম্মা ওকে বোঝাতে চেয়েছে। 'জয় বিয়ে করেছে।'

'মোটেই পাল্টায়নি!' ধমকে উঠেছে রাধিকা, কিন্তু মনে মনে স্বীকার করেছে, আম্মা সত্যি কথাই বলেছে।

চোখ বুজে শুয়ে থাকল ও। চেষ্টা করছে জীবনের হিসাব মেলাতে। ওর চোখের সামনে যে ছবি ভাসছে, সেটাকে বেশ উদ্বেগজনক মনে হলো। 'অন্যান্যবারের সাথে এবারের পার্থক্য হচ্ছে,' ভুরু কুঁচকে ভাবছে ও, 'আমি হাল না ছাড়লেও জয়ের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে আমার ওপর থেকে ওর মন উঠে গেছে।'

এক বছর আগে জয়কে প্রায় মুঠোয় ভরে ফেলেছিল রাধিকা, ঊটিতে শুটিং করার সময়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, শেষ মুহূর্তে তার গর্ভবতী বউটা ফোন করে ঝামেলা বাধিয়ে দিল। যদিও জয় সে রাতে রিসেপশনকে কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল, 'নো ভিজিটরস্, নো ফোনস্'। কিন্তু বউ আলাদা জিনিস, অন্য ক্যাটাগরিতে পড়ে। তার সঙ্গে কথা বলার পরই বদলে গেল জয়, রাধিকাকে বলতে গেলে বেরই করে দিল রুম থেকে।

সেই সঙ্গে বিনা পয়সায় নীতিকথা জাতীয় লম্বা ভাষণও। তারপর এতদিন চলে গেল, আর একবারও লোকটাকে বাগে পেল না রাধিকা।

নিজের প্রযোজকদের দিয়ে জয়ের স্টুডিওতে শুটিং করানোর প্ল্যান করেছিল ও, যাতে সব সময় জয়ের চোখের সামনে থাকতে পারে। তাও কোন কাজে আসেনি। নির্দিষ্ট সময় ছাড়া জয়ের ধার ঘেঁষার কোন চান্সই পায়নি। সেখানেও সরে সরে থাকে জয়। ইউনিটের সবার সামনে ছাড়া নিভৃতে দেখা করে না। ওই অবস্থায় আর যা-ই হোক, মনের কথা বলা যায় না।

দেখা হলে আগের মতই আচরণ করে জয়, কিন্তু আগের মত ওকে নিজের একান্ত জগতে আমন্ত্রণ জানায় না। এমন কোন লক্ষণও ওর মধ্যে দেখা যায়নি যাতে মনে হতে পারে রাধিকার সঙ্গে দু'বছর আগে হঠাৎ ছেদ পড়া সম্পর্ক আবার বহাল করতে চায় সে। তাছাড়া জয় ওর নতুন ছবিতে রাধিকাকে কাস্ট করার কথা বিবেচনা পর্যন্ত করেনি। ওর বদলে মুম্বাইয়ের মনীষা কৈরালাকে নিয়েছে। তাতেই অনেক কিছু বোঝা যায়।

'লোকটাকে ফিরে পাওয়ার জন্যে কত চেষ্টা করেছি তা ভগবানই জানেন,' মনে মনে বলল রাধিকা। 'ও আমার প্রথম প্রেম। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জয়কে ভুলতে পারব না আমি।'

সম্পর্কে ছেদ পড়ার ফলে জয় যেন ওর কাছে আরও বেশি প্রার্থিত হয়ে উঠেছে। এখন ওকে আরও বেশি বেশি কামনা করে। প্রতি রাতে ওকে স্বপ্ন দেখে। এখনও আশা করে, তার জয় একদিন ঠিকই ফিরে আসবে। দু'বছর হয়ে গেছে ও সুস্মিতাকে বিয়ে করেছে, অথচ রাধিকা এখনও ওর পাশে মেয়েটাকে সহ্য করতে পারে না।

ওদের পাশাপাশি ছবি দেখলে মনে হয় কে যেন ওর হৃৎপিণ্ডের একটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে গেল। 'দুর্ঘটনার' পর ওকে দেখতে এসেছিল জয়, সঙ্গে ওর অসহ্য বউটাও ছিল। জয়কে ধীরপায়ে রুমে ঢুকতে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসেছিল রাধিকা, কিন্তু যখন বুঝল লোকটা একা একা আসেনি, পিছনে তার বউ সুস্মিতাও আছে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়েছে।

রাধিকা জয়ের ওপর যত ক্ষুব্ধই হোক, ওরা যে আসলেই পরস্পরকে ভালবাসে, তা না বোঝার মত বোকা নয় সে। সুন্দরী সুস্মিতা হার্ডিকার, অথবা সুস্মিতা রেড্ডি যাই হোক, তার সঙ্গে চুম্বকের মত ব্যক্তিত্বের অধিকারী জয় কুমারের জুটিও হয়েছে তেমনি দেখার মত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

জয় যেভাবে বারবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুস্মিতার দিকে তাকাচ্ছিল, সুযোগ পেলেই ওর কাঁধে হাত রেখে বা কোমর জড়িয়ে ধরে কথা বলছিল, তা দেখে রাধিকার বুঝতে অসুবিধা হয়নি এ অভিনয় নয়। বউকে জয় সত্যিই ভালবাসে। আর মেয়েটার রূপও চেয়ে থাকার মত। এ ব্যাপারে ওকে পুরো নম্বর দিয়েছে রাধিকা।

রূপ আছে কিন্তু রূপের দেমাগ বলে কিছু নেই। জয়ের মত সে-ও ওর 'অ্যাক্সিডেন্ট' সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছে (পত্রিকাগুলো লিখত স্ল্যাশিং দি রিস্ট ইনসিডেন্ট)।

দু'বছর হলো সম্পর্ক নেই ওদের, অথচ এখনও জয়কে দেখলে রাধিকার হৃদয় নেচে ওঠে। তাই তো ও একা আসেনি বুঝতে পেরে সেদিন তার মন কেঁদেছে।

কটন ট্রাউজার আর লূজ ফিটিঙের ক্যানারি ইয়েলো টি-শার্ট পরে এসেছিল সুস্মিতা। খুব সাধারণ ড্রেস। কিন্তু সেই সাধারণ ড্রেসেই এত অদ্ভুত সুন্দরী লাগছিল, বলতে গেলে প্রায় হাঁ করে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ছিল রাধিকা। মেক-আপ ছাড়াই ওর কচি মুখটা কেমন ঝলমল করছে দেখে বিস্ময় বাঁধ মানছিল না যেন। এক বাচ্চার মা তো দূরের কথা, দেখে বিবাহিত বলেই মনে হয়নি।

কিন্তু সেই টি-শার্ট! ভাবল রাধিকা, জয় ওর টি-শার্ট যেভাবে ছিঁড়ে গা থেকে নামিয়ে আনত, সুস্মিতার টি-শার্টও কি সেভাবে ছিঁড়ে আনে? আয়নায় সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখতে লাগল রাধিকা। জয়ের ট্রেনিংকে ধন্যবাদ, চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ভাবল ও। তার পাল্লায় পড়েই নিয়মিত ব্যয়াম শুরু করেছিল রাধিকা। এমনিতেই স্লিম ছিল ও, তার সঙ্গে ব্যয়াম যোগ হওয়ায় ফলটা হয়েছে ঈর্ষণীয়।

ক্যামেরার সামনে এতগুলো বছর কাটিয়ে, জয়সহ কয়েকজনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলার পরও ওর দেহের আকার-আকৃতি আজও পর্যন্ত অতুলনীয় আছে। কোমরে এক ফোঁটা চর্বি জমতে দেয়নি। এ ক্ষেত্রে সুস্মিতা পর্যন্ত ওর তুলনায় কিছু না। শত হলেও জয়ই না এটাকে এইভাবে গড়তে পরামর্শ দিয়েছিল?

নিজের গায়ের টি-শার্টের ওপর চোখ পড়তে মুখে হাসি ফুটল। চোখ বুজতে মনে হলো জয় ওর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, জড়িয়ে ধরে দু'হাতে ওর স্তনের বোঁটা নিয়ে খেলছে। জাগিয়ে তুলছে তাকে। কি খেয়াল হতে হেসে মাথা নাড়ল রাধিকা। অনেকদিন আগের কথা–সেদিন দুপুরের পর

নিজেদের স্টুডিওর ব্যক্তিগত সুইটের সামনের কামরায় ব্যস্ত ছিল জয়। সুইভেল চেয়ারে বসে একটার পর একটা ফাইল ওল্টাচ্ছিল।

মাথায় শয়তানী বুদ্ধি চাপতে ভেতরে ঢুকে বারবার ওর গা ঘেঁষে হাঁটতে লাগল রাধিকা। ব্যাপারটা এক সময় অসহ্য হয়ে উঠতে জয় এক হাতে ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরল, পরক্ষণে টি-শার্ট এবং ব্রার ওপর দিয়ে ওর এক বোঁটায় এত জোরে কমড় দিয়ে বসল, ব্যথায় চিৎকার করে উঠল রাধিকা। কিন্তু জয় ওকে ছাড়ল না, পাঁজকোলা করে পাশের রুমে নিয়ে নিজের কাস্টিং কাউচের ওপরে ফেলল রাধিকার পরনে যা যা ছিল, সব টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে সেখানেই মিলিত হলো। ওকে কামড় দেয়ার জবাবে রাধিকাও জয়ের এক কান এমনভাবে কামড়ে দিয়েছিল সেদিন যে, আরেকটু হলে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে আসত।

পরদিন সকালে গডার্ডের একটা ছবি দেখে আবার শয়তানী বুদ্ধি চাপল রাধিকার মাথায়। ছবিটার বিশেষ এক দৃশ্যে নায়কের মন ভোলাতে নায়িকা খুব পাতলা কাপড়ের শার্ট পরে ছিল, যার ওপর দিয়ে তার লোম পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তাই রাধিকাও ব্রা ছাড়া পাতলা একটা টি-শার্ট পরে জয়ের মন ভোলাতে চলে এল। ও যা চাইছিল তাই হলো, জয় একটানে সেটা ছিঁড়ে ফেলে ওর স্তন নিয়ে খেলা করতে লাগল।

'আমার টি-শার্টের ওপর তোমার এত রাগ কেন?' জয়ের আদর উপভোগ করতে গিয়ে আবেশে ওর চোখ বুজে এল। 'গত চব্বিশ ঘণ্টায় আমার দু'টো টি-শার্ট ছিঁড়লে তুমি!'

তখন কাজে ব্যস্ত ছিল বলে জবাব দিতে পারেনি জয়। সেদিন সন্ধ্যায় শুটিঙের কাজে বিদেশে চলে যেতে হয়েছিল ওকে। ফ্লাইট ছাড়ার কিছুক্ষণ পর রাধিকার নামে একটা প্যাকেট এল। প্যাকেটে কয়েক ডজন টি-শার্ট ছিল। এমন কোন রং বাকি ছিল না যে রঙের শার্ট ছিল না তার মধ্যে। জয়ের একটা নোটও ছিল সঙ্গে। সেটায় লেখা ছিল: এগুলো পরো। আমি বাজি ধরে বলতে পারি এগুলো কেউ গা থেকে ছিঁড়ে নামায়নি বলে তোমার দুঃখ হবে। মিথ্যে লেখেনি জয় কুমার রেড্ডি। ওর দুঃখ হয়েছিল। আজও পর্যন্ত রাধিকা যখনই টি-শার্ট পরে, বুকে জয়ের কামড়ের কথা মনে পড়ে।

'তুমি আমাকে কোনদিন ভুলতে পারবে, জে. কে?' আয়নার দিকে তাকিয়ে চ্যালেঞ্জের সুরে বিড়বিড় করে বলল রাধিকা। বেখেয়ালে নিজেই

নিজের বোঁটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। 'কতদিন? আমি তোমার অপেক্ষায় আছি, জে. কে জানি একদিন তুমি আসবে।'

যদি রাধিকা জানত ঠিক সেই মুহূর্তে জয়ের মনে কি ভাবনা খেলে যাচ্ছে, তাহলে লোক দেখানো ভান-ভনিতা ছেড়ে সত্যি সত্যি কব্জির রগ কেটে ফেলত। ও ভুলে গেছে জয় যেমন কাছে আসতে জানে, তেমনি যে কোন মুহূর্তে অবলীলায় দূরে সরে যেতেও জানে। রাজ কাপূরের একটা ঘটনার কথা জানে রাধিকা–নিজের নতুন ছবি মুক্তি পাওয়ার আগে লম্বা সন্ন্যাসব্রত পালন করত লোকটা। মাংস খেত না, অ্যালকোহল বা সিগারেট পান করত না এবং মেয়েমানুষ স্পর্শ করত না। জয়ের কাছে তিব্বতের ধর্মীয় নেতা দালাই লামার কৃচ্ছ্রসাধনের কথা শুনেছে ও।

শুনেছে চল্লিশ দিনের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে পর যারা কেরালার সাবরিমালা মন্দিরে যায়, তাদের জীবনযাপনের কথা। জয়ও মাঝেমাঝে তাদের মত কৃচ্ছ্রসাধন করে থাকে, নিজস্ব কায়দায়। অ্যালকোহল আর সিগারেট খায় না, মাংসের প্রতি আসক্তি নেই।

ওর একমাত্র সমস্যা ওর কামশক্তির প্রাবল্য। কিন্তু রাধিকা অনেকবার প্রমাণ পেয়েছে, সেটাকেও ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে জয়। ও তার নাগালের মধ্যে থাকা স্বত্ত্বেও একেক সময় দিনের পর দিন ঘাড় গুঁজে কাজ করে গেছে সে, ভুলেও ওর দিকে হাত বাড়ায়নি। যদি ওর অপেক্ষায় পাশের রুমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়েও থাকত রাধিকা, তবু না।

পরপর কয়েকবার এরকম ঘটতে একদিন খুব রাগ হলো রাধিকার, অভিযোগ করে বলল, 'তুমি না হয় কৃচ্ছ্র পালন করছ। আমি করছি না, আমি তোমার জন্যে ঘণ্টা পর ঘণ্টা অপেক্ষা করি, অথচ তুমি আসো না।'

জয় মুখের ওপর উত্তর দিয়েছিল, 'আমি তো কাউকে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে বলিনি!' রাধিকার মতে এর অর্থ, অন্যভাবে ওকে বুঝিয়ে দেয়া যে শুধু তাকেই কেন, ইচ্ছা করলে ও যাকে দিয়ে খুশি শরীরের দাবী মিটিয়ে আসতে পারে।

লোকটার চরিত্রের এই দৃঢ়তার কথা জানা থাকার পরও পাত্তা দেয়নি রাধিকা, ঝোঁকের বশে চলে এল। তারওপর ও চলে আসছে দেখেও জয় যখন বাধা দিল না, ওর ওপর নিজের অধিকার ফলাতে এল না, তখন কি ওর বোঝা উচিত ছিল না পানি কোনদিকে গড়াচ্ছে? আমল দেয়নি

রাধিকা। এখন তার মাশুল গুণতে হচ্ছে! রাধিকাদের বাড়ি থেকে নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে এল ওরা।

জয় বুঝতে পেরেছে 'অ্যাক্সিডেন্ট' রাধিকা নিজেই ঘটিয়েছে। তবে স্বস্তির কথা যে সেটা তেমন মারাত্মক কিছু নয়, অল্পদিনেই সেরে উঠবে ও। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিতে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে মেয়েটার কথা ভাবতে লাগল ও। রক্তপাতের ফলে ওর চেহারা কিছুটা ফ্যাকাসে লেগেছে, নইলে আর সব ঠিকই ছিল। টাইটফিট টি-শার্ট পরে ছিল ও, অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছিল জয়ের সারাক্ষণ মনে হয়েছে না ছুঁয়েও ও যেন শার্টটার নিচের লোভনীয় দেহটা অনুভব করতে পারছে।

'ভাগ্য ভালো সুসকে নিয়ে এসেছিলাম,' মনে মনে বলল ও।

সুসু। সুস্মিতা। ওর কথা ভাবতে গিয়ে জয়ের ভুরুতে সামান্য কুঞ্চন দেখা দিল, হাসি ফুটল মুখে। প্রথম দেখার ক্ষণটি থেকে সুসুর ব্যাপারে ওর মনে যে বিস্ময়ের ঘোর লেগেছিল, তা আজও সম্পূর্ণ কাটেনি। পুরো দু'বছর একসঙ্গে কাটাবার পরও। 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম'-এর মত সুসু এল, ওর জীবনে পা রাখল এবং জীবনটা উল্টে দিল। অনেক মেয়ে এসেছে ওর জীবনে, কিন্তু তাদের মধ্যে দু'কুল ছাপানো বন্যার মত ছিল না কেউ, যাকে দেখামাত্র বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল জয়। অথচ আগে বিয়ে শব্দটা শুনলেই কুঁকড়ে উঠত।

কোন মেয়ের ওপর কখনও অধিকার খাটাতে যায়নি ও, যার খুশি এসেছে যার খুশি চলে গেছে। জয় ফিরেও তাকায়নি। কিন্তু সুসুর ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম। যত অল্প সময়ের জন্য হোক, ও যদি আর কারও সঙ্গে প্লেটোনিক ডেটিঙেও যায়, সহ্য হবে না জয়ের। অবস্থা যদি এই হয়, নিজেকে ও অনেকবার বুঝিয়েছে, তাহলে রাধিকাও নিশ্চয়ই আমার পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততা আশা করে।

ভাগ্য ভাল যে সুসু প্রায় ওরই মত কামুক, জয় ভাবল। ওদের দু'জনের যৌন ক্ষুধা একইরকম জোরাল। সুসুর স্ট্যামিনা আর মিলনের আগ্রহ জয়ের মতই প্রবল। কাজেই জয়কে এখন আর এ জন্য আর কোন নারীর দিকে তাকাবার দরকার হয় না। তাছাড়া অন্য পুরুষরা সুসুর দিকে কি নজরে তাকায়, সেটাও একটা ব্যাপার। ভাবনাটা ওর ব্যাপারে জয়কে সারাক্ষণ এক পায়ে খাড়া, সতর্ক রাখে। সুসু এবং অন্য মেয়েদের, বিশেষ করে রাধিকার সঙ্গে বিছানায় যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। একটা আলাদা স্বাদ, আলাদা মজা আছে।

সুসুর সঙ্গে ওর যে মিলনটা হয়, তার উৎস হচ্ছে খাঁটি প্রেম। এবং জয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, শুধুমাত্র ওই আনন্দ পাওয়ার জন্য সুসু আর কোন পুরুষের কাছে যাবে না। কেবল তার কাছেই আসবে। কিন্তু রাধিকার ব্যাপারটা অন্যরকম, ও ইচ্ছামত সঙ্গী পাল্টায়। এখন একজন, একটু পরই দেখা যায় আরেকজন।

রাধিকা হাতের রগ কেটে আর সবাইকে বোকা বানাতে চাইলেও জয়কে বানাতে পারেনি। পারবেও না। ওকে নিয়ে আর কখনও ফুলের বাগানে হাঁটবে না সে বিয়ের পরের দু'বছর ও ক্রমাগতভাবে তাকে বুঝিয়ে আসছে তাদের পুরানো সম্পর্কের ইতি ঘটেছে, তাকে নতুন করে ঘষামাজা করার কোন ইচ্ছা ওর নেই। জয় কুমার রেড্ডি তার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চায়, যাকে বহু মাইল দূর থেকে বউ করে এনেছে। এখন কেবল নিজের ঘরের কথা ভাববে সে। ঘর-সংসার আর বউ বাচ্চার কথা।

স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্ত্রীর দিকে ফিরল ও। কৃতজ্ঞ গলায় বলল, 'আমার সাথে আসার জন্যে ধন্যবাদ।'

'মাই প্লেজার,' হাসি ফুটল সুসুর মুখে। 'আমাকে নিয়ে আসার জন্যে ধন্যবাদ।'

কিন্তু তারপর থেকে যত দিন যেতে লাগল, সুসুর অস্বস্তি ততই বাড়তে লাগল। কারণ এর মধ্যে জয়, রজনীকান্ত ও রাধিকার লেটেস্ট ছবিটা দেখেছে ও। রাধিকা আর জয়ের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ দৃশ্যগুলো দেখে সন্দেহ জেগেছে ওর। মনে হয়েছে ওদের দু'জনের মাঝে প্রচণ্ড শক্তিশালী বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বইছে, স্পার্ক করতে পারে যে কোন মুহূর্তে। ঊটির শুটিং স্পটে জয় ও রাজের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায় খবর ছাপা হয়েছিল। সুসু বিশ্বাস করেনি। কিন্তু এই ছবিটা দেখার পর ওর সন্দেহ হয়েছে, ব্যাপারটা একেবারে মিথ্যা না-ও হতে পারে।

কিন্তু ডক্টর আন্টির পরামর্শ অনুযায়ী এখনই সেসব নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চায় না ও। জয়কে রাধিকার সঙ্গে আপত্তিকরভাবে ধরতে না পারা পর্যন্ত অথবা ওর প্রতি লোকটার আচরণের কোন হেরফের না ঘটা পর্যন্ত চুপচাপ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের নতুন ফন্দি বের করতে রাধিকার আর কতদিন লাগবে, এটাও ভাবছে ও।

কয়েকদিনের মধ্যে নতুন ছবির গানের কাজ সেরে ফেলল জয়। ছবির পাত্র-পাত্রী বাছাইয়ের কাজে মন দিল। সুসুও এই সুযোগটা কাজে

লাগাল। একটা বই লেখার কাজে হাত দিল ও। জয় হাজার ব্যস্ত থাকলেও স্ত্রীর যাতে কোন অসুবিধা না হয়, কড়া নজর রাখল সেদিকে।

একদিন সন্ধ্যায় সিনে ম্যাগাজিনে রাধিকা ও তার নতুন বয় ফেন্ডের ছবি ছাপা হয়েছে দেখে স্বস্তি পেল সুসু। লোকটা মুম্বাইয়ের এক ছবি নির্মাতা। এই প্রথম ও রাধিকা সম্পর্কে পত্রিকায় একটা খবর দেখল যেটায় জয়ের না উল্লেখ করা হয়নি একবারও।

এতদিনে সত্যিই কি ব্যাপারটার ইতি ঘটল তাহলে?

সাতাশ

'জয়, ভেঙ্কি বলছে তুমি নাকি ওকে কয়েকটা "হর্সি" দিয়েছ?' সুসু জিজ্ঞেস করল ফোনে। '"হর্সি" কি?'

'হর্সি?' চাপা গলায় রহস্যময় হাসি হাসল জয়। 'বিকেল পাঁচটার দিকে ফ্রি থাকবে? তাহলে ভেঙ্কিকে নিয়ে স্টুডিওতে চলে এসো। "হর্সি" কি তোমাকে দেখাব।'

সুসু গত কয়েক মাস কর্নাটক-হিন্দুস্থানী সমন্বয় নামে একটা বই লেখা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে, ছেলেকে একদম সময় দিতে পারেনি। লেখার কাজ শেষ, শেষবারের মত সেটাকে ঘষামাজা করে পাণ্ডুলিপি পাবলিশারের হাতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এখন সময়ের অভাব নেই, বেশিরভাগ সময় ছেলের পিছনে খরচ করে ও।

স্টুডিওর গ্রাউন্ডে বাপ-বেটার একসঙ্গে ঘোড়া চালাতে দেখে 'হর্সির' মানে বুঝল সুসু। ছেলেকে অনেকক্ষণ ধরে একটা চমৎকার, চেস্টনাট রঙের বিরাট এক স্ট্যালিয়নে চড়াল জয়। এক্সপার্ট ঘোড়সওয়ার সে, অনায়াসে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামা-ওঠা করতে পারে। বাবার ওস্তাদী দেখে ছেলে ভীষণ খুশি।

একটু পর ছেলেকে ট্রেইনারের হাতে ছেড়ে দিয়ে সুসুর কাছে চলে এল জয়। 'ওর বসার মধ্যে কেমন রাজকীয় ভঙ্গি আছে দেখেছ?' গর্ব ফুটল জয়ের গলায়। 'আর দু'বছরের মধ্যে ও নিজেই পনি চালাতে পারবে।' ছেলের মধ্যে বেড়ে ওঠার স্পষ্ট লক্ষণ দেখে সুসু ভেতরের উত্তেজনা চেপে রাখতে পারল না। মনে হলো ভেঙ্কিও অবিকল বাপের কপি হতে যাচ্ছে। লম্বাদেহী, অ্যাথেলেটিক। সবকিছুতে বাপকে নকল করা চেষ্টা করে ও।

'জয়, ভেঙ্কিকে দেখে মনে হচ্ছে আমি তোমার ছোটবেলার ফ্ল্যাশব্যাক দেখছি,' চাপা উত্তেজনা ফুটল সুসুর কণ্ঠে। ঘোড়ার পিঠে বসা ছেলের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে ও। 'আমি শিওর, ছোটবেলায়

তুমি দেখতে হুবহু ওর মত ছিলে।' জয় স্বীকার করল, 'ওর দিকে তাকালে একক সময় আমারও তাই মনে হয়। মনে হয় আমি যেন আমার দিকেই তাকিয়ে আছি।'

'কল্পনা করতে কেমন লাগে ১৪ বছর বয়স হলে ওর কারণে কত মেয়ের মন ভাঙতে শুরু করবে?' মুখ টিপে হাসল সুসু।

জয় ওর দিকে ফিরে বলল, 'আমি ভাবি ও ওর বাবার মত ভাগ্যবান হবে কি না।'

ছেলে ততক্ষণে ঘোড়ার ওপর থেকে আগ্রহ হারিয়ে গাড়ির দিকে ঝুঁকেছে। ড্রাইভারের কোলে বসে হুইল ঘোরাচ্ছে, ছোট ছোট হাতে গিয়ার দেয়ারও চেষ্টা করছে। 'নিচ পর্যন্ত পা না পৌঁছলে কি, তোমার ছেলে ক্লাচ্ চাপার চেষ্টাও করে,' জয় হাসল। 'তোমার লেখা কতদূর?' গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে জানতে চাইল জয়। 'তোমার পাবলিশার আজ "মুখবন্ধের" জন্য ফোন করেছিল।'

'আমি পাঠিয়ে দিয়েছি ওদের অফিসে,' সুসু বলল। 'রবি শঙ্কর লিখেছেন "মুখবন্ধ", ব্যাবসের অনুরোধে। আজই সকালের মেইলে এসেছে,' বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'উফ! মনে হচ্ছে কলেজ ফাইন্যাল নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম এতদিন।'

'হ্যাঁ। খুব জটিল ছিল কাজটা,' জয় মন্তব্য করল।

'তোমার ছবির কাজ কতদূর এগুলো, জয়? শুটিং কমপ্লিট?'

'মুম্বাইয়ে নায়িকারা কি ব্যস্ত জানো না তো!' হতাশ শোনাল ওর গলা। 'মনীষাকে নিয়েছি ওর সেক্রেটারির কথার ওপর। সে বলছিল আমাদের স্টুডিওর একটা ছবিতে কাজ করার জন্যে মনীষা না কি পাগল। আমরাও একটা নতুন মুখ খুঁজছিলাম, তাই নিয়ে নিলাম। কিন্তু মেয়েটা হঠাৎ হিন্দি ছবি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় একটু পিছিয়ে পড়েছি। তবু, বেশিরভাগ শুটিং সেরে ফেলেছি আমরা। আর অল্প বাকি। বিশাখাপট্টমের একটা দৃশ্যও আছে তার মধ্যে। এ মাসের শেষদিকে সেটা সেরে ফেলব।

'এ মুহূর্তে নায়িকা ছাড়া কাজ চালাচ্ছি আমরা। আগামি দুই সপ্তা কাজ চলবে। তোমার সাথে এ ক'দিন তেমন সাক্ষাৎ হবে না। আরেকটা কথা, আমার জন্যে রাতে অপেক্ষা করবে না। খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। আর যদি আমি গিয়ে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে কিছু করতে যাই, মারধর করতে পারবে না,' বলে হাসল। 'আরেকটা কথা, কাল রাতে

মুম্বাই থেকে তোমার বন্ধু আবদুল ফোন করেছিল। বলছিল, কি সমস্ত কাগজে নাকি তোমার সাইন দরকার।'

'ওকে আমার ফ্ল্যাটের ইনকাম ট্যাক্স শোধ করার দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলাম,' মাথা নাড়ল সুসু। 'ভালোই হলো তাহলে। তুমি তাহলে কাজ শেষ করো, এই সুযোগে আমি ভেঙ্কিকে নিয়ে মুম্বাই থেকে ক'দিনের জন্যে ঘুরে আসি। অনেকদিন থেকে বন্দি হয়ে আছি হায়দ্রাবাদে। আমি গেলে তুমি এক মনে কাজ করতে পারবে। তাছাড়া ফ্ল্যাটের কাগজপত্রে সই করতে হবে। কি বলো, যাই?'

'তুমি ওকে সামালাতে পারবে?' ভুরু কুঁচকে উঠল জয়ের। 'তুমি বললে আমার ওখানকার অফিসকে এ কাজের দায়িত্ব দিতে পারি আমি। তোমার যাওয়ার দরকার হবে না।'

'না, না! আমি যাব। অনেকদিন বন্ধুদের দেখি না। মম মারা যাওয়ার পর পণ্ডিত আন্টির সাথেও দেখা করতেও যাইনি। ভেঙ্কিকে দেখতে চেয়েছে আন্টি। ভাবছি, ওখান থেকে বিশাখাপট্টমে তোমার ছবির কাজ দেখতে যাব।'

'ফাইন,' মাথা ঝাঁকাল জয়। 'আমিও এ মাসের শেষদিকে ওখানে যাব ছবির কাজে।'

আরও কিছু সময় গল্প করে ছেলেকে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলো সুসু। তিনজনের এই ছোট্ট, সুখী পরিবারটির দিকে দোতলার এক জানালা থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দুই জোড়া চোখ। কিছুক্ষণ পর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অভিনেত্রী বান্ধবীটির দিকে তাকাল মহিলা ডাক্তার।

সুসু ওপরে তাকায়নি। তাকালে শিউরে উঠত মঙ্গলা এবং তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী রাধিকার জ্বলন্ত চাউনি দেখে।

আটাশ

যেদিন সুসুর মুম্বাই ছাড়ার কথা, তার আগের দিন ফোন করল জয়। 'সরি, ডার্লিং। তোমাদের নিতে আসতে পারছি না, কারণ কাল এখান থেকে বের হতে পারব না আমি। এখনও অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে।'

হতাশ হলো সুসু। গত পনেরো দিন জয়কে ভীষণ মিস করেছে ও। 'কি করব তাহলে?'

'হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। কাল ভেঙ্কিকে নিয়ে বিশাখাপট্টম চলে এসো তুমি। আমি তোমাদের অপেক্ষায় আছি।'

'তুমি বিশাখাপট্টমে?'

'ইয়েস, ম্যা'ম,' জয় হেসে বলল। 'তুমি চলে এসো। আশা করি কাল সন্ধ্যা নাগাদ আমার হাতের কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

সুসুর মনে হলো এবারের নতুন বছরটা বেশ ঘটনাবহুল হবে। জয়ের ছবির কাজ প্রায় শেষ, তাতে ওর গান আছে। অন্যদিকে ওর লেখা কর্নাটক-হিন্দুস্থান সমন্বয় বইটাও নতুন বছরের শুরুতেই প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। ছবি মুক্তি পাবে ফেব্রুয়ারি মাসে, তাছাড়া আর কয়েক মাসের মধ্যে জয়ের ডমেস্টিক প্রাইভেট এয়ারলাইনও অপারেশন আরম্ভ করার জন্য রেডি। গাউন্ড, এয়ার এবং অফিস স্টাফ নিয়োগ করা হয়ে গেছে।

এয়ারক্র্যাফটের জন্য অনেক আগেই বিদেশে অর্ডার দেয়া হয়েছিল, এসে গেছে সেসব। এই মুহূর্তে সেগুলোয় কোম্পানির লোগো বসানোর কাজ চলছে। সুসু কোম্পানির নাম স্ট্যালিয়ন রাখতে চেয়েছিল, শেষ পর্যন্ত এয়ারওয়েজ পরিচালনাকারী কনসোর্শিয়াম পেগাসাস রেখেছে। মার্চ মাসে একান্তই সম্ভব না হলে এপ্রিলে পেগাসাস আকাশে উড়বে। ততদিনে বক্স অফিসে জয়ের নতুন ছবির ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে।

সুসুর জানা আছে হায়দ্রাবাদ ফিরেই আবার কাজ নিয়ে দিন-রাত ব্যস্ত হয়ে পড়বে জয়–পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ নিয়ে। জয় কুমার

রেডিড সেই ধরনের প্রডিউসার যারা একটা ছবির সমস্ত খুঁটিনাটির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। স্ক্রিপ্ট থেকে শুটিং, এডিটিং, ব্যাকগ্রাউন্ড, মিক্সিং এবং বলাই বাহুল্য ছবির ব্যবসা–ছবি নির্মাণ, ডিস্ট্রিবিউশন, পাবলিসিটি, পোস্টার ইত্যাদি সবদিকে খেয়াল রাখে। নিজে অভিনয়ের ব্যাপারটা তো আছেই।

মৃদু হাসল সুসু। জয়ের ঘরনী হওয়ার সুবাদে গত আড়াই বছরে ছবি নির্মাণের কতগুলো পর্যায় আছে, সেখানে কোন শব্দ কোন অর্থে ব্যবহার হয়, সব ওর জানা হয়ে গেছে। শেষবার লন্ডনে বড় ভাই শিবের ওপর সে বিদ্যা জাহির করতে গিয়ে তাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছিল সুসু। বলেছিল, সমস্ত ফিলম্ ইউনিট তাদের বিশাখাপট্টমের রিসোর্ট ব্যবহার করে। শিব ধরে নিয়েছিল ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া ধরনের কিছুর কথা বলছে ও। পরে জয় তার সে ভুল ভাঙায়।

বিশাখাপট্টমে ল্যান্ড করে সুসু বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। দু'বছর আগে এখানে এক উইকএন্ড কাটিয়েছিল ওরা। সেবার ওরা যে রুম সেটে ছিল, এবারও সেই সেট রেডি করা হয়েছে। জয় জানে না, এখানেই ভেঙ্কি ওর পেটে এসেছিল। সেটা এমনকি রাজ ওর কাছে ভাগ্না-ভাগ্নি দাবি করার আগেই। রিসোর্টে পৌঁছতে ওকে জানানো হলো জয় এখনও কাজে ব্যস্ত। ফিরতে আটটার মত বাজবে।

ভেঙ্কি নতুন নতুন জায়গা ভালবাসে। তারওপর এখানকার খোলামেলা, বিশাল জায়গা এবং দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত দেখে পাগলের মত ছোটাছুটি শুরু করে দিল ও। এক স্টাফকে ওর ওপর নজর রাখতে বলে শাওয়ার করে নিল সুসু, মুম্বাই থেকে ড্রেস ডিজাইনার বন্ধু জিতের পাঠানো নতুন একটা ড্রেস পরল। জিতের ভাষায় ওটা নাকি 'প্রিয়তমকে নিশ্চিত হার্ড-অন দেবে। জয় ফিরতে দৌড়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল সুসু।

'তোমাকে খুব মিস্ করেছি, ডার্লিং।' কম করেও পনেরো মিনিট ধরে রাখার পর জয়কে ছাড়ল সুসু। ও গোসল করতে যাচ্ছে দেখে হুমকি দিল, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে না বের হলে আমি দরজা ভেঙে ঢুকব বলে রাখছি কিন্তু।'

জয় পুরোপুরি প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত প্রভুভক্ত কুকুরের মত ওর পায়ে পায়ে লেগে থাকল ও, একটানা বকবক করে গেল। তারপর দুই হাতে ওর গলা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে গালে চুমো দিল।

'এতদিন পর শুধু এই দিয়ে অভ্যর্থনা?' হতাশ চেহারায় বলল জয়। 'লজ্জা, লজ্জা। তাছাড়া আমার সাথে তিন বছর থেকেও এখন পর্যন্ত চুমু দিতে শিখলে না, এ আরেক আজব কথা।'

'প্রেম করার ফাইন আর্টে তুমি মাস্টার্স করেছ। তুমি শিখিয়ে দাও।'

হাসল জয়। 'প্রথম লেসন আজ রাতে শেখাব। আর আমি মাস্টার্স করেছি হার্ভার্ড থেকে, এবং সেটা প্রেম করার ওপর নয়।'

'তুমি হার্ভার্ড হার্ড-অন,' কামুক মেয়েছেলের মত দৃষ্টিবান হানল ও। শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকল জয়কে।

'বিশ্বাস করা কঠিন!' যেন আহত হয়েছে, এমন চেহারা করে বলল সে। 'মনে হচ্ছে সত্যি আমাকে মিস করেছে আমার বউ। কিন্তু নিচে যে পার্টি শেষ হয়ে যাচ্ছে, ডার্লিং। আমরা কি এখন নিচে যাব?'

'পার্টি?' সুসু বিস্মিত হলো।

শ্রাগ করল জয়। 'আমাদের নায়িকার ইচ্ছা ছিল মুম্বাই থেকে কিছু বন্ধু আনিয়ে নিউ ইয়ার'স্ পার্টি করবে এখানে। তাই নায়িকার সম্মানে আমিই করলাম পার্টির আয়োজন। এখন গেস্ট হিসেবে হলেও নিচের পার্টিতে যেতে হবে আমাদেরকে।'

নিচে এসে পার্টিতে যোগ দিল ওরা। জয়ের পরনে বিস্কিট রঙের একটা ড্যাশিং জ্যাকেট আর কালো ট্রাউজার, সুসুর পরনে জিতের পাঠানো লেমন ও অলিভ গ্রীন ড্রেস। কানে সাধারণ এমারেল্ডের ইয়াররিং। ওদের দু'জনকে দেখে নায়িকার বন্ধুরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। নায়িকা সুসুকে বলল, 'তুমি খুব সেক্সি। এইবার বুঝলাম তোমার স্বামী কাউকে তোমার কাছে যেতে দেয় না কেন।'

মনীষার উদ্দেশে মৃদু হাসল সুসু। একটু পর জয় ওকে সবার অলক্ষ্যে পার্টি থেকে আলাদা করে ফেলল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'বীচে হাঁটবে কিছুক্ষণ?'

হিল খুলে ফেলে কর্কশ বালির ওপর দিয়ে হাঁটল সুসু। সেখানেই নতুন বছর উপলক্ষে পরস্পরকে দীর্ঘ সময় ধরে চুমু দিল ওরা, যেন আসন্ন কয়েক মাসব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে। সুসুর ইচ্ছা ছিল সেখানেই জয়ের সঙ্গে মিলিত হয়, কিন্তু তখনই একজন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, 'স্যার, মনীষা ম্যাডাম আপনাদের দু'জনকে লাকি উইনার টিকেট ড্র করার জন্যে যেতে অনুরোধ করেছেন।'

'বাস্টার্ড,' সুসুকে চাপা গলায় বলতে শুনে হেসে মাথা নাড়তে লাগল জয়। 'ল্যাঙ্গোয়েজ, ল্যাঙ্গোয়েজ!'

পার্টিতে ফিরে অনেকদিন পর নাচল ওরা দু'জন। অবশেষে যখন রুমে ফিরল, তখন বাজে ভোর তিনটা। বিছানায় উঠে জয়কে গা এলিয়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে শুনে সুসু বলল, 'টায়ার্ড?'

'নাহ,' ওকে কাছে টেনে আনল জয়। 'আমি সহজে টায়ার্ড হই না। এটা ঘোড়ার শরীর।'

'মমম। আমি হঠাৎ মাংভোজী হয়ে গেছি। ঘোড়ার মাংস খুব পছন্দ আমার।'

জয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, তার মধ্যেও কি ভাবে যেন সুসুর বিছানা থেকে নেমে যাওয়ার ব্যাপার টের পেয়ে গেল। ওকে পাশের রুমের দিকে যেতে দেখে কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে থেকে সে-ও পিছন পিছন চলল। দুই রুমের মাঝের খোলা দরজায় দাঁড়াল জয়, সুসুকে ভেঙ্কির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দেখে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকল।

জয় কৃতজ্ঞ হয়ে ভাবল, মেয়েটা কি সুন্দর একটা পরিবার গড়েছে আমার জন্য। একবার পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকা ছেলেকে, একবার সুসুকে দেখতে লাগল সে। ভেঙ্কি মায়ের হাতের পরশে আধবোজা চোখে তাকাল, অস্ফুটে 'মাম্মি!' বলে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

উনত্রিশ

সুসু যেদিন জানতে পারল ও আবার মা হতে যাচ্ছে, সে দিনটা চরম অস্বস্তি আর অশান্তির মধ্যে দিয়ে কাটল ওর। ভেঙ্কি পেটে আসার খবরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল সুসু, কিন্তু এবার হলো তার উল্টো। মনে হলো ও যেন ক্রমে ডুবে যাচ্ছে। বাঁচাবার কেউ নেই। দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটল ওর চেহারায়, জয়কে তখনই খবরটা জানাতে মন চাইল না।

এর কারণ স্বয়ং জয়। বেশ কিছুদিন থেকে সুসুর সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করছে না ও, যে কারণে বাড়ির পরিবেশও আর আগের মত সুস্থ নেই, বাতাসে ছিলার মত টানটান টেনশন। দু'জনের সম্পর্ক দিনের পর দিন খারাপ হয়ে আসছে। কবে থেকে এই অবস্থার শুরু তা ওর সঠিক মনে নেই, তবে কি নিয়ে তা মনে আছে।

নির্দিষ্ট দিনটার কথা ভেবে মনে মনে শিউরে উঠল সুসু। প্রায় তিন বছর ধরে ইচ্ছামত জয়ের স্টুডিওতে যাওয়া-আসা করছে ও। জয় বহুবার বলেছে স্টুডিওতে তার যে নিজস্ব সুইট আছে, সেটাকে সব সময় নিজের অফিস মনে করতে। যখন খুশি চলে আসতে, দরজায় নক করতে হবে না। কিন্তু সুসু হুট্ করে ঢুকে পড়তে পারত না, ওর শিক্ষা প্রতিবার বাধা দিত। একেবারে শেষ মুহূর্তে পা থেমে যেত, অজান্তে নক করে বসত।

স্টুডিওর কর্মচারীদের ওয়েলফেয়ার স্কীমের কাজ দেখাশোনা করত সুসু, কাজেই সেখানে রোজই যেতে হত ওকে। আগে নক করে ভেতর থেকে জয়ের 'কাম ইন' শোনার জন্য অপেক্ষা করত ও, শেষেরদিকে সে অভ্যাস পাল্টে ফেলেছিল। নক করেই ঢুকে পড়ত। এভাবে চলে আসছিল মাসের পর মাস।

এদিকে নিজের বই নিয়ে কয়েক মাস সুসুকেও ভীষণ পরিশ্রম করতে হয়েছে, লেখার মধ্যে বারবার পুনে ও মুম্বাইয়ের দুই বিখ্যাত ভোকালিস্ট, বালামুরলী কৃষ্ণ আর পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর কাছে

ছোটাছুটি করতে হয়েছে। সেই বই ছাপা হয়ে গেছে। ব্যাঙ্গালোরের শহরের বেহালা আকৃতির অডিটরিয়াম চৌডিয়া হলে সেদিনই ওটার আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন হবে এবং জয়কে নিয়ে সুসু তাতে যোগ দিতে যাবে, সেদিনই বিপত্তিটা বাধল।

নিজের সাফল্যের কথা ভাবতে গিয়েই হয়তো বেখেয়াল ছিল ও, নক না করেই ঢুকে পড়ল জয়ের আউটার অফিসে। পরক্ষণে ভেতর থেকে ডক্টর মঙ্গলার ক্রুদ্ধ গলা শুনে থমকে গেল। 'রাধিকার জন্যে এটুকু তোমাকে করতেই হবে, জয়!' বলল মহিলা। 'এই সময়ে তোমাকে ওর প্রয়োজন। মেয়েটাকে এভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারো না তুমি।'

জয় বলল, 'আমি জানি রাধিকার জন্য আমার কিছু করা উচিত। ঠিক আছে, স্টুডিও ওর জন্যে যতদূর সম্ভব করবে।'

'রাধিকা স্টুডিওর সাহায্য চায় না!' মঙ্গলা ধমকে উঠল। 'তোমাকে চায়। যে মেয়েকে তুমি একদিন ভালোবাসতে, যাকে নিয়ে এই রুমে দিনের পর দিন কাটয়েছ, তার প্রতি এত নিষ্ঠুর কি করে হলে তুমি?'

এরপর আর দাঁড়ায়নি সুসু, দৌড়ে বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে আসার সময় রাধিকার গাড়ি গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখেছে ও। জয় গেল না ওর সঙ্গে, বলল, 'সরি, সুস। স্টুডিওতে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।' আর কিছুই বলল না জয়। যেন সেটুকুই ওর জন্য যথেষ্ট। সুসুকে একাই যেতে হলো ব্যাঙ্গালোরে। অনুষ্ঠানে সবাই যখন হাততালি দিয়ে ওকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল, ওর তখন সবকিছু ছেড়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করছিল। হয়তো তাই যেত, যদি ভেঙ্কি না থাকত। ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিল ও। জয় যখনই বাড়ি আসে, চেহারা দেখে চিন্তিত, উদ্বিগ্ন মনে হয়।

ছেলেকে নিয়ে ওর চোখের সামনে থেকে পালিয়ে বেড়াতে শুরু করল সুসু। অথবা ভেঙ্কির রুমে ওকে জড়িয়ে ধরে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। জয় নিঃশব্দে আসত ওদেরকে দেখতে। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে, সুসুর গালে হালকা করে চুমু দিয়ে আবার নিঃশব্দে বেরিয়ে যেত। গণ্ডগোলটা কোথায় বেধেছে জানে না ও, তবে রাধিকা যে এবার জয়কে পুরোপুরি নিজের কব্জায় পুরে নিয়েছে, তা বুঝে গেছে। তার মানে নিঃশব্দচারী বালা সত্যিই জানত জয়ের দুর্বলতা। লোকটা কি ওকে বারবার সতর্ক করেনি জয় একদিন না একদিন রাধিকার কাছে ফিরে যাবেই?

এর মধ্যে একদিন শ্রীনিবাসগুরুর স্ত্রী বিমলা আম্মা সুসুর সঙ্গে দেখা করতে এল। এসেই যথারীতি বকবক শুরু করে দিল মহিলা, তবে তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল সেদিন। ফ্যাকাসে, অসুস্থ। 'সুস্মিতা,' মহিলা এক সময় বলল, 'কিছুদিন স্টুডিওতে যাওয়ার দরকার নেই তোমার, মা। তুমি জানো না, ওখানকার কোন কিছুই আর আগের মত চলছে না, গেলে শুধু শুধু কষ্ট পাবে তুমি।'

ওর সন্দেহ হলো কথাটা বলার জন্য শ্রীনিবাসগুরুই হয়তো পাঠিয়েছে মহিলাকে। 'স্টুডিওতে আজকাল যে সমস্ত কাণ্ড ঘটছে, আমার স্বামীও তা নিয়ে বিরক্ত। রাধিকার স্টুডিওতে এসে ওঠা নিয়ে জয়ের সাথে সারাক্ষণ তর্কাতর্কি চলছে তার।'

সুসু কোন প্রশ্ন করল না, কষ্ট করে খবরটা দিতে আসার জন্য মহিলাকে ধন্যবাদ জানাল। ইচ্ছা ছিল না, তবু ছেলে বাবাকে খুব মিস করছে খেয়াল হতে একদিন স্টুডিওতে ফোন করল ও। ভেঙ্কিকে কিছু সময়ের জন্য পাঠিয়ে দেবে কি না জানতে চাইল। 'না, সুস। এখনই পাঠাবার দরকার নেই,' জয় উত্তর দিল। বেশ ক্লান্ত শোনাল ওর গলা। কিছু সময় নীরব থেকে আবার বলল, 'তুমি কেমন আছ, সুস? ভেঙ্কির দিকে আমার হয়ে নজর রেখো, কেমন?'

আর কিছু না বলে ফোন রেখে দিল জয়। না বললেও সুসু বুঝে নিল বিমলা আম্মা তাহলে মিথ্যা বলেনি, স্টুডিওতে জয়ের খাসমহলের দরজা সত্যিই আরেকবার খুলে দেয়া হয়েছে ম্যাডাম রাধিকার জন্য। সেখানে যাওয়ার অধিকার হারিয়েছে ছেলে। যেখানে ওদের একমাত্র সন্তানের যাওয়ার অধিকার নেই, সেখানে সুসু যাবে কোন্ অধিকারে?

অতীতের একটা কথা মনে পড়তে শিউরে উঠল ও। সারা ভারত জানে সে কথা: নার্গিস একবার রাজকাপূরের স্টুডিওতে তারই স্ত্রীর সঙ্গে গেস্টের মত আচরণ করেছিল। কী লজ্জা!

দিন কাটছিল রিমোট কন্ট্রোলড্ পুতুলের মত–জীবন কোনদিকে নিয়ে চলেছে কোন ধারণা নেই, দিন না রাত হুঁশ জানে না, এমন সময় ধরা পড়ল ওর পেটে বাচ্চা এসেছে। আট সপ্তাহ চলছে। মনের এই অবস্থায় বেহাল শরীর বিদ্রোহ করতে চাইছে। হায়দ্রাবাদে নিজেকে অবাঞ্ছিত আর ক্লান্ত লাগল ওর। লন্ডনে চলে যাবে ভেবে ব্যাবস্‌কে ফোন করল। লাভ হলো না, শুনল তাদের দুই মেয়ের চিকেন পক্স হয়েছে। চোখের পানি চেপে রেখে মাদ্রাজে ফোন করল সুচিত্রার ছেলে সাই

জনকে। সে-ও নেই, ট্রেনিং শেষ করে বাব-মার সঙ্গে লম্বা ভ্যাকেশন কাটাতে ক্যালিফোর্নিয়া চলে গেছে।

পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলল স্থানীয় এক ইংরেজী সিনে ম্যাগাজিন। ওটার পাতা উল্টাতে গিয়ে এক জায়গায় জয়দের স্টুডিও এবং ইনসেটে জয় ও রাধিকার ছবি দেখে সুসুর চোখ আটকে গেল। ছবিটার ক্যাপশন: জয়ের স্টুডিও নাকি চিন্নাভিড়ু?

মাদ্রাজী শব্দটার অর্থ জানে না ও, কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়ার ইচ্ছাও জাগল না। পরিস্থিতি অসহ্য হয়ে উঠতে একদিন খুব ভোরে জয়ের সঙ্গে কথা বলবে ভেবে ওদের রুমের দিকে যাচ্ছিল ও, কিন্তু ভেতরে ঢোকার সুযোগ পেল না। দরজার বাইরেই থেমে পড়ল জয়কে ডক্টর মঙ্গলার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে শুনে।

'ফর গড'স সেক, মঙ্গলা!' জয় ক্রুদ্ধ গলায় বলল। 'তুমি কি মনে করো কথাটা জানা থাকলে আমি বিয়ে করতাম?' দরজার বাইরে ওকে অপেক্ষা করতে দেখে আরও রেগে উঠল সে, রিসিভার আছড়ে রেখে মোটা গলায় বলল, 'কাম ইন, সুস। বাইরে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে না থেকে যা বলার ভেতরে এসে বলো।'

সুসুও রেগে উঠল, কিন্তু বলার মত কথা খুঁজে পাওয়ার আগেই কেঁদে ফেলল। দৌড়ে ভেঙ্কির রুমে চলে গেল। কিন্তু নিজের হাত থেকে মুক্তি পেল না। ভীষণ একা আর অসহায় লাগছে নিজেকে। কোথায় যাবে সুসু? কার কাছে? এই শহরে একমাত্র জয় ছাড়া ওর আর কে আছে? কান্নায় ভেঙে পড়ল সুসু, এমন সময় জয় এসে ঢুকল। ছেলেকে অঘোরে ঘুমাতে দেখে স্ত্রীকে বুকে টেনে নিল। ওর চেহারায় অস্বস্তি। 'কেঁদো না, সুস। একটু ধৈর্য ধরো, সব ঠিক হয়ে যাবে কয়েকদিনের মধ্যে।'

'কিছুই ঠিক হবে না, জয়,' চেঁচিয়ে বলল ও। 'সেদিন স্টুডিওতে মঙ্গলার সাথে তোমাকে কথা বলতে শুনেছি আমি।' ওর হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে রুখে দাঁড়াল সে। '"চিন্না ভিড়ু" মানে কি, জয়? রাধিকা তোমার সাথে স্টুডিওতেই থাকে, না? আগের সেই বেডরুমে নিশ্চয়ই?'

'এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমার,' ব্যখ্যা করার চেষ্টা করল ও। 'বাইরের লোকে এ নিয়ে যা খুশি বলুক, তুমি কান দিও না, প্লিজ। সারা হায়দ্রাবাদে আমার স্টুডিও একমাত্র জায়গা যেখানে রাধিকা প্রাইভেসি বজায় রেখে থাকতে পারে, এ ছাড়া '

'প্রাইভেসি!' ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারন করল সুসু। 'ম্যাডাম রাধিকার এত বেশি প্রাইভেসি দরকার হয়ে পড়েছে যে, তুমি নিজের বউ-বাচ্চাকেও সেখানে যেতে দিতে চাও না? নিজেকে কি মনে করো তুমি? হায়দ্রাবাদের বাদশাহ্ ফারুক?'

এবার জয়ও ধৈর্য হারিয়ে রেগে উঠল। 'থামো, সুসু! তুমি ভুল ভাবছ। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। রাধিকা খুব অসুস্থ। ওর চিকিৎসা দরকার, আমরাও ওর জন্যে তাই করছি।'

'তোমার জানার জন্যে বলছি, মিস্টার রেড্ডি। তোমার বউ প্রেগনেন্ট এবং তারও চিকিৎসা দরকার।'

'ক্রাইস্ট!' দু'হাতে মুখ ঢাকল ও। 'এই সময়? বাচ্চা নেয়ার কথা তো কিছু বলোনি আগে!'

'প্রথমবারও বলিনি, ভুলে গেলে?' উত্তেজিত হয়ে দু'হাত মুঠো পাকিয়ে ফেলল সুসু। 'তখন তো কোন প্রতিবাদ করোনি!'

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল জয়। 'বাচ্চাটা রাখতেই হবে, সুস?'

'ইউ রটার! দাঁতে দাঁত চেপে নিচু কণ্ঠে বলল ও। 'তারচে' সোজা কথায় বললেই পারতে আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে!'

'আমার প্রত্যেকটা কথা নিয়ে তুমি নাটক করছ কেন বুঝতে পারছি না। কোথায় কি শেষ হয়ে গেল তা-ও বুঝতে পারছি না। আমি তা নিয়ে কিছু বলেছি?

'তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না, মিস্টার রেড্ডি। আমি তোমার চেহারা ভাষা পড়তে জানি, থ্যাঙ্ক ইউ! তোমার যখন বাচ্চার দরকার নেই, আমিই বুঝব এ নিয়ে কি করতে হবে।'

'সুস, প্লিজ! মাথা গরম করো না। কয়েকদিনের জন্যে মুম্বাই থেকে বেড়িয়ে এসো গিয়ে। মন ভাল হয়ে যাবে।'

'ওখানে কার কাছে যাব?' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'আমার মা মরে গেছে। না কি সে কথাও ভুলে গেছ তুমি?'

সেদিন রাতে আরও একবার ওকে বোঝাতে এল জয়। 'তোমার সাথে আমার কিছু জরুরি কথা আছে, সুস। আমার টাকা-পয়সা আর জমিজমা কোথায় কি আছে, সব তোমার জানা দরকার?'

'তুমি আসলে আমার সেটলমেন্ট নিয়ে আলাপ করতে আগ্রহী, তাই তো? তুমি কি মনে করো তোমার টাকা-পয়সা দেখে আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম?' রুম থেকে বেরিয়ে গেল সুসু।

শেষ পর্যন্ত ডক্টর মঙ্গলা ওকে শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য করল। কৃষ্ণ ওবেরয় বুক স্টোরে পড়ার মত কিছু কিনতে গিয়েছিল সুসু। সেখানে দু'জনের দেখা হয়ে গেল। ওকে দেখে গা জ্বালানো হাসি ফুটল মহিলার মুখে। কিছু জিজ্ঞেস না করতেই বলল, 'আমি রাধিকার পড়ার জন্য কিছু পত্রিকা-ম্যাগাজিন কিনতে এসেছিলাম। তুমি তো জানোই ও এখন জয়ের স্টুডিওতে আছে। জানো না?'

সুসু কথা না বলে নিজের কাজ করে যেতে লাগল। কিন্তু মঙ্গলা ওর পিছু লেগে থাকল, জয়-রাধিকার সমস্ত কথা ওকে না শুনিয়ে ছাড়বেই না। 'পত্রিকায় জয়ের চিন্না ভিড়ু সম্পর্কে একটা লেখা ছাপা হয়েছে দেখেছ তুমি?' সুসু আরেকদিক ঘুরে দাঁড়াতে ডক্টরও ঘুরে তার সামনে গিয়ে দাঁত বের করে হাসল। 'চিন্না ভিড়ু শব্দের অর্থ জানো? দ্বিতীয় বউয়ের সংসার। সবাই জানে, জয় তোমাকে বিয়ে করায় রাধিকার কপাল পুড়েছে। নইলে এক সময় সবাই ওকে মিসেস জয় কুমার রেড্ডি বলে ডাকত।'

আর সহ্য করতে না পেরে গাড়িতে উঠে পড়ল ও, এক কথায় পালিয়ে এল মঙ্গলার আওতা থেকে। সে রাতে অনেকদিন পর মায়ের কথা ভেবে কাঁদল। এখানকার সবাই, সবকিছুর সঙ্গে জয়ের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে বুঝতে পেরে ওর একাকীত্ব আরও বেড়ে গেল। তারওপর সবচেয়ে আপন মানুষ হঠাৎ করে ওর জীবন থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় মায়ের কথাই বেশি বেশি মনে পড়তে লাগল ওর। কিন্তু সে যখন নেই, তখন রামা পণ্ডিত ছাড়া আর কার কাছে যাবে ও?

'অবশ্যই তুমি মুম্বাই আসতে পারো, কিন্তু ডাক্তারের সাথে কথা বলে নিয়েছ?' আঙ্কিতের মা জিজ্ঞেস করল। তার গলার স্বরে উদ্বেগ টের পেয়ে চোখে পানি এসে গেল ওর। 'কি বলে সে? এই অবস্থায় তোমার ভ্রমণে কোন অসুবিধা নেই তো?'

'এখানে আমাকে সে পরামর্শ দেয়ার কেউ নেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও। 'এই জন্যেই মুম্বাই আসতে চাই। আমার জন্যে আপনাদের কাছের কোন হোটেলে রুম বুক করে রাখবেন?'

'নিশ্চয়ই! জয় আসছে তো?'

'জয় যদি আমার সাথে থাকত, তাহলে আমার হায়দ্রাবাদ ছাড়ার দরকার হতো না, আন্টি।' রামা পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলল ভেতরে কোন ব্যাপার আছে, তাই আর কোন প্রশ্ন না করে বলল, 'ঠিক আছে।

তুমি পরের ফ্লাইটে চলে এসো। কিন্তু হোটেলে ওঠার দরকার কি? তুমি আমার মেয়ের মত, আমার বাড়িতে উঠতে অসুবিধা কোথায়?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও। অন্তত এই মুহূর্তে কিছু ব্যাখ্যা করতে হলো না বলে কৃতজ্ঞ বোধ করল। লাউড স্পীকারে ওদের প্লেন ছাড়ার ঘোষণা শুনে দুঃখে বুক ভেঙে যাওয়ার অবস্থা হলেও নিজেকে সামলে রেখে ভেঙ্কি ও তার ন্যানিকে নিয়ে দ্রুত এয়ারক্র্যাফটের দিকে চলল ও। ঝাপ্‌সা চোখে ভাবছে, এই সেই টারম্যাক যেখানে ওর বিদায়ের সময় অথবা বাইরে থেকে আসার সময় প্রতিবার হাজির থাকত জয়।

তিন বছর আগে এই টারম্যাকেই না জয় ওর কানে কানে বলেছিল, "যত কিছুই ঘটুক, সব সময় মনে রাখবে আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি? আজীবন ভালোবেসে যাব"? লোকটার কাছে ভালবাসা নিশ্চয়ই ক্ষণিকের কিছু হবে, ভাবল ও। হঠাৎ করে তিন বছরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইতি টেনে সে কি রাধিকাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি? ও নিজে তার 'ভালবাসার' ২য় পাত্রী, কথাটা মনে পড়তে খুব অপমানিত মনে হলো সুসুর।

'সুস! ভাগ্য ভাল এখনও প্লেন টেক-অফ করেনি,' জয়ের গলা শুনে দ্রুত পিছন ফিরে তাকাল ও, পরপর দু'টো বিট্ মিস্ করল হার্ট। ভেঙ্কি তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার ছেড়েই দু'হাত বাড়িয়ে ড্যাডির দিকে ছুটে গেল। জয় ছেলেকে বুকের সঙ্গে জাপ্‌টে ধরে সুসুর সামনে এসে দাঁড়াল। 'ফ্লাইট ছেড়ে গেছে ভেবে আমি খুব চিন্তায় ছিলাম,' মৃদু গলায় বলল। 'নিজেদের দিকে খেয়াল রেখো। আমি কথা দিচ্ছি, এদিকের সবকিছু খুব শীঘ্রি ঠিক হয়ে যাবে। আর একটা কথা মনে রাখবে, আমি তোমাকে ভালোবাসি। সারা জীবন ভালোবেসে যাব।'

সুসু ওর চোখে আবার সেই অস্বস্তির ছায়া দেখল। 'বাই, জয়!' ছেলেও হাত নাড়ল। 'বাই, ড্যাডি!'

ত্রিশ

সুসুকে ভালমত পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হতে পারা তো দূরের কথা, বরং শঙ্কিত হলো রামা পণ্ডিত। ভয়ঙ্কর মানসিক চাপ, খাওয়া-দাওয়ায় অনাগ্রহ আর কান্নাকাটির ফল ওর জন্য ভাল হচ্ছে না বুঝতে পেরে নিজেও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সে। জয় এর মধ্যে টেলিফোনে স্ত্রীর বাচ্চা নষ্ট করার পরামর্শ দিয়ে পরস্থিতি আরও জটিল করে তুলল।

'আমার মনে হয় এর মধ্যে জটিল আর কোন ব্যাপার আছে যা তুমি আমার কাছে স্বীকার করছ না। ঠিক, জয়?' একটু কড়া গলায় বলল সে।

'ঠিক। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সবার ভালোর জন্যেই কাজটা আপনাকে করতে বলছি আমি,' জয় ব্যগ্র কণ্ঠে বলল। 'পরে যত খুশি বাচ্চা নিতে পারবে ও, কিন্তু এখন না।'

'আমার মনে হয় এটা একজন গর্ভবতীকে তার বাচ্চা নষ্ট করতে বলার উপযুক্ত ব্যাখ্যা হলো না, জয়,' মুখের ওপর বলে বসল ডক্টর। 'সে যাই হোক, সুসুর অবস্থা ভালো মনে হয়নি আমার। এই সময়ে তোমার ওর পাশে থাকা উচিত ছিল।'

সেদিন সন্ধ্যায় বড় এক তোড়া লাল গোলাপ এবং একটা নোট পেল সুসু। তাতে লেখা: আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, সুইটহার্ট। আমি তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি। আর কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকো। আই লাভ ইউ। জয়।' একই রাতে একটা ফোন এল ওর নামে। অজ্ঞাত কলার জানাল, জয় রাধিকাকে নিয়ে লন্ডন চলে গেছে।

ওর এমন শারীরিক অবস্থায় জয় ওকে ছেড়ে চলে গেছে ভাবতে কষ্টে বুক ফেটে যেত চাইল সুসুর। কাউকে মন দিয়ে ভালবাসলে এত কষ্ট হয় কেন? আরও আগেই কেন বালাকে বিশ্বাস করিনি আমি? বারবার সতর্ক করার পরও কেন লোকটার কথা কানে তুললাম না? নিজেকে ক্রমাগত প্রশ্ন করে চলল ও। বুক ভেসে যেতে লাগল চোখের পানিতে। পরদিন থেকে ডক্টর পণ্ডিতের চেম্বারে জয়ের ইচ্ছার বিরোধী কাজ শুরু

হলো। বাচ্চার অবস্থা নাজুক দেখে সেটাকে রক্ষার জন্য দু'পা বাঁধ হলো সুসুর, উঁচু করে বেঁধে ট্র্যাকশন দেয়া। 'সরি, সুসু। এখন তোমাকে মন শক্ত করতে হবে। সাহসী হতে হবে।'

কিন্তু লাভ হলো না, পরদিন সকালে নবম সপ্তাহে পড়া বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেল। সে জন্য সুসু জয়কেই সম্পূর্ণ দায়ী করল। 'মিসক্যারিজের ধাক্কা কাটতে স্বাভাবিকভাবে চার সপ্তাহ লাগে,' জয় কয়েকদিন পর লন্ডন থেকে ফোন করতে রামা পণ্ডিত জানাল। 'কিন্তু আমি সুস্মিতাকে নিয়ে চিন্তায় আছি। ও মনে হয় সুস্থ হতে চায় না। এক সপ্তাহ আগে মিসক্যারিজ হয়েছে, অথচ এখনও ওর কান্নাই থামছে না।

আরও কয়েকদিন পর সুসুর কান্না থামল। ডক্টর পণ্ডিতের ঘাড়ে চেপে না থেকে আর কি করা যায় ভাবতে লাগল সে। অন্যদিকে ওর সারাক্ষণ গোমড়া মুখের উপস্থিতি বেচারা আঙ্কিতের জন্যও সমস্যা হয়ে উঠেছে। প্রথমদিকে ভেতরের খবর জানত না বলে ওকে হাসাবার অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করেছে সে, এখন আর করে না। কাছেও আসে না, দূরে দূরে থাকে।

প্রকাশ না করলেও এক সময় মনে মনে সুসুকে ভালবাসত সে, অনেক স্বপ্ন দেখত ওকে নিয়ে। তিন বছর আগে সে সব চুকেবুকে গেছে, কাউকে কিছু টের পেতে দেয়নি আঙ্কিত পণ্ডিত। কিন্তু ওর এই অবস্থা সহ্য করতে পারছে না সে। ওদের বাড়িতে ভূতের মত নিঃশব্দে হেঁটে বেড়ানো স্লথ গতির মেয়েটা সেই সুসু, বিশ্বাস করতে পারছে না। এই সেই ঝলমলে মেয়ে, এক সময় যার কথা সে শয়নে-স্বপনে-নিশি জাগরণে ভাবত, মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। তাই ইদানীং দূরে দূরে থাকতে শুরু করেছে সে। বাড়ি আসে না।

ব্যাপারটা সুসু খেয়াল করেছে, তাই ঠিক করেছে এবার ওর নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠবে। 'আমি এখন থেকে একাই চলব ঠিক করেছি, আন্টি,' একদিন রাতে জানাল ও। 'নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠব। ছেলেকেও একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করাতে হবে।'

'ঠিক আছে, কিন্তু এত তাড়াহুড়ো করে কেন? তুমি আমার মেয়ের মত, এখানে আরও ক'দিন থেকে গেলে অসুবিধা কোথায়? তাছাড়া ভেঙ্কিকে এখনই স্কুলে দেবে কি, সবে তো দু'বছর হলো ওর!' হাসল রামা পণ্ডিত। 'তাছাড়া নতুন ফ্ল্যাটে ওঠার আগে ওটাকে ধোয়ামোছা করতে হবে না? তাছাড়া আমার ফ্ল্যাট ছাড়ার আগে আমি তোমার মুখে

আগের সেই প্রাণখোলা হাসি দেখতে চাই।' পরেরবার জয় যখন ফোন করল, গলার স্বর পরাজিতের মত শোনাল। 'আমি খুব শীঘ্রি দেশে ফিরছি, সুস। তুমি থাকবে তো ওখানে?'

'না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ও।

'রাধিকা মারা গেছে। কাল রাতে।'

'তোমার মত একজন ওস্তাদ নার্স থাকতে মরে গেল?' তিক্ত শোনাল সুসুর গলা। জয় বলল, 'মেয়েটা মরে গেছে, সুসু। কোন মৃতকে নিয়ে এভাবে না বললেও পারতে।'

'আমাদের বাচ্চাটাও মারা গেছে, মিস্টার রেড্ডি,' কড়া গলায় বলে রিসিভার রামা পণ্ডিতের হাতে তুলে দিল ও। দু'দিন পর আবার ফোন করল জয়। এবার গলা অন্যরকম লাগল। বেশ খুশি খুশি।

'সুস, আমি দু'দিন পর দেশে ফিরছি। তুমি আসবে? প্রতিজ্ঞা করছি, আবার সব আগের মত হয়ে যাবে।'

'ঠাট্টা করছ?' বাঁকা গলায় বলল সুসু। 'আমি আর কখনও যাচ্ছি না ওখানে। আর কখনও ওই ভুল করছি না। থ্যাঙ্ক ইউ।'

কয়েকদিন পর রাজ ফোন করল। 'কাজটা ঠিক হলো না, সুসু,' বলে হাসল সে। 'আমি আমার ভাইপোর সাথে খেলব বলে দেশে আসতে চাচ্ছি, অথচ শুনলাম তুমি নাকি দেশে নেই।'

'ওটা আর আমার দেশ নেই, রাজ,' সুসু বলল। 'সত্যি যদি ওর সাথে খেলতে চাও, মুম্বাই চলে এসো। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।'

রাজ গম্ভীর হয়ে উঠল। 'এটাও ঠিক কাজ হলো না। তোমার জন্যে একদিন দেশে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম, আর আজ তুমিই কি না বলছ ওটা তোমার দেশ না?'

'বলছি, রাজ। কারণটা তোমার ভাইকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবে। আর আমার মন বদলায়নি, বদলেছে তার মন।'

কোনমতেই ওকে টলাতে না পেরে ফোন রেখে দিল রাজ। রামা পণ্ডিতের পরিবারের হাসিখুশি পরিবেশে থেকে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এল সুসু, পুরোটা নয় যদিও। দেহের শক্তি ফিরলেও মনের চাপ আগের চেয়ে দিন দিন বাড়তে লাগল। ওদিকে রাধিকার শেষকৃত্য সেরে দেশে ফিরেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল জয়। ওর লেটেস্ট ছবি মুক্তি পাওয়ার কথা ফেব্রুয়ারি মাসে, অথচ কাজ তখনও অনেক বাকি। ওর স্টুডিও কখনও নির্দিষ্ট দিনে ছবি মুক্তি দিতে ব্যর্থ হয়নি, এবারও যাতে সে সুনাম বজায়

থাকে, তার জন্য দিন-রাত পাগলের মত কাজ করে যেতে লাগল জয়। তবে সুসুর কানে খবর এল, প্রতিদিন গাধার মত খাটলেও রাতে বাড়ি ফিরে ঘুমায় সে।

এবার হায়দ্রাবাদ ফিরে একদিনের জন্যও স্টুডিওতে ঘুমায়নি সে। তারচেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, যত কাজই থাকুক না কেন, একদিন পরপর স্ত্রীর জন্য লাল গোলাপের বাস্কেট মুম্বাই পাঠাতে থাকল সে। প্রতিবার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত মেসেজ থাকে: 'ফিরে এসো, সুইটহার্ট। কেয়ামত পর্যন্ত তোমাকে ভালবেসে যাব। জয়', 'তোমার এবং ভেঙ্কির অভাব বোধ করছি। জয়', বা এরকম অসংখ্য মেসেজ।

একটারও উত্তর দেয়ার দরকার মনে করল না সুসু। হায়দ্রাবাদে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারে না ও, যেখানে দুর্বোধ্য চরিত্রের একজন মানুষ ছাড়া আর কেউ নেই। অথচ মুম্বাইতে বন্ধুর কোন অভাব নেই। এখানে মায়ের মত রামা পণ্ডিত আছে, কলেজের বন্ধু আবদুল, প্রদীপ, প্রেমা, স্মিতা লাডাভয় আছে। এদের ছেড়ে কোথায় যাবে ও? কেন যাবে?

কিন্তু জয়ও হাল ছাড়ার বান্দা নয়। ক'দিন পর আবার ফোন করল ও। 'সুস, পরের ফ্লাইটে লন্ডন চলে এসো,' বলল ও। 'আমি তোমার সাথে সেখানে দেখা করব। আসবে?'

'আমি লন্ডনে যাব,' কাটা কাটা জবাব দিল সুসু। 'যখন তুমি তার ধারেকাছে থাকবে না।'

'ঠিক আছে,' হতাশ শোনাল জয়ের গলা। 'আমি তাহলে যাচ্ছি না। কিন্তু শিব আর ব্যাবস্ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ওদের দুই মেয়ে এখন পুরোপুরি সুস্থ। ওরা তোমাদের অপেক্ষায় আছে। আমাদের ফার্ম হাউসও রেডি। যেখানে খুশি উঠতে পারো।'

সুসু যে পরিমাণ মানসিক চাপের মধ্যে আছে, রামা পণ্ডিতের ধারণা তাতে যে কোন মুহূর্তে ওর নার্ভাস ব্রেকডাউন ঘটে যেতে পারে। তাই তার পরামর্শেই জয় একদিন, দু'দিন পরপর সুসুকে ফোন করতে লাগল। প্রায় রাতেই ডক্টরের সঙ্গেও গোপনে আলাপ হয়।

'ওর ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না, জয়। এই দেখি একা একা নতুন জীবন শুরু করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পরক্ষণে দেখি আড়ালে বসে কাঁদছে। অনিশ্চিত। এখন ওকে পাগল হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর একটাই উপায় আছে, জয়। সুসুকে বোঝানো যে, তুমি এখনও ওকে

আগের মতই ভালোবাসো। কিন্তু কাজটা কঠিন হবে মনে রেখো। কঠিন আর বিরক্তিকর। কখনও কখনও তোমার ইচ্ছা হবে ওকে গলা টিপে মেরে ফেলতে। কাজেই ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে তোমাকে।'

রিচার্ড আর লায়নেলও একই কথা বলল। ব্যাবসের ওখানে সুসুকে দেখে প্রচণ্ড আঘাত পেল তারা। সেই অপূর্ব সুন্দর, দিপ্তীময় সুস্মিতা শুকিয়ে এত পাণ্ডুর, রংহীন হয়ে পড়েছে, বিশ্বাস করতে পারছিল না কেউ। ওর সেই প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল দুই চোখের আলো নিভু নিভু হয়ে এসেছে। আগের মত সারাক্ষণ হাসা দূরে থাক, হাসি কাকে বলে সেটাই ভুলে গেছে মেয়েটা। জয় এবং ওদের বিয়ের প্রসঙ্গ বাদ রেখে অনেকভাবে ওর সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করা হলো, কাজ হলো না।

কথা বলার মত এনার্জিও হারিয়ে ফেলেছে সুসু। কখনও ভাইয়ের অ্যাপার্টমেন্টে, কখনও জয়ের কিনে দেয়া অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। বাড়ির মধ্যে অনবরত হেঁটে বেড়ায়, সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে এই দেখা যায় ভেঙ্কিকে ধমকাচ্ছে, পরক্ষণে ডুকরে কাঁদছে। তবে ও যাতে কখনও একা না থাকে, সেদিকে শিব ও ব্যাবসের কড়া নজর।

একদিন সকালে উইকএন্ডের বাজার করতে সুসুকে নিয়ে সেফওয়েতে এল ব্যাবস্। ভেঙ্কিও থাকল ওদের সঙ্গে। মার্কেটে পৌঁছে ব্যাবস্ ট্রলি নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে, এটা-ওটা তুলে নিচ্ছে, ওদিকে সদাব্যস্ত ভেঙ্কি ন্যানির হাত ছাড়িয়ে একবার দৌড়ে এদিকে যায়, একবার ওদিকে। যা দেখে, তাতেই খুশিতে চিৎকার করে।

ওকে হঠাৎ 'ড্যাডি!' বলে চেঁচিয়ে উঠতে শুনে চমকে উঠে ঘুরে তাকাল সুসু। দেখল হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে জয়। ভেঙ্কি দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে তার দিকে। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। জয় ওকে কোলে তুলে নিতে একনাগাড়ে বলতে লাগল, 'ড্যাডি, ওই দেখো মাম্মি, ব্যাবস আন্টি। আমাকে চকলেট কিনে দাও।'

ছেলেকে আদর করে নামিয়ে দিল জয়। ওর হাতে একটা লাল গোলাপ দিয়ে বলল, 'এটা মাম্মিকে দিয়ে বলো, সে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে।' যেন কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এমন ব্যস্ত ভঙ্গিতে সুসুর কাছে দৌড়ে এল ভেঙ্কি। ফুল ওর হাতে দিয়ে বলল, 'মাম্মি, বিউটিফুল গার্ল।'

ছেলেকে ধন্যবাদ জানিয়ে কোলে নিতে চেষ্টা করল ও, কিন্তু ভেঙ্কি ড্রাগনের মত মোড়ামুড়ি করে নেমে গেল। এক দৌড়ে বাবার কাছে চলে

গেল। জয় পায়ে পায়ে স্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়াল। এক হাত হালকাভাবে ওর কাঁধে রেখে বলল, 'হাই। তুমি পৃথিবীর সবচে' সুন্দরী মেয়ে।'

সুসু না শোনার ভান করে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'লন্ডন কখন এসেছ তুমি?'

'একটু আগে। শিবের দুই মেয়ে বলল তোমাদেরকে কোথায় পাওয়া যাবে,' শ্রাগ করল সে। 'তাই দেরি না করে চলে এলাম।' অনেকদিন পর বাবাকে পেয়ে ছোট্ট ভেঙ্কির আনন্দ আর ধরে না, তার হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিল ও। তাকে নিয়ে ঘুরতে হবে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। সুসুও ওদের সঙ্গে থাকল, কিন্তু একটু দূরে দূরে। ওর মনের যে অবস্থা, তাতে জয়কে দেখে রাস্তার মধ্যে বাড়াবাড়ি করে বসা অস্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধ তা থেকে বিরত রাখল ওকে।

অবশ্য ওর এটাও জানা নেই যে মেডিক্যাল এক্সপার্টরা জয়কে পরামর্শ দিয়েছে সুসুকে যত বেশি সম্ভব সঙ্গ দিতে। তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে যে তার জয় আবার তার জীবনে ফিরে এসেছে।

'ওকে দেখে বিশ্বাসই হচ্ছিল না ওর এই অবস্থার জন্য আমি দায়ী,' পরে শিব-ব্যাবসের সামনে স্বীকার করেছে জয়। সকালে সুসুকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারেনি ও। যখন পেরেছে তখন বিশ্বাস করতে পারেনি আরেকটু হলে তার সুস সত্যি সত্যি শেষ হয়ে যাচ্ছিল।

'এবং এই অবস্থা ওকে উম্মাদে পরিণত করতে পারত,' সে রাতে রিচার্ড ও লায়নেল আবার সতর্ক করল জয়কে। 'তোমার সরে যাওয়া এবং মিসক্যারিজ, একসঙ্গে দুই ধাক্কা সামলাতে পারছিল না সুসু। তোমার কি মনে হয়, এই পরিস্থিতি একা সামাল দিতে পারার মত মনের অবস্থা আছে তোমার? সে ধৈর্য আছে?'

'আছে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল জয়।

'কাজটা সহজ হবে না, মনে রেখো,' রিচার্ড ওকে সতর্ক করে দিল। 'সুসুর সঙ্গে থাকতে অসুবিধা নেই, কিন্তু ওকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে তোমাকে। তুমি ওর সঙ্গ দিচ্ছ, এই নিরাপত্তাবোধটুকু সুসুর দরকার, কিন্তু কোনরকম খবরদারী নয়। ওর মেজাজ কখন কেমন থাকবে, তা-ও আগে থেকে বোঝার উপায় থাকবে না। এই মুহূর্তে একদম স্বাভাবিক আছে, পরক্ষণে হয়তো হাতাহাতি বাধিয়ে দেবে। আবার ভালো করে ভেবে দেখো। পারবে?'

'পারব,' প্রতিজ্ঞার সুর ধ্বনিত হলো ওর কণ্ঠে। 'আবার সুসুকে আগের মত করে তুলব আমি। তোমাদেরকে ওর অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত খবর দিতে থাকব।'

ওদিকে সুসুকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়াতে ওপরতলায় নিয়ে গিয়েছিল ব্যাবস্। ততক্ষণে জয়ের হঠাৎ করে লন্ডন উপস্থিতির চমক ওর কেটে গেছে। 'নিজেকে কি মনে করে লোকটা?' ভাবীকে বলল সে। 'মানুষের জীবন নিয়ে ইচ্ছামত খেলা করার অধিকার আছে তার? মিস্টার রেডিড হয়তো এখন ফিরে আসার মুডে আছে, কিন্তু আমার বাচ্চাটা যে মরে গেল, তার কি হবে?' নীরবে কাঁদতে লাগল সুসু।

'ও আমাদের বিচ্ছেদ চায়, ব্যাবস্। সেটেলমেন্টের কথা বলেছে। ডক্টর মঙ্গলাকে একদিন বলছিল, তার বিয়ে করা ঠিক হয়নি।' বলতে বলতে প্রায় হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার অবস্থা হলো ওর। 'তাছাড়া আমাকে প্রেগনেন্ট অবস্থায় রেখে লোকটা চলে গিয়েছিল, জানো? ও আমার বাচ্চার মৃত্যুর জন্যে দায়ী। ওকে কি ভাবে ক্ষমা করি?'

স্বামীর বিরুদ্ধে ননদের এতসব অভিযোগ শুনে ব্যাবস্ চিন্তায় পড়ে গেল। 'শান্ত হও, সুসু। ভালো করে ভেবে দেখো ও তোমাদের সেটেলমেন্ট সম্পর্কে কি কি বলেছিল। তার মধ্যে ডিভোর্সের প্রসঙ্গ ছিল, নাকি তোমার বোঝায় কোন ভুল হয়েছে?'

'কোন ভুল হয়নি,' মাথা নাড়ল সুসু, তবে গলার তেজ কিছুটা কমেছে মনে হলো ব্যাবসের। 'নইলে আমাকে ছেড়ে অন্য এক মেয়েছেলের সাথে থাকতে চলে গেল কেন? আমাকে বাচ্চা নষ্ট করতে বলেছিল কেন?'

'কি যেন মিলছে না,' সে বলল। 'তুমি এখানে আসার পর জয় বারবার আমাদেরকে ফোন করে তোমার আর ভেঙ্কির ওপর নজর রাখতে বলেছে। তাছাড়া তুমি আসছ বলে লোক পাঠিয়ে জয়ই তোমার অ্যাপার্টমেন্ট পরিষ্কার করিয়েছে। মনে হয় তোমার কোন ভুল হচ্ছে।'

অবাক হতে দেখা গেল ওকে। 'সত্যি? কি জানি, ওকে ঠিকমত বুঝতে পারি না আমি। কিন্তু আমার ব্যাপারে ওর যদি এতই মাথাব্যথা, তাহলে ওর সঙ্গ যখন আমার বেশি দরকার ছিল, তখনই আমাকে ফেলে চলে গেল কেন? পণ্ডিত আন্টিকে বাচ্চা নষ্ট করে দিতে বলল কেন?'

একটু পর ওর রাগ কমতে ব্যাবস্ বলল, 'জয় রাতে এখানে থাকবে? নাকি আর কোথাও যেতে বলব?'

'এটা ওর অ্যাপার্টমেন্ট। ইচ্ছা হলে এখানেই থাকতে পারে।'

রাতে যতবার ঘুম ভাঙল, ততবার অল্প ওয়াটের আলোয় চোখের সামনে একটা প্রিয় মুখ দেখতে পেল সুসু। পাশে আধশোয়া হয়ে ওর চুলে পরম আদরে পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে।

একত্রিশ

'গুড মর্নিং,' ঘুম ভাঙতে বিছানায় উঠে বসল সুসু, জয়কে ফিটফাট অবস্থায় দেখে মৃদু হাসল। 'কোথায় যাচ্ছ?'

'কোথাও না, সুইটহার্ট,' কাছে এসে ওর গালে চুমো দিল সে। 'ওয়ার সেরে এলাম এইমাত্র। কফি খাবে?'

'আমি বানাচ্ছি কফি।'

'বেশ,' জয় দরজার দিকে পা বাড়াল। 'আমি তাহলে ভেঙ্কিকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি।'

'মানে?' এদিক-ওদিক তাকাল সুসু। 'ও কোথায়?'

'রাতে ব্যাবস্ ওকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।'

'না, জয়!' হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে উঠল সুসু, চোখ বড় বড় করে বলল, 'আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না তুমি

ওর অবস্থা দেখে দরজার কাছ থেকে ছুটে ফিরে এল সে, শক্ত করে সুসুকে জড়িয়ে ধরল। 'ঠিক আছে, সুস। ভয় নেই, আমি যাচ্ছি না।'

বেশ কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল ও, জয়কে ছেড়ে দিয়ে বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল, 'আমি দুঃখিত। তুমি যেখানে খুশি যেতে পারো।'

ওর এই পরিবর্তনে জয় কিছু মনে করল না। ডাক্তাররা এ ব্যাপারে ওকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছে। কাছে গিয়ে সুসুর ঠোঁটে অনেকক্ষণ ধরে চুমো দিয়ে বলল, 'আমার চুমো তোমাকে কিছু বলে, সুইটহার্ট? বলে না, তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না আমি? বলে না, আমি তোমাকে অনেক, অনেক ভালোবসি?'

'না।' বিষণ্ন চেহারায় মাথা নাড়ল সুসু। 'শুধু বলে, আমাকে বারবার দুঃখ দেয়ার ক্ষমতা এখনও আছে তোমার।'

ওকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রাখল জয়। 'সুস। আজকের দিনটার জন্যে আমরা বন্ধু হতে পারি না? আজ শিব আর ব্যাবসের

অ্যানিভার্সারি। কিন্তু আমাদের কথা ভেবে ওরা পার্টির আয়োজন করতে ভরসা পায়নি। আমি ভাবছি, আমরা দু'জন লায়লা-মিতালীর ভার নিলে ওরা সন্ধ্যার পরে কোথাও গিয়ে বেড়িয়ে আসতে পারে।'

'গড্, আমি তো কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম,' সুসু বলল। 'অবশ্যই, অবশ্যই! আজ আমরাও ওদেরকে নিয়ে বাইরে কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসতে পারি। পিজজা খেতে গেলে কেমন হয়? অনেকদিন হয়েছে ভালো কিছু খাই না আমি।'

'না, জয়!' একযোগে প্রতিবাদ জানাল শিব ও ব্যাব্‌সের যমজ মেয়ে লায়লা ও মিতালী পোশাকী আঙ্কেল বা আন্টি বাদ দিয়ে আপনজনদেরকে শুধু নাম ধরে ডাকতে অভ্যস্ত ওরা। 'তুমি টিজিআইএফ নিয়ে যাবে কথা দিয়েছ আমাদেরকে।'

'ওকে, টিজিআইএফ,' জয় হাসল। 'ওখানেও পিজজা আছে।'

সুসু-জয়ের সন্ধি রাত পর্যন্ত বহাল থাকল। দিনভর অনেকটাই আগের মত আচরণ করল সুসু। কিন্তু জয় বন্ড স্ট্রীটে যাবে ঘোষণা করামাত্র ভেটো দিয়ে বসল ও, চেহারা বদলে যেত শুরু করল। ওই রাস্তা তাদের দু'জনের অনেক মধুর স্মৃতি আছে, সেখানে যেতে চায় না। 'ঠিক আছে, ওর মনের কথা টের পেয়ে জয় বলল। 'তাহলে নাইটস্‌ব্রিজ? আমার মনে হয় হ্যারড'স-এ নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাবে।'

বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে জয় স্ত্রীর কাঁধে এক হাত তুলে দিয়ে ঘনিষ্ঠ হবে বসল। 'আজকের দিনটা বিশেষ দিন। কেন, বলো দেখি!' ও কোন উত্তর দিল না দেখে জয় আবার বলল, 'তিন বছর আগের এই দিনে পৃথিবীর সেরা সুন্দরীর সাথে আমার পরিচয় হয় এবং ...

'এবং তার আড়াই বছর পর তুমি তার কাছ থেকে দূরে সরে যাও,' জয়ের হয়ে বক্তব্য শেষ করল সুসু

জয় প্রতিবাদ জানাতে গিয়েও চেপে গেল। বুঝল দুই ডাক্তার কেন ওকে বারবার করে সতর্ক করেছিল কাজটা সহজ হবে না বলে। বাসায় ফিরে ওকে দুধের সঙ্গে ট্রাঙ্কুইলাইজার খাওয়াল জয়। কিছুদিন নিয়মিত ওই জিনিস খাওয়াতে হবে, বলে দিয়েছে তারা। অল্প মাত্রায় অবশ্য। তাতে নেশা হওয়ার ভয় থাকবে না। পরদিন সকালে জয় ওকে চোখ কুঁচকে ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল। কিছু ভাবছে।

'জয়, এই সপ্তাহে না তোমার ছবি রিলিজ হওয়ার কথা ছিল?' জিজ্ঞেস করল ও। রাতে টানা ঘুম সতেজ, তরতাজা করে তুলেছে ওকে।

জয়ের মুখে হাসি ফুটল। 'যাক, মনে পড়েছে তাহলে? হ্যাঁ, মুক্তি পেয়েছে ছবি।'

'তাহলে তুমি এখানে কি করছ? এখন তোমার স্টুডিওতে থাকা উচিত ছিল না?' স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সুসু।

'না,' জয় দ্রুত জবাব দিল। 'আমার কাছে তার চেয়ে জরুরি কাজ হচ্ছে আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।'

'কিন্তু আমি আর কখনও ওখানে যাচ্ছি না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল সুসু। ওর চাউনি ঘোলাটে হয়ে উঠতে শুরু করেছে। বোঝা যাচ্ছে আবার মানসিক চাপে পড়েছে।

'ভালো কথা, তাহলে আমিও যাচ্ছি না,' জয়ও একই কণ্ঠে বলল।

'জয়, হায়দ্রাবাদের কথা মনে হলে আমার খুব ভয় করে মঙ্গলা আর অন্যদের চাউনি যেন কেমন!' গলা কেঁপে গেল। জয় বুঝতে পারছে, ওকে কাছে পেতে চায় সে, একই সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যেতে প্রচণ্ড ভয়ও পায়। লাঞ্চের কিছুক্ষণ আগে ব্যাবসের খোঁজে কিচেনে এসে ঢুকল সুসু। 'ও যেমন আমাকে আঘাত দিয়েছে, আমারও ওকে সেরকম আঘাত দিতে ইচ্ছা করে, স্বীকার করল ও। 'কিন্তু কিভাবে দেব বুঝতে পারছি না।

'এইভাবে তোমরা একজন অন্যজনকে আঘাত দিতে থাকলে সমস্যা মিটবে কি করে, সুসু?' ব্যাবস্ ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'শোনো, যথেষ্ট হয়েছে। এবার সত্যের মুখোমুখি হও। জয় তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ নিয়ে ওর সাথে সরাসরি কথা বলো না কেন? পরস্পরকে আঘাত করে কোথাও পৌঁছতে পারবে না তোমরা। তারচে' বরং সরাসরি জয়কে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, ও কেন তোমার সাথে এরকম করল?'

সুসুও জয়ের সঙ্গে একটা শো-ডাউনের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল, ভাবীর কথায় সাহস বেড়ে গেল। রাতে ধরল ওকে।

বত্রিশ

ভাবসাব দেখে জয়ও বুঝতে পারছিল একটা ঝড় আসন্ন। কোনরকম পূর্বাভাস ছাড়াই যে কোন সময় আসবে। হলোও তাই। সে রাতে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কাপড় ছেড়ে কোকোর গ্লাস নিয়ে বসেছে জয়, এমন সময় শুরু করে দিল সুসু।

'জয়, সবাই বলে এক হাতে কখনও তালি বাজে না, ওর চোখে চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সে চাউনিতে অস্বস্তি। 'গত কিছুদিন ধরে আমি নিজেকে বারেবারে প্রশ্ন করেছি, কোথায় আমার ভুল হলো? কেন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে?'

'তোমার কোন ভুল হয়নি, সুসু, গলা শান্ত রেখে বলল জয়। সে-ও সরাসরি তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওর কাঁধে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর আমিও তোমাকে ফেলে কোথাও চলে যাইনি।'

রেগে উঠল সুসু। 'কেন এখনও মিথ্যে কথা বলছ?' ঝট্‌কা মেরে ওর হাত সরিয়ে দিল।

'আমি মিথ্যে কথা বলছি না,' দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল জয়। 'কখনও বলি না। আগেও বলিনি, এখনও বলছি না।'

'তাহলে সত্যি কথাটাই বলো, রাধিকার কাছে কেন ফিরে গিয়েছিলে তুমি? রাধিকা তোমার এতই প্রিয়?

ধৈর্য হারানো নিষেধ আছে, তাই একটু একটু রাগ হলেও চেপে গেল জয়। 'আমাদের স্টুডিওর প্রতি ওর অনেক অবদান আছে। আমাদের স্টুডিওতেই ওর ক্যারিয়ার শুরু হয়। আমাদের ব্যানারে কম করেও আধ ডজন ছবি করেছে ও।'

'ওসব থাক,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ও। 'আমি জানতে চাই রাধিকার ওপর তোমার বিশেষ কোনও টান আছে কি না। মঙ্গলা বলেছে, আগে তাকে মিসেস জয় কুমার বলে ডাকা হতো এবং আমি নাকি তোমাদের দু'জনের মাঝে গিয়ে পড়েছি। বিয়ের আগে তোমাকে তো আমি ঠিকমত

চিনতামই না। তাহলে "তোমাদের মাঝে গিয়ে পড়ার" কথা ওঠে কিভাবে? মঙ্গলা এ কথা কেন বলেছে?'

'হাতের কাছে পেলে এমন একটা বাজে কথা বলার জন্যে মঙ্গলাকে আমি গলা টিপে মারতাম,' জয় দাঁত কিড়মিড় করে বলল। 'মহিলা আমার চেয়ে রাধিকার প্রতি এত বেশি অনুগত কেন বুঝতে পারছি না, তোমাকে এসব ফালতু কথা কেন বলেছে তা-ও না। রাধিকা স্টুডিও থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ওকেও কেন যে বের করে দিলাম না! বড় ভুল করে ফেলেছি ওকে থাকতে দিয়ে।'

'কিন্তু মঙ্গলা আরও বলেছে তুমি আর রাধিকা এক সময়ে স্টুডিওতে স্বামী-স্ত্রীর মত থাকতে, ঠিক কি না?' জিজ্ঞেস করল সুসু। 'আমি সব সময় ভেবেছি কেন সবাই তোমার সাথে রাধিকাকে জড়িয়ে কথা বলে। আর কোন মেয়ের নাম তো শুনিনি

'সুস, এসব শুনে অনর্থক কেন নিজের কষ্ট বাড়াতে চাও? আমি তো বলেছি সেসব চুকে গেছে।'

'তবু আমি জানতে চাই, জয়,' ওর কণ্ঠে জেদ ফুটল 'আমি জানি আমি তোমার অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করব প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। কিন্তু তা যখন আমার ব্যক্তিগত জীবনকেই কলুষিত করে ফেলেছে, তখন এ প্রশ্নে উত্তর জানার অধিকার আমার আছে

'ওকে, সুস। তাহলে শোনো হ্যাঁ, আমাদের সম্পর্কের শেষের দু'বছর আমি আর রাধিকা একসঙ্গে লিভ-ইন করেছি। সে সম্পর্ক আমাদের বিয়ের দু'বছর আগে খতম হয়ে গেছে, রিমেমবার। আমি রাধিকার অনুরক্ত ছিলাম, কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে আমাদের সেই সম্পর্কের মধ্যে কোন বন্ধন বা ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি ছিল না। কোন পর্যায়েই ওকে কোন প্রতিশ্রুতি দেইনি আমি, ও-ও দেয়নি। ইচ্ছামত আমার কাছে আসা-যাওয়া করার স্বাধীনতা ছিল রাধিকার এবং ও সে স্বাধীনতা পুরোপুরি কাজে লাগত। কিন্তু তা নিয়ে কোন হা-হুতাশ করিনি আমি।

'কিন্তু সুস, রাধিকাকে আমি কখনও বাড়ি নিয়ে যাইনি। আমাদের বাড়িতে এক রাতও কাটায়নি ও। আমাদের শেষ ছবির কাজ চলার সময় আমি ওর জন্যে স্টুডিওর বাইরে থাকার ব্যবস্থা করি, কারণ রাধিকা তখন এমনিতেই বাইরের কাজ বেশি করত। সেবারই প্রথম এবং শেষবারের মত পেশাদার জীবনের সাথে ব্যক্তিগত জীবনকে গুলিয়ে

ফেলি আমি। এই কারণে আমার সাথে আর কোন মেয়েকে নিয়ে কথা হয় না।'

দ্বিধায় পড়ে গেল সুসু। জয়ের মত একজন অধিকার সচেতন মানুষ কি করে তার মেয়েমানুষকে অন্য পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হতে দিল? এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় না, সম্পর্কটাকে ও বেশি গুরুত্ব দিত না? তাহলে দু'জন এতদিন একসঙ্গে থাকল কিসের টানে? কেবলই দৈহিক আকর্ষণে? বিন্দুমাত্র বিশ্বস্ততা ছিল না তার মধ্যে?

'রাধিকার সাথে এতদিন ছিলে, তার মানে নিশ্চয়ই ভালোবাসতে ওকে? মঙ্গলা বলেছে, তুমিই নাকি ওকে মাদ্রাজ থেকে হায়দ্রাবাদ নিয়ে গিয়েছিলে ছবিতে অভিনয় করাতে?'

'ঠিকই শুনেছ তুমি। মাদ্রাজে ওর নাচ দেখেই বুঝেছিলাম সুযোগ পেলে ও খুব বড় মাপের শিল্পী হতে পারবে। তাই নিয়ে আসি ওকে। রাধিকা এক কথায় আমার প্রিয় শিল্পী ছিল। ওর পারফরমেন্সে আমি গর্বিত ছিলাম। আমাদের স্টুডিওর মাধ্যমে পরিচিত হলেও তার নিজেরও যথেষ্ট গুণ ছিল। খুব ব্রাইট মেয়ে ছিল রাধিকা। যাকে বলে অতিরিক্ত ব্রাইট। মাদ্রাজের গুড শেফার্ড'স কনভেন্টে পড়াশুনা করা মেয়ে, ওয়েল স্পোকেন ছিল। বাবা ছিল আর্মির মেজর। মাদ্রাজের নাচের স্কুল কলাক্ষেত্রেও পড়াশুনা করেছে রাধিকা। চমৎকার নাচত।'

সুসুর চোখে পানি জমেছে দেখেও মুছে দেয়ার লক্ষণ দেখা গেল না জয়ের মধ্যে। কাঁদুক ও, মনে মনে ভাবল। কেঁদে বুক হালকা করুক।

'ওকে ভালোবাসতাম কি না জানতে চাইছ?' জয় জিজ্ঞেস করল। 'পছন্দ করতাম তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু দু'জন একসঙ্গে জীবন কাটাব চিন্তা করে কখনও "ভালোবেসেছি", এমন কিছু মনে পড়ে না। আর কে কে ওকে মিসেস রেড্ডি ডাকত আমি সে ব্যাপারে কিছুই জানি না। হয়তো মঙ্গলার মত ঘনিষ্ঠরা ঠাট্টা করে ডাকত। হার্টফোর্ডশায়ারে আমার ফার্মহাউসে শুটিং চলার সময় আমি রাধিকাকে বলেছিলাম, ওর জন্যে স্টুডিওর বাইরে ভালো বাড়ি খোঁজা হচ্ছে।

'তাই নিয়ে ও প্রচণ্ড রেগে গেল আমার ওপর। এতই রেগে গেল যে, আর কোনদিন আমার মুখ দেখবে না প্রতিজ্ঞা করে লন্ডন থেকে চলেই এল। আমি তাতে দুঃখিত হয়েছি বলে মনে পড়ে না। রাধিকা মঙ্গলার কথামত সত্যি আমাকে ভালোবসত কি না আমি জানি না, তবে ওর সেইদিনের হাবভাব দেখে মনে হয়েছে আমাকে ছেড়ে আসতে পেরে ও

খুশি হয়েছে।' দু'বছর আগের এক বর্ষনভেজা রাতের কথা ভাবল জয়। যেদিন উটিতে কি ভেবে মনে মনে শিউরে উঠল।

'তাহলে মঙ্গলা কেন বলল আমি তোমাদের মাঝে গিয়ে পড়েছি?' সুসু কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল। 'আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে আমি তোমার এবং পাম্মির মাঝে গিয়ে পড়েছিলাম।'

'হ্যাঁ,' স্ত্রীর কণ্ঠে অপ্রত্যাশিত ঠাট্টা শুনে জয় হাসল।

'তোমাকে আমি বুঝতে পারি না,' সুসু নিচু গলায় বলল। 'রাধিকা যদি তোমার জীবন থেকে সত্যি সত্যি বেরিয়ে গিয়েই থাকে, তাহলে আবার স্টুডিওতে ফিরে গেল কি করে তোমার অনুমোদন ছাড়া? আর তুমিই বা আমাকে ছেড়ে ওর কাছে চলে গেলে কেন? তুমি জানো, একজন গর্ভবতী মা যখন বুঝতে পারে আশেপাশে তাকে দেখার মত কেউ নেই, তখন তার কেমন লাগে?

'স্বামী আর কোন মেয়ের টানে তাকে ছেড়ে চলে গেছে জানতে পারলে তার মনের অবস্থা কি হয়? সেই অবস্থায় গর্ভপাত ঘটলে কতখানি চাপ পড়ে তার মনের ওপর?'

'সুসু, আমি জানি তোমার ওপর দিয়ে তখন কি গেছে এবং সে জন্যে আমি একশোবার দায়ী কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার জেনে রাখো, আমি কখনও রাধিকার কাছে ফিরে যাইনি। ও আমাদের স্টুডিওতে থাকতে নয়, আশ্রয় নিতে গিয়েছিল কারণ ও অসুস্থ ছিল, সুসু। তোমাকে সত্যি কথাটা আগেই জানাতে চেয়েছি আমি, কিন্তু তুমি প্রেগনেন্ট শুনে চেপে গেছি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস মোচন করল জয়। 'বলো, সত্যি জানতে চাও?'

'হ্যাঁ, চাই,' মাথা ঝাঁকাল ও। 'আমি জানতে চাই কেন আমার বিয়ে এভাবে হঠাৎ ভেঙে গেল।'

'তোমার বিয়ে ভেঙে যায়নি, বিষয়টা মাথার মধ্যে ভালো করে গেঁথে নাও,' জয় দৃঢ় গলায় বলল। 'রাধিকা আমাদের স্টুডিওতে কেন গিয়েছিল? মর্যাদার সাথে মরার জন্যে আশ্রয় খুঁজতে, আর কিছুর জন্যে নয়। আমার ওপর তার সে অধিকার ছিল, আমি তা থেকে ওকে বঞ্চিত করিনি। ডক্টর মঙ্গলা ছিল ওর স্কুল জীবনের বান্ধবী। রোগের লক্ষণ বুঝতে পেরে শেষ দিন পর্যন্ত সে ওকে সঙ্গ দিয়েছে। কিন্তু সে যখন ওর রোগ ধরতে পারে, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। কোন ডাক্তার বা হসপিটাল রাধিকাকে চিকিৎসা দিতে রাজি ছিল না। সে উপায়ই ছিল না।

তাই বাধ্য হয়ে ওকে স্টুডিওতে রাখতে হয়। তবে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত গোপন থাকেনি।'

'জয়, এসব কি বলছ তুমি?' ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সুসু। 'তুমি বলতে চাইছ রাধিকার ...?'

'হ্যাঁ। আমার কাছে যখন নিয়ে আসা হয়, রাধিকা তখন বেঁচে থেকেও মরে গেছে। এইডস ওকে শেষ করে ফেলেছ।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জয়। 'আমি অসহায় ছিলাম, সুস। শ্রীনিবাসগুরুকে পর্যন্ত সত্যি কথাটা বলার উপায় ছিল না। যে কারণে ভান করতে হয়েছে আমি আবার রাধিকার সাথে থাকতে শুরু করেছি।'

'ওহ্, মাই গড, জয়! কি সাঙ্ঘাতিক!'

'সাঙ্ঘাতিক, হ্যাঁ,' ও মাথা দোলাল। 'তুমি ঠিক বলেছ। শুনেছি আমার সাথে ঝগড়া হওয়ার পর বাছবিচার না করে এর-তার সাথে থাকতে শুরু করে রাধিকা। হিন্দি ছবিতে ক্যারিয়ার গড়ার জন্যে মুম্বাই গিয়েও এ কাজ করেছে কিছুদিন। শেষ পর্যন্ত যখন আমার কাছে ফিরে এলো, ওর চেহারা দেখে "না" করতে পারিনি

'চোখের সামনে অনেকদিনের চেনা কাউকে মোমবাতির মত দ্রুত পুড়ে শেষ হয়ে যেতে দেখা যে কি মর্মান্তিক, কত কষ্টের! সেই অবস্থায় ওকে রেখে যেতেও পারিনি, কাউকে সত্যি কথাটাও বলতে পারিনি। পরে রাধিকার স্বার্থেই ওকে লন্ডনে নিয়ে গেলাম যাতে সাংবাদিকদের ধাওয়া খেয়ে বেড়াতে না হয়, বেচারী শান্তিতে মরতে পারে। তাই বলে সাংবাদিকদের কলম থেমে থাকেনি, তারা শেষদিন পর্যন্ত ফ্রিস্টাইল গল্প লিখে গেছে আমাদেরকে নিয়ে।'

'তুমি ওকে "বাস্তবের মৃত্যুর আগে সামাজিক মৃত্যু হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছ",' সুসু টম হ্যাঙ্কসের উদ্ধৃতি দিল।

'চেষ্টা করেছি।'

'এই জন্যেই তুমি ভেঙ্কিকে স্টুডিওতে পাঠাতে নিষেধ করেছিলে?'

'হ্যাঁ। ওই অবস্থায় কোন সাহসে তোমাকে বা আমাদের সন্তানকে সেখানে যেতে দেই আমি? তাই তোমাদেরকে মুম্বাই যেতে বলি। আর তুমি সে জন্যে আমার মাথা কেটে নেয়ার ব্যবস্থা করেছিলে!'

'ঠিক করেছি!' সুসু বলল। 'আমি তোমার মনের কথা টেলিপ্যাথির মাধ্যমে বুঝে নেব ধরে নেয়ার জন্যে সেটাই হয়েছে তোমার উচিত পাওনা। সমস্যা হলে তা নিয়ে একান্ত আপনজনদের সাথে আলোচনা

করা যাবে না, এ কেমন কথা? কি করে ভাবলে তোমার উল্টোপাল্টা আচরণ আর নীরবতা দেখেই আমি সব বুঝে নেব?'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শ্রাগ করল জয়। রিসিভার তুলে লায়নেলের নম্বরে রিং করে বলল, 'তুমি আসতে পারবে একবার? সুসুকে এবার আসল সত্যিটা জানানোর সময় হয়েছে।'

নিজেদের একান্ত বিষয়ে বাইরের একজনকে নাক গলাতে ডাকা হচ্ছে শুনে অবাক হলো সুসু, রাগও হলো। 'এ আবার কি রহস্য, জয়? আর কোন সত্যি কথাটা এখনও বলা বাকি রয়ে গেল?'

'খুব জলদি জানতে পারবে,' নির্বিকার চেহারায় উত্তর দিল জয়, ওকে হতবাক করে দিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। লায়নেল পৌঁছতে আধা ঘণ্টা লাগল। পৌঁছেই গড়গড় করে যা বলতে লাগল, তার খানিকটা শুনেই সুসুর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

'জয় হায়দ্রাবাদ থেকে ফোন করতে আমি ওদের জন্যে এখানে সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখি,' শুরু করল সে। 'কিন্তু রাধিকা তখন প্রায় মৃতই বলা চলে। ওকে দেখেই বুঝেছি যে কোন মুহূর্তে নেই হয়ে যাবে। রিচার্ডকে খবর দিলাম। সে যোগ দিল আমার সাথে। তুমি তো জানোই রিচার্ড এই নিয়ে এখনও গবেষণা করছে, তাই এ ব্যাপারে ওকে খবর দেয়াই সবচে' বেশি জরুরি মনে হয়েছিল আমার। কিন্তু ' শ্রাগ করল সে, 'রাধিকার ব্যাপারে তারও কিছু করার সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল।

'রাধিকাকে সাহায্য করার কোন উপায় ছিল না,' আবার শুরু করল সে। 'কিন্তু জয়কে সাহায্য করার উপায় ছিল। আমরা তাই করেছি।'

'জয়!' বোকার মত ওর দিকে তাকাল সুসু।

'হ্যাঁ, জয়,' মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'ও এক সময়ে রাধিকার সাথে থাকত। তুমি নিশ্চয়ই ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝো? রোগটা ওরা একসাথে থাকার সময়ে রাধিকার মধ্যে বাসা বেঁধেছে না কি আলাদা হওয়ার পর, আমাদের জানা জরুরি ছিল।'

সশব্দে আঁতকে উঠল সুসু। 'ও মাই গড্! মানে রোগটা জয়েরও...?' কথা শেষ করতে পারল না।

মাথা ঝাঁকাল লায়নেল। 'জয় বারবার দাবি করে আসছিল বিয়ের পর থেকে রাধিকা বা আর কোন মেয়ের সাথে ওর সম্পর্ক ছিল না, আমারও ওকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু ভাবলাম, যখন ওরা দু'জন একত্রে ছিল, সর্বনাশটা যদি তখন ঘটে গিয়ে থাকে?

জয়ের কাছে শুনেছি মেয়েটা একই সময়ে অন্য পুরুষদের সাথেও সম্পর্ক রেখে চলত, তাদের কারও এইডস ভাইরাস যদি রাধিকার মাধ্যমে জয়ের ভেতরে ঢুকে থাকে? জানো বোধহয়, এইডস ভাইরাস আত্মপ্রকাশ করার আগে কখনও কখনও আট বছর পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। তাই আমরা জয়কে নিয়ে একটার পর একটা টেস্ট শুরু করি।

'এই জন্যে রাধিকা মারা যাওয়ার পর ওকে আরও কিছুদিন ধরে রাখি আমরা। সে সময় জয় নিজের জীবন আর ক্যারিয়ারের চিন্তা নিয়ে যতটা না উদ্বিগ্ন ছিল, তারচে' বহুগুণ বেশি উদ্বিগ্ন ছিল স্ত্রী-সন্তানের জন্যে। এই জন্যেই তোমার বা তোমাদের বেডরুমের ধারেকাছে যায়নি। তোমাকে বাচ্চা নষ্ট করে ফেলতে বলার কারণও কিন্তু তাই ছিল।'

'কিন্তু এইডস ভাইরাস যদি ওর ভেতরে থাকত, কিছু না কিছু আভাস নিশ্চয়ই পাওয়া যেত, তাই না? জয়কে তো কখনই অসুস্থ দেখায়নি।'

'ঠিক কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই ভাইরাসে সংক্রমিত হলেই সে এইডস রোগেও আক্রান্ত হবে, ব্যাপারটা তা নয়। অনেকে অজান্তেই এই ভাইরাস সারাজীবন বহন করে যায়। এই জন্যে জয় বেশি উদ্বিগ্ন ছিল।'

'কিন্তু এসব ও সরাসরি আমাকে বললেই তো হতো। তা না করে এতসব কাণ্ড ঘটাবার কি দরকার ছিল?'

'তুমি বোঝার চেষ্টা করছ না,' লায়নেল বলল। 'প্রথমদিকে জানাবার সময় পায়নি ও। যেদিন জানাতে গেল, সেদিন তুমি পেটে বাচ্চা আসার কথা বললে। তুমিই বলো, সে সময় কি ওরকম জটিল কিছু নিয়ে আলোচনা করা যায়?'

ওর মত শারিরীক ও মানসিকভাবে দুর্বল এক মেয়ের জন্য একসঙ্গে এতকিছু সহ্য করা কঠিন। মাথা ঘুরতে লাগল ওর। সাহস করে জানতে চাইল, 'তারপর? পরীক্ষার ফল কি হলো?'

'ধাড়ি শয়তানটা ঠিক আছে। তুমি এবং তোমার ছেলেও ক্লিন। তুমি এবার লন্ডন আসার পর তোমার ব্লাড স্যাম্পল নেয়া হয় মনে আছে? তোমাদের ছেলেরও নেয়া হয়েছিল।' মৃদু হাসি ফুটল তার মুখে। 'ভয় নেই। তোমরা ব্লাডি হেলদি ফ্যামিলি।'

ওহ্, এতবড় খাড়া বিপদের হাত থেকে অল্পের জন্য বাঁচা গেছে জানতে পারা যে কতবড় স্বস্তির! কিন্তু সুসুর জন্য উল্টো হয়ে উঠল

ব্যাপারটা। লায়নেলের চোখের আড়ালে এসে জয়কে বলল, 'আমি মনে করেছিলাম তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেছ। বাচ্চা চাও না।'

'আমি বলেছি, সুস, তোমার জয়ের ওপর আরেকটু বেশি আস্থা রাখতে শেখো! তাহলে সমস্যা হবে না।'

'আর তুমিও শিখে রাখো, বাস্টার, ভবিষ্যতে কোনরকম জটিল সমস্যা দেখা দিলে তা নিয়ে বউয়ের সাথে আলোচনা করবে। কারণ আমি মাইন্ড রিডিঙে বিশেষজ্ঞ নই।'

নিজের রুমে এসে দরজা লাগিয়ে দিল সুসু। নিভৃতে চিন্তা করার জন্য কিছু সময় দরকার। জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রাধিকার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের ব্যাপারে জয়ের খোলামেলা স্বীকারোক্তি এবং লায়নেলের মুখ থেকে স্ত্রী ও সন্তানের জন্য ওর মানসিক দুশ্চিন্তার কথা ভেবে সারারাত ঘুম এল না। বেচারা জয়! বাঁচবে না ভেবে ওদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিল, অথচ সুসু অন্য কিছু ভেবে ।

সে রাতে ডিপ্রেশন থেকে বেরিয়ে এল সুসু। জয়কে ছোট করে ও নিজে সবার সহানুভূতি কুড়িয়ে বেড়িয়েছে বুঝতে পেরে অপরাধী মনে হলো। কিন্তু এত কিছুর পরও জয় পরিস্থিতির কাছে নত হয়নি, ওর কঠিন দায়িত্ববোধই শেষ পর্যন্ত রাধিকার শান্তির মৃত্যু নিশ্চিত করেছে। নিজের সুনাম, ক্যারিয়ারের ঝুঁকি, কোন কিছুর তোয়াক্কা করেনি। তাছাড়া নিজের কাজকর্ম নিয়ে যে কখনও কারও সঙ্গে আলোচনার ধার ধারে না, সে এই একটি ব্যাপারে রিচার্ড ও লায়নেলকে প্রথম থেকেই জড়িত রেখেছে, তাই বা কম হলো কিসে?

রাত তিনটায় শাওয়ার নিচে গিয়ে দাঁড়াল সুসু, মনে হলো পানির ধারার সঙ্গে দেহে জমে ওঠা টেনশনের স্তরও গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন জয়ের পাশে শুয়ে পড়ল। তিন ঘণ্টা পর চোখ মেলে ওকে দেখতে পেয়ে হাসল সে। 'আর কখনও আমাকে ছেড়ে যাবে না,' সুসু বলল। 'আমি সহ্য করতে পারব না।'

'যাব না,' অন্ধকারে ওকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখল জয়।

'তোমার মত স্বামী পেয়ে আমি গর্বিত, জয়। রাধিকার জন্যে তুমি যা করেছ ঠিকই করেছ। তারও ভাগ্য ভালো যে তোমার মত একজন বন্ধু পেয়েছিল।'

'আরেকটা কথা তোমার জানা দরকার, সুস। নতুন ছবিটা রাধিকার নামে উৎসর্গ করেছি আমি। ছবির টাইটেল শুরু হওয়ার আগে ওকে উদ্দেশ করে দু'চারটা কথা বলা হয়েছে আর কি!'

'এই কথা? আমার মনে হয় কাজটা তুমি ঠিকই করেছ। ইউ নো, তোমার ছবির কোন ব্যাপার নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাই না।'

একটু পর ভেঙ্কি রুমে এসে ঢুকল। ঢুকেই ড্যাডিকে বেডে শোয়া দেখে স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে। খাটে উঠে তার পেটের ওপর জেঁকে বসে মহানন্দে লাফাতে লাগল।

'সকালে ঘুম ভাঙাবার চমৎকার উপায়,' জয় হেসে বলল। 'সুস, এটা স্বপ্ন হয়ে থাকলে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিও না।'

জয়ের কানে লতিতে কামড় দিল ও 'এটা বাস্তব, মিস্টার। তুমি স্বপ্ন দেখছ না।'

কয়েক ঘণ্টা পর স্টুডিওতে ফোন করে যে খবর পেল, সেটাও স্বপ্ন নয়। 'তুমি শিওর ছবি হিট্?' জয়কে হাসিমুখে প্রশ্ন করতে শুনল সুসু। 'নতুন জুটি পছন্দ করেছে দর্শকরা? আর সবখানের কালেকশন কেমন?' ফোন রেখে স্ত্রীর দিকে ফিরল। মুখে প্রশস্ত হাসি। 'আরেকটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনতে চাও?'

'না,' সুসু মাথা নাড়ল। 'তোমাকে ফিরে পেয়েছি, তাই যথেষ্ট।'

'আজকের দিনটা খুব শুভ। একটু আগে রাজ ফোন করেছিল, জানো?'

'রাজ?' উত্তেজিত হয়ে উঠল ও। 'কেন?'

'আমাদেরকে দু'দিনের মধ্যে নিউ ইয়র্ক যেতে বলার জন্যে। ও আবার বিয়ে করতে যাচ্ছে।'

'কি! জয় আবার বিয়ে করবে?' চেঁচিয়ে বলল সুসু। 'জয়, চলো আজই ওর বিয়ের শপিং করতে যাব আমরা। বন্ড স্ট্রীটে।'

'হ্যাঁ। মুম্বাইয়ের আঙ্কিত, তার মা-বাবা এবং তোমার অন্য বন্ধুদের জন্যেও গিফট কিনতে হবে। ওরা তোমার জন্যে অনেক করেছে। কিন্তু এক সময় ছিল, যখন তোমার মুম্বাই যাওয়া, ওদের সাথে ওঠাবসা করা আমার ভালো লাগত না। কিন্তু ওরাই সত্যিকারের বিপদের সময় তোমার পাশে ছিল। ওরাই আসলে তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাই না?'

জয়ের সরল স্বীকারোক্তি শুনে ভীষণ খুশি হলো সুসু। ওর বুকে মাথা রেখে বলল, 'তোমার স্ত্রী হতে পেরে আমি গর্বিত।'

বন্ড স্ট্রীটের কোন দোকান বাদ রাখল না। কার্টার, গুচ্চি, লুই ভিট্টন, সব দোকান থেকে জয় কিছু না কিছু গিফট্ কিনল। পরে নাইটস্ইব্রিজের প্রিন্সেস ডায়ানার ড্রেস ডিজাইনার হিসেবে খ্যাত হারভি নিকোলস থেকে একটা ওয়্যারড্রোব কিনল সুসুর জন্য।

বন্ড স্ট্রীটে ঘুরে বেড়ানোর সময় হঠাৎ এক শপ উইন্ডোর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল সুসু। কাচের গায়ে নিজেদের ছায়া দেখিয়ে জয়কে বলল, 'নীল ব্লেজার আর জিনস্ পরা ওই হ্যান্ডসাম ছেলেটাকে দেখেছ? পৃথিবীর সবচে' সুন্দর হাসিওয়ালা?' দু'হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরল। 'তোমাকে কখনও বলেছি ওকে আমি পাগলের মত ভালোবাসি?'

'কি বলছ?' না শোনার ভান করে চেঁচিয়ে বলল জয়। 'আবার বলো, বুঝতে পারিনি।'

সুসু ওর চোখে চোখ রেখে হাসল। 'আমি কি তোমাকে কখনও বলেছি তোমাকে আমি পাগলের মত, উন্মাদের মত ভালোবাসি

জোরে জোরে মাথা নাড়ল জয়। 'না, সুইটহার্ট। কখনও বলেছ বলে মনে পড়ছে না। যাকগে' এখন বলো। কথাটা আমি তোমার মুখ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শুনতে চাই।'

'আই লাভ ইউ, জয় আমি তোমাকে অনেক, অ-নে-ক ভালোবাসি। কখনও ভাবিনি কাউকে এত গভীরভাবে ভালোবাসা যায়।'

'সুস, আজ কি দিন জানো

মাথা নেড়ে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হলো সুসু, রাস্তার মাঝখানে জয়ের ঠোঁটে চুমো দিল। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক পদচারী তাই দেখে অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলল, 'আজ ভ্যালেন্টাইন ফিভারে ধরেছে সব ক'টাকে।'

জয় বা সুসু খেয়াল করল না। নিজেদেরকে নিয়ে মগ্ন ওরা। জয় বলল, 'আজকের বিশেষ দিন উপলক্ষে তুমি আমার কাছে বিশেষ কিছু চাইলে না যে?'

'তা-ও ভালো শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেছ!' ও হাসল। 'আমি ৭৪ কেজি ওজনের এই ঘোড়াটাকে সারাজীবনের জন্যে চাই। একা আমার জন্যে।'

দাঁত বের করে হাসল জয়। 'তথাস্তু!'

***

'জয়, শ্রীনিবাসগুরু এখনও তোমাদের সাথে কাজ করে?'

'হ্যাঁ, করে। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'এমনিই। তার কথা মনে পড়ল, তাই। হায়দ্রাবাদের সবাই আমার বিপক্ষে থাকলেও মনে হয় এই একটা মানুষই সব সময় পক্ষে ছিল। তাই ভাবছিলাম তাকে এখনও কাজে রেখেছ কি না।'

'শ্রীনিবাসগুরু না থাকলে আমার কাজ ঠিকমত চলবে না, তাই সে আজীবন স্টুডিওর একজন হয়েই থাকবে। তুমি ঠিক বলেছ, লোকটা "ইয়েস, মিনিস্টার" টাইপের নয়। আমার মধ্যে কোন বেচাল দেখলেও ছেড়ে কথা বলে না। রাধিকাকে স্টুডিওতে নিয়ে ওঠানো একদম সমর্থন করেনি। তার মত লোক আমার আরও কয়েকজন দরকার, নইলে অন্যরা আমাকে শেষ করে দেবে। কিন্তু হঠাৎ তার কথা মনে এল কেন?'

'জানি না। লোকটাকে খুব মিস করছ আমি। ইচ্ছা করছে হায়দ্রাবাদে ফিরে যাই। রাজের বিয়ে সেরে দেশে চলে যাব কিন্তু।'

জয় আনন্দে লাফিয়ে উঠল। 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! তুমি যখন বলবে তখনই যাব আমরা তবে, এবারে ওখানে থাকাটা একটু কষ্টকর হবে মনে হয়, সুসু। সেখানকার সবাই সত্যি কথা জানে না কোনদিন জানবেও না হতে পারে এ জন্যে মাঝেমাঝে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি ফেস করতে হবে তোমাকে সহ্য করতে পারবে তো?'

একটু ভেবে নিল সুসু, তারপর দৃঢ় সিদ্ধান্ত ঘোষণার মত বলল, 'তুমি যতক্ষণ আমার পাশে আছ, জয়, ততক্ষণ আমি কোনকিছুকেই কেয়ার করব না। জয়, ভেঙ্কিকে ব্যাবসের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে নিয়ে আসবে, প্লিজ? ওকে ছাড়া ঘর কেমন কেমন যেন লাগছে।'

'এখনই যাচ্ছি।' বেরিয়ে গেল জয়।

রাত দু'টোর দিকে সুসুর ঘুম ভেঙে গেল। অনেকক্ষণ গড়াগড়ি করেও ঘুম আসছে না দেখে উঠে বসল সে, কিছুক্ষণ জয়ের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কি মনে করে নিঃশব্দে হাসল। নেমে পড়ল বেড, থেকে একটা রোব কোনরকমে গায়ে জড়িয়ে কিচেনে এল গরম কোকো খেতে। আপনমনে চাপাকণ্ঠে গুন্‌গুন্ করছে। মুখে মৃদু হাসি। খানিক পর পিছন থেকে জয়ের গলা শুনে চমকে উঠল ও।

'আমার কথা ভেবে হাসছ নিশ্চয়ই?'

ঘুরে তাকাল ও। দেখল, কিচেনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে জয়, এক হাতে ভিডিও ক্যামেরা। মুখে দুষ্টু হাসি, কোঁকড়া চুল এলোমেলো। ওর স্থির চাউনি নিজের ওপর আটকে রয়েছে বুঝতে পেরে ঘন ঘন ব্লাশ

করতে লাগল সুসু, দ্রুত পিছন ফিরে কোকো তৈরিতে মন দিতে চাইল। কিন্তু হলো না, পায়ে পায়ে ওর কাছে এস দাঁড়াল জয়।

'রোবটা শুধু শুধু পরে আছ কেন?' বলল ও। 'তুমি জানো, ড্রেস ছাড়া তোমাকে কত ভালো লাগে? খুলে ফেলো ওটা, ডার্লিং।'

'না,' দ্রুত মাথা নাড়ল সুসু।

জয় হালকা পায়ে এগিয়ে এল। 'আচ্ছা, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি করছি যা করার।' সুসুর বাধা উপেক্ষা করে রোব খুলে ফেলে দিল জয়, স্ত্রীর নগ্ন দেহের ছবি তুলতে লাগল। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ক্যামরা ফেলে ওকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জয়। 'কিচেন প্ল্যাটফর্মে প্রেম করি এসো।'

'কি!' অবাক হয়ে নিজের চারদিকে তাকাল সুসু। 'এখানে?'

'হ্যাঁ, যে কোন ডিসকো ফ্লোরের চাইতে প্রশস্ত এটা।'

ভেতর থেকে ভেঙ্কির ঘুম ঘুম গলার ডাক শোনা যেতে হাত থেমে গেল জয়ের। একটা নকল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'পার্টি পূপারের ডাক পড়েছে, চলো।' দু'হাতে নগ্ন স্ত্রীকে তুলে নিয়ে ছেলের রুমে এসে বেডে শুইয়ে দিল সুসুকে। ছেলের পিঠে কয়েকটা চাপড় দিয়ে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বলল, 'ড্যাডিকে বলো এবার তোমার কি চাই, ভাই না বোন?'

শেষ